সহীহ
আল বুখারী
صحيح البخاري
مجلد رقم ٦

সহীহ আল বুখারী

৬ষ্ঠ খণ্ড

অনুবাদে

মাওলানা আফলাতুন কায়সার, ফাযেলে দেওবন্দ
অধ্যক্ষ মাওলানা মুজাম্মেল হক
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা এম. এম. ; এম. কম.
অধ্যাপক মাওলানা এ. এম. মোঃ মোসলেম এম. এম. ; এম. এ.
মাওলানা সায়ীদ আহমদ এম. এম.
মাওলানা সিফাতুল্লাহ এম. এম. বি. এ.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৭

১১শ প্রকাশ
রমজান ১৪৩৫
শ্রাবন ১৪২১
জুলাই ২০১৪

বিনিময় মূল্য ঃ ৪০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-6th Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 400.00 Only.

কিছু কথা

আমাদের এ হিমালয়ান উপমহাদেশে কুরআন চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং ইসলামী বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই এখানে অনেক আন্তরজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের ভাষ্যকারের নাম শোনা যায়। কিন্তু হাদীস চর্চা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আঠারো শতকের দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বে হাদীসের নাম বড় একটা শোনা যেতো না। মুসলিম জনগণের মধ্যে তো হাদীসের চর্চাই ছিল না। উলামায়ে কেরামের মধ্যেও বড় বড় মাদরাসার গুটিকয় মুহাদ্দিসের মধ্যে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এখনো আমাদের দেশের মাদরাসার দরসে নিযামীর সিলেবাসে মূলত শেষ বর্ষে হাদীস অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন। জীবন গঠনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসে রসূল একটি অপরিহার্য বিষয়। শুধু মাদরাসার অংগনে নয়, জনগণের মধ্যেও হাদীসের চর্চা ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে আমরা এটাই দেখেছি। পরবর্তীকালেও মুসলিম জনতার মধ্যে এ ধারা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের দেশে হাদীসের চর্চা সাম্প্রতিক মাত্র কয়েক শ' বছরের। এটাও গুটিকয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ইসলামের মর্মবাণী জনগণের মনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসেছেন। উলামায়ে কেরামও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের চর্চা উলামায়ে কেরামের মজলিসে আবদ্ধ না থেকে জনগণের মধ্যেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাদীস গ্রন্থগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে বুখারীর গুরুত্ব আমাদের দেশে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ভাতের মতো। এটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান হাদীস গ্রন্থ। তাই এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বুখারীর অনুবাদ হচ্ছে। একদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন রুচির পাঠক বিভিন্ন অনুবাদে মনোসংযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া এর ফলে হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর হবে। তবে অনুবাদ ও উপস্থাপনা যাতে ত্রুটিপূর্ণ না হয় এদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে ত্রুটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

"যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বললো সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।"

কাজেই হাদীসের শব্দের মধ্যে হেরফের হওয়া বা হেরফের করা একটি অতি বড় গুনাহর কাজ। এ ব্যাপারে অতি যত্নবান, সতর্ক ও আন্তরিক হতে হবে।

হাদীসের ব্যাপারে এ সতর্কতাকে সামনে রেখেই বুখারী শরীফের ষষ্ঠ খণ্ডের এ নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ খণ্ডটিকে নতুন করে সম্পাদনা করে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও এর মধ্যে কোথাও ভুল থেকে

যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠক সমাজের কোনো বিকল্প নেই। কোনো ভুল তাঁদের নজরে পড়লে সাথে সাথেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠকের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে না দিয়ে হাদীসকে হাদীসের মাধ্যমে জানার ওপর নির্ভর করে আমরা অনুবাদটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটনোটে ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। মনে হয় সচেতন পাঠক সমাজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং হাদীসকে অন্যের মাধ্যমে বুঝার পরিবর্তে নিজের জীবনকে হাদীসের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের জীবনকে যদি হাদীসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তাহলেই হাদীস চর্চা আমাদের জীবনে সার্থকতার বার্তা বহন করে আনবে। হাদীস চর্চা আমাদের ইহকালীন ও ও পরকালীন জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুক। আমীন।

আবদুল মান্নান তালিব
১২ শওয়াল ১৪৩০। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ৫৩
কিতাবুর রিকাক ঃ ২৩
(মর্মস্পর্শী হাদীস সম্পর্কিত বর্ণনা ঃ ২৩)

অধ্যায় ঃ ৫৪
কিতাবুল কাদর ঃ ৮০
(তাকদীর বা ভাগ্য নির্ধারণ ঃ ৮০)

অধ্যায় ঃ ৫৫
কিতাবুল আয়মান ওয়ান নুযূর ঃ ৯০
(শপথ ও মান্নতের বর্ণনা ঃ ৯০)

অধ্যায় ঃ ৫৬
কিতাবুল কাফ্ফারাতিল আয়মান ঃ ১১৯
(শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা ঃ ১১৯)

অধ্যায় ঃ ৫৭
কিতাবুল ফারায়েয ঃ ১২৭
(ওয়ারিসী স্বত্ব ও তার বণ্টন ঃ ১২৭)

অধ্যায় ঃ ৫৮
কিতাবুল হুদুদ ঃ ১৪৫
(দণ্ডবিধিসমূহের বর্ণনা ঃ ১৪৫)

অধ্যায় ঃ ৫৯
কিতাবুল মুহারিবীনা মিন আহলিল কুফরে ওয়ার রিদদে ঃ ১৫৩
(যুদ্ধরত কাফের ও ধর্মত্যাগীদের বর্ণনা ঃ ১৫৩)

অধ্যায় ঃ ৬০
কিতাবুদ দিয়াত ঃ ১৮০
(রক্তপণ ঃ ১৮০)

অধ্যায় ঃ ৬১

কিতাবু ইসতিতাবাতিল মুরতাদিনা ওয়াল মুআনিদিনা ওয়া কিতালিহিম ঃ ২০২

(মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহীদের তওবা করতে বাধ্য করা এবং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ঃ ২০২)

অধ্যায় ঃ ৬২
কিতাবুল ইকরাহ ঃ ২১৫
(অবৈধ বলপ্রয়োগ ঃ ২১৫)

অধ্যায় ঃ ৬৩
কিতাবুল হিয়াল ঃ ২২০
(কৌশল ও অপকৌশল ঃ ২২০)

অধ্যায় ঃ ৬৪
কিতাবুত তাবির ঃ ২৩০
(স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঃ ২৩০)

অধ্যায় ঃ ৬৫
কিতাবুল ফিতান ঃ ২৫৮
(কলহ ও বিপর্যয় ঃ ২৫৮)

অধ্যায় ঃ ৬৬
কিতাবুল আহকাম ঃ ২৮৪
(প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় বিধান ঃ ২৮৪)

অধ্যায় ঃ ৬৭
কিতাবুত তামান্না ঃ ৩২০
(কামনা-বাসনা ৩২০)

অধ্যায় ঃ ৬৮
কিতাবু আখবারিল আহাদ ঃ ৩২৭
(একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ঃ ৩২৭)

অধ্যায় ঃ ৬৯
কিতাবুল ই'তিছামি বিল কিতাব ওয়া সুন্নাহ ঃ ৩৩৫
(কুরআন-হাদীস দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা ঃ ৩৩৫)

অনুচ্ছেদ — পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৪ ৭০
কিতাবুর রাদ্দি আ'লাল জাহমিইয়াতি ওয়া গাইরিহিম ওয়া তাওহিদি ৪ ৩৭৫
(জাহমিয়া ও অন্যান্য মতবাদের অসারতা প্রমাণ এবং তাওহীদ সম্পর্কিত বর্ণনা ৪ ৩৭৫)

بسم الله الرحمن الرحيم

অধ্যায় ঃ ৫৩

كِتَابُ الرِّقَاقِ

(মর্মস্পর্শী হাদীস সম্পর্কিত বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আখেরাতের জীবন ছাড়া অন্য জীবন প্রকৃত জীবন নয়।"

٥٩٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ -

৫৯৬৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে বহু লোক ধোঁকায় নিমজ্জিত ঃ সুস্বাস্থ্য ও অবসর।

٥٩٦٥. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

৫৯৬৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, "হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিরদের সংশোধন করে দিন।

٥٩٦٦. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ وَبَصُرَبِنَا ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ ، فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ۔

৫৯৬৬. সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে খন্দক খননে রত ছিলাম। তিনি (পরিখার) মাটি খুড়ছিলেন এবং আমরা তা বহন করছিলাম। তিনি আমাদেরকে দেখছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।[১] সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ الى قوله مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

"জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয় ------------------ ধোঁকার বস্তু।"–সূরা আল হাদীদ ঃ ২০

٥٩٦٧. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا–

---

১. আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন অথবা আখেরাতের আরাম-আয়েশই প্রকৃত আরাম-আয়েশ –(সম্পাদক)।

৫৯৬৭. সাহ্ল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ঃ "মুসাফির কিংবা পথিক হিসেবে দুনিয়াতে জীবন-যাপন করো।

٥٩٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ : اِذَا اَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ ، وَاِذَا اَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيٰوتِكَ لِمَوْتِكَ–

৫৯৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. আমার কাঁধ ধরে বলেন ঃ পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন-যাপন করো। ইবনে ওমর রা. প্রায়ই বলতেন, তুমি সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না, আর সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা করো না এবং সুস্থতা থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য ও জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু সংগ্রহ করো।[১]

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অতি আশা করা। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

"যাকে আগুন থেকে রেহাই দেয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে অবশ্যই সফলকাম এবং দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার বস্তু।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.

"তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক আকাঙ্ক্ষা, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।"–সূরা হিজর ঃ ৩

আলী রা. বলেন, দুনিয়া পেছনের দিকে চলছে এবং সামনের দিক থেকে আসছে, আর এ দুটি জায়গাই মানুষ একান্তভাবে কামনা করে, তবে তোমরা আখেরাতের কামনাকারীই হয়ে যাও, দুনিয়ার কামনাকারী হয়ো না। আজকের দিনে (দুনিয়ায়) কাজ আছে, হিসেব (গ্রহণ) নাই। আর কাল হিসেব (গ্রহণ) থাকবে কিন্তু কাজ থাকবে না।

٥٩٦٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا اِلٰى هٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ، وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِهِ، وَهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهُ ، وَهٰذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَاِنْ اَخْطَاَهُ هٰذَا، نَهَشَهُ هٰذَا ، وَاِنْ اَخْطَاَهُ هٰذَا، نَهَشَهُ هٰذَا–

৫৯৬৯. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একটি বর্গক্ষেত্র আঁকলেন আর এর মাঝখান থেকে একটি রেখা (উপরের দিকে) বাড়িয়ে দিলেন, অতপর দু'পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে কয়েকটি ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ হলো মানুষ এবং এ রেখা তার

১. যতক্ষণ তুমি জীবিত ও সুস্থ আছ অর্থাৎ মৃত্যু ও অসুস্থ হওয়ার পূর্বেই কিছু ভাল কাজ করে নাও।

বয়সের সীমা যা তাকে ঘিরে আছে। এ বাইরের রেখাটি তার আকাঙ্ক্ষা এবং এ ছোট রেখাগুলো তার বিপদ-মুসীবত। যদি সে একটি বিপদ উৎরে যায়, তবে পরবর্তী বিপদে সে পতিত হয়।

٥٩٧٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِىُّ ﷺ خُطُوْطًا ، فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا اَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ-

৫৯৭০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কয়েকটি রেখা আঁকলেন তারপর বললেন, এটা (মানুষের) আকাঙ্ক্ষা এবং এটা তার জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ। সে এ অবস্থায় থাকতে থাকতে নিকটতম রেখাটি (অর্থাৎ মৃত্যু) আচানক তার কাছে উপস্থিত হয়।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়সে পৌঁছলো, তাকে আল্লাহ তাআলা ওযর পেশ করার সীমা অতিক্রম করিয়ে দিলেন (দীর্ঘ বয়স দিয়ে)। আল্লাহর তাআলার বাণী ঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُمُ النَّذِيْرُ

"আমি কি তোমাদেরকে (প্রচুর) বয়স দেইনি যে, এর মধ্যে কেউ শিক্ষা নিতে চাইলে সে ঠিকই উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো, তোমাদের কাছে তো ভয় প্রদর্শনকারীও এসেছিলো।"
–সূরা ফাতের ঃ ৩৭

٥٩٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلٰى امْرِئٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً -

৫৯৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির ওযর কবুল করবেন না, যার বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি ষাট বছরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।[২]

٥٩٧٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِىْ اثْنَتَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ.

৫৯৭২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ বৃদ্ধলোকের অন্তরও দু'টি বিষয়ে যৌবনদীপ্ত থাকে ঃ দুনিয়ার মহব্বত এবং অফুরন্ত কামনা-বাসনা।

٥٩٧٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْبَرُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ حُبُّ الْمَالِ ، وَطُوْلُ الْعُمْرِ،

৫৯৭৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আদম সন্তানের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দু'টি জিনিস বাড়ে ঃ সম্পদের মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ এমন কাজ যা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ চাওয়া হয়।

٥٩٧٤. عَنِ الْمَحْمُوْدُ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْاَنْصَارِىِّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِىْ سَالِمٍ قَالَ

২. অর্থাৎ যে ষাট বছর বয়স পেয়েছে, তার একথার অবকাশ নেই যে, "আল্লাহ যদি আমাকে আরও বেশী বয়স দিতেন, তাহলে আমি দীনের অনেক কাজ করতাম।"

غَـدًا عَلَـيَّ رَسُـوْلُ اللّـٰهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُـوَافِـيَ عَبْدٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُـوْلُ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ يَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّـارَ-

৫৯৭৪. মাহমুদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইতবান ইবনে মালেক আনসারীকে এরপর বনী সালেম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ভোরবেলা আমার কাছে এলেন, তারপর বললেন, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, অবশ্য অবশ্যই তার ওপর জাহান্নামের আগুন আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিবেন।

٥٩٧٥. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَـالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَـالَى مَـا لِعَبْـدِيَ الْمُـؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلاَّ الْجَنَّةُ -

৫৯৭৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার কোনো মুমিন বান্দার প্রিয়তম কোনো কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নেই আর সে তাতে সবর করে আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া আর কোনো পুরস্কার নেই।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার সৌন্দর্য ও তার প্রতি আকর্ষণ সম্পর্কে সতর্কতা।

٥٩٧٦. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاْتِيْ بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِهِ فَوَافَقَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰهُمْ وَقَالَ اَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ وَاَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ ؟ قَالُوْا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللّٰهِ مَا الْفَقْرُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ، وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اَلْهَتْهُمْ -

৫৯৭৬. আমর ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বনু আমের ইবনে লুওয়াই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ স. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করে নিয়ে আসতে পাঠিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ স. বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইবনে আল হাযরামীকে তাদের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। আবু উবায়দাহ রা. বাহরাইন থেকে (জিযিয়ার) মাল নিয়ে এলেন। আনসাররা তার আসার খবর শুনার পর তারা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। তিনি নামায শেষ করলে তাঁরা তাঁর কাছে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ স.

তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা আবু উবায়দার ফিরে আসার খবর শুনেছ এবং সে কিছু নিয়ে এসেছে তা জেনেছ। তারা বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এটা তোমাদেরকে খুশী করবে আশা রাখো। আল্লাহর কসম! তোমাদের ব্যাপারে আমি দারিদ্রতার ভয় করি না। আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য দুনিয়া যেমনি প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনি তোমাদের বেলায়ও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাবে। তোমরা (তা পাবার জন্য) তেমনি প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা প্রতিযোগিতা করেছিল এবং তোমাদেরকে তাদের মতোই (আখেরাত সম্পর্কে) গাফেল করে দিবে।

٥٩٧٧. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىْ الْاٰنَ ، وَاِنِّىْ قَدْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلٰكِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا-

৫৯৭৭. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. রওয়ানা হয়ে উহুদে গিয়ে তথাকার শহীদদের জন্য জানাযার নামাযের ন্যায় নামায পড়লেন। পরে মিম্বরে ফিরে এসে বলেন, আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই আগে যাব এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব। আল্লাহর কসম ! আমি আমার হাওযকে এখন দেখছি। আমাকে তো পৃথিবীর সকল ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। অথবা পৃথিবীর সকল চাবিকাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি না যে, তোমরা আমার অবর্তমানে শিরক করবে, বরং ভয় করি (সম্পদ লাভের) পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে।

٥٩٧٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَكْثَرَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ قِيْلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْاَرْضِ ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ يَاْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِيْنِهِ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِيْنَ طَلَعَ ذٰلِكَ قَالَ لَا يَاْتِى الْخَيْرُ اِلَّا بِالْخَيْرِ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَاِنَّ كُلَّ مَا اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ اِلَّا اٰكِلَةَ الْخُضَرَةِ تَاْكُلُ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَاَكَلَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالِ حُلْوَةٌ مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِىْ حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ -

৫৯৭৮. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি, তা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য পৃথিবীর বরকতসমূহ বের করে দিবেন। বলা হলো, পৃথিবীর বরকতসমূহ কি ? তিনি বললেন, দুনিয়ার সৌন্দর্য–সম্পদ। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, কল্যাণ (মাল) কি অকল্যাণ নিয়ে আসবে ? নবী স. চুপ

থাকলেন, শেষে আমরা অনুমান করলাম যে, তখন তাঁর ওপর অহী নাযিল হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর কপাল (থেকে ঘাম) মুছতে মুছতে বললেন, প্রশ্নকর্তা কোথায়? লোকটি বললো, এই যে আমি। আবু সাঈদ রা. বলেন, আমরা তখনই ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করেছি, যখন তা (প্রশ্নের উত্তর) প্রকাশ পেয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, কল্যাণ (মাল) কল্যাণই বয়ে আনে। অবশ্যই এ (পৃথিবীর) ধন-দৌলত সবুজ-শ্যামল, সুমিষ্ট এবং বসন্ত মৌসুম যাকিছু উদগত করে তা যে তৃণভোজী (প্রাণী) অতিরিক্ত খায়, তাকে তা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দেয়। কিন্তু যে প্রাণী সবুজ ঘাস খায় এবং তার পেট ভরে সূর্যের দিকে মুখ করে জাবর কাটে ও মলমূত্র ত্যাগ করে, অতপর ফিরে এসে আবার খায় (সেটি ছাড়া)। এ সম্পদও খুবই মধুর ও আকর্ষণীয়, যে সৎভাবে উপার্জন করে এবং সৎপথেই ব্যয় করে তার জন্য তা উপকারী বন্ধু। আর যে ব্যক্তি তা অবৈধভাবে উপার্জন করে সে এমন ব্যক্তিতুল্য যে খায় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না।

٥٩٧٩. عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِىْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَمَا اَدْرِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَكُوْنُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَّشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

৫৯৭৯. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেন, তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই উত্তম, অতপর তাদের পরবর্তীগণ, অতপর তাদের পরবর্তীগণ। ইমরান বলেন, রসূলুল্লাহ স. একথা কি দু'বার না তিনবার বলেছেন তা আমার মনে নেই। অতপর এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের সাক্ষ্য তলব না করতেই সাক্ষ্য দেবে। তারা আমানতের খেয়ানত করবে, তাদের কাছ থেকে আমানত ফেরত পাওয়া যাবে না। তারা মানত করবে, কিন্তু তা পুরা করবে না। তারা (দেখতে) হৃষ্টপুষ্ট হবে।

٥٩٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ اَيْمَانَهُمْ وَاَمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ -

৫৯৮০. আবদুল্লাহ রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেন, আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম, অতপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর তার পরবর্তী যুগের লোকেরা। অতপর তাদের পরে এমন এক ব্যক্তি আসবে, যাদের সাক্ষ্য হবে কসমের পূর্বে এবং কসম হবে সাক্ষ্যের পূর্বে।

٥٩٨١. عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوٰى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِىْ بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْ لاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوْ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ اِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَضَوْ اَوَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا بِشَىْءٍ وَاَنَا اَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَالاً نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ -

৫৯৮১. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব রা.-কে বলতে শুনেছি, যে সময় তিনি তার পেটে গরম লোহার সাতটি সেঁক দিয়েছিলেন, রসূলুল্লাহ স. যদি আমাদেরকে মৃত্যু-কামনা নিষেধ না করতেন তবে আমি অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতাম। মুহাম্মদ স.-এর সাহাবীগণ চলে গেছেন, কিন্তু দুনিয়ার কিছুই তাদের ক্ষতি করতে পারেনি। আর আমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ সংগ্রহ করছি অথচ এর বিনিময়ে আমরা মাটি ছাড়া কিছুই পাচ্ছি না।

٥٩٨٢. عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِىْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصُهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَاِنَّا اَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ ـ

৫৯৮২. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব রা.-এর কাছে এলাম, আর তখন তিনি দেয়াল মেরামত করছিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমাদের যে সকল সাথী চলে গেলেন, দুনিয়ার কোনো কিছুই তাদেরকে নষ্ট করতে পারেনি। অথচ আমরা তাদের পরে অনেক সম্পদই সংগ্রহ করছি কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা মাটি ছাড়া কিছুই পাব না।

٥٩٨٣. عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِصَّةٌ ـ

৫৯৮৩. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি খাব্বাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে হিজরত করেছি। (অতপর তিনি হিজরত সম্পর্কিত ঘটনা বললেন)

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا اِلٰى قَوْلِهٖ مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

"হে মানুষ ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং তোমাদেরকে যেন দুনিয়ার জীবন ধোঁকা না দেয় ------ আগুনের অধিবাসী।"–সূরা ফাতির ঃ ৫-৬

٥٩٨٤. عَنْ اِبْنَ اَبَانَ اَخْبَرَهُ قَالَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهُوْرٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ ، ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَهُوَ فِىْ هٰذَا الْمَجْلِسِ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هٰذَاالْوُضُوْءِ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ قَالَ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَتَغْتَرُّوْا.

৫৯৮৪. ইবনে আবান র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-এর জন্য তার অযুর পানি নিয়ে এলাম, তখন তিনি একটি আসনে বসেছিলেন। তিনি ভালভাবে অযু করলেন, পরে বললেন, আমি নবী স.-কে দেখেছি, তিনি এ স্থানে ভালভাবে অযু করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে অযু করে মসজিদে যাবে, অতপর দু' রাকআত নামায পড়ে বসে থাকবে (ফরয নামায আদায়ের জন্য), তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ওসমান রা. বলেন, নবী স. আরো বলেন, তোমরা যেন ধোঁকায় না পড়ো।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ সৎলোকের প্রস্থান প্রসঙ্গে।

٥٩٨٥. عَنْ مِرْدَاسِ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً.

৫৯৮৫. মিরদাস আসলামী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, সৎলোকেরা একের পর এক চলে যাবে (মৃত্যুবরণ করবে)। অতপর বাকীরা যব অথবা খেজুরের অংশের মতো (নিকৃষ্ট) পড়ে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপও করবেন না।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পদের পরীক্ষা থেকে বাঁচা প্রসঙ্গে। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ .

"নিসন্দেহে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার উপকরণ।"–সূরা তাগাবুন ঃ ১৫

٥٩٨٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ ، وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ -

৫৯৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, দীনার, দিরহাম, কাতীফা[৩] ও 'খামীসা' প্রভৃতির দাসেরা ধ্বংস হোক। এদেরকে দান করা হলে খুশি হয়, অন্যথায় অসন্তুষ্ট হয়।

٥٩٨٧. عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ كَانَ لاِبْنَ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَ يَبْتَغٰى ثَالِثًا وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ اِبْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ -

৫৯৮৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি আদম সন্তানকে দেয়া হয়, তবে সে তৃতীয়টি পাবার আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।

٥٩٨٨. عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ نَبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالاً لاَحَبَّ اَنَّ لَهُ اِلَيْهِ مِثْلَهُ وَلاَ يَمْلأُ عَيْنَ اِبْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ، قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فَلاَ اَدْرِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ اَمْ لاَ قَالَ وَسَمِعْتُ اِبْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ -

৫৯৮৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, আদম সন্তানের জন্য এক উপত্যকা পরিমাণ সম্পদও যদি হয়, তবুও সে আরও সমপরিমাণ সম্পদের জন্য লালায়িত থাকবে। তার চক্ষু মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি জানি না, তা কুরআন থেকে নেয়া কি-না। তবে আতা র. (রাবী) বলেন, আমি মিম্বরের ওপরে ইবনে যুবায়েরকে তা বলতে শুনেছি।

٥٩٨٩.عَنْ اِبْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ مَكَّةَ فِىْ خُطْبَتِهِ يَقُوْلُ : يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ ابْنَ اٰدَمَ اُعْطِىَ وَادِيًا مُلِىَ مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ اُعْطِىَ ثَانِيًا اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَالِثًا وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ

৩. 'কাতীফা' এক প্রকার মোটা ও নরম কাপড়, 'খামীসা' এক প্রকার বস্ত্র।

৫৯৮৯. ইবনে যুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যুবাইর রা.-কে মক্কার মিম্বরে তার ভাষণে বলতে শুনলাম, হে মানুষ রসূলুল্লাহ স. বলতেন, আদম সন্তানকে যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকাও দেয়া হয়, তবে সে দ্বিতীয়টির জন্য লালায়িত হবে। আর দ্বিতীয় একটিও যদি তাকে দেয়া হয়, তবে তৃতীয়টির জন্য সে লালায়িত হবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে ভরবে না। যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

٥٩٩٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ لاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلاَ فَاهُ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ .

৫৯৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আদম সন্তানকে স্বর্ণ ভর্তি একটি উপত্যকা দেয়া হয়, সে দু'টি উপত্যকার আকাঙ্ক্ষা করবে। তার মুখ মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী, এ ধন-সম্পদ মিষ্ট-মধুর, শ্যামল-মনোরম ; এবং আল্লাহর বাণী ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ اِلٰى قَوْلِهِ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ،

“মনোরম করে দেয়া হয়েছে মানুষের জন্য নারী, সন্তান-সন্ততি ----- এগুলো হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের (ক্ষণস্থায়ী) সম্পদ”–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪। ওমর রা. বলেন, হে আল্লাহ ! আপনি আমাদের জন্য যা মনোরম করে সৃষ্টি করেছেন, সেজন্য আমরা খুশী না হয়ে পারি না। হে আল্লাহ ! আপনার কাছে প্রার্থনা, যেন আমরা এগুলো ন্যায্যভাবেই ব্যবহার করতে পারি।

٥٩٩١. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ، ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ، ثُمَّ قَالَ هٰذَا الْمَالُ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِىْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ اَخَذَهُ بِطِيْبِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَّمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى -

৫৯৯১. হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে কিছু চাইলাম। তিনি আমাকে কিছু দিলেন, আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলাম, (আবারও) তিনি কিছু দিলেন। আর একবার কিছু চাইলে তিনি আমাকে (আবারও) কিছু দিয়ে বললেন, হে হাকীম! এ সম্পদ শ্যামল-সবুজ ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট মনে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে বরকত দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লোভাতুর মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এতে কোনো বরকত হবে না। সে এমন ব্যক্তির মতো যে খায় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। নিশ্চয়ই উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) থেকে উত্তম।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার নিজের মাল থেকে (ভাল কাজে) ব্যয় করবে, তা-ই তার নিজের জন্য (আখেরাতে)।

٥٩٩٢. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلاَّ مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ ، قَالَ فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا اَخَّرَ .

৫৯৯২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশী ভালবাসে ? লোকেরা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের প্রত্যেকের কাছেই নিজের সম্পদ অধিক প্রিয়। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সে যা খরচ করেছে তাই তার সম্পদ, আর যা রেখে দিয়েছে তা তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ধনীরাই (যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না) প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র। আল্লাহর বাণী ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الِىٰ قَوْلِهِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য পেতে চায় ----- তারা যাকিছু করবে" পর্যন্ত।
–সূরা হুদ ঃ ১৫-১৬

٥٩٩٣. عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى فَاذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِى وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ انْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَكْرَهُ اَنْ يَمْشِىَ مَعَهُ اَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ اَمْشِى فِى ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَانِى ، فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ اَبُوْ ذَرٍّ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَ كَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَعَالَهُ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ انَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الاَّ مَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْهِ يَمِيْنَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِى اجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَاَجْلَسَنِى فِى قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِى اجْلِسْ هَاهُنَا حَتّٰى اَرْجِعَ الَيْكَ، قَالَ فَانْطَلَقَ فِى الْحَرَّةِ حَتّٰى لاَ اَرَاهُ فَلَبِثَ عَنِّى فَاَطَالَ اللَّبْثَ ، ثُمَّ انِّى سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُوْلُ وَانْ سَرَقَ ، وَانْ زَنٰى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ اَصْبِرْ حَتّٰى قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاءَ كَ مَنْ تُكَلِّمُ فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَرْجِعُ الَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ عَرَضَ لِى فِى جَانِبِ الْحَرَّةِ، قَالَ بَشِّرْ اُمَّتَكَ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ وَانْ سَرَقَ، وَانْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ وَانْ سَرَقَ وَانْ زَنٰى قَالَ نَعَمْ وَانْ شَرِبَ الْخَمْرَ. قَالَ النَّضْرُ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ وَالاَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ بِهٰذَا وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ نَحْوَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَحَدِيْثُ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لاَيَصِحُّ انَّمَا اَوْرَدْنَاهُ لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَضْرِبُوْا عَلٰى حَدِيْثِ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قُلْتُ لاَبِى عَبْدِ اللّٰهِ حَدِيْثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ ، قَالَ مُرْسَلٌ اَيْضًا لاَيَصِحُّ وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ اَبِى ذَرٍّ قَالَ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ اذَا تَابَ قَالَ لاَ الٰهَ الاَّ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ .

৫৯৯৩. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোনো এক রাতে বের হলাম। দেখলাম রসূলুল্লাহ স. একাকী পায়চারি করছেন। তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। আমি ভাবলাম, রসূলুল্লাহ স. হয়ত চান না যে, কেউ তাঁর সাথী হোক। সুতরাং আমি চাঁদের ছায়ায় হাঁটতে থাকলাম। রসূলুল্লাহ স. পেছন ফিরে আমাকে দেখে বললেন, তুমি কে ? আমি বললাম, 'আবু যার', আল্লাহ আপনার জন্য আমাকে কুরবান করুন। তিনি বললেন, আবু যার এসো। আমি তাঁর সাথে কিছুক্ষণ চললাম। তিনি বললেন, ধনীরা-ই প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের দিন দরিদ্র। তবে যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, সে তা (সৎপথে) ডানে, বামে, সামনে, পেছনে খরচ করে এবং ভাল কাজে ব্যয় করে সে ছাড়া। আমি আরও কিছুক্ষণ তাঁর সাথে চললে তিনি আমাকে বললেন, এখানে বসো। তিনি আমাকে পাথর বেষ্টিত একটি সমতল জায়গায় বসিয়ে বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে বসে থাক। তিনি পাথুরে প্রান্তরের দিকে গেলেন, এমনকি আমার দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ আমার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেন, পরে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, 'যদি সে চুরি করে এবং যেনা করে।' তিনি ফিরে এলেন, আমি ধৈর্যহীন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর নবী ! আপনার জন্য আল্লাহ আমার জীবনকে কুরবান করুন। আপনি পাথুরে ভূমিতে কার সাথে কথা বলছিলেন ? কাউকে তো আপনার কথার প্রতিউত্তর করতে শুনলাম না। তিনি বললেন, তিনি তো জিবরাঈল আ.। পাথুরে ময়দানের দিক থেকে আমার কাছে এসে বললেন, আপনার উম্মতদের সুসংবাদ দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (রসূলুল্লাহ বলেন,) আমি জিবরাঈল কে জিজ্ঞেস করলাম ? যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে ? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে।' আমি (পুনরায়) বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে ? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে। আমি (আবারও) বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে ? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে, আর যদি শরাবও পান করে। আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতে (একথাও) আছে যে, যদি সে মৃত্যুকালে তাওবা করে এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আমার কাছে উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ হোক, আমি তা পসন্দ করি না।"

٥٩٩٤. عَنْ اَبُو ذَرٍّ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى حَرَّةِ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا اُحُدٌ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ مَايَسُرُّنِىْ اَنَّ عِنْدِىْ مِثْلَ اُحُدٍ هٰذَا ذَهَبًا يَمْضِى عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ اِلاَّ شَىْءٌ اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ اِلاَّ اَنْ اَقُوْلَ بِهِ فِىْ عِبَادِ اللّٰهِ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشٰى ثُمَّ قَالَ اِنَّ الْاَكْثَرِيْنَ هُمُ الْاَقَلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وهَكَذَا وَهَكَذَا عَن يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَقَلِيْلٌ مَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لِىْ مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فِىْ سَوَادِ اللَّيْلِ حَتّٰى تَوَارٰى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ اَنْ يَكُوْنَ اَحْدَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَرَدْتُ اَنْ اٰتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِىْ لاَتَبْرَحْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمْ اَبْرَحْ حَتّٰى اَتَانِىْ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ،

قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَانِيْ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مَنْ اُمَّتِكَ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ -

৫৯৯৪. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে মদীনার পাথুরে প্রান্তরে হাটতেছিলাম, ওহুদ পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, হে আবু যার ! আমি বললাম, লাব্বায়কা (আমি হাযির) ইয়া রসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন, আমার কাছে এ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও তা থেকে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া একটি দীনারও আমার কাছে তিন দিন থাকবে, তা আমার অপসন্দনীয়। বরং আমি তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এভাবে, এভাবে, বিতরণ করে দেব। রসূলুল্লাহ স. ডানে, বামে, পেছনে বিতরণ করবো। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে আবার বললেন, ধনীরাই প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের দিন দরিদ্র হবে, অবশ্য যারা তাদের সম্পদ এভাবে, এভাবে ও এভাবে ডান দিকে, বাম দিকে ও পেছন দিকে ব্যয় করবে তারা ছাড়া। কিন্তু এরূপ লোক খুব কম। অতপর তিনি আমাকে বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এ স্থান ত্যাগ করবে না। (এই বলে) তিনি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি একটি উচ্চ শব্দ শুনে ভয় পেয়ে গেলাম যে, রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর কেউ আক্রমণ করলো কিনা। আমি সেদিকে যেতে মনস্থ করলাম, কিন্তু সথে সাথে আমার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর নিষেধাজ্ঞা আমার মনে পড়লো, 'আমি না আসা পর্যন্ত তুমি এ স্থান ত্যাগ করো না।' সুতরাং তিনি না আসা পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকলাম। (তিনি আসলে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ স. । আমি এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনেছি, আমি ভয় পেয়ে গেলাম, তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন, তুমি তাহলে তা শুনেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরাঈল আ. এসেছিলো। তিনি বললেন, আপনার উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক না করা অবস্থায় ইন্তেকাল করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে ? তিনি বললেন, যদি সে যেনা করে এবং চুরিও করে।

٥٩٩٥. عَنْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ اَنْ لاَتَمُرُّ عَلٰى ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلاَّ شَيْئًا اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ -

৫৯৯৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার কাছে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকলেও তা থেকে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছাড়া কিছু আমার কাছে তিন দিন থাক, তা আমি পসন্দ করি না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরের সচ্ছলতাই (প্রকৃত) সচ্ছলতা। আল্লাহর বাণী ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَّبَنِيْنَ ، اِلٰى قَوْلِهِ عَامِلُوْنَ ،

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি -- ----- তারা নিজেদের এ কার্যকলাপ করতে থাকবে।"–সূরা মুমিনুন ঃ ৫৫-৬৩

٥٩٩٦. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ-

৫৯৯৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, প্রচুর সম্পদ থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই প্রকৃত ঐশ্বর্য।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্রতার মর্যাদা।

٥٩٩٧. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيْ اَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَاْيُكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ، هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُنْكَحَ ، وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا رَاْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هٰذَا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لاَ يُنْكَحَ ، وَاِنْ شَفَعَ اَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَاِنْ قَالَ اَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلُ هٰذَا ـ

৫৯৯৭. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তিনি তাঁর কাছে বসা এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি মত ? সে উত্তর দিল, এতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, আল্লাহর কসম ! সে যদি কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দেয় তা গ্রহণ করা হবে, যদি কোনো সুপারিশ করে, তা-ও শোনা হয়। রসূলুল্লাহ স. চুপ করে থাকলেন। এরপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করলে, রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মত কি ? সে উত্তর দিল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সে এক দরিদ্র মুসলমান, সে এতটুকু যোগ্য যে, কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে, তা গৃহীত হয় না এবং সুপারিশ করলে তাও গ্রহণযোগ্য হয় না এবং কোনো কথা বললে তার কথায় কর্ণপাতও করা হয় না। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির ঐ ব্যক্তি মত দুনিয়া ভর্তি লোকের চেয়ে উত্তম।

٥٩٩٨. عَنْ اَبَا وَائِلٍ قَالَ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ، فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَاْخُذْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَاِذَا غَطَّيْنَا رَاْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَاَ رَاْسُهُ، فَاَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نُغَطِّىَ رَاْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا .

৫৯৯৮. আবু ওয়ায়েল র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব রা.-কে দেখতে গেলাম। খাব্বাব রা. বললেন, আমরা নবী স.-এর সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলাম, আমাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছেই প্রাপ্য হয়েছে। আমাদের মধ্যে কতক তাদের প্রতিদান পাওয়ার আগেই ইন্তেকাল করেছে। মুসয়াব ইবনে ওমায়ের তাদের একজন—যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং শুধু এক টুকরো কাপড় রেখে যান। আমরা তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তার পা বেরিয়ে পড়তো, আবার তার পা ঢাকলে মাথা উদলা হয়ে যেত। নবী স. আমাদেরকে তার মাথা ঢেকে দিতে এবং পায়ের ওপর 'ইয্খির' ঘাস দিতে নির্দেশ দিলেন। আবার আমাদের মধ্যে এমনও আছে যাদের ফল পেকে গেছে এবং তারা তা সংগ্রহ করছে (এ পৃথিবীতেই)।

٥٩٩٩. عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ.

৫৯৯৯. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি জান্নাতের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশই (যারা দুনিয়াতে ছিল) দরিদ্র। আমি জাহান্নামের ভেতরেও উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশই নারী।

٦٠٠٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَأْكُلِ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ حَتّٰى مَاتَ، وَمَا اَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتّٰى مَاتَ۔

৬০০০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কখনও মৃত্যু পর্যন্ত দস্তরখানে[8] বসে খাননি, আর মৃত্যু পর্যন্তও তিনি পাতলা (মসৃণ) রুটি খাননি।

٦٠٠١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا فِىْ رَفِّىْ مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ، اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِىْ رَفٍّ لِىْ فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ۔

৬০০১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. ইন্তেকাল করলেন, অথচ আমার তাকের ওপর সামান্য যব ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা খেয়ে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। আমি বেশ কিছুদিন তা খেয়েই কাটালাম। পরে আমি পরিমাপ করলে তা শেষ হয়ে গেল।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. ও তাঁর সাহাবাদের জীবন-জীবিকা এবং পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিহার।

٦٠٠٢. عَنْ مُجَاهِدٌ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنْ كُنْتُ لاَعْتَمِدُ بِكَبِدِىْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ لاَشُدُّ الْحَجَرَ عَلٰى بَطْنِىْ مِنَ الْجُوْعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلٰى طَرِيْقِهِمُ الَّذِىْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ، فَمَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ، فَسَاَلْتُهُ عَنْ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِلاَّ لِيُشْبِعَنِىْ فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِىْ عُمَرُ فَسَاَلْتُهُ عَنْ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِلاَّ لِيُشْبِعَنِىْ فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِىْ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَاٰنِىْ وَعَرَفَ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَمَا فِىْ وَجْهِىْ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ الْحَقْ وَمَضٰى فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَاْذَنْ فَاَذِنَ لِىْ فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِىْ قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ قَالُوْا اَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ اَوْ فُلاَنَةٌ قَالَ اَبَا هِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْحَقْ اِلٰى اَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِىْ ، قَالَ وَاَهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافُ الْاِسْلاَمِ لاَ يَاْوُوْنَ عَلٰى اَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلٰى اَحَدٍ اِذَا اَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا اِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَاِذَا اَتَتْهُ هَدِيَّةٌ اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ وَاَصَابَ مِنْهَا وَاَشْرَكَهُمْ فِيْهَا فَسَاءَ نِىْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِىْ اَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ اَحَقُّ اَنْ اُصِيْبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً اَتَقَوّٰى بِهَا فَاِذَا جَاءَ

8. সাধারণত আরবের লোকেরা সচ্ছলতার দিনে দস্তরখান বিছিয়ে তাতে নানা প্রকার খাবার সাজিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আহার করতো। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. এমন সচ্ছল ও নিশ্চিত কখনও হতে পারেননি যাতে দস্তরখানে বসে খেতে পারেন।

اَمَرَنِىْ فَكُنْتُ اَنَا اُعْطِيْهِمْ وَمَا عَسى اَنْ يَبْلُغَنِىْ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهٖ بُدٌّ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا، فَاسْتَاْذَنُوْا فَاُذِنَ لَهُمْ وَاَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ يَا اَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ خُذْ فَاَعْطِهِمْ فَاَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ اُعْطِيْهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ فَاُعْطِيْهِ ، وَالْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتّٰى يَرْوٰى، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَاَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلٰى يَدِهٖ فَنَظَرَ اِلَىَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ يَا اَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَقِيْتُ اَنَا وَاَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ اقْعُدْ فَاشْرَبْ ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُوْلُ اشْرَبْ، حَتّٰى قُلْتُ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَاَرِنِىْ فَاَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَسَمّٰى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.

৬০০২. মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. বলতেন, সেই সত্তা যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম, পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি জনগণের যাতায়াতের রাস্তায় বসলাম। আবু বকর রা. রাস্তা দিয়ে যেতে আমি তাকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, যাতে তিনি আমাকে আহার করান। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। এরপর ওমর রা. আমার পাশ দিয়ে যেতে আমি তাকেও সেই একই উদ্দেশ্যে একটি আল্লাহর কিতাবের আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, যাতে তিনি আমাকে আহার করান। কিন্তু তিনিও চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। অতপর আবুল কাসেম স. আমার পাশ দিয়ে যেতে আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। তিনি আমার চেহারা দেখে মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেনঃ হে আবু হের ! আমি বললাম, লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেনঃ এসো। তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করে অনুমতি চেয়ে অনুমতি দিলে আমিও প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করে তিনি একটি পেয়ালায় দুধ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে ? লোকেরা উত্তর দিলো, অমুক পুরুষ অথবা অমুক স্ত্রীলোক আপনাকে হাদিয়া দিয়েছে। তিনি বলেনঃ হে আবু হের ! আমি বললাম, লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন, যাও সুফ্ফাবাসীর সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আনো। (রাবী বলেন,) আসহাবে সুফ্ফা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন কিছুই ছিলো না, আর না ছিল ভরসা করার মত কেউ। যখন সাদকার মাল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসতো তিনি তা তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন, নিজে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি হাদিয়া (উপঢৌকন) আসতো, তিনি তা থেকেও এক অংশ তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে এক অংশ গ্রহণ করতেন। রসূলুল্লাহ স.-এর আদেশে আমি হতাশ হলাম। (মনে মনে) বললাম, এ সামান্য দুধে আসহাবে সুফ্ফার কি হবে।[৫] আমার জন্যই এতটুকু দুধ যথেষ্ট ছিল, আমি তা পান করলে তাতে শক্তি ফিরে পেতাম। তারা এলে রসূলুল্লাহ স. আমাকেই আদেশ করলেন তাদের মধ্যে এ দুধ বন্টন করতে। তখন আমার জন্য কিছুই থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ মানা

৫. তারা সংখ্যায় ৮০ জনের উর্ধে ছিলেন। এটা রসূলুল্লাহ (স)-এর মোজেযা। এক পেয়ালা দুধ ৮০ জন লোক পান করে পরিতৃপ্ত হলেন।

ছাড়া কোনো উপায় নেই। সুতরাং আমি আসহাবে সুফ্ফাহকে ডেকে আনলাম। তারা প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো। ঘরে তারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলো। তিনি আমাকে বললেনঃ হে আবু হের! আমি বললাম, লাব্বায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ নাও, এ দুধ তাদেরকে দাও। আমি (দুধের) পেয়ালা হাতে নিয়ে দিতে শুরু করলাম। এক ব্যক্তির হাতে দিলাম, সে পান করে পরিতৃপ্ত হলো এবং আমাকে পেয়ালা ফেরত দিলো। আমি অন্যজনকে দিলাম, সে-ও তাই করলো। শেষে আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছলাম। সবাই তৃপ্ত হলো। তিনি পেয়ালা নিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেনঃ হে আবু হের! আমি বললাম, লাব্বায়কা ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ এখন আমি আর তুমি বাকী। আমি বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি বলেনঃ বসে পড়ো এবং পান করো। আমি বসে পড়লাম এবং পান করলাম। তিনি পুনরায় বলেনঃ পান করো। আমি পান করলাম। তিনি বলতেই থাকলেন, শেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বলেন, আমাকে দাও। আমি তাঁকে দিলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে বাকী দুধ পান করলেন।

٦٠٠٣. عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ اِنِّىْ لاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَرَاَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهٰذَا السَّمُرُ وَاِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِىْ عَلَى الْاِسْلاَمِ خِبْتُ اِذَنْ وَضَلَّ سَعْىِ -

৬০০৩. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ রা.-কে বলতে শুনেছি, আমিই আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা যখন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছি, তখন অবস্থা এমন ছিল যে, আমাদের আহারের জন্য এ হুবলা পাতা ও ঝাউ গাছ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ফলে আমাদের মল ছাগলের বিষ্ঠার মত (দানা দানা) হয়ে গিয়েছিল। অতপর বনু আসাদ ইসলামের ব্যাপারে আমার ত্রুটি নির্দেশ করতে লাগলো, তাহলে তো আমি ব্যর্থ হলাম এবং চেষ্টা-সাধনা নিষ্ফল হয়ে গেলো।

٦٠٠٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ ثَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ -

৬০০৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. মদীনায় আসার পর থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন তিন দিন গমের রুটি পেট পুরে খেতে পাননি। এ অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

٦٠٠٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَكَلَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَكْلَتَيْنِ فِىْ يَوْمٍ اِلاَّ اِحْدَاهُمَا تَمْرٌ .

৬০০৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর পরিবার-পরিজন দৈনিক দু'বেলা আহার করতে পারেননি, বরং এক বেলা খেজুর খেয়েই কাটিয়ে দিতেন।

٦٠٠٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَدَمٍ وَحَشْوُهُ لِيْفٌ

৬০০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর বিছানা ছিল চামড়ার তৈরী, আর ভেতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল ভর্তি।

٦٠٠٧. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِى اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ النَّبِىَّ ﷺ رَاَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلاَ رَاَى شَاةً سَمِيْطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

৬০০৭. কাতাদা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কাছে গেলাম। তাঁর পাচক তাঁর কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তিনি বললেন, তোমরা খাও। আমি জানি না, রসূলুল্লাহ স. আল্লাহর সাথে সাক্ষাত (মৃত্যু) পর্যন্ত পাতলা রুটি এবং কখনও আস্ত ভুনা বকরীর গোশত দেখেছেন কি না।

٦٠٠٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَاْتِىْ عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا اِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنْ نُؤْتِىَ بِاللُّحَيْمِ ـ

৬০০৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো এক মাসের মধ্যেও আমাদের ঘরে আগুন (চুলা) জ্বলতো না। কেবল খুরমা ও পানিই ছিল খাদ্য। অবশ্য কখনো কখনো আমাদেরকে গোশত হাদিয়া দেয়া হতো।

٦٠٠٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِىْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِىْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِىْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيْشُكُمْ ؟ قَالَتْ الاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحٌ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَبْيَاتِهِمْ فَيَسْقِيْنَاهُ ـ

৬০০৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া র.-কে বলেন, হে ভাগ্নে ! আমরা দু' মাসে তিনটা নতুন চাঁদ দেখতাম এবং আল্লাহর নবীর ঘরসমূহে (এর মধ্যে) আগুন (চুলা) জ্বলতো না। আমি বললাম, আপনারা কিভাবে দিন কাটাতেন ? তিনি বলেন, দু'টো কালো জিনিস ঃ খুরমা ও পানি দ্বারা। তবে রসূলুল্লাহ স.-এর কতক আনসার প্রতিবেশী ছিল, যাদের ছিল দুগ্ধবতী উটনী ও বকরী। তারা রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য তার দুধ পাঠাতেন এবং তিনি তা আমাদের পান করাতেন।

٦٠١٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا ـ

৬০১০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "হে আল্লাহ ! মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের জীবন ধারনোপযোগী খাদ্য দান করুন।"

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মধ্যম পন্থা অবলম্বন এবং নিয়মিত কাজ করা।

٦٠١١. عَنْ مَسْرُوْقًا قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبُّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اَلدَّائِمُ قُلْتُ فَاَىَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ ـ

৬০১১. মাসরূক র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স. কোন্ কাজ বেশী পসন্দ করতেন ? তিনি বললেন, যে কাজ নিয়মিত করা যায়। আমি বললাম, রাতের বেলা কখন তিনি জাগতেন (রাতের নামাযের জন্য)? তিনি বলেন, মোরগের ডাক শুনে তিনি জাগতেন (রাতের শেষ-তৃতীয়াংশে)।

٦٠١٢. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

৬০১২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে সেই কাজই পসন্দনীয় ছিল, যা কেউ নিয়মিত করতে পারে।

٦٠١٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْئًا مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا ـ

৬০১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের দ্বারা নাজাত পাবে না। লোকেরা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনিও নন ? তিনি বলেন, আমিও না, যদি আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে না নেন। সুতরাং তোমরা সঠিক এবং একনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো, সকাল-সন্ধায় এবং রাতের একাংশে আল্লাহর ইবাদাত করো। মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

٦٠١٤. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللّٰهِ وَإِنْ قَلَّ .

৬০১৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, তোমরা সঠিক ও একনিষ্ঠভাবে কাজ করে (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন কর। জেনে রাখো ! তোমাদের কারও কাজ তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। আর আল্লাহর কাছে সেই কাজ সবচেয়ে পসন্দনীয় যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম হয়।

٦٠١٥. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ قَالَ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ اكْلَفُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ.

৬০১৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ আল্লাহর কাছে অধিক পসন্দনীয় ? তিনি বলেন, যে কাজ নিয়মিত করা হয়, যদিও তা (পরিমাণে) কম হয়। তিনি আরও বলেন, তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের ভার নিও।

٦٠١٦. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَطِيْعُ.

৬০১৬. আলকামা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ্ স. কিরূপ ছিল ? তিনি কি ইবাদাতের জন্য কোনো দিনকে নির্দিষ্ট করতেন ? তিনি বলেন, না, তাঁর আমল ছিল নিয়মিত। নবী স. যা করতে সক্ষম ছিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তা করতে সক্ষম হবে ?

٦٠١٧. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا فَانَّهُ لاَ يُدْخِلُ اَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَلاَ اَنَا الاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللّٰهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ .

৬০১৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা যথার্থভাবে নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত কাজ করো। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। কেননা, কারো আমল (ইবাদাত) তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। লোকেরা বললো, আপনিও না, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, আমিও না, যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও ক্ষমা দিয়ে ঢেকে না নেন।

٦٠١٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَاشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ اُرِيْتُ الاٰنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاَةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِىْ قُبُلِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلَمْ اَرَ كَا يَوْمٍ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

৬০১৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন, এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং মসজিদের কিবলার দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, এইমাত্র আমি যখন নামাযে তোমাদের ইমামতি করছিলাম, এ দেয়ালের সামনেই, আমাকে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। তিনি দু'বার বললেন, আজকের ন্যায় আর কোনোদিন ভালো ও মন্দ এভাবে দেখিনি।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ (আল্লাহর) ভয়ের সাথে (মাগফিরাতের) আশা। সুফিয়ান র. বলেন, কুরআনে এর চেয়ে কঠিন আয়াত আমার কাছে আর নেই ঃ

لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ط

"তোমরা কোনো জিনিসের ওপর (প্রতিষ্ঠিত) নও, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইঞ্জিল, আর যা আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করো।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৮

٦٠١٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ رَحْمَةً وَاَرْسَلَ فِىْ خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، لَمْ يَيْاَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِىْ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ يَامَنْ مِنَ النَّارِ ـ

৬০১৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেছেন, সেদিন তা একশত ভাগে ভাগ করে তার একভাগ সমস্ত সৃষ্টিকে দিয়েছেন, আর বাকী নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কোনো কাফের আল্লাহর কাছে যে পূর্ণ রহমত আছে, সে সম্পর্কে জানতে পারলে সে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ

হতো না। অপরপক্ষে কোনো মুমিন যদি আল্লাহর কাছে যে পূর্ণ শাস্তি রয়েছে তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো, তবে সে (জাহান্নামের) আগুন থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতো না।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে আত্মসংযম। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব প্রতিদান দেয়া হবে"–সূরা আয যুমার ঃ ১০। ওমর রা. বলেন, যখন আমরা আত্মসংযমী ছিলাম, আমাদের তখনকার জীবনই সুন্দর ছিল।

٦٠٢٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ حَدَّثَهُ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَسْاَلْهُ اَحَدٌ مِنْهُمْ اِلاَّ اَعْطَاهُ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ لاَ اَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ وَاِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفُّهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

৬০২০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের কতক লোক রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে কিছু চাইলো। তাদের মধ্যেকার যে-ই চেয়েছে রসূলুল্লাহ স. তাকেই দিয়েছেন। শেষে তাঁর কাছে যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। তিনি তাঁর হাতের সবকিছু দান করার পর তাদেরকে বললেন, আমার কাছে কোনো সম্পদ আসলে আমি তার কিছুই সঞ্চয় করি না। তোমাদের মধ্যে যে (কিছু চাওয়া থেকে) বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে আত্মসংযমী হতে চায়, আল্লাহ তাকে আত্মসংযমী করেন এবং যে মুখাপেক্ষীহীন হতে চায়, আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করেন। আর সবর (আত্মসংযম) চেয়ে অধিক উত্তম ব্যাপক কিছু তোমাদেরকে দেয়া হয়নি।

٦٠٢١- عَنْ الْمُغِيْرَةَ بْنُ شُعْبَةَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ حَتّٰى تَرِمَ اَوْ تُنْتَفِخُ قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا -

৬০২১. মুগীরা ইবনে শুবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তে থাকতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেত। তাঁকে (এ ব্যাপারে) বলা হলে তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না ?

২১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

"আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"–সূরা আত তালাক ঃ ৩। রবী ইবনে খুসাইম র. বলেন, এ ভরসা মানুষের জীবনে আগত সব বিপদ-আপদের ব্যাপারেই।

٦٠٢٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ،هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

৬০২২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। তারা হবে ঐ সমস্ত লোক যারা ঝাঁড়-ফুঁক করায় না, ফাল (খারাপ) গ্রহণ করে না এবং (সব ব্যাপারেই) আল্লাহর ওপর ভরসা করে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্ত হওয়া খারাবী।

٦٠٢٣ـ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اَنِ اكْتُبْ اِلَىَّ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ اِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ قِيْلَ وقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوْقِ الاُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ

৬০২৩. মুগীরা রা.-এর সচিব ওয়াররাদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া রা. মুগীরা রা.-এর কাছে লিখলেন, এমন একটি হাদীস আমাকে লিখে পাঠান, যা আপনি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শুনেছেন। মুগীরা রা. তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে প্রত্যেক নামাযের পর পড়তে শুনেছি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" ("আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, তিনিই সবকিছুর ওপর শক্তিমান)।" আর তিনি বেহুদা কথাবার্তা লিপ্ত হতে, অযাচিত প্রশ্ন করতে, সম্পদের ধ্বংস করতে, যা দরকার তা থেকে বিরত থাকতে, অন্যের কাছে কিছু চাওয়া থেকে, মায়েদের কষ্ট দিতে এবং কন্যা সন্তানকে (জীবন্ত) কবর দিতে নিষেধ করেছেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ সংযতবাক হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে। আল্লাহর বাণী ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

"মানুষ যা কিছুই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।"

–সূরা আল কাহাফ ঃ ১৮

٦٠٢٤ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ .

৬০২৪. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের হাড়ের মাঝখানের (জবানের) এবং দু' পায়ের মাঝখানের (লজ্জাস্থানের) জিনিসের যামানত আমাকে দিতে পারবে, আমি তার জান্নাতের যামীনদার হতে পারি।

٦٠٢٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ .

৬০২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সমাদর করে।

٦٠٢٦ـ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قِيْلَ وَمَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ

৬০২৬. আবু শুরাইহিল আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার কলব (হৃদয়) সংরক্ষণ করেছে, যা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মেহমানদারীর মুদ্দত তিন দিবস। (আর ভুলো না) তার পুরস্কার। বলা হলো, পুরস্কার কি ? তিনি বললেন, একদিন ও একরাত (মেহমানকে উত্তম খাদ্য দেয়া)। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সযত্নে আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথা চুপ থাকে।

٦٠٢٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ .

৬০২৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, (আল্লাহর) বান্দা কখনো পরিণাম চিন্তা না করে এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে পিছলিয়ে পূর্ব-(পশ্চিমের) মধ্যকার দূরত্ব পরিমাণ জাহান্নামে পড়ে যায়।

٦٠٢٨ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ.

৬০২৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ বান্দা কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, অথচ এ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই থাকে না। এর ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার বান্দা কখনো বেপরোয়াভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, যার ফলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা।

٦٠٢٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

৬০২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের ছায়ায় আচ্ছাদিত করেন। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, যে আল্লাহর কথা স্মরণ করে আর তার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহামহিম আল্লাহকে ভয় করা।

٦٠٣٠ـ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِذَا اَنَا مُتُّ فَخُذُوْنِيْ فَذَرُّوْنِيْ فِي الْبَحْرِ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ فَفَعَلُوْا بِهِ فَجَمَعَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِيْ صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِيْ اِلاَّ مَخَافَتُكَ فَغَفَرَلَهُ .

৬০৩০. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের কোনো এক ব্যক্তি স্বীয় আমল সম্পর্কে শঙ্কিত ছিল। (মৃত্যুকালে) সে তার পরিবারের লোকদের বললো, মৃত্যুর পর আমাকে চূর্ণ করে গরমের দিনে সমুদ্রে ফেলে দেবে। সুতরাং লোকেরা তাই করলো। আল্লাহ তাআলা তার দেহচূর্ণ (একত্র করে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে এ কাজে কিসে প্ররোচিত করেছে। সে বললো, আমি একমাত্র তোমার ভয়েই এ কাজ করেছি। অতপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٦٠٣١ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيْمَنْ كَانَ سَلَفَ اَوْ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا يَعْنِيْ اَعْطَاهُ فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيْهِ اَيَّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرًا، قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا فَسَرَّهَا قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَاِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللّٰهِ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا فَاِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِيْ حَتّٰى اِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِيْ اَوْ قَالَ فَاسْهَكُوْنِيْ ثُمَّ اِذَا كَانَ رِيْحٌ عَاصِفٌ فَاذْرُوْنِيْ فِيْهَا فَاَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَرَبِّيْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ كُنْ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فَقَالَ اَيْ عَبْدِيْ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ اَوْ فَرَقٌ مِنْكَ فَمَا تَلاَفَاهُ اَنْ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ

৬০৩১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করেছিলেন। তার মৃত্যু সময় নিকটবর্তী হলে, সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম ? তারা উত্তর দিল, উত্তম পিতা। সে বললো, সে আল্লাহর কাছে কোনো নেকী সঞ্চয় করেনি। (এ অবস্থায়) আল্লাহর কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন। কাজেই তোমরা লক্ষ্য রেখ, আমি মরে গেলে আমাকে জ্বালিয়ে কয়লা করে চূর্ণ করে ফেলবে। তারপর যখন জোরে বাতাস বইবে তখন (চূর্ণগুলো) বাতাসে ছড়িয়ে দিবে। তারা একথার ওপর অঙ্গীকার করলো। আল্লাহর কসম ! তারা তা-ই করলো। অতপর আল্লাহ বললেন, 'হয়ে যাও' আর সাথে সাথে সে ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলো। আল্লাহ বললেন, হে আমার বান্দা ! তোমাকে এ কাজে কিসে বাধ্য করেছে ? সে বললো, আমি আপনার ভয়েই এ কাজ করেছি। অতপর আল্লাহ তার ওপর দয়া করলেন (ক্ষমা করে দিলেন)।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ পাপাচার থেকে বিরত থাকা।

٦٠٣٢ـ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِيْ مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَاِنِّيْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَةٌ طَائِفَةٌ فَادَّلَجُوْا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَجْتَاحَهُمْ ـ

৬০৩২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি এবং আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হলো, যেমন এক ব্যক্তি, সে নিজ জাতির কাছে এসে বললো, আমি স্বচক্ষে (শত্রু) সেনাদল দেখে এসেছি এবং আমি (তোমাদের) উলঙ্গ বদনে সতর্ককারী। সুতরাং তোমরা আত্মরক্ষা করো। আত্মরক্ষা করে একদল তার কথা মেনে রাতের আঁধারে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলো এবং বিপদমুক্ত হলো। আর একদল তাকে মিথ্যা মনে করলো, (ফলে) ভোর বেলা (শত্রু) সেনাদল তাদের আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল।

٦٠٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىْ تَقَعُ فِى النَّارِ يَقَعْنَ فِيْهَا وَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيْهَا فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا -

৬০৩৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে আগুন জ্বালালো। আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করলো, পতঙ্গ এবং যে সমস্ত কীট আগুনে ঝাঁপ দেয় সেগুলো তাতে ঝাঁপ দিতে লাগলো। লোকটি সেগুলোকে (আগুন থেকে) ফিরাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেগুলো তাকে পরাভূত করে আগুনে পুড়ে মরলো। (তদ্রূপ) আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হতে উদ্যত হচ্ছো।

٦٠٣٤- عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ -

৬০৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (প্রকৃত) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা খুব কমই হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।"

٦٠٣٥- عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا -

৬০৩৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমই হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

٦٠٣٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا -

৬০৩৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা।

٦٠٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ -

৬০৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, দোযখকে কামনা-বাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে বিপদ-মুসীবত দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত এবং জাহান্নাম তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।

٦٠٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ -

৬০৩৮. আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, জান্নাত তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও তদ্রূপ।

٦٠٣٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلٌ -

৬০৩৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কবির কবিতার সর্বাধিক সত্য ছন্দ হলো ঃ "জেনে রাখ! আল্লাহ্ ছাড়া যাকিছু আছে সবই বাতিল।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি যেন (ধন-সম্পদ) তার নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকায়। তার চেয়ে উর্ধতন ব্যক্তির দিকে না তাকায়।

٦٠٤٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْظَرَ اَحَدُكُمْ اِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ -

৬০৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, তোমাদের মধ্যে কারো দৃষ্টি যদি এমন লোকের ওপর পড়ে, যে ধন-সম্পদ এবং স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যে তার চেয়ে অগ্রগামী, তাহলে সে যেন তার চেয়ে নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকায়।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ভালো বা মন্দ কাজে প্ররোচিত হলো।

٦٠٤١- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَالِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

৬০৪১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর প্রতিপালকের সূত্রে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ভালো এবং মন্দ লিখে দিয়েছেন, অতপর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করলো, অথচ কাজটা করলো না, আল্লাহ তাকে একটি পূর্ণ সওয়াব দিবেন। আর সে সৎকাজের ইচ্ছা করে তা বাস্তবে করে, আল্লাহ তার জন্য দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করলো, কিন্তু বাস্তবে তা করলো না, আল্লাহ তাকে একটি পূর্ণ সওয়াব দিবেন। সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করে কাজ টা করে ফেলে তবে আল্লাহ তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লিখেন।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ তুচ্ছ গুনাহ থেকেও সতর্ক থাকা।

٦٠٤٢ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِىَ اَدَقُّ فِىْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ الْمُوْبِقَاتِ ـ

৬০৪২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমরা এমন সব কাজ করো, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও হালকা। অথচ নবী স.-এর জামানায় আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ কৃতকর্মের (ফলাফল) সর্বশেষ কাজের ওপর নির্ভরশীল এবং যা থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

٦٠٤٣ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ نَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِ النَّاسِ غَنَاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَلَمْ يَزَلْ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتّٰى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ لَمِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِخَوَاتِيْمِهَا

৬০৪৩. সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির প্রতি তাকালেন। সে ছিল মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধকারী অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। নবী স. বললেন ঃ কেউ জাহান্নামী লোক দেখতে চাইলে সে যেন এর দিকে তাকায়। এক ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করতে লাগল, যাবত না সে যুদ্ধ করতে করতে আহত হলো। (যন্ত্রণার কারণে) আসন্ন মৃত্যু কামনা করতে থাকে। সে তার তরবারীর অগ্রভাগ তার বুকে ঠেকিয়ে সজোরে চাপ দেয়ার ফলে তা বক্ষভেদ করে তার পৃষ্ঠদেশ পার হয়ে যায়। (ফলে সে মারা গেল)।

নবী স. বললেন ঃ কোনো ব্যক্তি এমন কাজ করে যা দেখে লোকেরা সেটাকে জান্নাতীদের কাজ মনে করে, অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোনো বান্দা এমন কাজ করে যা দেখে লোকেরা সেটাকে জাহান্নামীদের কাজ মনে করে, অথচ সে জান্নাতী। (কৃতকর্মের ফল) সর্বশেষ কাজের ওপর নির্ভরশীল।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ অসৎসঙ্গ থেকে নির্জনতা শান্তিদায়ক।

٦٠٤٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ -

৬০৪৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী স.-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি উত্তম ? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে এবং যে ব্যক্তি গিরিগুহাসমূহের কোনো এক গুহায় অবস্থান করে (নির্জনে) আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে রেহাই দেয়।

٦٠٤٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ الْغَنَمُ يَتَبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

৬০৪৫. আবু সাঈদ (খুদরী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের ওপর এমন যমানা আসবে যখন বকরীই হবে মুসলমান ব্যক্তির উত্তম সম্পদ, নিজের দীনকে ফিতনা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সেগুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টিপাতের স্থানে (শ্যামল ভূমিতে) পালিয়ে যাবে।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা লোপ পাবে।

٦٠٤٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اِذَا اُسْنِدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِالسَّاعَةَ-

৬০৪৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন আমানত বিনষ্ট হতে থাকবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। আবু হুরাইরা রা. জিজ্ঞেস করলেন, তা কিরূপে বিনষ্ট করা হবে ইয়া রসূলাল্লাহ ? তিনি বলেন ঃ যখন অপাত্রে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে, তখনি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে।

٦٠٤٧- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ، حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى اَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجْلَدَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ ، وَلَقَدْ اَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ

وَمَا أُبَالِى أَيُّكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَىَّ الاِسْلاَمُ وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ، فَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ الاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا ـ

৬০৪৭. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দু'টি হাদীস শুনিয়েছেন —যার একটি (বাস্তবায়িত হতে) আমি দেখেছি এবং অপরটি (বাস্তবায়িত হবার) অপেক্ষায় আছি। রসূলে কারীম স. আমাদের বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের গভীরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে (এর বিধিবিধান) অবগত হয়েছে। অতপর তারা রসূলের সুন্নত থেকে (এর প্রয়োগ পদ্ধতি) শিখেছে। নবী স. আমাদেরকে 'আমানত' উঠে যাওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মানুষ নিদ্রা যাবে এবং আমানত তার অন্তর থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে এবং কেবলমাত্র তার সামান্যতম চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ নিদ্রা যাবে এবং উক্ত আমানত (তাদের অন্তর থেকে) উঠিয়ে নেয়া হবে। অতপর জ্বলন্ত অঙ্গারে তোমার পায়ের ফোস্কার ন্যায় চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তাতে কিছুই থাকে না। অবস্থা এমন হবে যে, লোক পরস্পর বেচা-কেনা করবে কিন্তু তাদের কেউ আমানত রক্ষা করবে না। অতপর বলা হবে, অমুক বংশে একজন আমানতদার ব্যক্তি আছে এবং তার সম্পর্কে বলা হবে, সে কতই না বুদ্ধিমান, সে কতই না চালাক, কতই না বাহাদুর ! অথচ তার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। রাবী বলেন, আমাদের ওপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমরা তোমাদের কারও সাথে বেচা-কেনা করতে এতটুকু চিন্তা করতাম না। যদি সে ব্যক্তি মুসলিম হতো—ইসলামই তাকে (ধোঁকাবাজি থেকে) বিরত রাখত। আর যদি সে খৃস্টান হতো তবে তার অভিভাবক (রাষ্ট্র) ধোঁকাবাজি থেকে তাকে বিরত রাখত। কিন্তু বর্তমান অবস্থা এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা (লেন-দেন) করি না।

٦٠٤٨ـ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا النَّاسُ كَالاِبِلِ الْمِائَةِ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً ـ

৬০৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম স.-বলতে শুনেছিঃ অবশ্যই মানুষ শত উটের ন্যায়। এর মধ্যে তুমি একটিও বাহনোপযোগী পাবে না।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রদর্শনেচ্ছা ও যশের আকাঙ্ক্ষা।

٦٠٤٩ـ عَنْ جُنْدَبٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللّٰهُ بِهِ

৬০৪৯. জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্য তার কর্মের লোক সমাজে (ইচ্ছা পূর্বক) প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহও (কিয়ামতের দিন) তার কর্ম প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকদের শুনিয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি প্রদর্শনীমূলক কাজ করবে, আল্লাহও (কিয়ামতের দিন) তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকের মাঝে প্রকাশ করে দিবেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মহামহীম আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে নিজের আত্মার সাথে জিহাদ করে।

٦٠٥٠ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ اِلاَّ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ

قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْهُ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمْ -

৬০৫০. মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উটের পিঠে রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে শিবিকার শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ! অতপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, হে মুয়ায! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ! আবার তিনি কিছুক্ষণ সামনে চললেন। তিনি আবার বললেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ! তিনি বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে তা কি তুমি জান ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহর অধিকার এই যে, তারা কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কিছু শরীক করবে না। অতপর তিনি কিছুক্ষণ (সামনে) চললেন, অতপর বললেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ! তিনি বললেন, আল্লাহর ওপরে বান্দার কি অধিকার প্রাপ্য আছে, তা কি তুমি জান ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে বান্দার প্রাপ্য অধিকার এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিনয় ও নম্রতা।

٦٠٥١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ، وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ اَعْرَابِىٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالُوْا سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يَرْفَعَ شَيْئٌ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ وَضَعَهُ

৬০৫১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর 'আদবা' নামের একটি উষ্ট্রী ছিল। সেটিকে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) পেছনে ফেলা যেতো না। এক বেদুঈন তার উট নিয়ে এলো এবং সেটি রসূলুল্লাহ স.-এর উষ্ট্রীকে পেছনে ফেলে দিলো। এতে মুসলমানরা মনোকষ্ট পেলো এবং বললো, 'আদবা' পরাজিত হলো। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর নিকট এটা অবধারিত যে, তিনি যেটিকে উন্নত করবেন, (শেষে) সেটিকে অবনত করবেন।

٦٠٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَيْئٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ

يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَاِنْ سَأَلَنِيْ لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لأُعِيْذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ اَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَاَنَا اَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ـ

৬০৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা আমার প্রিয় যে জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে তাহলো তার জন্য আমি যা ফরয করেছি। আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল (ইবাদত) দ্বারা আমার নৈকট্যে আসতে থাকে শেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতপর আমি তার কান হয়ে যাই—যা দিয়ে সে শুনতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই—যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই—যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই—যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। সে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করলে, আমি তাকে তা অবশ্যই দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোনো সংকোচ করি না—যতটা সংকোচ করি—একজন মুমিনের জীবন নিতে, কেননা সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে, অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপসন্দ করি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ঃ আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টি (আঙ্গুলের) ন্যায়। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

"কিয়ামতের ব্যাপারটি চোখের পলকের ন্যায় অথবা তার চেয়েও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আন নাহল ঃ ৭৭

٦٠٥٣ـ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا ـ

৬০৫৩. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি ও কিয়ামত এরূপ প্রেরিত হয়েছি এবং তিনি তাঁর (শাহাদাত ও মধ্যমা) আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইশারা করলেন ও সে দু'টিকে প্রসারিত করলেন।

٦٠٥٤ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ـ

৬০৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি—এ দু'টির মত। (একথা বলে তিনি শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করলেন)।

٦٠٥٥ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِيْ اِصْبَعَيْنِ ـ

৬০৫৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি ও কিয়ামত প্রেরিত হয়েছি এ দু'টির মত—অর্থাৎ দু'টি আঙ্গুলের মত।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ (হঠাৎ কিয়ামত হবে)।

٦٠٥٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰي تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَاِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ ، فَذٰلِكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِه وَلاَ يَطْوِيَانِه ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِه فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيْهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهُ اِلٰى فِيْهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا -

৬০৫৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তা (পশ্চিম দিক থেকে) উদিত হলে মানুষ তা দেখবে এবং সমস্ত লোক ঈমান আনবে। এটা সেই সময় যখন "কোনো ব্যক্তির ঈমান উপকারে আসবে না। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি অথবা সে ঈমানের অবস্থায় কোনো সৎকাজ করেনি"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫৮। আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে (এমন অবস্থায়) যে, দু' ব্যক্তি পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে কিন্তু বেচা-কেনার সুযোগ পাবে না, এমনকি ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে (এমন অবস্থায় যে) কোনো ব্যক্তি তার উটনীর দুধ নিয়ে রওয়ানা হবে, কিন্তু সে তা পান করার সুযোগটুকুও পাবে না। কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে (এমন অবস্থায় যে), কোনো ব্যক্তি (পশুকে পানি পান করানোর জন্য) চৌবাচ্চা তৈরি করবে কিন্তু তা থেকে পান করানোর সময় পাবে না। কোনো ব্যক্তি খাদ্যের গ্রাস মুখ পর্যন্ত উঠাবে কিন্তু তা খাওয়ার সুযোগ পাবে না এমতাবস্থায় কিয়ামত হবে যাবে।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন।

٦٠٥٧- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ ، كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَوْ بَعْضُ اَزْوَاجِه، اِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ ، قَالَ لَيْسَ ذَاكِ، وَلٰكِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللّٰهِ وَكَرَامَتِه، فَلَيْسَ شَيْئٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ ، فَاَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ وَاَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَاِنَّ الْكَافِرَ اِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللّٰهِ وَعُقُوْبَتِه فَلَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِ مِمَّا اَمَامَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ وَكَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ ،

৬০৫৭. উবাদাহ ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত ভালবাসে, আল্লাহও তার সাক্ষাত ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত অপসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত অপসন্দ করেন। আয়েশা রা. কিংবা নবী স.-এর অপর কোনো স্ত্রী বললেন, নিশ্চয় আমরা মৃত্যুকে অপসন্দ করি। তিনি বলেন, তা নয়। মুমিন ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হলে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে

পসন্দনীয় জিনিস আর কিছু থাকে না এবং সে আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন। কিন্তু কোনো কাফেরের মৃত্যু উপস্থিত হলে তাকে আল্লাহর শাস্তি ও প্রতিশোধের সুসংবাদ (?) দেয়া হয়, তখন তার সামনে যা থাকে তার চেয়ে অপসন্দনীয় জিনিস আর কিছুই থাকে না। তাই সে আল্লাহর সাক্ষাত অপসন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাত অপসন্দ করেন।

٦٠٥٨- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهُ -

৬০৫৮. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত পসন্দ করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাত পসন্দ করেন না।

٦٠٥٩- عَنْ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ اِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الاَعْلٰى قُلْتُ اِذَنْ لاَيَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ وَكَانَتْ تِلْكَ اٰخِرَ كَلِمَةٍ كَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَوْلُهُ ﷺ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الاَعْلٰى -

৬০৫৯. ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমদের মধ্য থেকে দু'জন সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও ওরওয়া ইবনে যুবাইর নবী পত্নী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী স. সুস্থাবস্থায় বলতেন ঃ জান্নাতে স্বীয় স্থান দর্শন করানোর পূর্বে কোনো নবীরই ইন্তেকাল হয়নি। অতপর তাঁকে (জীবন কিংবা মৃত্যুর) এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। যখন নবী স.-এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তাঁর মাথা আমার রানের উপর ছিল। কিছুক্ষণ তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন। হুঁশ ফিরে আসার পর তিনি ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, অতপর বললেন ঃ "আল্লাহুম্মার'রফীকাল আ'লা" (হে আল্লাহ ! তুমিই আমার পরম বন্ধু)। আমি বললাম, এখন তিনি আমাদেরকে আর পসন্দ করছেন না। আমি বুঝলাম যে, এটা সেই কথা যা—তিনি আমাদের নিকট (ইতিপূর্বে) বর্ণনা করতেন। আয়েশা রা. বলেন, এটাই ছিল তাঁর শেষ বাণী যা তিনি বলেছেন, "আল্লাহুম্মার'রফীকাল আ'লা"।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যু যাতনা।

٦٠٦٠- عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ اَوْ عُلْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى الرَّفِيْقِ الاَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ -

৬০৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, (ইন্তেকালের সময়) নবী স.-এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। নবী স. তাঁর হস্তদ্বয় পানিতে ডুবিয়ে তা তাঁর মুখমণ্ডলে মুছতেন, আর বলতেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় মৃত্যুতে বড় যাতনা রয়েছে।" অতপর হাত তুলে বলতে লাগলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমিই পরম বন্ধু।" এমতাবস্থায় তাঁর রূহ কবজ হয় এবং তাঁর হস্তদ্বয় এলিয়ে পড়ে।

٦٠٦١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ جُفَاةٌ يَاتُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ اِلَى اَصْغَرِهِمْ فَيَقُوْلُ اِنْ يَعِشْ هٰذَا لاَ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتّٰى يَقُوْمَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ـ

৬০৬১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নগ্নপদে কতক বেদুঈন নবী স.-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, কিয়ামত কখন হবে ? নবী স. তাদের সর্বকনিষ্ঠ লোকটির পানে তাকিয়ে বলতেন ঃ যদি এ বেঁচে থাকে তবে এর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তোমাদের ওপর কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

٦٠٦٢ـ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ اْلاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَاهَا اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ـ

৬০৬২. আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঈ আল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করতেন, একটি লাশ নবী স.-এর কাছ দিয়ে নেয়া হলো। তিনি বললেন ঃ (সে নিজে) সুখী অথবা (অন্যরা) তার থেকে শান্তিলাভকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! "(সে নিজে) সুখী এবং (অন্যরা) তার থেকে শান্তিলাভকারী" এর অর্থ কি ? তিনি বলেন, মুমিন বান্দা (মৃত্যুর পর) দুনিয়ার কষ্ট-মুসিবত থেকে আল্লাহর রহমতের আশ্রয় পায়। ফাসেক ব্যক্তির (মৃত্যুতে) ক্ষতিকর আচরণ থেকে সকল লোক, শহর-বন্দর, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীকুল পর্যন্ত (অর্থাৎ গোটা সৃষ্টিজগত) শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে।

٦٠٦٣ـ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ ـ

৬০৬৩. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ মৃত ব্যক্তি হয়তো নিজে শান্তি লাভকারী হয় নতুবা অন্যরা তার থেকে শান্তি লাভ করে।

٦٠٦٤ـ عَنْ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى عَمَلُهُ

৬০৬৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তিন জিনিস মৃত ব্যক্তির সাথী হয়। দু'টি তো ফিরে আসে, একটি তার সাথে থেকে যায়। সাথে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে। আর (সাথী হিসাবে) থেকে যায় শুধু তার আমল।

٦٠٦٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلٰى مَقْعَدِهٖ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً اِمَّا النَّارُ وَاِمَّا الْجَنَّةُ ، فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى تُبْعَثَ اِلَيْهِ ـ

৬০৬৫. ইবনে 'ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ তোমাদের কারো মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যায় তার বাসস্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নাম তার সামনে পেশ করা হয়, আর তাকে বলা হয়—এটাই তোমার বাসস্থান। পুনরুত্থানের পর এটাই হবে তোমার আবাস।

٦٠٦٦ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوا اِلٰى مَا قَدَّمُوْا ـ

৬০৬৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেনঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিকে গালাগালি করো না। কেননা, তারা নিজেদের কৃতকর্মের (পরিণাম ফল লাভের স্থানে) পৌঁছে গেছে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ শিঙ্গায় ফুৎকার। মুজাহিদ র. বলেন, সুর হলো শিংগাবৎ। জাযরাতুন অর্থ মহানাদ। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নাকূর অর্থ সুর। রাজফাতু অর্থ প্রথম ফুৎকার এবং রাদিফাহ অর্থ দ্বিতীয় ফুৎকার।

٦٠٦٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اَصْطَفٰى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ وَالَّذِىْ اَصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ، قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِىِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِيُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهٖ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِى عَلٰى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ فِىْ اَوَّلِ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَوْكَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ ـ

৬০৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমান ও ইহুদী দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালাগালি করলো। মুসলিম ব্যক্তি বললো, সেই সত্তার শপথ ! যিনি মুহাম্মাদ স.-কে বিশ্ববাসীর ওপর সম্মানিত করেছেন। ইহুদী বললো, সেই সত্তার শপথ, যিনি মূসা আ.-কে বিশ্ববাসীর ওপর সম্মানিত করেছেন। রাবী বলেন, এ সময় মুসলিম ব্যক্তি রাগান্বিত হলো এবং ইহুদীর মুখে এক চড় মেরে দিল। অতপর ইহুদী রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছে তাঁর কাছে নিজের ঘটনা ও মুসলিম ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ তোমরা আমাকে মূসা আ.-এর ওপর প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। আমিই প্রথমে হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখবো, মূসা আ. আরশের কিনারা ধরে আছেন। আমি জানি না, যারা বেহুঁশ হয়েছিল তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন কিনা এবং আমার পূর্বেই তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন কিনা অথবা আল্লাহ তাঁকে তাদের মধ্যে রেখেছিলেন যারা বেহুঁশ হয়নি।

٦٠٦٨- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْعَقُ النَّاسُ حِيْنَ يَصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ قَامَ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ فَمَا اَدْرِيْ اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ ،

৬০৬৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ বেহুঁশ হওয়ার সময় সমস্ত মানুষই (কিয়ামতের দিন) বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তখন আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি—যে দণ্ডায়মান হবে। তখন (আমি দেখতে পাব) মূসা আ. আল্লাহর আরশ ধরে আছেন। আমি জানি না, যারা বেহুঁশ হয়েছিল, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন কিনা ?

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন।

٦٠٦٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ -

৬০৬৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সমস্ত পৃথিবী মুষ্টিবদ্ধ করবেন এবং আকাশ মণ্ডলী তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিবেন। অতপর তিনি বলবেন, আমিই রাজাধিরাজ ; পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ (আজ) কোথায় ?

٦٠٧٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّأُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَمَا يَكْفَأُ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لِاَهْلِ الْجَنَّةِ، فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلٰى قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاِدَامِهِمْ بَالاَمٌ وَنُوْنٌ. قَالُوْا وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَاكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا -

৬০৭০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ সমগ্র পৃথিবী কিয়ামতের দিন একটি রুটির ন্যায় হবে ; আল্লাহ একে জান্নাতবাসীদের মেহমানদারীর জন্য তাঁর হাতে ধরে রাখবেন—যেমন তোমাদের কেউ সফরের সময় তার রুটি হাতে ধরে রাখে। এক ইহুদী এসে বললো, হে আবুল কাসেম ! রহমান (দয়াবান আল্লাহ) আপনাকে বরকত দান করুন ! কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীর মেহমানদারি সম্পর্কে আপনাকে জানাবো কি ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। ইহুদী বললো, পৃথিবী একটা রুটির ন্যায় হবে, যেমন রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন। অতপর নবী স. আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হলো। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে তাদের তরকারী সম্পর্কে বলবো ? তিনি বলেন ঃ 'বালাম' ও 'নুন'। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তা কি বস্তু ? তিনি বললেন ঃ ষাঁড় ও মাছ, এদের কলিজা সত্তর হাজার লোক খেতে পারবে।

٦٠٧١- عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ قَالَ سَهْلٌ اَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيْهَا مَعْلَمٌ لاَحَدٍ -

৬০৭১. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একটি সাদা ধবধবে রুটির ন্যায় যমীনে একত্র করা হবে। সাহল রা. বা অন্য কেউ বলেছেন, উক্ত যমীনে কারও জন্য কোনো নির্দেশ চিহ্ন থাকবে না (অর্থাৎ কারও জন্য কোনো এলাকা চিনবার মতো কোনো পথচিহ্ন থাকবে না)।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ হাশরের মাঠ।

٦٠٧٢- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيْرٍ وَيَحْشَرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا -

৬০৭২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে একত্র করা হবে। একটি (আল্লাহর রহমতের) আশাবাদী এবং (আযাবের ভয়ে) ভীত লোকদের দল। দ্বিতীয় দলে সেসব লোক যাদের দু'জন থাকবে এক উটের ওপর, কোনো উটের ওপর তিনজন, কোনোটির ওপর চারজন আর কোনো উটের ওপর দশজন। অবশিষ্টরা (তৃতীয় দল) হবে সে সমস্ত লোক আগুন যাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারা যেখানেই দুপুরের বিশ্রাম নিবে, আগুনও তাদের সাথে থাকবে। তারা যেখানে রাত্রিযাপন করবে আগুন তাদের সাথে রাত কাটাবে। যেখানে তাদের সকাল হবে, আগুন তাদের সাথে থাকবে। আর যেখানে তাদের সন্ধ্যা হবে, আগুনও তাদের সাথে অবস্থান করবে।

٦٠٧٣- عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنْ رَجُلاً قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِى اَمْشَاهُ عَلَي الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى اَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا -

৬০৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর নবী ! কাফেরকে মুখে ভর করে কিরূপে হাজির করা হবে ? তিনি বলেন ঃ যে মহান সত্তা দুনিয়াতে তাকে দু'পায়ে চলার শক্তি দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন তিনি কি তাকে মুখে ভর করে হাঁটাতে পারবেন না ? কাতাদা র. বলেন, আমাদের রবের ইজ্জতের কসম ! অবশ্যই (তিনি পারবেন)।

٦٠٧٤- عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُلاَقُوْا اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً

৬০৭৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ অবশ্যই তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে—খালি পা, নগ্নদেহ, পদব্রজে এবং খাতনাহীন অবস্থায়।

٦٠٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّكُمْ مُلاَقُوْا اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً -

৬০৭৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে মিম্বরের উপর ভাষণদানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি ঃ অবশ্যই তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে নগ্নপদে, নগ্নদেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায়।

٦٠٧٦- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرلاً كَمَا بَدَانَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ الآيَةَ، وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِيْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا اِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ، فَيُقَالُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ -

৬০৭৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদের মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বলেনঃ নিশ্চয় (কিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায় হাজির করা হবে। (আল্লাহ বলেন ঃ) "যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, একইভাবে আমি পুনরায় সৃষ্টি করবো"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম আ.-কে পোশাক পরানো হবে। আর বাঁ হাতে আমলনামা প্রাপ্ত আমার উম্মতের কতক ব্যক্তিকে হাজির করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমি আরয করবো ঃ হে রব! এরা আমার আসহাবভুক্ত। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি জানো না তোমার পরে এরা যে কি সব নতুন কথা আবিষ্কার করেছে। তখন আমি বলবো, যেমন পুণ্যবান বান্দা (ঈসা) বলবেন, "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম ----- তুমিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৭-১১৮। অতপর বলা হবে ঃ নিশ্চয় সর্বদা এরা মুরতাদ হয়ে (দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করে) পূর্বাবস্থায় (কুফরীতে) ফিরে গেছে।

٦٠٧٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ الاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكَ -

৬০৭৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ নগ্নপদে, নগ্নদেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায় মানুষকে জমায়েত করা হবে। আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! নারী-পুরুষ কি একে অপরের দিকে তাকাবে ? নবী স. বললেন ঃ সময়টা এতই কঠিন হবে যে, মনে এ ধরনের কল্পনা আসার আদৌ কোনো অবকাশ থাকবে না।

٦٠٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ ، فَقَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ، قَالَ تَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّيْ لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذٰلِكَ اَنَّ الْجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا الاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا اَنْتُمْ فِيْ اَهْلِ الشِّرْكِ الاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الاَسْوَدِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ الثَّوْرِ الاَحْمَرِ -

৬০৭৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে একটি তাঁবুতে ছিলাম তিনি বললেন ঃ তোমাদের সংখ্যা জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ হলে তোমরা খুশী হবে কি ?

আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা সন্তুষ্ট হবে কি যদি তোমাদের সংখ্যা জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হয় ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমাদের সংখ্যা জান্নাতীদের অর্ধেক হলে তোমরা কি খুশি হবে ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জান, আমি দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, (সংখ্যার দিক দিয়ে) তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। কারণ জান্নাতে কেবল মুসলমান ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারবে। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমাদের অবস্থা হবে কালো বর্ণের গরুর চামড়ার একটি মাত্র সাদা চুলের ন্যায় অথবা লাল বর্ণের গরুর চামড়ায় একটি মাত্র কালো চুল সদৃশ।

٦٠٧٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ مَنْ يُدْعى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ادَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَتَرَاىَ ذُرِّيَّتُهُ فَيُقَالُ هذَا اَبُوْكُمْ ادَمُ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، فَيَقُوْلُ يَارَبِّ كَمْ اُخْرِجُ ، فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ - فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّهِ اِذَا اُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعُوْنَ فَمَاذَا يَبْقى مِنَّا ؟ قَالَ اِنَّ اُمَّتِى فِى الاُمَمِ كَالشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى الثَّوْرِ الاَسْوَدِ -

৬০৭৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আদম আ.-কে ডাকা হবে। তাঁর সন্তানগণ তাঁকে দেখতে পাবে। (তাদেরকে) বলা হবে—ইনিই তোমাদের পিতা আদম আ.। আদম আ. বলবেন ঃ "লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা"। আল্লাহ বলবেন ঃ তোমার যেসব সন্তান জাহান্নামে পাঠানো হবে তাদেরকে পৃথক করো। তিনি বলবেন, হে আল্লাহ ! কি পরিমাণ পৃথক করবো ? আল্লাহ বলবেন ঃ শতকরা নিরানব্বই জনকে। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের নিরানব্বইজনকেই পৃথক করা হলে আর বাকি থাকবে কে ? তিনি বলেন ঃ অন্যান্য উম্মতের তুলনায় (সংখ্যানুপাতে) আমার উম্মত কালো গরুর গায়ে একটি সাদা চুল সদৃশ।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْئٌ عَظِيْمٌ -

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন অতি ভয়ংকর বিষয়।"–সূরা আল হজ্জ ঃ ১

اَزِفَتِ الازِفَةُ -

"কিয়ামত আসন্ন।"–সূরা আন নাজম ঃ ৫৭

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ -

"কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে।"–সূরা আল কামার ঃ ১

٦٠٨٠- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ يَقُوْلُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى يَا ادَمُ ، فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ ، قَالَ يَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفًا تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، فَذَالِكَ حِيْنَ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكرى وَمَا هُمْ بِسُكرى وَلكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيْدٌ - فَاشْتَدَّ

ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ، قَالَ اَبْشِرُوا فَاِنَّ مِنْ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ اَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَدِهِ اِنِّى لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ، قَالَ فَحَمِدْنَا اللّٰهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِىْ فِىْ يَدِهِ اِنِّىْ لَاَطْمَعُ اَنْ تَكُوْنُوا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِنَّ مَثَلَكُمْ فِى الْاُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِى جِلْدِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ اَوِ كَالرَّقْمَةِ فِى ذِرَاعِ الْحِمَارِ ـ

৬০৮০. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) ডাক দিবেন ঃ হে আদম ! তিনি বলবেন ঃ "লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা ওয়াল খায়রু ফী ইয়াদাইকা।" নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য লোকদের বাছাই করো। আদম আ. বলবেন, কারা (কত সংখ্যক) জাহান্নামী ? আল্লাহ বলবেন ঃ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বইজন। [নবী স. বলেন] এটা সে সময়ের অবস্থা যখন শিশু বৃদ্ধে পরিণত হবে, "প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভপাত করে দেবে, মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহর আযাবই হবে অতি কঠিন"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ২)। সাহাবাদের কাছে ব্যাপারটা বড় ভয়ংকর ও সংকটময় মনে হলো। তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের মধ্য হতে (মুক্তিপ্রাপ্ত) সে লোকটি কে হবে ? তিনি বললেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো ; ইয়াজুজ-মাজুযের এক হাজারের বিপরীতে তোমাদের হবে একজন। তিনি পুনরায় বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ—আমার দৃঢ় আশা যে, (সংখ্যানুপাতে) তোমরাই হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। রাবী বলেন, আমরা 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বললাম। তিনি আবার বললেন ঃ সেই সত্তার কসম ঃ যাঁর হাতে আমার জান। আমার দৃঢ় আশা যে, তোমরাই হবে জান্নাতের অর্ধেক বাসিন্দা। অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তোমাদের দৃষ্টান্ত কালো বর্ণের গরুর চামড়ায় যেন একটি মাত্র সাদা চুল অথবা গাধার সম্মুখ রানে যেন একটি শুভ্র দাগ বিশেষ।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"তারা কি মনে করে না যে, তারা মহাদিবসে পুনরুত্থিত হবে, মানুষ যেদিন বিশ্ব-প্রতিপালকের সামনে হাযির হবে"–সূরা মুতাফফিফীন ঃ ৬। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৬ অর্থাৎ এসবের কার্যকারিতা শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ।

٦٠٨١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ يَقُوْمُ اَحَدُهُمْ فِى رَشْحِهِ اِلَى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ ـ

৬০৮১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, "মানুষ যেদিন রব্বুল আলামীনের সম্মুখে হাযির হবে"–সূরা মুতাফফিফীন ঃ ৬ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ (সেদিন) মানুষ অর্ধ-কর্ণ পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

٦٠٨٢- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذٰنَهُمْ ـ

৬০৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামে ডুবে যাবে। তাদের ঘাম সত্তর গজ পরিমিত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে। অধিকন্তু তা তাদের মুখ অবধি পৌঁছে কর্ণে প্রবেশ করবে।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন কিসাস (প্রতিশোধ), যা হলো অবশ্যম্ভাবী, কারণ তা হবে সত্য এবং প্রতিদান দেয়ার স্থান।

٦٠٨٣- عَنْ شَقِيْقٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ

৬০৮৩. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নর হত্যার বিচার করা হবে।

٦٠٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِاَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَاِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُؤْخَذَ لِاَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَخِيْهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ـ

৬০৮৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর যুলুম করে থাকলে সে যেন তার কাছে মাফ চেয়ে নেয়। যখন (মযলুম) ভাইয়ের পক্ষে তার নেকীর অংশ কেটে নেয়া হবে, কিন্তু যদি নেকী তার (জালিমের) কাছে মওজুদ না থাকে, তবে তার (মযলুম) ভাইয়ের গুনাহ কেটে এনে এর (জালিম) সাথে যোগ করা হবে। কেননা সেদিন দীনার-দিরহামের আদান-প্রদান চলবে না।

٦٠٨٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُوْنَ عَلٰى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَاصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاَحَدُهُمْ اَهْدٰى بِمَنْزِلَةٍ فِىْ الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا ـ

৬০৮৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মুমিনদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত একটি পুলের উপর এনে দাঁড় করানো হবে। তথায় তাদের দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি কৃত অন্যায়-অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। শেষে তারা পাক-পবিত্র হয়ে গেলে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন ! প্রত্যেক ব্যক্তি তার জান্নাতের বাড়ী দুনিয়ার বাড়ীর চেয়েও উত্তমরূপে চিনতে সক্ষম হবে।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ যার হিসেব যাচাই করা হবে সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

٦٠٨٦- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ قَالَتْ قُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا قَالَ ذٰلِكِ الْعَرْضُ ـ

৬০৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যার হিসেব যাচাই করা হবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি "শীঘ্র সহজেই হিসাব নেয়া হবে ?"–সূরা ইনশিকাক ঃ ৮। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সেটা তো শুধু নামেমাত্র পেশ করা।

٦٠٨٧ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الاَّ هَلَكَ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَّا يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الاَّ عُذِّبَ ـ

৬০৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ তাআলা কি বলেননি,"অতপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব হবে সহজতর"–সূরা ইনশিকাক ঃ ৮। রসূলুল্লাহ স. বলেন, সেটা তো হিসাব পেশ করা মাত্র (যথার্থ হিসাব নয়)। কিয়ামতের দিন যার হিসাব যাচাই করা হবে, আযাব তার জন্য অবধারিত।

٦٠٨٨ـ عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا اَكُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهِ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ اَيْسَرُ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৬০৮৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কাফের ব্যক্তিকে হাযির করে বলা হবে, যদি তোমার কাছে পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ থাকলে তুমি কি (আযাব থেকে) পরিত্রাণ লাভের বিনিময়স্বরূপ তা দিয়ে দিতে ? সে বলবে, হাঁ। তাকে বলা হবে, তোমার কাছে এর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্রতর বা সহজতর বস্তুই চাওয়া হয়েছিল।

٦٠٨٩ـ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ الاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرٰى شَيْئًا قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَّقِىَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اتَّقُوْا النَّارَ ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوْا النَّارَ، ثُمَّ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ ثَلاَثًا، حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

৬০৮৯. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রত্যেকের সাথে সরাসরি কথা বলবেন, আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। অতপর সে সামনের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না। সে পুনরায় সম্মুখে তাকাবে, এবার জাহান্নাম তাঁর সামনে হাযির হবে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আগুন থেকে বাঁচতে চায়, সে যেন এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে।

অপর এক সূত্রে আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমরা আগুন থেকে বাঁচো। অতপর তিনি চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আগুন থেকে তোমরা আত্মরক্ষা করো। আবার তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি তিনবার এরূপ করলেন। শেষে আমরা ধারণা করতে লাগলাম, তিনি যেন তা প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ এক টুকরো খেজুর দ্বারা হলেও তোমরা আগুন থেকে বাঁচো। যদি কারো পক্ষে তাও না জোটে, তবে সে যেন উত্তম কথার সাহায্যে হলেও (আগুন থেকে বাঁচে)।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٦٠٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ ، فَاَجِدُ النَّبِىُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ، وَالنَّبِىُّ مَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِىُّ مَعَهُ الْعَشَرَةُ وَالنَّبِىُّ مَعَهُ الْخَمْسَةُ، وَالنَّبِىُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ، وَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ كَبِيْرٌ، قُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ هٰؤُلاَءِ اُمَّتِى؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ، فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ كَبِيْرٌ هٰؤُلاَءِ اُمَّتُكَ وَهٰؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قُدَّامَهُمْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ ؟ قَالَ كَانُوْا لاَ يَكْتَوُوْنَ وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ اِلَيْهِ عُكَّاشَةُ ابْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اٰخَرَ قَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ -

৬০৯০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার সামনে বিভিন্ন উম্মতকে পেশ করা হলো। কোনো নবীর সাথে বিরাট জামাত, কারো সাথে অপেক্ষাকৃত ছোট দল, কোনো নবীর সাথে দশজন, কারো সাথে পাঁচজন আর কোনো নবী চলছেন সাথীহন একাকী। এরপর তাকাতেই এক বিরাট জামাতের ওপর আমার দৃষ্টি পড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরাই কি আমার উম্মত ? জিবরাঈল আ. বলেন, না, বরং দিগন্তপানে চেয়ে দেখুন। তাকিয়ে দেখলাম এক বিরাট জামাত। তিনি বললেন ঃ এরা হলো আপনার উম্মত। তাদের অগ্রবর্তী সত্তর হাজার লোকের কোনো হিসাব হবে না এবং কোনো আযাবও হবে না। আমি বললাম ঃ কেন ? জিবরাঈল বললেন ঃ তারা শরীরে দাগ দিতো না, ঝাড়-ফুঁক করতো না, শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করতো না, তারা ছিল আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসাকারী। উক্কাশা ইবনে মিহসান রা. দাঁড়িয়ে আরয করলেন, দো'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী স. বললেন ঃ হে আল্লাহ ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অতপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আবেদন করলো ঃ দো'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী স. বললেন, উক্কাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।

٦٠٩١-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا تُضِيْئُ وَجُوْهُهُمْ اِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنَ الاَسَدِىُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ ، فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْاَنْصَارِ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ، فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ -

৬০৯১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা সংখ্যায় হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। আবু হুরাইরা রা. বলেন, উক্কাশা ইবনে মিহসান আল-আসাদী রা. চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দো'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ ! একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অতপর এক আনসারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! দো'আ করুন, আল্লাহ আমাকেও যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন ঃ উক্কাশা তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে।

٦٠٩٢ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا اَوْ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ شَكَّ فِي اَحَدِهِمَا مُتَمَاسِكِيْنَ اٰخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتّٰى يَدْخُلَ اَوَّلُهُمْ وَاٰخِرُهُمُ الْجَنَّةَ وَوُجُوْهُهُمْ عَلٰى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ـ

৬০৯২. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ আমার উম্মতের সত্তর হাজার অথবা সাত লাখ লোক একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এভাবে তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সবাই জান্নাতে দাখিল হবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল।

٦٠٩٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا اَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ وَيَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ خُلُوْدٌ ـ

৬০৯৩. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মধ্যখানে জনৈক ঘোষণাকারী দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে ঃ হে জাহান্নামীরা ! এখানে মৃত্যু নেই, হে জান্নাতবাসীরা ! এখানে মৃত্যু নেই, অনন্তকাল তোমরা স্ব-স্ব স্থানে থাকবে।

٦٠٩٤ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَالُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ وَلِاَهْلِ النَّارِ خُلُوْدٌ لاَ مَوْتَ ـ

৬০৯৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ জান্নাতীদের উদ্দেশে বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ ! মৃত্যু নেই, অনন্তকাল তোমরা এখানে থাকবে। অনুরূপ জাহান্নামীদেরও বলা হবে, হে জাহান্নামীরা ! মৃত্যু নেই, অনন্তকাল এখানেই তোমাদের থাকতে হবে।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা। আবু সাঈদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ জান্নাতীরা সর্বপ্রথম যে খাবার খাবে সেটা হবে মাছের কলিজা।

٦٠٩٥ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ ـ

৬০৯৫. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, তথাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র লোক এবং জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই মহিলা।

٦٠٩٦- عَنْ أُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ -

৬০৯৬. উসামা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। তথায় প্রবেশকারীদের অধিকাংশই দরিদ্র লোক। আর ধনী ব্যক্তিরা আটক রয়েছে। কিন্তু জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। অতপর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম যে, তথায় প্রবেশকারীদের বেশীর ভাগই হলো নারী।

٦٠٩٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ اِلَى النَّارِ جِيْءَ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِىْ مُنَادِيًا اَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ يَا اَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا اِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ اَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلَى حُزْنِهِمْ -

৬০৯৭. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মৃত্যুকে হাজির করে জান্নাত-জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে এবং তাকে জবাই করা হবে। অতপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ ! এখানে কোনো মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামীরা! এখানে কোনো মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দ আরো অধিক বেড়ে যাবে। অপরদিকে জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তার মাত্রাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে।

٦٠٩٨- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَاَنَا اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَبِّ وَاَىُّ شَيْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا -

৬০৯৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসীগণ ! তারা বলবে, 'লাব্বাইকা রাব্বানা ওয়া সা'দাইকা।' আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট ? তারা উত্তর দেবে, কেন সন্তুষ্ট হবো না ; আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টিজগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলবেন ঃ আমি এর চেয়েও উত্তম জিনিস তোমাদের দান করবো। তারা বলবে ঃ হে রব ! এরচেয়ে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে ? অতপর আল্লাহ বলবেনঃ আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম, তোমাদের ওপর আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।

٦٠٩٩- عَنْ اَنَسًا يَقُوْلُ أُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّى ، فَاِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرْ وَاَحْتَسِبْ وَاِنْ تَكَ الْاُخْرٰى تَرَمَا اَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ اَوَهَبِلْتِ اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَاِنَّهُ فِى جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ -

৬০৯৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে হারিছাহ শহীদ হলো। সে ছিল কম বয়সী বালক। তার মা নবী স.-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি জানেন—আমার অন্তরে হারিছার যে কি মহব্বত। যদি সে জান্নাতী হয়ে থাকে তবে আমি সবর করবো এবং সওয়াবের আশা করবো। আর যদি তার স্থান অন্যত্র হয় তবে আপনি দেখবেন আমি কি করি। নবী স. বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক ! তুমি কি জ্ঞানহারা, জান্নাত কি একটাই ? অনেক জান্নাত তোমার ছেলের হবে। সে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা।

٦١٠٠- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَى الْكَافِرِ مَسِيْرَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ. وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِى حَازِمٍ

عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا

عَنْ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيْعُ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا -

৬১০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কাফেরের এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথের সমান।

৬১০০(ক)। সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়ায় কোনো অশ্বারাহী এক শত বছর পর্যন্ত সফর করেও তা শেষ করতে পারবে না।

৬১০০(খ)। আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জান্নাতে একটি গাছ আছে, যা স্ফূর্তিবাজ, দ্রুতগামী অশ্বারোহী এক শত বছর পর্যন্ত সফর করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٦١٠١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِن اُمَّتِى سَبْعُوْنَ اَوْ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ لَا يَدْرِى اَبُو حَازِمٍ اَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُوْنَ اَخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ اَوَّلُهُمْ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ-

৬১০১. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমার উম্মতের সত্তর হাজার অথবা সাত লাখ লোক পরস্পরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাদের প্রথম ব্যক্তি প্রবেশ করবে না। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দীপ্তিমান।

٦١٠٢- عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَرَاؤُوْنَ الْكَوْكَبَ فِي السَّمَاءِ قَالَ اَبِي فَحَدَّثْتُ النُّعْمَانَ بْنَ اَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيْدُ فِيْهِ كَمَا تَرَاؤُوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْاُفُقِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ -

৬১০২. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জান্নাতের বাসিন্দাগণ জান্নাতের সুউচ্চ বালাখানাসমূহ দেখতে পাবে, যেমন তোমরা ঊর্ধাকাশে তারকারাজি দেখতে পাও। একই হাদীসে আবু সাঈদ রা.-এর বর্ণনায় আরো আছে, যেরূপ তোমরা পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তে চকচকে তারকা দেখতে পাও।

٦١٠٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ لاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اَكُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهِ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ ، فَيَقُوْلُ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِي صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لاَ تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا فَاَبَيْتَهُ اِلاَّ اَنْ تُشْرِكَ بِيْ

৬১০৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন সর্বাধিক হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন ঃ যদি পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকতো, তবে কি তুমি সে সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে ? সে বলবে, হাঁ। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি আদমের মেরুদণ্ডে থাকাকালেই তোমাকে এর চেয়েও সহজ বিষয়ের হুকুম করেছিলাম যে, "আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।" কিন্তু তুমি তা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ।

٦١٠٤- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَاَنَّهُمُ الثَّعَارِيْرُ، قُلْتُ مَا الثَّعَارِيْرُ ؟ قَالَ الضَّغَابِيْسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِعَمْرِوبْنِ دِيْنَارٍ، اَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ، قَالَ نَعَمْ -

৬১০৪. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, শাফায়াতের দ্বারা লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, তারা যেন সাআরীর ঘাস। আমি বললাম, সাআরীর কি ? তিনি বললেন, ধাগাবীচ, (কচি ঘাস) আর সে সময় (আমরের) মুখের দাঁত পড়ে গিয়েছিল। তারপর আমি আমর বিন দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম—হে আবু মুহাম্মদ ! আপনি কি জাবেরকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, নবী স. বলেছেন, শাফায়াতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে লোকদের বের করা হবে। তিনি বললেন, হাঁ।

٦١٠٥- عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَسَمِّيْهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ -

৬১০৫. আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণিত। নবী স. বলেন, জাহান্নামের আগুন থেকে একদল লোককে বের করা হবে, আগুনে তাদের শরীরে (সাদা) দাগ পড়ে গেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামীই নামকরণ করবে।

٦١٠٦- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُوْلُ اللّٰهُ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرَجُوْنَ وَقَدِ امْتُحِشُوْا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ اَوْ قَالَ حَمِيَّةِ، وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً -

৬১০৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছবে, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, যাদের অন্তরে সরিষার বীজ পরিমাণ ঈমান ছিল তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করো। অতএব তাদের বের করা হবে। তারা জ্বলে-পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাদেরকে জীবন-নদীতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সজীব হয়ে উঠবে যেমনিভাবে বৃষ্টির পানি প্রবাহের আশেপাশে বীজ গজিয়ে উঠে। তারপর নবী স. বললেন, তোমরা কি দেখো না যে, সেগুলো হলদে হয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে উঠতে থাকে।

٦١٠٧- عَنِ النُّعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوْضَعُ فِىْ اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِى مِنْهَا دِمَاغُهُ -

৬১০৭. নোমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাব কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তির হবে, যার দু'পায়ের তালুর নিচে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে, এতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

٦١٠٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَهْوَنَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلَى اَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمْ -

৬১০৮. নোমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তি হবে ঐ ব্যক্তির যার দু' পায়ের তলায় দু'টি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে, তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তামার পাত্রে কাঁচ টগবগ করে ফুটতে থাকে।

٦١٠٩- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَاَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ -

৬১০৯. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. জাহান্নামের উল্লেখ করলেন এবং তাঁর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। তিনি আবার জাহান্নামের উল্লেখ করলেন এবং তার চেহারা ফিরিয়ে নিলেন ও তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অতপর বললেনঃ এক টুকারো খুরমা দিয়ে হলেও তোমরা জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো, যদি এতেও অক্ষম হও, তবে উত্তম কথা দ্বারা।

٦١١٠- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِى ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ تَغْلِىْ مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهِ -

৬১১০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শুনেছেন অথবা তাঁর কাছে তাঁর চাচা আবু তালিবের উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত হয়তবা তার উপকারে আসবে, তাকে জাহান্নামের গভীর অগ্নিতে রাখা হবে, যা তার পায়ের গিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, তাতে তার মাথার মগয টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

٦١١١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ الَّذِىْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُم وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ ، اِئْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ، اِئْتُوا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِى اتَّخَذَهُ اللّٰهُ خَلِيْلاً فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ اِئْتُوا مُوْسى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ اِئْتُوْا عِيْسى فَيَاتُوْنَهُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، اِئْتُوْا مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَاتُوْنِىْ فَاسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّى فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُقَالُ لِىْ اِرْفَعْ رَاْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاَرْفَعُ رَاسِىْ ، فَاَحْمَدُ رَبِّى بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِىْ ، ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِى حَدًّا ثُمَّ اَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَابَقِىَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُوْلُ عِنْدَ هٰذَا اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْخُلُوْدُ -

৬১১১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষদেরকে একত্র করবেন। তখন তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের পরওয়ারদিগারের

কাছে সুপারিশ করার জন্য কোনো সুপারিশকারীর সন্ধান করতাম, যাতে আমাদের এ কঠিন অবস্থা থেকে নিস্তার পাওয়া যেত। তারপর তারা আদম আ.-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবেঃ আপনি তো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সিজদা করেন। তাই আপনি আমাদের পরওয়ারদিগারের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তিনি তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা নূহের কাছে যাও, যাঁকে আল্লাহ তাআলা প্রথম রসূল করে পাঠিয়েছিলেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তিনিও তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও, যাঁকে আল্লাহ তাআলা খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তিনিও তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা মূসার কাছে যাও, যাঁর সাথে আল্লাহ তাআলা (সরাসরি) কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তিনি তাঁর অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা ঈসার কাছে যাও। তারা তাঁর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা মুহাম্মদ স.-এর কাছে যাও, কেননা তাঁর পূর্বের ও পরের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা আমার কাছে আসবে এবং আমি (সুপারিশ করার জন্য) আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখন আমি তাঁর দর্শন লাভ করবো আমি সিজদায় অবনত হবো। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত মর্জি করেন আমাকে (সিজদার অবস্থায়) রাখবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, তুমি মাথা উঠাও এবং চাও, তোমার চাহিদা পূরণ করা হবে এবং বলো, তোমার কথা শুনা হবে, তুমি সুপারিশ করো, তা গ্রহণযোগ্য হবে। তখন আমি মাথা উঠবো, অতপর আমার রবের প্রশংসা করবো যে প্রশংসা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি সুপারিশ করবো, তিনি আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দিবেন। তারপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। অতপর ফিরে এসে আমি পূর্বের ন্যায় সিজদায় পড়বো। (এভাবে) তৃতীয়বার। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, চতুর্থবার। কুরআন যাদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে তারা ভিন্ন আর কেউ জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না।

٦١١٢ـ عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ ـ

৬১১২. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, জাহান্নাম থেকে একদল লোককে মুহাম্মদ স.-এর শাফায়াতে বের করা হবে, অতপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদেরকে জাহান্নামী নামকরণ করা হবে।

٦١١٣ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ حَارِثَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَائِبٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِى ، فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ لَمْ اَبْكِ عَلَيْهِ وَ اِلاَّ سَوْفَ تَرَى مَا اَصْنَعُ ، فَقَالَ لَهَا هَبِلْتِ اَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ اَمْ جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ، وَاِنَّهُ لَفِىْ الْفِرْدَوْسِ الاَعْلَى، وَقَالَ غَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ اَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ، وَلَوْ

اَنَّ امْرَاَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الاَرْضِ لاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

৬১১৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। অদৃশ্য তীরের আঘাতে হারিসা রা. বদরের যুদ্ধে শহীদ হলে উম্মে হারিসা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারিসার সাথে আমার অন্তরের যে নিবিড় সম্পর্ক তা আপনি অবশ্যই উপলব্ধি করেন। সে যদি জান্নাতে থাকে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করবো না, অন্যথায় আমি যে কি করি আপনি দেখবেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি জ্ঞানহারা হয়ে গেলে? জান্নাত কি শুধুমাত্র একটা? জান্নাত তো অনেক, আর সে তো নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ ফেরদাউসে। তিনি আরো বললেন, আল্লাহর পথে এক সকাল ও এক বিকাল নিজকে নিয়োজিত রাখা, পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুক পরিমাণ বা পা রাখার জায়গা পরিমাণ স্থান পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আর জান্নাতের কোনো রমণী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকিমেরে দেখতো তাহলে পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী স্থান আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে যেত এবং খুশবুতে ভরে যেত। আর তার ওড়না পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

٦١١٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَدْخُلُ اَحَدٌ الْجَنَّةَ اِلاَّ اُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ اَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ اِلاَّ اُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اَحْسَنَ لِيَكُوْنَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ـ

৬১১৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অপরাধ করলে জাহান্নামে তার স্থান কোথায় হতো, তা তাকে দেখানো হবে, যাতে সে অধিক শোকরগুজারি করে। আবার যে কোনো জাহান্নামে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে, ভাল কাজ করলে জান্নাতে তার স্থান কোথায় হতো তা দেখানো হবে, যেন তার আফসোস হয়।

٦١١٥ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْ لاَ يَسْاَلُنِى اَحَدٌ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَاَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِه ـ

৬১১৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতে কে অধিক ভাগ্যবান হবে? তিনি বলেন, হে আবু হুরাইরা! হাদীসের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমি ধারণা করছি তোমার পূর্বে আর কেউ এ বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞেস করবে না। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতে অধিক ভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি, যে আন্তরিকতা সহকারে একনিষ্ঠভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলেছে।

٦١١٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّى لاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنْهَا وَاٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ

فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَئ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلاَئ ، فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَاتِيْهَا فَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهَا مَلاَئ فَيَرْجِعُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ وَجَدْتُّهَا مَلاَئ فَيَقُوْلُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ اِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ اَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُ أَتَسْخَرُ مِنِّى اَوْ تَضْحَكُ مِنِّى وَاَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ـ

৬১১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি অবশ্যই জানি, যে ব্যক্তি সব শেষে জাহান্নাম থেকে বেরুবে এবং সবশেষে জান্নাতে যাবে। সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো, সে জান্নাতের কাছে আসবে এবং তার কাছে জান্নাত পরিপূর্ণ মনে হবে। সে ফিরে এসে বলবে, হে পরওয়ারদিগার ! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ণ পেয়েছি। তিনি বলেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। পুনরায় সে আসবে এবং তার মনে হবে, জান্নাত পরিপূর্ণ। সে ফিরে এসে বলবে, ইয়া রব ! আমি একে পরিপূর্ণ পেয়েছি। তিনি বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো, সেখানে তোমার জন্য দুনিয়ার সমান এবং তারা আরো দশ গুণ অথবা তোমার জন্য দুনিয়ার দশ গুণ জায়গা ওখানে হবে। সে বলবে, আপনি কি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছেন, কৌতুক করছেন ? আপনিই তো রাজাধিরাজ। এ সময় আমি রসূলুল্লাহ স.-কে হাসতে দেখলাম এবং তাতে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ পেল। বলা হয়, এটা নিম্নতম মর্যাদার জান্নাতবাসীর অবস্থা।

٦١١٧ـ عَنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ هَلْ نَفَعْتَ اَبَا طَالِبٍ بِشَيْئٍ ـ

৬১১৭. আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আবু তালিবকে কোনো কিছু দ্বারা উপকার করেছেন ?

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ সিরাত হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুল।

٦١١٨ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اُنَاسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ، وَتَبْقٰى هٰذِهِ الاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا، فَيَاتِيْهِمُ اللّٰهُ فِى غَيْرِ الصُّوْرَةِ الَّتِى يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَاتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا اَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَاتِيْهِمُ اللّٰهُ فِى الصُّوْرَةِ الَّتِى يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ

رَبُّنَا فَيَتْبِعُوْنَهُ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُجِيْزُ وَدُعَاءُ الرَّسُلِ يَوْمَئِذٍ : اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ اَمَا رَاَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ الْمُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُوْ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَهُ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِعَلاَمَةِ اٰثَارِ السُّجُوْدِ، وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوْا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ، وَيَبْقٰى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِى رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا فَاصْرِفْ وَجْهِى عَنِ النَّارِ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ اللّٰهَ فَيَقُوْلُ لَعَلَّكَ اَنْ اَعْطَيْتُكَ اَنْ تَسْاَلَنِى غَيْرَهُ، فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُصْرَفُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَا رَبِّ قَرِّبْنِىْ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُوْلُ اَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لاَ تَسْاَلَنِى غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ فَيَقُوْلُ لَعَلِّىْ اِنْ اَعْطَيْتُكَ ذٰلِكَ تَسْاَلُنِى غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِى اللّٰهَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ اَلاَّ يَسْاَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا رَاٰى مَا فِيْهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُوْلُ رَبِّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُ اَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لاَ تَسْاَلُنِىْ غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِى اَشْقٰى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُوْ حَتّٰى يَضْحَكَ فَاِذَا ضَحِكَ مِنْهُ اَذِنَ لَهُ بِالدُّخُوْلِ فِيْهَا، فَاِذَا دَخَلَ فِيْهَا قِيْلَ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنّٰى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى تَنْقَطِعَ بِهِ الْاَمَانِىُّ فَيَقُوْلُ لَهُ هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَذٰلِكَ الرَّجُلِ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً -

৬১১৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবো ? তিনি বলেন, মেঘমুক্ত অবস্থায় সূর্য দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয় ? তারা বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয় ? তারা বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা এমনিভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহ

মানুষকে একত্র করে বলবেন, যে ব্যক্তি যে বস্তুর দাসত্ব করেছে, সে যেন (আজ) তার অনুসরণ করে। তখন যে সূর্যের পূজা করতো, সে সূর্যের অনুসরণ করবে, যে চাঁদের পূজা করতো, সে চাঁদের অনুসরণ করবে, আর যে বিভিন্ন তাগুতের (আল্লাহ ছাড়া অন্য সব শক্তির) দাসত্ব করতো সে তাদের অনুসরণ করবে। শুধু অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মত, তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের (এ উম্মতের) অজ্ঞাত রূপে তাদের সামনে হাজির হবেন এবং বললেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, তোমার থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমরা এখানেই থাকবো, আমাদের রব আমাদের কাছে না আসা পর্যন্ত। আমাদের রব আমাদের কাছে আসলে আমরা তাঁকে চিনতে পারবো। তারপর তাদের পরিচিতরূপে তিনি তাদের সামনে হাজির হয়ে বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, আপনি আমাদের রব। এরপর তারা তাঁর অনুসরণ করবে। অতপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, পুল অতিক্রমকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হবো। আর সেদিনে রসূলগণের দোআ হবে ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লেম সাল্লেম (হে আল্লাহ ! শান্তি দাও, শান্তি দাও)! সে পুলে সাদান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় অনেক আঁকড়া থাকবে, তোমরা কি সাদান বৃক্ষের কাঁটা দেখো নাই ? তারা বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তিনি বলেন, সেগুলো সাদান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় হবে, তবে এদের বিরাটতত্ত্বের পরিমাণ আল্লাহ তাআলা ভিন্ন আর কেউ জানে না। তারপর এগুলো মানুষকে তাদের কর্ম অনুযায়ী ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ তো নিজ কর্মের কারণে ধ্বংস হবে, আর কাউকে খণ্ড-বিখণ্ড করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারপর নাজাত দেয়া হবে। শেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা দিবেন। "আল্লাহ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই" যারা এ সাক্ষ্য দিয়েছে, তাদের মধ্যে যাদেরকে তিনি জাহান্নাম থেকে বের করতে চাইবেন, ফেরেশতাদেরকে বের করার নির্দেশ দিবেন। তারা তাদের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনবে। কারণ আল্লাহ তাআলা আগুনের জন্য আদম সন্তানের সিজদার চিহ্নকে দাহন করা হারাম করে দিয়েছেন। তারা তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করে নেবে যে, তারা জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তাদের ওপর আবে হায়াত নিক্ষেপ করা হবে, ফলে তারা বন্যায় নিক্ষেপিত (পলি আবর্জনায়) সদ্য গজানো বীজের ন্যায় সজীব হয়ে উঠবে। শুধু বাকী থাকবে এক ব্যক্তি যার চেহারা আগুনের দিকে থাকবে। সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার ! জাহান্নামের আগুনে-বাতাসে আমাকে বিষাক্ত করে ফেলেছে এবং এর তেজ আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার চেহারা আগুন থেকে ফিরিয়ে দিন। এভাবে সে অব্যাহতভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যদি তোমাকে এটা দান করি তুমি হয়ত আবার অন্য কিছু প্রার্থনা করবে। সে বলবে, আপনার সম্মানের কসম, হে আল্লাহ ! আমি তা ছাড়া আর কিছু চাইবো না। তখন তার চেহারাকে আগুন থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু ! আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌছে দিন। আল্লাহ বলবেন, তুমি তো স্থির করেছিলে যে, তুমি আমার কাছে আর কিছুই চাইবে না ? দুঃখ তোমার জন্য, হে বনী আদম ! আফসোস তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ? এমনি করে সে বরাবর দোআ করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমাকে এটা দান করলে তুমি হয়ত আবার অন্যকিছু প্রার্থনা করবে। সে বলবে, না, পরোয়ারদিগার আপনার সম্মানের কসম ! আমি আর কিছু চাইবো না এবং সে আল্লাহর কাছে পাকাপাকি কথা দিবে যে, এর অতিরিক্ত আর কিছু চাবে না। তখন তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করা হবে। তারপর যখন সে জান্নাতের ভেতরের দৃশ্য দেখবে তখন যতক্ষণ আল্লাহ চান সে চুপ থাকবে। তারপর সে বলবে, হে পরোয়ারদিগার ! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, তুমি না বলেছিলে যে, তুমি আর কিছুই চাইবে না ? হে আদম সন্তান! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আফসোস। সে বলবে, হে আমার রব ! আমাকে সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য করবেন না, এমনি করে সে অবিরত চাইতেই থাকবে। শেষে আল্লাহ হেসে দিবেন। যখন

তিনি হাসবেন, তাকে জান্নাতে দাখিল হওয়ার অনুমতিও দিবেন। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে বলা হবে, তুমি এটা এটা চাও, (কামনা করো)। সে চাইবে। আবারও বলা হবে, এটা এটা কামনা করো। আবারও সে কামনা করবে। শেষে যখন তার সব চাহিদা ফুরিয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, এটা তোমাকে দেয়া হলো, আরও এতটা দেয়া হলো।

আবু হুরাইরা রা. বলেন, সে জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ হাউযের বর্ণনা। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ ـ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি"–সূরা আল কাওসার ঃ ১। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করো, আমার সাথে হাওযে কাউসারে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত।

٦١١٩ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُوْنِى فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِى فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ ـ

৬১১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমি হাউযে কাউসারে তোমাদের অগ্রগামী। তোমাদের মধ্যকার কতক লোককে উপস্থাপন করা হবে (আমার সম্মুখে) তারপর তাদেরকে আমার কাছ থেকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলবো, হে আমার রব ! এরা তো আমার সাহাবী (উম্মত)। আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা দীন বহির্ভূত কত নতুন কাজ করেছে।

٦١٢٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَمَامَكُمْ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاَذْرُحَ ـ

৬১২০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমাদের সামনে আমার হাউযে কাউসার রয়েছে (যার ব্যাপকতা) জারবা ও আযরুহ (দু'টি স্থানের নাম যার মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় আটচল্লিশ মাইল।) স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের ন্যায়।

٦١٢١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَاهُ ـ

৬১২১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাউসার অধিক কল্যাণকর (বস্তু) যা আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র নবী স.-কে দান করেছেন।

٦١٢٢ـ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَاءُ اَبَدًا ـ

৬১২২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, আমার হাউযের প্রশস্ততা এক মাসের পথের সমান। তার পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং তা মৃগনাভী থেকেও খুশবুদার এবং তার পান-পাত্রগুলো আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় (সংখ্যায় অধিক ও উজ্জ্বল) যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।

٦١٢٣- عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ قَدْرَ حَوْضِىْ كَمَا بَيْنَ اَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ وَاِنَّ فِيْهِ مِنَ الْاَبَارِيْقِ كَعَدَدِ نُجُوْمِ السَّمَاءِ -

৬১২৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমার হাউযের দূরত্বের পরিমাণ ইয়ামন দেশের 'আইলা' থেকে 'সানাআ'র দূরত্বের সমান। তার পান-পাত্রসমূহের সংখ্যা আকাশের 'তারকারাজির সংখ্যার ন্যায় পর্যাপ্ত।

٦١٢٤-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَسِيْرُ فِى الْجَنَّةِ اِذَا اَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، قُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَاِذَا طِيْبُهُ اَوْطِيْنُهُ مِسْكٌ اَذْفَرُ شَكَّ هُدْبَةُ -

৬১২৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ একদা জান্নাতে ভ্রমণকালে আমি একটি ঝর্ণার কাছে উপস্থিত হলাম, যার উভয় কিনারায় শূন্য গর্ভ মোতির গুম্বদ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল ! এটা কি ? তিনি বলেন, এটাই সেই কাউসার, আপনার রব যা আপনাকে দান করেছেন। এর ঘ্রাণ অথবা মাটি মৃগনাভীর ন্যায় সুগন্ধীময়।

٦١٢٥- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِىْ الْحَوْضَ حَتّٰى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوْا دُوْنِىْ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ -

৬১২৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার কতক উম্মত হাউযে কাউসারের নিকট আমার কাছে উপস্থিত হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারবো। কিন্তু আমার সম্মুখ থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলবো ঃ এরাতো আমার উম্মত। বলবে ঃ আপনি জানেন না আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সব চালু করেছে।

٦١٢٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِىْ ، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ -

৬১২৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি তোমাদের পূর্বে হাউযের কাছে পৌঁছবো। যে ব্যক্তি আমার কাছে উপস্থিত হবে সে (তার) পানি পান করবে। আর যে ব্যক্তি (একবার) পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার কাছে বিভিন্ন দল হাযির হবে। তাদের আমি চিনতে পারবো, তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতপর তাদের মধ্যে এবং আমার মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে।

٦١٢٧- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِىْ فَيُحَلَّوْنَ عَنْهُ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ اَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى -

৬১২৭. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবর. নবী স.-এর কতক সাহাবী রা. থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেন ঃ আমার কতক সাহাবী হাউযে আমার কাছে উপস্থিত হবে। আর তাদেরকে হাউয থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলবো ঃ আয় আল্লাহ! আমার সাহাবী। আল্লাহ বলবেন ঃ আপনার জানা নেই আপনার পরে এরা কি সব চালু করেছে। এরা দীন ইসলাম ত্যাগ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়েছিল।

٦١٢٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمٌ اِذَا زُمْرَةٌ حَتّٰى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ ، فَقَالَ هَلُمَّ ، فَقُلْتُ اَيْنَ ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ ، قُلْتُ وَمَا شَاْنُهُمْ قَالَ اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوْا بَعْدَكَ عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى ثُمَّ اِذَا زُمْرَةٌ حَتّٰى اِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ ، فَقَالَ هَلُمَّ، قُلْتُ اَيْنَ ؟ قَالَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهِ ، قُلْتُ وَمَا شَاْنُهُمْ ؟ قَالَ اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلٰى اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرٰى فَلاَ اُرَاهُ يَخْلُصُ فِيْهِمْ اِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ

৬১২৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ একদা আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় একদল লোককে দেখতে পাবো। এমনকি তাদেরকে চিনতেও পারবো। আমার ও তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবে, আসুন। আমি বলবো ঃ কোথায় ? সে বলবে, আল্লাহর কসম ! জাহান্নামের দিকে। আমি বলবো ঃ তাদের কি অবস্থা ? সে বলবে, আপনার পরে এরা পশ্চাতে ফিরে গেছে। পুনরায় আরেকটি দলকে দেখতে পাবো এবং তাদেরকে চিনতে পারবো। অতপর আমার ও তাদের মধ্যখান থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে বলবে, আসুন। আমি বলবো ঃ কোথায় ? সে বলবে, আল্লাহর কসম ! জাহান্নামের দিকে। আমি বলবো ঃ কি অবস্থা তাদের ? সে বলবে, তারা মুরতাদ হয়ে পেছনে ফিরে গিয়েছিল। রাখালহীন উটের ন্যায় অতি নগণ্য সংখ্যক ছাড়া তারা নাজাত পাবে বলে আমার মনে হয় না।

٦١٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ -

৬১২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউযের উপর অবস্থিত।

٦١٣٠- عَنْ جُنْدَبًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ -

৬১৩০. জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের পূর্বেই আমি হাউযে পৌছবো।

٦١٣١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّىْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِىَ الاٰنَ، وَاِنِّىْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِىْ وَلَكِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا -

৬১৩১. ওকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন রওয়ানা হয়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ করার নিয়মানুসারে ওহুদের শহীদগণের জন্য দোআ করলেন। অতপর ফিরে এসে মিম্বরে উঠে বলেন ঃ আমি তোমাদের অগ্রগামী হবো আর আমি তোমাদের (আমলের) সাক্ষী। আল্লাহর কসম ! নিশ্চয় এ মুহূর্তে আমার হাউয আমি দেখতে পাচ্ছি এবং নিশ্চয় আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের অথবা বিশ্বের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি শংকিত নই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে বরং তোমাদের সম্পর্কে আমি ভয় করি যে, দুনিয়া অর্জন করার উদ্দেশ্যে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।

٦١٣٢- عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَصَنْعَاءَ -

৬১৩২. হারিছা ইবনে ওয়াহব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে হাউয সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, এর পরিধি মদীনা এবং সানাআ'র মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

٦١٣٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى اَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُوْنِىْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ مِنِّىْ وَمِنْ اُمَّتِىْ ، فَيُقَالُ هَلْ شَعَرْتَ مَاعَمِلُوْا بَعْدَكَ، وَاللّٰهِ مَا بَرِحُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ، فَكَانَ اِبْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِيْنِنَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ تَرْجِعُوْنَ عَلَى الْعَقِبِ -

৬১৩৩. আসামা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ আমি হাউযের পাশে উপস্থিত থাকবো। এমনকি তোমাদের মধ্য থেকে আমার কাছে আগমনকারী ব্যক্তিকে আমি দেখবো। অতপর আমার সম্মুখ থেকে কতক লোককে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হবে। (তখন) আমি বলবো ঃ হে রব ! এরা তো আমার লোক, আমার উম্মতভুক্ত লোক। বলা হবে ঃ আপনি কি জানেন আপনার পরে তারা যে কি করেছে ! আল্লাহর কসম ! সর্বদা তারা পশ্চাৎগামী হয়েছে।

❒

অধ্যায় ঃ ৫৪

كِتَابُ الْقَدَرِ

(তাকদীর বা ভাগ্য নির্ধারণ)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগ্য সম্পর্কিত বর্ণনা।

٦١٣٤ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطَنِ اُمِّه اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعٍ بِرِزْقِه وَاَجَلِه وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ، فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ اَوِ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ اَوْ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ـ

৬১৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স., তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত, আমাদের বর্ণনা করেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেককেই চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার মায়ের পেটে জমা রাখা হয় (বীর্য হিসেবে)। অতপর (দ্বিতীয়) চল্লিশ দিন জমাট রক্তপিণ্ডে এবং পরবর্তী চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। অতপর আল্লাহ তাআলা চার জিনিসসহ অর্থাৎ তার রিজিক, তার মৃত্যু, সে পুণ্যবান কিংবা হতভাগ্য হবে—এর হুকুম দিয়ে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। অতপর তিনি তার মধ্যে রূহ (প্রাণ) ফুঁকে দেন। আল্লাহর কসম ! তোমাদের কেউ অথবা কোনো ব্যক্তি জাহান্নামের উপযোগী কাজ করতে থাকে, এমনকি তার এবং জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত কিংবা এক গজের ব্যবধান থাকে এমতাবস্থায় ভাগ্যলিপি তার ওপর বিজয়ী হয়, আর সে যদি জান্নাতের উপযোগী কাজ করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কোনো ব্যক্তি জান্নাতের উপযোগী আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে এক হাত বা এক গজেরও কম দূরত্ব থেকে যায়, এমন সময় ভাগ্যলিপি তার ওপর বিজয়ী হয়, আর সে জাহান্নামের উপযোগী কাজ করে। পরিণামে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

٦١٣٥ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَقْضِىَ خَلْقَهَا قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّه ـ

৬১৩৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ মাতৃজঠরে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত রেখেছেন। সেই ফেরেশতা বলেন, হে রব! এতো শুক্র! হে পরোয়ারদিগার ! এ-তো এখন জমাট বাঁধা রক্ত ! হে পরোয়ারদিগার ! এই যে এক টুকরো মাংসপিণ্ড ! অতপর আল্লাহ যখন তার সৃষ্টি সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা করবেন তখন সে বলবে, হে আমার রব ! এ কি পুরুষ হবে না নারী,

নেককার হবে না বদকার, এর রিজিক কি পরিমাণ হবে এবং তার বয়সই বা কি হবে ? অতপর এগুলো তার মায়ের পেটে থাকতেই লিখে দেয়া হবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর জ্ঞান মোতাবেক কলম শুকিয়ে গেছে (অর্থাৎ আল্লাহর সিদ্ধান্ত মোতাবেকই নিয়তি লিখন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)। আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ ـ

"এবং আল্লাহ জ্ঞাতসারেই তাকে পথহারা করেছেন"–সূরা জাসিয়া ঃ ২৩। আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী করীম স. আমাকে বলেছেন ঃ তোমার অদৃষ্টে যা ঘটবে—কলম তা লিখে দিয়ে শুকিয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'লাহা সাবেকুন' এর অর্থ–তাদের জন্য সৌভাগ্য (সুখ-শান্তি) পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

٦١٣٦ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُعْرَفُ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ ؟ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ

৬১৩৬. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! জাহান্নামবাসীদের থেকে জান্নাতবাসীদের স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারা যাবে কি ? তিনি বললেন, হাঁ, লোকটি বললো, মানুষ তাহলে আমল করবে কেন ? তিনি বললেন, প্রতিটি লোক তাই করবে যার জন্য তাকে পয়দা করা হয়েছে অথবা তার জন্য যা সহজ করা হয়েছে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তারা কি করতো তা কেবল আল্লাহই জ্ঞাত আছেন।

٦١٣٧ـ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ

৬১৩৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ তারা যে কি করতো তা আল্লাহই জ্ঞাত আছেন।

٦١٣٨ـ عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ ، فَقَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ

৬১৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তারা যে কি করতো তা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

٦١٣٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ وَيُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتِجُوْنَ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَجِدُوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتّٰى تَكُوْنُوْا اَنْتُمْ تَجْدَعُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ مَنْ يَّمُوْتُ وَهُوَ صَغِيْرٌ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ ـ

৬১৩৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানব সন্তান ফিতরতের (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী অথবা

নাসারায় পরিণত করে। যেমন তোমরা চতুষ্পদ জন্তুকে প্রসবকালে সাহায্য করো। তোমরা কি তার মধ্যে কোনো কান কাটা দেখতে পাও—যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা তার কান কেটে দাও। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! যেসব সন্তান বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের সম্পর্কে আপনার মত কি ? তিনি বলেন, তারা যে কি করতো তা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا **"এটাই ছিল আল্লাহর বিধান, যা সুনির্দ্ধারিত"–সূরা আল আহযাব ঃ ৩৮।**

٦١٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَاِنَّ لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا -

৬১৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ কোনো স্ত্রীলোক যেন তার বোনের আহারের পাত্র দখলের জন্য তার তালাক দাবি না করে। সে তাকে বিয়ে করতে পারে (তার আগের স্ত্রী বহাল রেখে)। কেননা এটা নিশ্চিত যে, তার তাকদীরে যা আছে তা সে অবশ্যই পাবে।

٦١٤١- عَنْ اُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ اِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ اَنَّ ابْنَهَا يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهَا لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلِلّٰهِ مَا اَعْطَى كُلٌّ بِاَجَلٍ ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ -

৬১৪১. উসামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কন্যার পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থার সংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। সাদ, উবাই ইবনে কাব ও মুয়ায ইবনে জাবাল রা.-ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ তাআলা যা নিয়ে যান তাও তাঁর আর যা দান করেন তাও তাঁর। প্রত্যেক প্রাণীর (মৃত্যুর) একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা করে।

٦١٤٢- عَنْ اَبَا سَعِيْدٍ نِ الْخُدْرِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللّٰهُ اَنْ تَخْرُجَ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ -

৬১৪২. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা তিনি আল্লাহর নবীর কাছে বসাছিলেন। এমন সময় এক আনসারী এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা দাসীদের (যুদ্ধ বন্দিনী হিসাবে) লাভ করি এবং আমরা ধন-সম্পদ ভালোবাসি। আযল সম্পর্কে আপনার মত কি ? রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমরা কি তা (আযল) করো ? এরূপ না করলে তোমাদের কিছুই যায় আসে না। কেননা আল্লাহ যে জীব সৃষ্টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন তা অবশ্যই হবে।

٦١٤٣- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيْهَا شَيْئًا اِلَى قِيَامِ

السَّاعَةِ اِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ اِنْ كُنْتُ لاَرَى الشَّيْئَ قَدْ نَسِيْتُ فَاَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ اِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَاهُ فَعَرَفَهُ ـ

৬১৪৩. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত ঘটমান যাবতীয় বিষয়ে আলোকপাত করলেন। যে মনে রাখার সে মনে রাখল এবং যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেল। আমি কোনো কথা ভুলে গেলে ঐ বিষয়ের কিছু দেখলেই তেমনি স্মরণ হয়, যেমন কোনো ব্যক্তির দৃষ্টির আড়ালে কোনো ব্যক্তি চলে গেলে সে তাকে ভুলে যায় কিন্তু দেখামাত্র তাকে চিনতে পারে।

٦١٤٤ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ عُوْدٌ يَنْكُتُ فِى الْاَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَلاَ نَتَّكِلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ لاَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ، ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى ـ الاية ـ

৬১৪৪. আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে বসাছিলাম। তাঁর হাতে ছিল একটি ছঁড়ি যা দিয়ে তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন। অতপর তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন ঃ তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির স্থান জাহান্নামে কিংবা জান্নাতে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল ! তাহলে আমরা কি (এ কথার উপর) নির্ভর করে থাকবো ? তিনি বললেন ঃ না, তোমরা আমল করতে থাকো। কেননা প্রত্যেক (ব্যক্তির) আমলই সহজ (যে আমলের জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে)। অতপর তিনি পাঠ করেন ঃ "কিন্তু যে ব্যক্তি দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে ------।"–সূরা আল লাইল ঃ ৫

৫-অনুচ্ছেদ ঃ সর্বশেষ কাজের উপর কর্মফল নির্ভরশীল।

٦١٤٥ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِى الْاِسْلاَمَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ اَشَدِّ الْقِتَالِ ، فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَاَثْبَتَتْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الَّذِىْ تُحَدِّثُ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ اَشَدِّ الْقِتَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَرْتَابُ ، فَبَيْنَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ اِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ اَلَمَ الْجِرَاحِ فَاَهْوَى بِيَدِهِ اِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهِ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ قَدِ انْتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَاَذِّنْ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ مُؤْمِنٌ ، فَاِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ـ

৬১৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে খায়বার যদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আল্লাহর রসূল স. এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে দাবি করতো, "এ ব্যক্তি জাহান্নামী।" যুদ্ধ শুরু হলে লোকটি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলো এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে অপারগ হয়ে পড়লো। রসূলুল্লাহ স.-এর এক সাহাবী এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মত কি, যাকে আপনি জাহান্নামী বলে অভিহিত করেছিলেন, সে তো আল্লাহর পথে তীব্র লড়াই করে অনেক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে? নবী স. বলেন, শুনে রেখো! সে জাহান্নামী। এতে কোনো কোনো মুসলমান সন্দেহ করতে লাগলো। ইত্যবসরে লোকটি যখমের তীব্র যন্ত্রণায় তার তূনীরের দিকে (তীর রাখার পাত্র) হাত বাড়লো এবং একটি তীর বের করে তা তার কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করলো। মুসলমানদের মধ্য থেকে বহু লোক আল্লাহর রসূলের কাছে দৌঁড়ে গিয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করেছেন। অমুক ব্যক্তি তার গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে! আল্লাহর রসূল বললেন, হে বিলাল, ওঠো ! এবং (জনগণের মাঝে) ঘোষণা করে দাও ঃ মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পাপী লোক (ফাসেকী) দ্বারাও আল্লাহ কখনো এ দীনের সাহায্য করে থাকেন।

٦١٤٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَعْظَمِ الْمُسْلِمِيْنَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هذَا فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مُسْرِعًا، فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لاَ يَمُوْتُ عَلَى ذٰلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ،وَاِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ -

৬১৪৬. সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাদের কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষে কোনো এক যুদ্ধে ভীষণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিল। নবী স. তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামবাসীকে দেখতে পসন্দ করে সে যেন তার দিকে তাকায়। মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার অনুসরণ করতে লাগলো। সেই ব্যক্তি মুশরিকদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগলো। শেষে সে মারাত্মক আহত হয়ে তড়িৎ মৃত্যু কামনা করতে লাগলো। সে তার তরবারির অগ্রভাগ তার বক্ষের মাঝে স্থাপন করলো এবং তা তার (বক্ষভেদ করে) দু'কাঁদের মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেলো। তখন সেই (অনুসরণকারী) ব্যক্তি দ্রুত রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—নিসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রসূল বললেন, ব্যাপার কি? সে বললো, আপনি অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছিলেন ঃ যে

ব্যক্তি কোনো জাহান্নামবাসীকে দেখতে চায়, সে যেন তার দিকে তাকায়। সেই ব্যক্তি আমাদের কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানতাম এতে সে মৃত্যুবরণ করবে না। কিন্তু সে আহত হয়ে তড়িৎ মৃত্যু কামনা করলো এবং আত্মহত্যা করে বসলো। নবী করীম স. বললেন ঃ অবশ্য কোনো কোনো বান্দাহ জাহান্নামীর ন্যায় আমল করবে অথচ সে ব্যক্তি জান্নাতী। আবার কোনো কোনো বান্দাহ জান্নাতীর ন্যায় আমল করবে অথচ সে জাহান্নামী। মনে রেখো ! সর্বশেষ কাজের ওপর কর্মফল নির্ভরশীল।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মান্নত দ্বারা বান্দা তার তাকদীরে পরিবর্তন আনতে আগ্রহী।

٦١٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ انَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَانَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ -

৬১৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, নযর-মান্নত কোনো কিছুকে ফিরাতে পারে না। অবশ্য তাতে কৃপণ ব্যক্তির কিছু ধন-সম্পদ হস্তচ্যুত হয়।

٦١٤٨- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَاتِ ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيْهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ اَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيْلِ -

৬১৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ নযর-মান্নত আদম-সন্তানকে এমন কিছু এনে দেয় না যা আমি তাদের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে দেইনি। আমি তার জন্য যা নির্দ্ধারিত করেছি, তাকদীর তাকে সেখানেই পৌঁছায়। আর নযর-মান্নত দ্বারা আমি কৃপণের কাছ থেকে (কিছু মাল-সম্পদ) বের করে নেই।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

٦١٤٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لاَ نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ نَعْلُوْ شَرَفًا وَلاَ نَهْبِطُ فِى وَادٍ اِلاَّ رَفَعْنَا اَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيْرِ قَالَ فَدَنَا مِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا، ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِىَ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ -

৬১৪৯. আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। সেখানে আমরা কোনো পর্বতে বা উঁচুতে আরোহণ করতে, কোনো টিলায় উঠতে অথবা নামতে তাকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) তুলেছি। নবী করীম স. আমাদের নিকটবর্তী হয়ে বললেন, হে লোকগণ ! তোমরা নিজেদের ওপরে রহম করো (আওয়াজ ছোট করো) কেননা তোমরা কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না, বরং তোমরা এমন এক সত্তাকে ডাকছো। যিনি সবই শুনেন ও দেখেন। অতপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি কি

তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দিব না—যা হবে জান্নাতের চাবি ? (আর তা হলো) 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সে-ই (গুনাহ থেকে) নিরাপদ।

٦١٥٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيْفَةٌ اِلاَّ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَاْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ -

৬১৫০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োজিত হলে তার জন্য দু'দল পরামর্শদাতা থাকে। একদল পরামর্শদাতা তাকে ভালো কাজ করার পরামর্শ দেয় এবং ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহিত করে। আর একদল পরামর্শদাতা তাকে খারাপ ও অন্যায় কাজ করার পরামর্শ দেয় এবং অন্যায় ও খারাপ কাজে প্ররোচিত করে। সে-ই (গুনাহ থেকে) নিরাপদ আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ وَقَوْلُهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ اٰمَنَ - وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا -

"এটা সম্ভব নয় যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, তা আবার ফিরে আসবে"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৫। "আপনার জাতির মধ্য থেকে অবশ্য যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না"–সূরা হূদ ঃ ৩৬। "আর এরা জন্ম দিতে থাকবে দূরাচারী ও কাফের।"
–সূরা নূহ ঃ ২৭

٦١٥١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ -

৬১৫১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লিমাম (ছোট ছোট গুনাহ)-এর সমতুল্য আমি আর কিছু দেখিনি—যা আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যেনার অংশ লিখে দিয়েছেন, যা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চোখের যেনা হলে দৃষ্টিপাত করা, মুখের ও জিহ্বার যেনা কথা বলা, আর অন্তর কামনা করে এবং যৌনাঙ্গ এটা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِى اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

"আর আমি তোমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছি তা মানুষের পরীক্ষার জন্য।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬০

٦١٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ قَالَ هِىَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ -

৬১৫২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "আর আমি তোমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছি তা মানুষের পরীক্ষার জন্য"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬০। এ আয়াতের বর্ণনায় বলেন, তা হলো চোখের দর্শন, যা নবী স.-কে মেরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণকালে দেখানো হয়েছিল। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কুরআনে বর্ণিত وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ ......الاية -অভিশপ্ত বৃক্ষ ১৭ ঃ ৬০-এর অর্থ যাক্কুম বৃক্ষ (এক প্রকার কাঁটাযুক্ত গাছ)।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র দরবারে আদম আ. ও মূসা আ.-এর বিতর্ক।

٦١٥٣- عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى ، فَقَالَ مُوْسٰى يَاٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ اٰدَمُ يَا مُوْسٰى اَصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ اَتَلُوْمُنِىْ عَلَى اَمْرٍ قَدَّرَ اللّٰهُ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ثَلاَثًا -

৬১৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আদম আ. ও মূসা আ. পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হলেন। মূসা আ. আদম আ.-কে বললেন, হে আদম ! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে আশাহত করেছেন ও জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। তখন আদম আ. তাঁকে বললেন, হে মূসা ! আল্লাহ আপনাকে স্বীয় কালাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তিনি স্বহস্তে (তাওরাত কিতাব) আপনাকে লিখে দিয়েছেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে আমাকে দোষারোপ করছেন যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। অতপর আদম আ. যুক্তিতে মূসা আ.-এর ওপর বিজয়ী হলেন। নবী স. কথাটি তিনবার বললেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ যা দান করেন তা রোধ করার ক্ষমতা কারও নেই।

٦١٥٤- عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ اِلَىَّ مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَلْفَ الصَّلاَةِ فَاَمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَلْفَ الصَّلاَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৬১৫৪. মুগীরা ইবনে শুবা রা.-এর মুক্তদাস ওয়াররাদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া রা. মুগীরা রা.-কে লিখে পাঠালেন, আপনি "নবী স.-কে নামাযান্তে যা পাঠ করতে শুনেছেন তা আমাকে লিখে পাঠান। অতপর মুগীরা রা. আমার দ্বারা লিখালেন এবং বললেন, আমি নবী স.-কে নামাযান্তে পাঠ করতে শুনেছি ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু আল্লাহুম্মা লা-মানিয়া লিমা আতাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানা'তা। ওয়ালা ইয়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল

জাদ্দু।" (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা রোধ করো তা কেউ দান করতে পারে না। ঐশ্বর্যশালীর ঐশ্বর্য তোমার কাছে কোনো উপকারে আসবে না)।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার খারাপ পরিণতি ও দুর্ভাগ্য থেকে আল্লাহর আশ্রয় চায়। আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○

"বল, আমি প্রভাত বেলার রব-এর কাছে তাঁর সৃষ্ট যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।"
–সূরা আল ফালাক ঃ ১-২

٦١٥٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ -

৬১৫৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমরা মারাত্মক প্রাকৃতিক দুযোর্গ, খারাপ পরিণতি, দুর্ভাগ্য ও শত্রুদের বিদ্বেষাত্মক আনন্দ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বান্দাহ ও তার অন্তরের মাঝে হস্তক্ষেপকারী হয়ে যান।

٦١٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَثِيْرًا مِمَّا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ -

৬১৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. অধিকাংশ সময় এই বলে কসম খেতেন ঃ 'লা-ওয়া মোকাল্লিবিল কুলূব' ("না, কসম অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারীর")।

٦١٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاِبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُ وَقَدْرَكَ، قَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِى فَاَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ اِنْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تُطِيْقُهُ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِى قَتْلِهِ -

৬১৫৭. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ইবনে সাইয়াদকে বললেন ঃ 'আমি তোমার জন্য একটি গোপন (জিনিস) রেখেছি। সে বললো, 'আদদুখ্‌খু (ধোঁয়া)। নবী স. বললেন, দূর হও—কেননা তুমি তোমার তাকদীরকে কখনো অতিক্রম করতে পারবে না। ওমর (রা) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী স. বললেন, তাকে ছেড়ে দাও! কেননা যদি 'সে' তাই হয় (দাজ্জাল হয়) তবে তুমি (হত্যা করতে) সক্ষম হবে না। আর সে যদি তাই না হয় তবে তাকে হত্যা করায় তোমার কোনো কল্যাণ নেই।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا -

"বল, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করবে না"–সূরা আত তাওবা ঃ ৫। মুজাহিদ বলেন ঃ 'কানেতীন'-এর অর্থ 'মুদাল্লীন' অর্থাৎ পথভ্রষ্ট ও বিপথগামীগণ اِلاَّ مَنْ كَتَبَ اللّٰهُ اَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيْمَ - **"কিন্তু যাকে আল্লাহ লিখে**

দিয়েছেন সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" 'কাদ্দারা' অর্থ দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'হাদা' জীব-জানোয়ারকে খাদ্য আহরণ করার জন্য চারণক্ষেত্র ও মাঠ প্রদর্শন করেছেন ও পরিচালনা করেছেন।

٦١٥٨- عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُوْنُ فِى بَلْدَةٍ يَكُوْنُ فِيْهِ وَيَمْكُثُ فِيْهِ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَلْدَةِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ -

৬১৫৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ তা একটি আযাব, আল্লাহ যার ওপর ইচ্ছা প্রেরণ করেন। এটাকে আল্লাহ মু'মিনের জন্য রহমতস্বরূপ নির্ধারিত করেছেন। অতএব কোনো বান্দাহ যে কোনো শহরে অবস্থানকালে সেখানে মহামারী দেখা দিলে সে সেখানে ধৈর্যধারণ করে সওয়াবের আশায় অবস্থান করবে এবং বেরিয়ে চলে যাবে না, এ কথার ওপর বিশ্বাস করে যে, তার তাকদীরে যা লিখা হয়েছে তা ছাড়া কিছুই ঘটবে না। তাহলে আল্লাহ তার জন্য (তার আমলনামায়) একজন শহীদের সওয়াব প্রদান করবেন।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ .

"আমরা সঠিক পথ পেতাম না—যদি না আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিতেন।"
–সূরা আল আরাফ ঃ ৪৩

لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

"যদি আল্লাহ আমাকে সুপথ দেখাতেন, তবেই আমি আল্লাহভীরু হতে পারতাম।"
–সূরা আয যুমার ঃ ৫৭

٦١٥٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا، وَثَبِّتِ الْاَقْدَامِ اِنْ لاَقَيْنَا، وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا، عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا -

৬১৫৯. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে খন্দক (পরীখার) যুদ্ধে আমাদের সাথে মাটি সরাতে দেখেছি এবং তিনি বলছিলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আল্লাহ পথপ্রদর্শন না করলে আমরা সুপথ পেতাম না। আমরা রোযা রাখতাম না ও নামায পড়তাম না। (হে আল্লাহ!) আমাদের প্রতি তুমি শান্তি অবতীর্ণ করো। আর আমাদের দৃঢ়পদ রাখ, যদি আমরা (শত্রুর সাথে) মুকাবিলা করি। মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

যখনই তারা আমাদেরকে ফেতনায় ফেলতে (যুদ্ধ করতে) চেয়েছে আমরা (ময়দান ছাড়তে) অস্বীকার করেছি।

❒

অধ্যায় ঃ ৫৫

كِتَابُ الْاَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

(শপথ ও মান্নতের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ اِلٰى قَوْلِهِ تَشْكُرُوْنَ .

"তোমাদের অনিচ্ছাকৃত (এবং ভুলবশত) শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু যে সমস্ত শপথ তোমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে সেজন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। ------ শোকরগুজার হবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৯।

٦١٦٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَّمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِىْ يَمِيْنٍ قَطُّ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ ، وَقَالَ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ .

৬১৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা শপথের কাফ্ফারার আয়াত নাযিল করার পূর্ব পর্যন্ত আবু বকর রা. তাঁর কোনো শপথ ভঙ্গ করেননি। তিনি বলেছেন, আমি শপথ করার পর তার বিপরীত করাকে উত্তম দেখতে পেলে সেটাই করি যা উত্তম এবং শপথের কাফ্ফারা আদায় করি।[১]

٦١٦١- عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِنْ اُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ ، فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ .

৬১৬১. আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ! নেতৃপদ চেয়ো না। কেননা যদি তোমাকে তা তোমার চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তাহলে তোমার ওপর তা সোপর্দ করা হবে। আর যদি তা তোমাকে না চাইতেই দেয়া হয় তাহলে সে বিষয়ে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।[২] আর তুমি কোনো বিষয়ে শপথ করে তার বিপরীত করাকে উত্তম দেখলে তা ভঙ্গ করে উত্তম কাজটি করবে এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিবে।

٦١٦٢- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ نَلْبَثَ ثُمَّ

---

১. কোনো ভালো কাজ না করার কসম (শপথ) করলে তা ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করা মুস্তাহাব। অবশ্য কোনো কোনো সময় কসম ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

২. কোনো 'পদ' কিংবা 'ক্ষমতা' যদি না চাইতেই আপনা আপনিই এসে যায়, সেখানে প্রবৃত্তির লালসা না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর রহমতের আশা করা যায়। কিন্তু তা হাসিল করার চেষ্টা করলে তা নিঃস্বার্থ হয় না। কেননা, সেক্ষেত্রে স্বার্থপরতাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে এবং সেখানে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশা নিরর্থক।

أُتِىَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا اَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَاللّٰهِ لاَ يُبَارَكُ لَنَا اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوْا بِنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنُذَكِّرُهُ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِى وَاَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ -

৬১৬২. আবু বুরদাহ র. থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশআরী গোত্রের একদল লোকসহ নবী স.-এর কাছে এসে সওয়ারী চাইলাম। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিবো না। তোমাদেরকে দেয়ার মত সওয়ারী আমার কাছে নেইও। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এ সময় অত্যন্ত সুন্দর তিনটি চিত্রা উট আনা হলো।[৩] তিনি আমাদেরকে এর ওপর সওয়ার করালেন। চলে আসার সময় আমরা বললাম, অথবা আমাদের কেউ বললো, আল্লাহর কসম ! এতে আমাদের বরকত হবে না। কেননা যখন আমরা নবী স.-এর কাছে সওয়ারী চেয়েছিলাম, তিনি কসম করেছিলেন আমাদেরকে সওয়ারী না দেয়ার, অথচ পরে তা দিলেন। সুতরাং চলো আমরা নবী স.-এর কাছে যাই এবং আমাদের একথাগুলো তাঁকে জানাই। আমরা তাঁর কাছে গেলে তিনি বলেনঃ আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেইনি, বরং আল্লাহই তোমাদেরকে সওয়ার করিয়েছেন। আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ ! আমি যখন (কোনো ব্যাপারে) কসম করি এবং পরে তার বিপরীত জিনিসই উত্তম দেখি তখন আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করি এবং যা উত্তম তা করি। অথবা (তিনি বলেছেন)ঃ আমি সে উত্তম কাজ-টি আগে করি, পরে আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করি।

٦١٦٣.عَنْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لاَنْ يَلَجَّ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِى اَهْلِهِ اٰثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَنْ يُعْطِىَ كَفَّارَتَهُ الَّتِىْ افْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

৬১৬৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ (পৃথিবীতে) আমাদের আগমন সকলের শেষে (কিন্তু) আখেরাতে আমরা সকলের আগে থাকবো। এরপর রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! তোমাদের কেউ তার পরিবার-পরিজনের (ক্ষতি করার) কসম করলে আল্লাহর কাছে তাঁর গুনাহ তার ফরযকৃত কাফ্‌ফারা আদায় করার চেয়েও মারাত্মক।

٦١٦٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَلَجَّ فِى اَهْلِهِ بِيَمِيْنٍ فَهُوَ اَعْظَمُ اِثْمًا لَيْسَ تُغْنِى الْكَفَّارَةُ -

৬১৬৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পারিবারিক ব্যাপারে (তাদের ক্ষতিসাধনের) কসম করে সে মস্তবড় পাপী, এমনকি কাফ্‌ফারা তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করবে না।

৩. অত্যন্ত সুন্দর অর্থাৎ উটের কপালের রং সাদা, দেহের রঙের বিপরীত।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "ওয়া আঈমুল্লাহ।"

٦١٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِىْ اِمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِىْ اِمْرَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِى اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلاِمَارَةِ ، وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ، وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعْدَهُ -

৬১৬৫. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এক সামরিক অভিযানে কিছুসংখ্যক সৈন্য পাঠালেন এবং উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করলেন। কতক লোক তার নেতৃত্বে আপত্তি তুললেন। রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে বললেন, আজ তোমরা তার নেতৃত্বে আপত্তি করছো, এর পূর্বেও তোমরা তার পিতার নেতৃত্বেও আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহর শপথ ! তার পিতা ছিলো নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি এবং সে আমার সবচেয়ে প্রিয়। আর তার অবর্তমানে এ (ওসামা) হচ্ছে আমার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর কসম কিরূপ ছিলো ? সাদ রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, "সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ।" আবু কাতাদা রা. বলেন, আবু বকর রা. নবী স.-এর কাছে "লা–হা–আল্লাহ' শব্দে কসম করেছেন। সাধারণত ওয়াল্লাহি, বিল্লাহি, তাল্লাহি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কসম করা হয়।

٦١٦٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِىِّ ﷺ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ -

৬১৬৬. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কসম ছিলো "লা ওয়া মুকাল্লিবিল কুলুব"।

٦١٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৬১৬৭. জাবির ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যখন কায়সারের পতন ঘটবে, তারপর আর কোনো কায়সারের অভ্যুদয় ঘটবে না এবং যখন খসরুর (কিসরা) পতন ঘটবে তখন তার পরে আর কোনো খসরুর অভ্যুদয় ঘটবে না। সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! অচিরেই এ রাষ্ট্রদ্বয়ের সমুদয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করা হবে।[8]

٦١٦٨- عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৬১৬৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যখন খসরু (কিসরা) ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তার পরে আর কোনো খসরুর অভ্যুদয় ঘটবে না। যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে

8. হযরত ওমর রা.-এর খিলাফত যুগে রোম (বর্তমান তুরস্ক ও তৎসন্নিহিত এলাকা) ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তা মুসলমানদের দখলে আসে। অদ্যাবধি তা মুসলিম রাষ্ট্রভুক্ত আছে। এর সেসব সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা হয়েছিল।

যাবে তখন তার পরে আর কোনো কায়সারের আগমন ঘটবে না। সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ! অচিরেই উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ের সম্পদসমূহ আল্লাহর পথে ব্যয়িত হবে।

٦١٦٩ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ

৬১৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেনঃ হে মুহাম্মদের উম্মতগণ, আল্লাহর কসম ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

٦١٧٠ـ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلاَّ نَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَاِنَّهُ اَلاٰنَ وَاللّٰهِ لاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاٰنَ يَا عُمَرُ ـ

৬১৭০. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে ছিলাম। তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাবের হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। ওমর রা. তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণ ছাড়া সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়। নবী স. বললেনঃ না, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! (তুমি ঈমানদার হতে পারবে না) যে পর্যন্ত আমি তোমার কাছে তোমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় না হই। এরপর ওমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম ! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয়। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে ওমর ! এখন (তুমি সেই বুলন্দ মর্যাদার অধিকারী হলে)।

٦١٧١ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِيْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ، قَالَ اِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا، قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ زَنَى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِيْ اَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ اِنِّي سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِي اَنَّ عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاَتِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَاَمَرَ اُنَيْسًا الْاَسْلَمِيَّ اَنْ يَاْتِيَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ، فَاِنِ اعْتَرَفَ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ـ

৬১৭১. আবু হুরাইরা রা. ও যায়েদ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা অবহিত করেন যে, দুই ব্যক্তি তাদের বিবাদ নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এলো। তাদের একজন বললো, আমাদের মধ্যে

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করুন। দ্বিতীয়জন বললো, যে তুলনামূলকভাবে উভয়ের মধ্যে জ্ঞানী ছিলো, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করুন এবং (ঘটনা বর্ণনার জন্য) আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বলেন ঃ বলো। সে বললো ঃ আমার ছেলে এ ব্যক্তির কাজে নিয়োজিত ছিল। ইমাম মালেক বলেন, 'আল-আসিফ' অর্থ মজদুর। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলে যে, আমার ছেলের রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হবে। আমি একশত ছাগল ও আমার একটি দাসী দেয়ার বিনিময়ে তার সাথে আপোষ করেছি। পরে আমি বিজ্ঞ আলেমদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বলেন, আমার ছেলেকে এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসিত হবে। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর পাথর নিক্ষিপ্ত হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ শুনো, সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাব মোতাবেক তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবো। তোমার ছাগল ও দাসী তুমি ফেরত পাবে এবং তোমার ছেলের ওপর একশত চাবুক পড়বে এবং এক বছরের জন্য সে নির্বাসিত হবে। আর উনাইস আল আসলামীকে নির্দেশ দেয়া হলো ঃ এ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও। সে (অপরাধ) স্বীকার করলে তাকে রজম করো। অতএব সে তার দোষ স্বীকার করে এবং তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়।

٦١٧٢ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيْمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَاَسَدخَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالُوْا نَعَمْ ، فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ـ

৬১৭২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমরা কি মনে করো যে, আসলাম, গিফার, মুযাইনা ও জুহাইনা (গোত্রসমূহ) তামীম, আমের ইবনে ছা'ছায়া, গাতফান ও আসাদ-এর চেয়ে উত্তম ? এরা (শেষোক্তরা) ধ্বংস হোক, নিপাত যাক। লোকেরা বললো ঃ হাঁ, তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! নিশ্চয়ই তারা এদের (শেষোক্ত গোত্রগুলোর) চেয়ে অনেক উত্তম।

٦١٧٣ـ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ فَقَالَ لَهُ اَفَلاَ قَعَدْتَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْكَ وَاُمِّكَ فَنَظَرْتَ اَيُهْدٰى لَكَ اَمْ لاَ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَاتِيْنَا فَيَقُوْلُ هٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِى اَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ ؟ فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَاِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهُ خُوَارٌ، وَاِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعِرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ، فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ حَتّٰى اِنَّا لَنَنْظُرُ اِلٰى عُفْرَةِ اِبْطَيْهِ، قَالَ اَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ مَعِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَسَلُوْهُ ـ

৬১৭৩. আবু হুমাঈদ আস সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে (যাকাত উসুল করার জন্য) কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। সে কাজ সমাপ্ত করার পর ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! এগুলো আপনাদের, আর ওগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার মা-বাপের ঘরে বসে থাকলে না কেন, তারপর দেখতে তোমাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা ? অতপর রসূলুল্লাহ স. সন্ধ্যায় নামাযের পর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা বর্ণনা করার পর বললেন ঃ কর্মচারীর কি হলো ? আমরা তাকে কাজে নিযুক্ত করি এবং সে আমাদের কাছে ফিরে এসে বলে ঃ এগুলো আপনাদের আর ওগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। কেন সে তারা মা-বাপের ঘরে বসে থাকলো না, তাহলে সে দেখতো তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা ? সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ ! তোমাদের যে কেউ এসব (সাদকা-যাকাত) থেকে কিছু আত্মসাত করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিজ ঘাড়ে বহন করে আনবে। তা উট হলে সে তাকে ধ্বনিরত অবস্থায় বয়ে আনবে, তা গাভী হলে তার মুখ থেকেও 'হাম্মা হাম্মা' রব রত অবস্থায় বয়ে আনবে। তা ছাগল হলে সেও চীৎকার করতে থাকবে। এরপর তিনি বলেন ঃ অবশ্য আমি আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আবু হুমাইদ রা. বলেন, পরে রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাত দু'খানা এতো ওপরে উঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলদ্বয়ের সাদা দেখতে পেলাম। আবু হুমাইদ রা. আরো বলেছেন, এ হাদীসটি যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-ও আমার সাথে রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনেছেন। সুতরাং লোকেরা তাঁকেও জিজ্ঞেস করেছেন।

٦١٧٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً ـ

৬১৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম স. বলেছেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ! আমি যা অবগত আছি, যদি তোমরা তা অবগত থাকতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কাঁদতে বেশী এবং হাসতে কম।

٦١٧٥ـ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قُلْتُ مَا شَاْنِىْ اَتُرَى فِىَّ شَىْءٌ؟ مَاشَاْنِىْ فَجَلَسْتُ وَهُوَ يَقُوْلُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ اَنْ اَسْكُتَ ، وَتَغَشَّانِى مَا شَاءَ اللّٰهُ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاَكْثَرُوْنَ اَمْوَالاً اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ـ

৬১৭৫. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছলাম। তিনি কাবা শরীফের চত্বরে বলছিলেন ঃ কাবার রবের শপথ ! তারা ধ্বংস হোক ! কাবার রবের শপথ ! তারা ধ্বংস হোক ! আমি (মনে মনে) বললাম, আমার কি হলো ? আমার মাঝে এমনকি ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে ? আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম, আর তিনি (পূর্ববৎ) বলতেই থাকলেন। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। কারণ, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা আমাকে অস্থির করে তুলেছিলো। আমি জিজ্ঞেস

করলাম, 'আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক' হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, যারা অধিক সম্পদশালী। অবশ্য সে ব্যক্তি নয়, যে এভাবে এভাবে দান-খয়রাত করে।

٦١٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَاَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِى بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَاَيْمُ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ -

৬১৭৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ সুলাইমান আ. বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো এবং তাদের প্রত্যেকে এমন এক একটি অশ্বারোহী সৈনিক প্রসব করবে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তাঁর সাথী তাঁকে বললেন, "ইনশাআল্লাহ" বলুন। কিন্তু তিনি "ইনশাআল্লাহ" বলেননি। তিনি ঐসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কেউ গর্ভধারণ করেনি, শুধু একজন স্ত্রী একটি অর্ধাঙ্গ শিশু প্রসব করে। 'সেই সত্তার কসম' যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যদি তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন তাহলে (তার সকল স্ত্রীই সন্তান প্রসব করতো) এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো।

٦١٧٧- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ النَّاسَ يَتَدَاوَلُوْنَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِيْنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْهَا ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا -

৬১৭৭. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে একখণ্ড রেশমী কাপড় উপঢৌকন দেয়া হলো। লোকেরা তা হাতে নিয়ে দেখলো এবং এর সৌন্দর্য ও মসৃণতায় মুগ্ধ হলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা এটা দেখেই মুগ্ধ হলে? তারা বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই জান্নাতে সা'দ (ইবনে মুয়ায)-এর রুমাল হবে এর চেয়েও অধিক উত্তম। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, শোবা এবং ইসরাঈল, আবু ইসহাক থেকে বর্ণনায় 'সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ' বাক্যটি বলেননি।

٦١٧٨- اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ اَخْبَاءٍ اَوْ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ اَخْبَائِكَ اَوْ خِبَائِكَ شَكَّ يَحْيٰى، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ اَهْلُ اَخْبَاءٍ اَوْ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَعِزُّوا مِنْ اَهْلِ اَخْبَائِكَ اَوْ خَبَائِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَيْضًا وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ ، فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِى لَهُ ؟ قَالَ لاَ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ

৬১৭৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে রাবিয়ার কন্যা হিন্দা রা. বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার মনের অবস্থা এমনি ছিলো যে,) ভূ-পৃষ্ঠের কোনো পরিবার আপনার পরিবারবর্গের চেয়ে পর্যুদস্ত হোক এটা আমার কাছে প্রিয় ছিলো না। বর্তমানে আপনার পরিবারবর্গের চেয়ে কোনো পরিবার সম্মানিত হোক এটা আমার কাছে প্রিয় নয়। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ! এমনটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিন্দা রা. বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আবু সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি। আমি যদি তার ঔরষজাত সন্তানকে (তার অজান্তে) তার মাল থেকে খাওয়াই তাহলে এতে আমার কোনো অপরাধ হবে কি ? তিনি বলেন, না। অবশ্য তা সততার ও (মিতব্যয়িতার) সাথে হতে হবে।

٦١٧٩- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُضِيْفٌ ظَهْرَهُ اِلٰى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ يَمَانٍ اِذْ قَالَ لِاَصْحَابِهِ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَفَلَمْ تَرْضَوْا اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلُ الْجَنَّةَ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَوَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ -

৬১৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ স. ইয়ামন দেশীয় চামড়ার তৈরি তাঁবুর সাথে তাঁর পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে বসাছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তোমরা হবে জান্নাতের এক-চতুর্থাংশ ? সকলে বললো ঃ নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, তোমরা কি এতে আনন্দিত হবে না যে, তোমরা হবে জান্নাতের এক-তৃতীয়াংশ ? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ ! আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতের অর্ধেক অধিবাসী।

٦١٨٠- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا ، فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ -

৬১৮০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি শুনতে পেলো যে, অন্য আর এক ব্যক্তি বারবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়ছে। ভোর হলে সে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে উক্ত ব্যক্তির ঘটনাটি তাঁকে জানালো। সে কেবল এতোটুকু পড়াকে নিতান্ত সামান্যই মনে করছিলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! নিসন্দেহে এটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

٦١٨١- عَنْ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى اِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَاِذَا مَا سَجَدْتُمْ -

৬১৮১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা পূর্ণরূপে রুকূ' এবং সিজদাসমূহ করো। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকে দেখতে পাই যখন তোমরা রুকূ' করো এবং যখন তোমরা সিজদা করো।

٦١٨٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَهَا اَوْلاَدٌ لَهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ اَنَّكُمْ لاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ -

৬১৮২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা তার কয়েকটি সন্তানসহ নবী স.-এর কাছে এলো। তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! তোমরা আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়, তিনি একথা তিনবার বলেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

٦١٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيْرُ فِيْ رَكْبٍ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَقَالَ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ -

৬১৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ওমর ইবনুল খাত্তাবকে জন্তু যানে আরোহীদের সাথে পথ চলাকালে তার পিতার নামে শপথ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেননি ? সুতরাং যে ব্যক্তি কসম করতে চায় সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কসম করে অথবা চুপ থাকে।

٦١٨٤- عَنِ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوا بِاٰبَائِكُمْ، قَالَ عُمَرُ فَوَ اللّٰهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِرًا وَلاَ اٰثِرًا

৬১৮৪. ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি ওমর রা.-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ স. আমাকে বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। ওমর রা. বলেন, তখন থেকে আমি আর সেভাবে কসম করিনি, না স্বেচ্ছায় আর না সজ্ঞানে।

٦١٨٥- عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْلِفُوا بِاٰبَائِكُمْ -

৬১৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমাদের বাপ-দাদার নামে তোমরা কসম করো না।

٦١٨٦- عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَاِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِيْ ، فَدَعَاهُ اِلَى الطَّعَامِ ، فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اٰكُلَهُ ، فَقَالَ قُمْ فَلاُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ، اِنِّيْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَاُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ، فَاَمَرَ لَنَا

بِخَمْسِ ذُوْدٍ غُـرِّ الـذُّرَى، فَلَمَّـا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَـا صَنَـعْنَا حَلَفَ رَسُـوْلُ اللّٰه ﷺ لاَ يَحْمِلُنَا وَمَـا عِنْدَهُ مَـا يَحْـمِلُنَا ثُمَّ حَـمَلَـنَا تَغَـفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰـهِ ﷺ يَمِـيْنَـهُ وَاللّٰـهِ لاَتُفْلِحُ اَبَدًا، فَرَجَعْنَا اِلَيْـهِ فَقُلْنَا لَـهُ اِنَّا اَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ لاَ تَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا ، قَالَ اِنِّي لَسْتُ اَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاللّٰـهِ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَـلَّلْتُهَا ـ

৬১৮৬. যাহদাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারম ও আশয়ারী গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল। আমরা আবু মূসা আল-আশয়ারী রা.-এর কাছে উপস্থিত থাকতেই তার কাছে খাবার আনা হলো, যার মধ্যে মোরগের গোশতও ছিলো। তাঈমুল্লাহ গোত্রের একজন শ্বেতাঙ্গ মুক্তদাসও তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলো। তিনি তাকে আহারের আহ্বান জানালেন। সে বললো, আমি একে এমন এক বস্তু খেতে দেখেছি, যা আমি ঘৃণা করি। ফলে আমি কসম করেছি যে, আমি কখনো তা খাবো না। তিনি বললেন, দাঁড়াও, অবশ্যই আমি তোমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আমি আশয়ারী গোত্রের একদল লোকসহ রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে সওয়ারী চেয়েছিলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিবো না। কারণ তোমাদেরকে দেয়ার মতো সওয়ারী আমার কাছে নেই। (ইত্যবসরে গনীমাতের) উট রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আনা হলো। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ আশায়ারী গোত্রের লোকেরা কোথায় ? তিনি আমাদের জন্য পাঁচটি খুবসুরত উট প্রদানের নির্দেশ করলেন। সেগুলো নিয়ে ফেরার পথে আমরা বলাবলি করলাম, আমরা এটা কি কাজ করলাম ? রসূলুল্লাহ স. কসম করেছিলেন যে, তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না। আমাদেরকে দেয়ার মতো সওয়ারী তাঁর কাছে ছিলোও না। (অথচ) তিনি পরে সওয়ারী দিলেন। রসূলুল্লাহ স.-কে আমরা তাঁর কসমের ব্যাপারে অন্য মনস্ক রেখেছিলাম। আল্লাহর কসম ! এতে আমাদের কখনো কল্যাণ হবে না। সুতরাং আমরা পুনরায় তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমরা আপনার কাছে এসে সওয়ারী চেয়েছিলাম, আর আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না। আমাদেরকে দেয়ার মতো সওয়ারী আপনার কাছে ছিলোও না। তিনি বলেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দেইনি, বরং আল্লাহই তোমাদেরকে সওয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহর কসম ! আমি যখন কোনো কসম করি, পরে তার বিপরীত করাকে উত্তম মনে করি, তখন শুধু সেটাই করি যা উত্তম এবং কাফ্‌ফারা প্রদান করে তা হালাল করে নেই।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ লাত, ওয্‌যা এবং তাগুতের নামে শপথ করা যাবে না।

٦١٨٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ حَلَفِهِ بِالَّلاَتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ ـ

৬১৮৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি কসম করে এবং তার কসমের মধ্যে লাত্ ও ওয্‌যার নাম উচ্চারণ করে, সে যেন অবশ্যই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এসো আমি তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন অবশ্যই দান-খয়রাত করে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ শপথ দাবি না করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর সম্পর্কে কসম করলো।

٦١٨٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ،

فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ ، ثُمَّ انَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ انِّيْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتِمَ وَاَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمٰى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ ـ

৬১৮৮. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. একটি স্বর্ণের আংটি তৈরি করেছিলেন এবং তিনি তা ব্যবহার করতেন। তিনি এর নক্শাটি হাতের ভেতরের দিকে রাখতেন। লোকেরাও এরূপ করলো। এরপর তিনি মিম্বারে উঠে বসলেন এবং তা খুলে ফেললেন, অর্থাৎ পরে বললেন, অবশ্য আমি এ আংটিটি পরেছিলাম এবং তার নকশাটি হাতের ভেতরের দিকে দিয়েছিলাম। অতপর তিনি তা ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর বললেন ঃ আল্লাহ্র কসম ! আমি আর কখনো এটা ব্যবহার করবো না। শেষে লোকেরাও তাদের আংটিগুলো খুলে ফেলে দিলো।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের নামে শপথ করলো। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি লাত ও ওয্যার নামে কসম করে সে যেন অবশ্যই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। কিন্তু তিনি এমন ব্যক্তিকে কাফের বলেননি।

٦١٨٩ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمٰى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ـ

৬১৮৯. সাবেত ইবনে দাহ্হাক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের নামে কসম করলো, সে অনুরূপই হলো যেমন সে বলেছে ঃ (অর্থাৎ কবীরাহ গুনাহ করেছে)। আর যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করবে সেটা দ্বারাই তাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়া হবে। কোনো মু'মিনকে অভিশম্পাত করা তাকে হত্যা করার নামান্তর। কোনো মু'মিনকে কাফের বলে আক্রমণ করা তাকে হত্যা করার শামিল।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ এভাবে বলবে না, আল্লাহ্ যা চান এবং আপনি যা চান। এভাবে বলা যাবে কি, আমি (প্রথমে) আল্লাহ্র পরে তোমার (সাহায্য কামনা করি)? আবু হুরাইরা রা. নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বনি ইসরাঈলের তিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন এবং একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি শ্বেত ও কুষ্ঠরোগীর কাছে এসে বললেন, আমার পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুতরাং আমার গন্তব্যে পৌঁছতে হলে (প্রথমে) আল্লাহ্র পরে তোমার সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বন আমার নেই। অতপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বলেছেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ "তারা আল্লাহ্র নামের কঠিন শপথ করে বলে"—সূরা আল আনআম ঃ ১০৯। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু বকর রা. বলেছেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আমি যা ভুল করেছি আপনি অবশ্যই তা আমাকে বলে দিন।[৫] তিনি বললেন ঃ কসম করো না।

٦١٩٠ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ـ

৬১৯০. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদেরকে অপরের শপথ পূর্ণ করতে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন

৫. একদা জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে তার এক স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞেস করলে হযরত আবু বকর রা. তার তাবীর বলার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ্ স. অনুমতি দিলেন। পরে তিনি বললেন, তুমি ভুল করেছো এবং কিছু ঠিকও বলেছো।

٦١٩١- عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ ابْنَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أُسَامَةُ وَسَعْدٌ وَأَبِىْ وَأُبَىٌّ أَنَّ ابْنِىْ قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَقْعَدَهُ فِى حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِىِّ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللّٰهُ فِى قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ-

৬১৯১. উসামা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-এর এক কন্যা তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার ছেলে মুমূর্ষু অবস্থায় আছে। তখন সেখানে উসামা, সাদ ও উবাই রা. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলেন। তিনি সালাম পাঠিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা যা গ্রহণ করেন এবং যা প্রদান করেন সবকিছু তাঁরই এবং তাঁর কাছে সব কিছুই নির্ধারিত। অতএব ধৈর্যধারণ করো এবং সওয়াবের আশা করো। তিনি পুনরায় কসম দিয়ে তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন। সুতরাং তিনি চললেন, আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি বসলে শিশুটিকে তাঁর কাছে আনা হলো। তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। শিশুটির দেহ খিঁচুনী দিচ্ছিল। আর রসূলুল্লাহ স.-এর দুই নয়ন অশ্রু প্রবাহিত করছিলো। সা'দ রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এ কি ? আপনিও কাঁদছেন ? তিনি বলেন ঃ এ হলো মায়া-মমতা যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন তার অন্তরে তা রেখে দেন। আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদেরকেই অনুগ্রহ করেন।

٦١٩٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ-

৬১৯২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করবে আর (জাহান্নামের) আগুন তাকে স্পর্শ করবে, এমনটি হতে পারে না। অবশ্য (আল্লাহ তাআলা) তাঁর কসম হালাল করার জন্য একবার তাকে সেখানে নিবেন।[৬]

٦١٩٣- حَارِثَةَ ابْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ ، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ -

৬১৯৩. হারিসা ইবনে ওয়াহব রা. বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি কি তোমাদেরকে অবগত করবো না যে, জান্নাতবাসী কারা ? নিঃস্ব-দুর্বল ব্যক্তি, যে দারিদ্রতার কারণে অন্যের কাছে তুচ্ছ ও অবহেলিত।[৭] সে আল্লাহর নামে কসম! তিনি তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন। আর প্রত্যেক আত্মকেন্দ্রিক, কৃপণ, একগুঁয়ে, বদমেজাজ, সত্যবিমুখ, অহংকারী ব্যক্তিই হচ্ছে জাহান্নামবাসী।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যখন বলে, "আশহাদু বিল্লাহ" কিংবা "শাহেদতু বিল্লাহ"।

---

৬. "পুলসিরাত" জাহান্নামের ওপর অবস্থিত। তা অতিক্রম করা প্রত্যেকের জন্য অবধারিত। সুতরাং সে ব্যক্তি শুধুমাত্র এ সময়টুকুর জন্য জাহান্নামে যাবে।

৭. শুধু এ জাতীয় লোকেরাই জান্নাতী হবে, একথা নয়, বরং এ শ্রেণীর লোকই হবে অধিক।

٦١٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ، قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ اَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ اَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ -

৬১৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কারা উত্তম লোক ? তিনি বলেন, আমার যুগের লোকেরা। এরপর তারা, যারা ওদের নিকটতম। এদের পর তারা যারা ওদের নিকটতম।[৮] অবশেষে এমন সব লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্যদানের আগে কসম করবে এবং কসমের আগে সাক্ষ্যদান করবে।[৯]

১১-অনুচ্ছেদ ঃ "আহদিল্লাহ" (কসম অর্থে ব্যবহার)।

٦١٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَوْ قَالَ اَخِيْهِ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً قَالَ سُلَيْمَانُ فِىْ حَدِيْثِهِ، فَمَرَّ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ ؟ قَالُوْا لَهُ ، فَقَالَ الْاَشْعَثُ نَزَلَتْ فِىَّ وَفِى صَاحِبٍ لِىْ فِىْ بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا -

৬১৯৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের অথবা তার কোনো ভাইয়ের ধন-সম্পদ ভোগ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার ওপর ক্ষুব্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ নাযিল করেন যে, "নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকারকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করে"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭। সুলাইমানের বর্ণনায় বলেছেন, আল-আশআস ইবনুল কায়েস রা. যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ রা. তোমাদেরকে কি বলেছেন ? লোকেরা তাকে তা জানালো আল-আশআশ রা. বলেন, আমার ও আমার এক সাথীর মধ্যে এক কূপ নিয়ে বিবাদ ছিলো। তাকে কেন্দ্র করেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর মর্যাদা, তাঁর কোনো বিশেষ গুণ এবং তাঁর কোনো বাক্য দ্বারা কসম করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী স. প্রায়শ বলতেন, (হে আল্লাহ!) আমি তোমার ইজ্জতের দ্বারা পানাহ চাই। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে বলবে, হে আমার রব ! আমার মুখখানা আগুন থেকে ফিরিয়ে দাও না, তোমার ইজ্জতের কসম ! আমি তা ছাড়া অন্য কিছু তোমার কাছে চাইবো না। আবু সাঈদ রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য তা এবং অনুরূপ আরো দশ গুণ। আইয়ুব আ. বলেন, তোমার ইজ্জতের কসম (হে আমার রব)! তোমার অনুদান থেকে আমার কোনো বিমুখিতা নেই।

---

৮. যথাক্রমে ঃ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন।

৯. তারা সাক্ষ্যদান আর কসম করার মধ্যে এমন নির্ভিক হবে যে, এগুলোর প্রতি তাদের কোনো গুরুত্বই থাকবে না এবং এর মধ্যে তারা কোনটি আগে বললো আর কোনটি পরে, তাও নিরূপণ করা সম্ভব হবে না। কোনো কোনো ইমামের মতে ওরা হবে মিথ্যাবাদী।

٦١٩٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ -

৬১৯৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ মহান রব তাঁর (কুদরতের) পা জাহান্নামের মধ্যে না রাখা পর্যন্ত তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে, আরো অতিরিক্ত আছে কি ? এরপর সে বলবে, তোমার ইজ্জতের কসম ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে এবং এ কতকাংশ কতকাংশের দিকে নিকটতর হতে থাকবে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তির কথা, আল্লাহর নিত্য বিরাজমানতার কসম। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তোমার হায়াতের কসম অর্থ তোমার জিন্দেগীর কসম।

٦١٩٧- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ وَكُلٌّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ فَقَامَ اُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ -

৬১৯৭. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। কুৎসা রটনাকারীরা যখন তাঁরই দুর্নাম রটালো এবং আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ সাব্যস্ত করলেন, তখন নবী স. উঠে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মিথ্যা অপপ্রচার থেকে নিরাপত্তা চাইলেন। এরপর উসাঈদ ইবনে হুদাইর রা. উঠে সাদ ইবনে উবাদা রা.-কে বললেন, আল্লাহর নিত্যতার কসম ! আমরা নিশ্চয় তাকে হত্যা করবো।[১০]

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না। অবশ্য তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৫

٦١٩٨- عَنْ عَائِشَةَ لاَ يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ قَالَتْ فِيْ اُنْزِلَتْ فِيْ قَوْلِهٖ لاَ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ -

৬১৯৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের কসমের জন্য দায়ী করবেন না", এ আয়াতটি, মানুষ কথায় কথায় যেমন বলে ঃ না, আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম। এ জাতীয় শপথের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যখন ভুলবশত কসম ভঙ্গ করলে। আল্লাহর কালাম ঃ "যা তোমরা ভুলবশত করেছো তজ্জন্য তোমাদের কোনো দোষ নেই"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫। "মূসা বললো, আমার ভুলের জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না।"–সূরা আল কাহফ ঃ ৭৩

٦١٩٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِيْ عَمَّا وَسْوَسَتْ اَوْ حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهٖ اَوْ تَكَلَّمْ -

১০. হযরত আয়েশা রা.-এর চরিত্র কলংকিত করার ষড়যন্ত্রে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ছিলো অগ্রণী ভূমিকা। হযরত সাদ ইবনে উবাদা রা. ছিলেন একই গোত্রের লোক।

৬১৯৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের মনের কল্পনা কিংবা ধারণা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না সে তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে উচ্চারণ করে।

٦٢٠٠- عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوْ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ اِذْ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسَبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لَهٰؤُلاَءِ الثَّلاَثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ -

৬২০০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কুরবানীর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! মনে হয় আমি অমুক অমুক কাজ অমুক অমুক কাজের আগে করে ফেলেছি। এরপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমার মতে আমি অমুক অমুক কাজ অমুক অমুক কাজের পূর্বে করে ফেলেছি। কাজ তিনটি উলটো পাল্টা হয়ে গেছে।[১১] নবী স. সে দিনকার প্রত্যেকটি কাজের জন্য বললেন, "করো, কোনো ক্ষতি নেই।" মোটকথা সেদিন যে কোনো কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, করো, কোনো ক্ষতি নেই।

٦٢٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ، قَالَ اٰخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ ، قَالَ اٰخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ -

৬২০১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-কে বললো, আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে (বায়তুল্লাহ) যিয়ারত করেছি। তিনি বললেন, কোনো ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি বললো, আমি (কুরবানীর পশু) যবেহ করার পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, কোনো ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি বললো, আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করার পূর্বে (কুরবানী) যবেহ করেছি। তিনি বললেন, কোনো ক্ষতি নেই।

٦٢٠٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَاَعْلِمْنِيْ، قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ ، فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَاْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ

১১. হাজীদেরকে জিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখে বিশেষ তিনটি কাজ সম্পাদন করতে হয় ঃ (ক) কংকর নিক্ষেপ, (খ) কুরবানী করা এবং (গ) মাথার চুল ছাটা বা কামিয়ে ফেলা। ইমাম শাফেঈর মতে কাজগুলো উল্লেখিত ক্রমানুসারে করা ওয়াজিব এবং ইমাম আবু হানীফার মতে সুন্নাত।

اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىْ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِى قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا ـ

৬২০২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে এসে নামায পড়লো। রসূলুল্লাহ স. মসজিদের এক পাশেই ছিলেন। সে এসে তাঁকে সালাম করলো। তিনি তাকে বললেন, ফিরে যাও এবং নামায পড়ো। কেননা তোমার নামায হয়নি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো এবং আবার এসে সালাম করলো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুনরায় যাও এবং নামায পড়ো, তোমার নামায হয়নি। এভাবে তিনবার বলার পর সে বললো, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি নামায পড়ার ইচ্ছা করো তখন উত্তমরূপে উযু করো, অতপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীরে (তাহরীমা) বলো এবং কুরআনের যে অংশ তোমার ভালো স্মরণ আছে তা পড়ো এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ' করো, পুনরায় মাথা উঠাও এবং স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াও, অতপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করো। আবার মাথা উঠাও এবং সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসে যাও। পুনরায় একটি সিজদা করো এবং উঠে স্থির হয়ে বসে যাও, এরপর সোজা দাঁড়িয়ে যাও। তোমার পুরো নামায এভাবে পড়ো।

٦٢٠٣ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ هَزِيْمَةً تُعْرَفُ فِيْهِمْ ، فَصَرَخَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَاُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ ، فَقَالَ اَبِىْ اَبِىْ، فَوَ اللّٰهِ مَا انْحَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَوَ اللّٰهِ مَا زَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ ـ

৬২০৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন মুশরিকরা মারাত্মকভাবে পরাভূত হলো, তা তাদের মধ্যে স্পষ্টই পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। তখন ইবলীস চীৎকার করে বললো, হে আল্লাহর বান্দারা ! তোমাদের পেছনে দেখো। অতপর তাদের সম্মুখের লোকেরা ফিরে এলো। অবশেষে তারা এবং তাদের পেছনের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্তঅবস্থায় নিজেদের মধ্যে (ভুল বুঝাবুঝির কারণে) সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এ সময় হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. তাকাতেই তার পিতাকে দেখলো এবং বললো, আমার পিতা ! আমার পিতা ! (তাকে হত্যা করো না)। আল্লাহর শপথ ! তারা তার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। উরওয়াহ র. বলেন, এটা (দুঃখ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হুযাইফার মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।[১২]

٦٢٠٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ـ

৬২০৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ যে রোযাদার ভুলবশত খায়, সে যেন অবশ্যই তার রোযা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে খাইয়েছে ও পান করিয়েছে।[১৩]

---

১২. কারো কারো মতে হুযাইফার পিতা আল-ইয়ামান সমরক্ষেত্রেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা অনেকেরই জানা ছিলো না। তাই লোকেরা যাতে ভুলক্রমে তাকে হত্যা না করে, এ আশঙ্কায় তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু মুসলমামরা তাকে হত্যা করে ফেললো। এ কারণে তিনি তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করেছেন।

১৩. স্মরণ হওয়ার পর খাওয়া বন্ধ করতে হবে এবং দিনের অবশিষ্ট অংশ আর কিছু না খেয়ে যথারীতি রোযা পূর্ণ করে যাবে। আর এর কাযাও দিতে হবে না।

٦٢٠٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ، فَمَضٰى فِى صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَسَلَّمَ ـ

৬২০৫. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদের সাথে নামায পড়লেন। ভুলক্রমে তিনি প্রথম দুই রাকআতে বসার পূর্বেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এভাবে নামায পড়তে থাকলেন। নামায শেষ হলে লোকেরা সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলো। তিনি সালাম ফিরানোর আগেই তাকবীর বলে সিজদা করলেন। আবার মাথা তুলে পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা করলেন। অতপর মাথা তুলে সালাম ফিরালেন।

٦٢٠٦ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَزَادَ اَوْ نَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُوْرٌ لَا اَدْرِىْ اِبْرَاهِيْمُ وَهِمَ اَمْ عَلْقَمَةُ، قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ، فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِىْ، زَادَ فِى صَلَاتِهِ اَمْ نَقَصَ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ـ

৬২০৬. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী স. তাদের সাথে যোহরের নামায পড়লেন এবং নামাযে কিছু বেশি বা কম করলেন। রাবী মানসুর র. বলেন, এ সন্দেহ ইবরাহীম থেকে হয়েছে, না আলকামাহ থেকে, তা আমি অবগত নই। রাবী বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! নামায কি কমানো হয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন ? তিনি বললেন, সেটা কি ? লোকেরা বললো, আপনি এভাবে এভাবে নামায পড়েছেন। রাবী বলেন, তিনি তাদেরকেসহ দু'টি সিজদা করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি স্মরণ করতে পারে না যে, সে নামাযের মধ্যে বেশী করেছে, না কম—তখন তাকে চিন্তা করে নির্ভুলটি স্থির করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট নামায সম্পূর্ণ করেই দু'সিজদা করবে।

٦٢٠٧ـ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قَوْلِهِ ـ لَا تُوَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ـ قَالَ كَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا ۔ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ كَتَبَ اِلَىَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يَذْبَحُوْا قَبْلَ اَنْ يَرْجِعَ لِيَاْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِى عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِى هٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيْثِ الشَّعْبِىِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَيَقِفُ فِىْ هٰذَا الْمَكَانِ وَيَقُوْلُ لَا اَدْرِى اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ اَمْ لَا ـ

৬২০৭. উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহর কালাম—"মূসা বললেন ঃ আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে আপনি এতটা কড়াকড়ি করবেন না"–সূরা আল কাহফ ঃ ৭৩। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ মূসা আ.-এর (খিযির-এর সাথে) প্রথমটি ছিলো ভুলবশত। অন্য এক বর্ণনায় বারাআ ইবনে আযেব রা. বলেছেন যে, তাদের কোনো মেহমান উপস্থিত থাকায় তিনি পরিবারের লোকজনকে বলেছিলেন, ঈদগাহ থেকে ফেরার পূর্বেই যেন মেহমানের খাওয়ার জন্য (কুরবানীর পশু) যবেহ করা হয়। সুতরাং তারা নামাযের পূর্বেই তা যবেহ করলো। অতপর তারা নবী স.-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি আর একটি যবেহ করার আদেশ দেন। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমার কাছে একটি মোটা-তাজা অল্প বয়সী ছাগী আছে যা দু'টি ছাগলের চেয়েও উত্তম। ইবনে আওন শায়াবীর বর্ণনায় পূর্ণ হাদীস এতটুকুই উল্লেখ করেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তাতে আরো আছে ঃ "আমি অবগত নই, এ বিশেষ সুযোগটি তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য আছে কিনা ?"

٦٢٠٨- عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا قَالَ شَهِدْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ عِيْدٍ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ -

৬২০৮. আসওয়াদ ইবনে কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনদুব রা.-কে বলতে শুনেছি, আমি ঈদের দিন নবী স.-এর সাথে নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবা দেয়ার পর বলেছেন, যে ব্যক্তি (নামাযের পূর্বে) যবেহ করেছে সে যেন তদস্থলে অবশ্যই আর একটি যবেহ করে। আর যে এখনও যবেহ করেনি সে যেন বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতারণামূলক মিথ্যা শপথ। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلاَ تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا اِلَى عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

"তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোঁকার উপায় বানিও না। এমন যেন না হয় যে, কোনো পদক্ষেপ স্থির করার পর তা স্খলিত হয়ে যাবে।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯

٦٢٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ -

৬২০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং প্রতারণামূলক মিথ্যা শপথ করা কবীরা গুনাহ (মহাপাপ)।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর কালাম।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلَى قَوْلِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، وَقَوْلِهِ وَلاَ تَجْعَلُوْا اللّٰهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ، الاٰيَةِ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً، اَلاٰيَةِ وَقَوْلُهُ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوْا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا، اَلاٰيَةِ

"নিশ্চয়ই, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে[১৪]- ---- তাদের জন্য কঠোর শাস্তি অবধারিত"–৩ ঃ ৭৭। "তোমরা কসম দ্বারা আল্লাহকে মাধ্যম হিসেবে সম্মুখে রেখো না"–২ ঃ ২২৪। "অতি তুচ্ছ মূল্যে তোমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা অঙ্গীকারকে বিক্রি করো না"–১৬ ঃ ৯৫। "তোমরা আল্লাহর অঙ্গিকার পূর্ণ করো যখন পরস্পর অঙ্গিকার করো। আর কসমকে সুদৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না।"–১৬ ঃ ৯১

٦٢١٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ اَمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ، فَدَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالُوْا كَذَا وَكَذَا فَقَالَ فِىَّ اُنْزِلَتْ كَانَتْ لِى بِئْرٌ فِى اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَيِّنَتُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ، قُلْتُ اِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ـ

৬২১০. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার ওপরে ক্ষুব্ধ থাকবেন। এর সত্যতা প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "নিশ্চয় যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের কসমকে বিক্রি করে ......" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এ সময় আশয়াস ইবনে কায়েস র. সেখানে আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আবু আবদুর রহমান তোমাদেরকে কি বললেন? তারা বললো, এই এই বলেছেন। তিনি বললেন, আমার ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আমার এক চাচাত ভাইয়ের জমিতে আমার একটি কূপ ছিলো। আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বিচারপ্রার্থী হই। তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রমাণ পেশ করো অথবা তার (প্রতিপক্ষের) শপথের ভিত্তিতে মীমাংসা হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যে কোনো অবস্থায় সে কসম করে ফেলবে। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার ওপরে ভীষণ ক্ষুব্ধ থাকবেন।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মালিকানাহীন বস্তুর ব্যাপারে গুনাহর কাজে এবং রাগান্বিত অবস্থায় শপথ করা।

٦٢١١ـ عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ اَرْسَلَنِى اَصْحَابِى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَسْاَلُهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ عَلٰى شَىْءٍ وَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَمَّا اَتَيْتُهُ قَالَ انْطَلِقْ اِلٰى اَصْحَابِكَ فَقُلْ اِنَّ اللّٰهَ اَوْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ ـ

৬২১১. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে নবী স.-এর কাছে সওয়ারী চেয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদেরকে কোনো কিছুর

১৪. যে কোনো মূল্যেই বিক্রি করা হোক, তা আখেরাতের শাস্তি ও দণ্ডের তুলনায় নিতান্তই কম।

ওপর সওয়ার করাবো না। তিনি ছিলেন ক্ষুব্ধাবস্থায়। পুনরায় আমি তাঁর কাছে গেলে, তিনি বলেন ঃ যাও তোমার সাথীদেরকে বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অথবা আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে সওয়ারী দিবেন।

٦٢١٢ـ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ اْلاٰيَاتِ كُلَّهَا فِى بَرَاءَ تِى، قَالَ اَبُو بَكْرٍ الصِدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلَى مُسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ: وَلاَ يَاْتَلِ اُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى : اَلْاٰيَةِ قَالَ اَبُو بَكْرٍ بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِى فَرَجَعَ اِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَنْزِعُهَا عَنْهُ اَبَدًا ـ

৬২১২. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. তাঁর এক বিরাট হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করে বলেন, অপবাদ রটনাকারীরা যা ছড়াবার ছড়ালো, আর আল্লাহ তাঁকে ওদের মিথ্যা অপপ্রচার থেকে নির্দোষ প্রমাণ করলেন। আল্লাহ তায়ালা "নিশ্চয়ই যারা কুৎসা রটনা করেছে" এখান থেকে মোট দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। এসব কটি আয়াত আমার নির্দোষিত প্রমাণ সম্বলিত। আবু বকর রা. তাঁর নিকটতম আত্মীয়তার কারণে মিসতাহর ভরণ-পোষণ করে আসছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি আর কখনো মিসতাহর জন্য কিছুই ব্যয় করবো না। কারণ সে আয়েশার কুৎসা রটনায় জড়িত ছিলো।[১৫] তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবানদের উচিত নয় যে, নিকট আত্মীয়দেরকে যা দান করতো, (এখন) তা না দেয়ার শপথ করবে"–সূরা আন নূর ঃ ২২। তখন আবু বকর রা. বললেন, হাঁ আল্লাহর কসম ! আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাপ্তি কামনা করি। অতপর তিনি পূর্বে যেভাবে মিসতাহর ভরণ-পোষণ করে আসছিলেন পুনরায় তা দিতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি আর কখনো তা বন্ধ করবো না।

٦٢١٣ـ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِى مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ ، فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَ خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا ـ

৬২১৩. যাহদাম র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা আশয়ারী রা.-এর কাছে ছিলাম। তিনি বলেন, আমি আশয়ারী গোত্রীয় কজন লোকসহ রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গেলাম। কিন্তু আমি তাঁকে ভীষণ ক্ষুব্ধ অবস্থায় পেলাম। আমরা তাঁর কাছে সওয়ারী চাইলাম। তিনি কসম করে

১৫. মিসতাহ ছিলো এতীম। তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর খালা সম্পর্কীয় ভাগ্নে। তার যাবতীয় ভরণ-পোষণ আবু বকর রা. বহন করতেন। কিন্তু সে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে আয়েশা রা.-এর চরিত্রে কলংক রটানোয় অংশগ্রহণ করেছিলো।

বললেন যে, আমাদেরকে সওয়ারী দেবেন না। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ আমি যখন কোনো কসম করি এবং পরে তার বিপরীত করাকে উত্তম দেখি, তখন সেটাই করি যা উত্তম এবং আমার কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করি।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে, আল্লাহর শপথ! আমি আজ সারাদিন কথা বলবো না। পরে সে নামায পড়লো কিংবা কিছু পড়লো অথবা সোবহানাল্লাহ কিংবা আল্লাহু আকবার বললো অথবা আলহামদুলিল্লাহ কিংবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লো। এমতাবস্থায় তার নিয়ত মোতাবেক ফায়সালা হবে। নবী স. বলেছেন, উত্তম বাক্য চারটি ঃ সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। আবু সুফিয়ান রা. বলেন, নবী স. (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখেছিলেন, "এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪। মুজাহিদ র. বলেন, তাকওয়ার বাক্য হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٦٢١٤- سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ -

৬২১৪. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রা. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের অন্তিম সময় উপস্থিত হলো তখন রসূলুল্লাহ স. তার কাছে এসে বললেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" উচ্চারণ করুন। আমি এ বাক্যকে আল্লাহর কাছে আপনার (নাজাতের) জন্য প্রমাণ স্বরূপ পেশ করবো।

٦٢١٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ ، حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

৬২১৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ দু'টি বাক্য এমন যা উচ্চারণে অতীব সহজ, তুলাদণ্ডে (মীযান) অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম"–(আমি আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।

٦٢١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ اُخْرَى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ اُخْرَى مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ -

৬২১৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ বাক্য একটি; আর আমি বলেছি, দ্বিতীয়টি। (তিনি বলেছেন) যে ব্যক্তি আল্লাহর সমকক্ষ আছে বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করে সে আগুনে (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে। আর আমি বলেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সমকক্ষ অস্বীকার করে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শপথ করলো যে, সে এক মাস পর্যন্ত তার স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকবে। আর মাসটি ছিলো উনত্রিশ দিনের।

٦٢١٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ الَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِى مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ -

৬২১৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা করেছিলেন।[১৬] তাঁর এক পা আহত হয়েছিলো। তাই তিনি উনত্রিশ দিন নাগাদ মাচানে অবস্থান করার পর ওখান থেকে নেমে আসলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছিলেন! তিনি বললেন ঃ অবশ্য মাস উনত্রিশ দিনেও হয়।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ শপথ করলো যে, সে নাবীয আংগুর কিংবা খুরমা ভেজানো শরবত পান করবে না। অথচ সে ঘন শীরা কিংবা এসব বস্তুর এমন রস পান করলো, যা মাদকতা সৃষ্টি করে অথবা ফল চিবানো রস পান করলো। ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কারণ তাঁর মতে এগুলো মাদক নয়।

٦٢١٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِىَّ ﷺ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعُرُوْسُ خَادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهْلُ لِلْقَوْمِ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْهُ قَالَ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِى تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى اَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ اِيَّاهُ .

৬২১৮. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবী আবু উসাইদ রা. বিবাহ করলেন এবং (সে অনুষ্ঠানে) রসূলুল্লাহ স.-কে দাওয়াত করলেন। নব দম্পতিই ছিলো তাঁদের খেদমতগার। সাহল রা. লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা অবগত আছো কি সে তাঁকে কি পান করিয়েছে ? তিনি বললেন, সে তাঁর জন্য একটি তামার পাত্রে খুরমা-খেজুর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ভিজিয়ে রেখেছিলো এবং উক্ত পানিই তাঁকে পান করিয়েছে।

٦٢١٩- عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتّٰى صَارَتْ شَنًّا.

৬২১৯. রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী সাওদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি ছাগল মরে গেলে আমরা তার চামড়াকে দাবাগাত[১৭] করলাম এবং তা একেবারে পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা তার মধ্যে হামেশা আঙ্গুর ও খুরমা ভিজিয়ে মিষ্টি শরবত তৈরী করেছি।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি শপথ করলো যে, সে তরকারী খাবে না। পরে সে রুটির সাথে খুরমা খেলো। কোন্ বস্তু তরকারী ?

٦٢٢٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُوْمٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ .

১৬. স্ত্রী সহবাস না করার শপথকে ইসলামে 'ঈলা' বলে। চার মাস নাগাদ এ শপথ না ভাংগলে স্ত্রী "এক বাঈন তালাক" হয়ে যায়। আর উক্ত মুদ্দতের চেয়ে কম সময়ের ঈলা করলে, কেবল শপথের কাফফারা দিতে হবে, স্ত্রী তালাক হবে না।

১৭. রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা চামড়া পাকা করাকেই দাবাগাত বলে।

৬২২০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ স.-এর পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন তৃপ্তির সাথে তরকারীসহ আটার রুটি খেতে পাননি।

٦٢٢١- عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَبُو طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُو طَلْحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُو طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَانْطَلَقَ اَبُو طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُو طَلْحَةَ حَتّٰى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّى يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ، قَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلَ حَتّٰى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَاَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَحَتّٰى شَبِعُوْا، وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً.

৬২২১. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আবু তালহা রা. (তার স্ত্রী) উম্মু সুলাঈম রা.-কে বললেন, অবশ্য আমি রসূলুল্লাহ স.-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনেছি। আমি তাঁকে অভুক্ত লক্ষ্য করেছি। তোমার কাছে কিছু আছে কি ? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি কয়েক মুষ্টি যব বের করলেন এবং তার খামির তৈরি করে কিছু রুটি বানালেন। (আনাস বলেন,) তিনি আমাকে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পাঠালেন। আমি গিয়ে অনেক লোকজনসহ রসূলুল্লাহ স.-কে মসজিদের মধ্যেই পেলাম। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, হাঁ। রসূলুল্লাহ স. তাঁর সাথের সকলকে বললেন, তোমরা ওঠো। সুতরাং তাঁরা চললেন, আর আমিও তাঁদের আগে আগে চললাম। আবু তালহার কাছে এসে আমি সব বিবরণ জানালাম। আবু তালহা রা. বললেন, হে উম্মু সুলাঈম ! রসূলুল্লাহ স. এসেছেন। অথচ তাঁদের সকলকে খাওয়ানোর পরিমাণ খাদ্য আমাদের কাছে নেই। তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী অবগত। এরপর আবু তালহা রা. এসে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং রসূলুল্লাহ স.-ও আবু তালহা এসে একত্রে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেন, হে উম্মু সুলাঈম ! তোমার কাছে যা আছে আমার সামনে নিয়ে এসো। তিনি রুটিগুলো নিয়ে এলেন। তাঁর নির্দেশে সমস্ত রুটি টুকরো টুকরো করা হলো। আর উম্মু সুলাঈম পাত্র থেকে তাতে পুরাতন ঘি ঢেলে দিলেন যা তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি তাতে যা বলার বললেন (কিছু দো'আ পড়লেন)। পরে দশজনকে আদেশ

করলেন। তারা তৃপ্তির সাথে খেয়ে বাইরে আসলো। আবার দশজনকে অনুমতি দিলেন। এভাবে সমস্ত লোক তৃপ্তির সাথে খেলো। এ জামায়াতে সত্তর কিংবা আশিজন লোক ছিলো।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ শপথে নিয়াতের গুরুত্ব।

٦٢٢٢- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ -

৬২২২. ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি যা নিয়াত করে সে তাই পাবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করলো, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকেই হলো। আর যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থে অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করলো, তার হিজরত সে জন্যই হবে যেজন্য সে হিজরত করেছে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মান্নত এবং তাওবার উদ্দেশ্যে মাল দান-খয়রাত করা।

٦٢٢٣- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي حَدِيْثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا فَقَالَ فِي اُخِرِ حَدِيْثِهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ -

৬২২৩. কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি (তাঁর তাবুক অভিযানে অনুপস্থিত থাকা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে) বিরাট হাদীসের মধ্যে (আল্লাহর কালাম) "এবং সেই তিন ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে মুলতবী রাখা হয়েছে।" এ হাদীসের শেষাংশে তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি আমার তাওবার উদ্দেশ্যে আমার সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য দানস্বরূপ পৃথক করবো। নবী স. বললেন, সম্পদের কিছু অংশ তুমি নিজের কাছে রেখে দাও। সেটাই হবে তোমার জন্য উত্তম।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোনো খাদ্যকে হারাম করলে। আল্লাহর কালাম ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ -

"হে নবী! আপনি তা নিষিদ্ধ করছেন কেন ? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন।"

–সূরা আত তাহরীম ঃ ১

لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ -

"তোমরা সে সমস্ত পবিত্র বস্তুকে হারাম করো না, আল্লাহ যা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন।"[১৮]

–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৭।

٦٢٢٤- عَنْ عَائِشَةَ تَزْعُمُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّي اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ

১৮. কোনো হালাল বস্তুকে শপথ করে হারাম করলে শপথ ভঙ্গ করে কাফফারা দিতে হয়।

عَسلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَلَهُ فَنَزَلَتْ : يَاَ يُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ اِلَى قَوْلِهِ اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً. وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تُخْبِرِى بِذٰلِكَ اَحَدًا ـ

৬২২৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যয়নাব বিনতে জাহশ রা.-এর কাছে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন এবং সেখানে মধুপান করতেন। আমি ও হাফসা এ সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তিনি আমাদের যার কাছেই যাবেন, সে অবশ্যই তাঁকে বলবে, "আমি আপনার মুখ থেকে মাগাফিরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। হয়ত আপনি মাগাফির খেয়েছেন। তিনি তাদের একজনের কাছে গেলে সে উক্ত কথাটিই বললো। তিনি বললেন, না তো ! বরং আমি যয়নব বিনতে জাহশের ওখানে মধুই পান করেছি। আমি আর তা পুনঃ গ্রহণ করবো না। তখন নাযিল হলো—"হে নবী ! আপনি কেন তা হারাম করছেন যা আল্লাহ আপনার জন্য হালাল করেছেন ? --- যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করো"—সূরা আত তাহরীম ঃ ১-৬। নাযিল হয়েছে আয়েশা ও হাফসাকে কেন্দ্র করে। (আল্লাহর বাণী) "এবং যখন নবী স. তাঁর কোনো এক স্ত্রীর সাথে গোপন আলাপ করেছিলেন।" সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "বরং আমি তো মধুই পান করেছি।" ইবরাহীম ইবনে মূসা হিশাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, [নবী স. বলেছেন,] আমি শপথ করেছি যে, আর কখনো তা পুনঃ গ্রহণ করবো না। অবশ্য তুমি একথাটি কারো কাছে প্রকাশ করো না।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মান্নত পূরণ করা। আল্লাহর বাণী, "এবং তারা তাদের মান্নত পূরণ করে।" —সূরা আদ দাহর ঃ ৭

٦٢٢٥ـ عَنْ سَعِيْدُ بْنُ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اَوَلَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَاِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيْلِ

৬২২৫. সাঈদ ইবনে হারিস র. ইবনে ওমর রা.-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদেরকে মান্নত করতে কি নিষেধ করা হয়নি ? নবী স. বলেছেন ঃ মান্নত কোনো বস্তুকে অগ্রসরও করে না কিংবা পিছিয়েও দেয় না। মান্নত দ্বারা কৃপণের কিছু সম্পদ হাতছাড়া হয় মাত্র।

٦٢٢٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَلٰكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ ـ

৬২২৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মান্নত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তা কোনো কিছুর পরিবর্তন করতে পারে না। এর দ্বারা কৃপণের কিছু ব্যয় হয় মাত্র।

٦٢٢٧ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَاْتِى ابْنَ اٰدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدَّرْتُهُ وَلٰكِنَّ يُلْقِيْهُ النَّذْرِ اِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ـ

৬২২৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ মান্নত বনী আদমের কল্যাণার্থে এমন কিছু বয়ে আনতে পারে না যা আমি (আল্লাহ) তার তাকদীরে রাখিনি। মান্নত তাকে সেই তাকদীরের দিকেই নিক্ষেপ করে, যা তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কৃপণ থেকে এর দ্বারা কিছু বের করেন মাত্র। সুতরাং পূর্বে সে যা আমাকে প্রদান করেনি এখন তা আমাকে প্রদান করলো।

٦٢٢٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ اَدْرِيْ ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا بَعْدَ قَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ يَنْذُرُوْنَ وَلاَ يُوْفُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ -

৬২২৮. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার যুগই নিকটতম। এরপর তারা, যারা তাদের নিকটতম। ইমরান রা. বলেন, আমি নিশ্চিত অবগত নই যে, তিনি স্বীয় যুগের পর, দুবার উল্লেখ করেছেন না কি তিনবার ? এরপর এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, লোকেরা মান্নত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না, তারা খেয়ানত করবে, বিশ্বস্ত হবে না, তারা সাক্ষী তলব না করতেই সাক্ষ্য দিবে। তাদের মধ্যে স্থূলদেহী লোকের প্রাচুর্য হবে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ নেক কাজের মান্নত। আল্লাহর কালাম ঃ

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ

"তোমরা যাকিছু ব্যয় করো কিংবা মান্নত করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৭০

٦٢٢٩.عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ -

৬২২৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে, সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানী করার মান্নত করে, সে যেন অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগে কোনো ব্যক্তি মান্নত কিংবা শপথ করলো যে, সে কারো সাথে কথা বলবে না। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

٦٢٣٠- عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ -

৬২৩০. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। ওমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! জাহিলী যুগে আমি মান্নত করেছিলাম যে, মসজিদুল হারামে এক রাত এ'তেকাফ করবো। তিনি বলেন, তোমার মান্নত পূরা করো।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মান্নত পূর্ণ করার আগেই কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো। এক মহিলার মা কুবা মসজিদে নামায পড়ার মান্নত করেছিলো। ইবনে ওমর রা. তার কন্যাকে বলেন, তুমি তার পক্ষ থেকে নামায পড়ো।[১৯] ইবনে আব্বাস রা.-ও অনুরূপ বলেছেন।

٦٢٣١- عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى اُمِّهِ فَتُوَفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ فَاَفْتَاهُ اَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ -

৬২৩১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা আল আনসারী রা. নবী স.-এর কাছে ফতোয়া চাইলেন যে, তার মায়ের ওপর একটি মান্নত ছিলো, কিন্তু তা পুরা করার পূর্বেই সে মারা গেছে। তার পক্ষ থেকে তা আদায় করার জন্য তিনি তাকে ফতোয়া দিলেন। এরপর থেকেই এটা সুন্নাত (নিয়ম) সাব্যস্ত হলো।

٦٢٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ اُخْتِيْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ وَاِنَّهَا مَاتَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاقْضِ اللّٰهَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالْقَضَاءِ .

৬২৩২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, আমার বোন হজ্জ করার মান্নত করেছিলো, কিন্তু সে মারা গেছে। নবী স. বললেন, সে যদি ঋণ রেখে যেতো তা কি তুমি পরিশোধ করতে? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এটা আল্লাহর ঋণ। সুতরাং তা পরিশোধ করা সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মালিকানাহীন বস্তুর এবং যে কাজে গুনাহ নেই তার মান্নত করা।

٦٢٣٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ .

৬২৩৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মান্নত করে সে যেন অবশ্যই তা করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানী করার মান্নত করে, সে যেন অবশ্যই তা না করে।

٦٢٣٤- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ، وَرَاهُ يَمْشِيْ بَيْنَ ابْنَيْهِ.

৬২৩৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহর আদৌ প্রয়োজন নেই যে, এ ব্যক্তি স্বীয় শরীককে কষ্ট দিক। তিনি দেখেছিলেন এক ব্যক্তি তার দুই ছেলের ওপর ভর করে চলছে।[২০]

---

১৯. ইমাম আবু হানীফার মতে নামায, রোযা এবং যাবতীয় শারীরিক ইবাদাত একজন অপরজনের পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েয নেই। ফকীহদের এটাই সর্বসম্মত রায়। ইবনে ওমর রা. পরে তাঁর এ মত প্রত্যাহার করেন।

২০. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ বৃদ্ধ মান্নত করেছিলো যে, সে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে। অথচ তার সে শক্তি ছিল না। তাই সে অন্যের কাঁধে ভর করে তাওয়াফ করছিলো।

٦٢٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ

৬২৩৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক ব্যক্তিকে দেখেছেন সে লাগাম (রশি) অথবা অন্য কিছু লাগানো অবস্থায় কাবা শরীফ তাওয়াফ করছে। সুতরাং তিনি তা কেটে দিলেন।

٦٢٣٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ يَقُوْدُ اِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِى اَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ اَمَرَهُ اَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِهِ .

৬২৩৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গেলেন। কাবা শরীফ তাওয়াফ করা অবস্থায় আর এক ব্যক্তির নাকের মধ্যে লাগাম (রশি) লাগিয়ে টানছিলো। নবী স. স্বহস্তে তা কেটে দিলেন এবং তাকে হাত ধরে টানার নির্দেশ করলেন।

٦٢٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنْهُ فَقَالُوْا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَقُوْمَ وَلَا يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

৬২৩৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। একদা নবী স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। একজন বললো, আবু ইসরাঈল মান্নত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথাবার্তা বলবে না এবং রোযা রাখবে। নবী স. বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন অবশ্যই কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযাটি পুরা করে।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কয়েকদিন রোযা রাখার মান্নত করলো এবং তন্মধ্যে কুরবানী কিংবা ঈদুল ফিতরের দিন পড়লো।

٦٢٣٨- عَنْ حَكِيْمُ بْنُ اَبِى حُرَّةَ الْاَسْلَمِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ اَنْ لاَ يَاْتِىَ عَلَيْهِ يَوْمٌ اِلاَّ صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى وَلاَ يَرَى صِيَامَهُمَا .

৬২৩৮. হাকীম ইবনে আবু হুররা আল আসলামী র. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনলেন যে, সে একদিন রোযা রাখার মান্নত করেছিলো। ঘটনাক্রমে তা ছিলো কুরবানী কিংবা ঈদুল ফিতরের দিন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"–সূরা আহযাব ঃ ২১। তিনি ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর দিন রোযা রাখতেন না। আর এ দুদিন রোযা রাখাকে তিনি জায়েযও রাখেননি।

٦٢٣٩- عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ نَذَرْتُ اَنْ اَصُوْمَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاَثَاءَ اَوْ اَرْبَعَاءَ مَا عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ اَمَرَ اللّٰهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِيْنَا اَنْ نَصُوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَاَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيْدُ عَلَيْهِ .

৬২৩৯. যিয়াদ ইবনে যুবাইর র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর রা.-এর সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আমি মান্নত করেছি যে, যতদিন বাঁচি প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার রোযা রাখবো। (ঘটনাক্রমে) সে দিনের মধ্যে কুরবানীর দিন পড়ে গেলো। তিনি বলেন, মান্নত পুরা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ করেছেন এবং আমাদেরকে কুরবানীর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করলে তিনি পূর্বের মতই জবাব দিলেন, কিছুই বাড়ালেন না।[২১]

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ ভূমি, বকরী, ফসল এবং যাবতীয় আসবাবপত্র ইত্যাদি শপথ ও মান্নতের আওতাভুক্ত হবে কিনা। ইবনে ওমর রা. বলেন, ওমর রা. নবী স.-কে বললেন, আমি এমন একটি ভূমির অধিকারী হয়েছি, পূর্বে কখনো এর চেয়ে উত্তম কোনো সম্পদের মালিক হইনি। তিনি বলেন, যদি ইচ্ছে করো তাহলে, এর মৌলিক স্বত্ব নিজের কাছে রাখো এবং তার (উৎপাদন) সাদকা করে দাও। আবু তালহা রা. নবী স.-কে বলেছিলেন, আমাদের সম্পদের মধ্যে 'বাইরুহা' কূপটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় যা মসজিদের সম্মুখে বাগানের ভেতরে অবস্থিত।

٦٢٤٠- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً اِلاَّ الاَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَاَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى وَادِى الْقُرَى حَتّٰى اِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلاَّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى اَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَالِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ اَوْ شِرَاكَيْنِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ شِرَاكَ مِنْ نَارٍ اَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ .

৬২৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বরের দিন আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বের হলাম। গনীমত হিসেবে কাপড়-চোপড় এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি মাল ছাড়া সোনা-রূপা আমরা পাইনি। দুবাঈব গোত্রীয় রিফায়া ইবনে যায়েদ নামক এক ব্যক্তি মিদআম নামক একটি ভৃত্য রসূলুল্লাহ স.-কে উপঢৌকন দিলো। অতপর রসূলুল্লাহ স. ওয়াদিউল কোরা নামক এলাকার দিকে গমন করলেন। যখন তিনি ওয়াদিউল কোরায় পৌঁছে গেলেন, ইত্যবসরে মিদআম রসূলুল্লাহ স.-এর সাওয়ারীর পিঠের গদী নীচে নামাচ্ছিল। হঠাৎ এক তীর এসে তার দেহে পতিত হলো এবং সে তৎক্ষণাৎ মারা গেলো। লোকেরা বললো, এর জন্য জান্নাত মুবারক হোক। রসূলুল্লাহ স. বললেন, কস্মিনকালেও না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমন একখণ্ড কাপড় যা বিতরণের সময় তার অংশে পড়েনি, সে খায়বারের যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে তা নিয়েছিলো। ফলে জাহান্নামের আগুন তার ওপর প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। যখন লোকেরা একথা শুনলো, এক ব্যক্তি জুতার একখানা অথবা দু'খানা ফিতা নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ একটি অথবা দু'টি ফিতাও হবে জাহান্নামে যাবার কারণ।

❑

২১. এমতাবস্থায় কুরবানীর দিন রোযা রাখবে না।—সম্পাদক

অধ্যায় ঃ ৫৬

كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ الْاَيْمَانِ

(শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর কালাম ঃ

فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ .

"এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে আহার করানো।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৯

আর যখন নাযিল হলো ঃ

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ .

"রোযার অথবা সাদকা কিংবা কুরবানী দ্বারা ফিদইয়া আদায় করতে হয়।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৬

তখন নবী স. যা নির্দেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস, আতা ও ইকরামা র. থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনের মধ্যে যে اَوْ (আও) (কাফ্ফারার বিবরণে ব্যবহার হয়েছে) তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতা রয়েছে (অর্থাৎ এর যে কোনোটি দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা যেতে পারে)। নবী স. হযরত কাবকে কাফ্ফারা আদায় করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন।

٦٢٤١- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَتَيْتُهُ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اُدْنُ فَدَنَوْتُ ، فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ. وَاَخْبَرَنِى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ اَيُّوْبَ قَالَ صِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ ، وَالْمَسَاكِيْنُ سِتَّةٌ.

৬২৪১. কা'ব ইবনে উজরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ কাছে এসো। আমি কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কীটগুলো কি তোমাকে যাতনা দিচ্ছে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, রোযা অথবা সাদকা কিংবা কুরবানী দ্বারা ফিদইয়া আদায় করো। ইবনে আওন র. আইয়ুব র. থেকে বর্ণনা করেন, রোযা তিন দিন, কুরবানী একটি বকরী এবং মিসকীনের সংখ্যা ছ'জন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ ধনী ও গরীবের ওপর কখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় ? আল্লাহর কালাম ঃ

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ .

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শপথ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহই তোমাদের [মা]লিব এবং তিনিই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আত তাহরীম ঃ ২

٦٢٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ مَا شَاْنُكَ ؟ وَقَعْتُ عَلَى اَهْلِىْ فِىْ رَمَضَانَ، قَالَ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْ

قَالَ لاَ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلَى اَفْقَرَ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ اَطْعِمْهُ عِيَالَكَ .

৬২৪২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে ? সে বললো, আমি রমযানের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি দাস আযাদ (মুক্ত) করার সামর্থ্য তোমার আছে কি ? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পরপর দুই মাস রোযা রাখার শক্তি রাখো কি ? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখো কি ? সে বললো, না। তারপর তিনি বললেন, বসো। সে বসে পড়লো। ইত্যবসরে নবী স.-এর কাছে এক ঝুড়ি খুরমা আনা হলো। বড় ঝুড়িকে 'আরাক' বলা হয়। তিনি বললেন, এগুলো নাও এবং সাদকা করে দাও। সে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের চেয়ে কি অধিক বিপন্নদের (সাদকা করবো) ? (তার কথা শুনে) নবী স. এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ পেয়ে গেলো। তিনি বললেন, তোমার পরিজনকেই খাওয়াও।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিঃস্ব ব্যক্তিকে কাফ্ফারা আদায়ে সাহায্য করলো।

٦٢٤٣- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِاَهْلِىْ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ لاَ، فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلَى اَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ..

৬২৪৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি ? সে বললো, আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একটি গোলাম সংগ্রহ করতে পারবে ? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পর পর দুই মাস রোযা রাখার সামর্থ্য তোমার আছে কি ? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য রাখো কি ? বললো, না। ইত্যবসরে এক আনসারী ব্যক্তি এক ঝুড়ি খুরমা নিয়ে আসলো। খুরমার 'আরাক' বলা হয়। তখন তিনি বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং সাদকা করে দাও। সে করলো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের চেয়েও নিঃস্বদের ? সেই সত্তার কসম, যিনি আ দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন ! এ দু' পাহাড়ের মাঝখানে আমাদের চেয়ে অধিক পরিবার নেই। তখন তিনি বললেনঃ যাও, এগুলো তোমার পরিবার-পরিজনকে

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কাফ্ফারা দশজন মিসকীনকে দিতে হবে। তারা নিকটের কিংবা হোক।

٦٢٤٤ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَاتِىْ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟ قَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ اَعَلَى اَفْقَرَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ .

৬২৪৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে ? সে বললো, আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটি দাস আযাদ করার মতো সামর্থ্য তোমার আছে কি ? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পরপর দু'মাস রোযা রাখার ক্ষমতা আছে কি ? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়ানোর সামর্থ্য তুমি কি রাখো ? সে বললো, না। সে মামর্থ্যও আমার নেই। (ঠিক এ সময়) নবী স.-এর কাছে এক ঝুড়ি খুরমা আনা হলো। তিনি বললেন, এগুলো নাও এবং সাদকা করো। সে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের চেয়ে দুস্থদের ? আমাদের চেয়ে অধিক নিঃস্ব এ দু'পাহাড়ের মাঝখানে কেউ নেই। তিনি বললেন, এগুলো তোমার পরিবার-পরিজনকে খাওয়াও।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার সা' ও নবী স.-এর মুদ্দ এবং তাতে বরকত হওয়া। মদীনাবাসীরা যুগ-পরম্পরায় সে পরিমাপেই উত্তরাধিকারী ছিলেন।

٦٢٤٥ـ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيْدَ فِيْهِ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ.

৬২৪৫. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর যুগে এক সা-এর পরিমাণ ছিলো তোমাদের বর্তমান প্রচলিত এক মুদ্দ ও তার এক-তৃতীয়াংশ। অবশ্য ওমর ইবনে আবদুল আযীয র.-এর খিলাফত যুগে তা আরো বর্ধিত করা হয়।

٦٢٤٦ـ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِىْ زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِىِّ ﷺ اَلْمُدِّ الاَوَّلِ، وَفِىْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا اَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلاَ نَرَى الْفَضْلَ اِلاَّ فِىْ مُدِّ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ لِىْ مَالِكٌ لَوْ جَاءَ كُمْ اَمِيْرٌ فَضَرَبَ مُدًّا اَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِاَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُوْنَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِى بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَفَلاَ تَرَى اَنَّ الاَمْرَ اِنَّمَا يَعُوْدُ اِلَى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ .

৬২৪৬. নাফে র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে ওমর রা. নবী স.-এর প্রথম প্রবর্তিত পরিমাপ (মুদ্দ) দ্বারা রমযানের যাকাত (ফিতরা) আদায় করতেন এবং শপথের ব্যাপারে নবী স.-এর মুদ্দ (পরিমাপ) দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করতেন। আবু কুতাইবা বলেন, ইমাম মালেক আমাদেরকে

বলেছেন, আমাদের মুদ্দ (পরিমাপ) তোমাদের মুদ্দ (পরিমাপ)-এর চেয়ে অনেক বড়। আমরা মনে করি, নবী স.-এর মুদ্দ (পরিমাপ)-এর মধ্যেই এ বর্ধিত অংশ রয়েছে। ইমাম মালেক র. আমাকে জিজ্ঞেস করেন, যদি তোমাদের কোনো শাসক তোমাদেরকে নবী স.-এর মুদ্দ (পরিমাপ)-এর চেয়ে ছোট পরিমাপ প্রদান করে, তাহলে তোমরা (ফিত্‌রা এবং কাফ্‌ফারা) কিভাবে আদায় করবে ? আমি বললাম, আমরা নবী স.-এর পরিমাপ দ্বারাই তা প্রদান করবো। তিনি বললেন, তোমরা কি প্রত্যক্ষ করছো না যে, সাম্প্রতিক কালের লেন-দেন মূলতঃ নবী স.-এর পরিমাপের দিকেই ফিরে যাচ্ছে ?

٦٢٤٧ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ .

৬২৪৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. (মদীনাবাসীদের জন্য) দোআ করেন ঃ "আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফী মিকইয়ালিহিম ওয়া সাঈহিম ওয়া মুদ্দেহিম" (হে আল্লাহ! তাদের ওজনে, সা'-এ এবং ছোট-বড় সব ধরনের পরিমাপের মধ্যে (বরকত) কল্যাণ দান করো।)

৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ .

"অথবা একটি গোলাম আযাদ করা"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৯। কোন্ প্রকারের গোলাম অধিক উত্তম ?

٦٢٤٨ـعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ .

৬২৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করবে, আল্লাহ তার প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে এর প্রত্যেক অঙ্গকে আগুন থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে এর গুপ্তাঙ্গও।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুদাব্‌বার, উম্মুল ওয়ালাদ ও মুকাতাব গোলাম[২২] কাফ্‌ফারায় আযাদ করা এবং জারয সন্তানকে আযাদ করা সম্পর্কে। তাউস র. বলেন, উম্মুল ওয়ালাদ[২৩] ও মুদাব্‌বার[২৪] (কাফ্‌ফারায়) আযাদ করলে যথেষ্ট হবে।

٦٢٤٩ـ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ اَوَّلَ .

৬২৪৯. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। এক আনসারী ব্যক্তি তার গোলামকে মুদাববার করলো। অথচ সে ছাড়া অন্য কোনো মাল ছিলো না। (তার মৃত্যুর পর) নবী স.-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি

---

২২. "মুকাতাব" যে গোলাম মনিবের কাছে চুক্তিতে আবদ্ধ।
২৩. "উম্মুল ওয়ালাদ" মনিবের ঔরষে যে দাসীর গর্ভের সন্তান জন্মেছে সে দাসী।
২৪. "মুদাব্‌বার" মনিব যে গোলামকে বলেছে, আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত।

বললেন, কে তাকে আমার কাছ থেকে খরিদ করতে ইচ্ছুক ? নুয়াঈম ইবনে নাহহাম রা. আটশ দিরহামে তাকে খরিদ করেন। আমর বলেন, আমি জাবেরকে বলতে শুনেছি যে, গোলামটি কিবতী সম্প্রদায়ের ছিলো এবং সেও একই বছর মৃত্যুবরণ করে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলাম আযাদ করলে অথবা কাফ্ফারায় (গোলাম) আযাদ করলে উক্ত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদ কে পাবে ?

٦٢٥٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

৬২৫০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরা নাম্নী দাসীকে খরিদ করার ইচ্ছে করলে তার মালিকরা এ শর্ত আরোপ করলো যে, এর পরিত্যক্ত সম্পদ তাদেরই হবে। আয়েশা রা. একথা নবী স.-কে জানালেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে খরিদ করো। (এর) পরিত্যক্ত সম্পদ সে-ই পাবে, যে তাকে মুক্ত করবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ শপথে ইসতিসনা[২৫] করা।

٦٢٥١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاُتِىَ بِشَائِلٍ فَاَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللّٰهُ لَنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ لاَ يَحْمِلُنَا فَحَمَلْنَا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا اَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ.

৬২৫১. আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশয়ারী গোত্রীয় ক'জন লোকসহ রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে সওয়ারী চাইলাম। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিবো না। আমার কাছে এমন সওয়ারীও নেই যাতে তোমাদেরকে সওয়ার করাতে পারি। এরপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা আমরা (সেখানে) অপেক্ষা করলাম। ইত্যবসরে কয়েকটি উট এসে গেলো। তখন তিনি আমাদের জন্য তিনটি উটের নির্দেশ দিলেন। আমরা চলে আসার পথে আমাদের কতক পরস্পরকে বললো, আল্লাহ আমাদের জন্য কল্যাণ করবেন না। আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে সওয়ারী চাইলাম। আর তিনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না। অথচ পরে আমাদেরকে সওয়ারী দিয়েছেন। আবু মূসা রা. বলেন, এরপর আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে একথাগুলো তাঁকে জানালাম। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে সওয়ারী প্রদান করিনি, বরং আল্লাহই তোমাদেরকে সওয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ ! আমি যখন কসম করি, আর পরে এর বিপরীতে উত্তম দেখি, তখন আমি আমার কসমের কাফফারা আদায় করি আর পরে তাই করি যা অধিক উত্তম।

---

২৫. একাধিক সংখ্যা থেকে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা।

٦٢٥٢ـ عَنْ حَمَّادٌ وَقَالَ اِلاَّ كَفَّرْتُ يَمِيْنِى وَاَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اَوْ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ .

৬২৫২. হাম্মাদ র. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি (প্রথমে) আমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করি, (পরে) সে কাজটি করি যা অধিক উত্তম।

٦٢٥٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِيْنَ امْرَاَةً كُلٌّ تَلِدُ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى الْمَلَكَ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَنَسِىَ. فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَاْتِ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ اِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلاَمٍ، فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَرْوِيْهِ اَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِى حَاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوِ اسْتَثْنَى .

৬২৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান আ. বলেছিলেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে নব্বইজন স্ত্রীর সাথে সহবাস করবো এবং প্রত্যেক স্ত্রী এক একটি এমন সন্তান দেবে, যারা (সৈনিক হয়ে) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তাঁর সাথী ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু তিনি (তা বলতে) ভুলে গেলেন। তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছেন বটে, কিন্তু একজন স্ত্রী একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রী গর্ভই ধারণ করেনি। আবু হুরাইরা রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে এও বর্ণনা করেছেন যে, যদি সুলাইমান আ. ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে তাঁর শপথও ভঙ্গ হতো না এবং উদ্দেশ্যও সফল হতো। আবু হুরাইরা রা. কখনও বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যদি সুলাইমান আ. ইসতিসনা করতেন (তাহলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হতো)।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ শপথ ভঙ্গের পূর্বে ও পরে কাফ্ফারা আদায় করা যায় কিনা।

٦٢٥٤ـ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِىِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسَى، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ اِخَاءٌ وَمَعْرُوْفٌ ، قَالَ فَقُدِّمَ طَعَامُهُ قَالَ وَقُدِّمَ فِى طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ ، قَالَ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مَوْلًى قَالَ فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسَى اُدْنُ فَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهُ قَالَ اِنِّى رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَلاَّ اَطْعَمَهُ اَبَدًا قَالَ اُدْنُ اُخْبِرْكَ عَنْ ذٰلِكَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى رَهْطٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يُقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ اَيُّوْبُ اَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ ، قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَقَالَ اَيْنَ هٰؤُلاَءِ الْاَشْعَرِيُّوْنَ اَيْنَ هٰؤُلاَءِ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَتَيْنَا فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِى اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ثُمَّ

اَرْسَلَ اِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ وَاللّٰهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ لاَ نُفْلِحُ اَبَدًا ارْجِعُوْا بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِيْنَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا اَوْ فَعَرَفْنَا اَنَّكَ نَسِيْتَ يَمِيْنَكَ، قَالَ انْطَلِقُوْا فَاِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللّٰهُ اِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

৬২৫৪. যাহদাম আল জারমী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু মূসা রা.-এর কাছে ছিলাম এবং আমাদের ও উক্ত জারম গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিলো। তিনি বলেন, তাঁর সামনে তার খাবার আনা হলো এবং সাথে ছিলো মোরগের গোশত। বর্ণনাকারী বলেন, উপস্থিত লোকদের মধ্যে 'তাইমুল্লাহ' গোত্রীয় এক লাল বর্ণের ব্যক্তিও সেখানে ছিলো এবং তাকে আযাদ (অনারব) বলেই ধারণা হচ্ছিল। তিনি আরো বলেন, সে লোকটি আগালো না। আবু মূসা রা. তাকে বললেন, কাছে এসো। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এটা খেতে দেখেছি। সে বললো, আমি এটিকে এমন এক বস্তু খেতে দেখেছি যা আমি ঘৃণা করি। সুতরাং আমি কসম করেছি যে, কখনো তা খাবো না। তিনি বললেন, কাছে এসো। আমি এতদবিষয়ে তোমাকে অবগত করাবো। আমরা আশয়ারী গোত্রীয় ক'জন লোক রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে সওয়ারী চেয়েছিলাম। তখন তিনি সাদকার উট বিতরণ করছিলেন। বর্ণনাকারী আইয়ুব বলেন, আমার ধারণা তিনি (আবু মূসা) একথাও বলেছেন যে, তখন রসূলুল্লাহ স. ভীষণ ক্ষুব্ধাবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিবো না। প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে দেয়ার মত সওয়ারীও আমার কাছে নেই। তিনি বলেন, অতপর আমরা চলে আসলাম। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যুদ্ধলব্ধ কটি উট আনয়ন করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আশয়ারীর লোকেরা কোথায়? আশয়ারীর লোকেরা কোথায়? আমরা গেলাম এবং আমাদের জন্য মোটা-তাজা দেখতে সুন্দর পাঁচটি উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, আমরা সেগুলো নিয়ে চললাম। তখন আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে সওয়ারী চেয়েছিলাম। আর তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না বলে শপথ করেছিলেন। পরে আমাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে সওয়ারী দিলেন। সম্ভবত রসূলুল্লাহ স. তাঁর কসমের কথা ভুলে গেছেন। আল্লাহর কসম! যদি আমরা রসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর কসমের মধ্যে অমনোযোগী রাখি তাহলে আমাদের জন্য কখনো কল্যাণ হবে না। সুতরাং চলো আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যাই এবং তাঁকে তাঁর কসমের কথা স্মরণ করিয়ে দেই। অতপর আমরা গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার কাছে এসে সওয়ারী চেয়েছিলাম। আর আপনি কসম করে বলেছিলেন, আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না, অথচ পরে আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন। অতএব আমাদের ধারণা অথবা আমরা এটাই বুঝেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আপনার কসমের কথা ভুলে গেছেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা চলে যাও। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সওয়ারী দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আল্লাহর ইচ্ছায় আমি যখন কোনো কসম করি এবং পরে এর বিপরীতে উত্তম দেখি, তখন সেটাই করি যা উত্তম ও কল্যাণকর এবং আমার কসম ভঙ্গ করে তার কাফ্ফারা আদায় করি।

٦٢٥٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسْاَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنَّكَ اِنْ

أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَاِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ۔

৬২৫৫. আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তুমি নেতৃত্বের প্রার্থনা করো না। কেননা যদি তা তোমাকে আপনা আপনি (বিনা প্রার্থনায়) দান করা হয়, তাহলে তাতে তোমার সাহায্য ও সহযোগিতা করা হবে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমার মদদ করবেন)। আর যদি তা তোমাকে প্রার্থনার প্রেক্ষিতে দেয়া হয় তাহলে সেটা তোমার ওপরই ন্যস্ত করা হবে। তুমি শপথ করার পর এর বিপরীতে উত্তম দেখলে তাই করো যা উত্তম এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করো।

❐

অধ্যায় ঃ ৫৭

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(ওয়ারিসী স্বত্ব ও তার বণ্টন)

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ .

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানাদি সম্বন্ধে ওসিয়ত করছেন।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১১

٦٢٥٦ـ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَعَادَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَاَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوْءَهُ فَاَفَقْتُ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِيْ مَالِيْ كَيْفَ اَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ .

৬২৫৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর রা. পদব্রজে আমাকে দেখতে আসলেন। তাঁরা এমন সময় আমার কাছে পৌঁছলেন যখন আমি সংজ্ঞাহারা ছিলাম। রসূলুল্লাহ স. উযু করলেন এবং তাঁর উযুর (অবশিষ্ট) পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। আমার জ্ঞান ফিরে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ধন-সম্পদ কি করবো? কিভাবে আমি তা বণ্টন করবো? কিন্তু তিনি আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। শেষে মীরাসের (উত্তরাধিকার স্বত্ব বণ্টনের) আয়াত নাযিল হলো।

২-অনুচ্ছেদ ঃ ফারায়েয শিক্ষা করা। উকবা ইবনে আমের রা. বলেন, অনুমান ভিত্তিক সমাধান দেয়ার পূর্বে ফারায়েয শিক্ষা করো।[১]

٦٢٥٧ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

৬২৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমরা ধারণা-অনুমান পোষণ থেকে দূরে থাকো। কেননা ধারণা-অনুমান হচ্ছে চরম মিথ্যা কথন। অন্যের ত্রুটি খুঁজো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকো।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. বলেন, আমাদের (নবীগণের) কোনো ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) নেই। আমরা যাকিছু রেখে যাই তা সাদকা।

٦٢٥٨ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا مِنْ رَسُوْلِ

১. এক সময় এমন হবে, ফারায়েয শিক্ষাদানকারী ওলামায়ে কেরাম এবং সেই শিক্ষা-চর্চা কোনোটিই অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের ধারণা ও খেয়াল-খুশী অনুযায়ী মীরাস বণ্টন করতে থাকবে।

اللّٰهِ ﷺ وَهُمَا، يَوْمَئِذٍ يَطْلُبَانِ اَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ. قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاَ اَدَعُ اَمْرًا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهِ اِلاَّ صَنَعْتُهُ، قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى مَاتَتْ .

৬২৫৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। ফাতেমা ও আব্বাস রা. এসে আবু বক্‌র রা.-এর কাছে রসূলুল্লাহ স.-এর পরিত্যক্ত সম্পদে তাদের ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করলেন। তারা 'ফাদাক' ও খায়বার ভূমি থেকে তাঁর হিস্যার অংশ চেয়েছিলেন। আবু বকর রা. তাদের দু'জনকে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি "আমাদের কোনো ওয়ারিস নেই। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হচ্ছে সাদকা। অবশ্য মুহাম্মদ স.-এর পরিবারবর্গ কেবলমাত্র সে সম্পদ থেকে ভরণ-পোষণ পাবার অধিকারী। আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ স.-কে এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে দেখেছি, আমিও তাই করবো এবং এর ব্যতিক্রম করবো না। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে ফাতেমা তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে কথাবার্তা বলেননি।[২]

٦٢٥٩ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَنَا لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ .

৬২৫৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমাদের নবীগণের কোনো ওয়ারিস নেই। আমরা যাকিছু রেখে যাই তা সবই সাদকা।

٦٢٦٠ـ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَلِيْ مِنْ حَدِيْثِهِ ذٰلِكَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ فَاَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّا لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ، قَالاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ اِلٰى قَدِيْرٌ، فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَااحْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ

২. হযরত আবু বকর রা. ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাও ছিল তাঁর হাতে। ফাতেমা রা. পিতৃ অংশের এবং আব্বাস রা. ভ্রাতুষ্পুত্রের অংশের দাবি তুলেছিলেন।

حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْ هٰذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ، اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ، فَتَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا مَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ، جِئْتَنِيْ تَسْاَلُنِيْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ وَاَتَانِيْ هٰذَا يَسْاَلُنِيْ نَصِيْبَ امْرَاَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا، فَقُلْتُ اَنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا اِلَيَّ فَاِنِّيْ اَكْفِيْكُمَاهَا

৬২৬০. ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালেক ইবনে আউস ইবনে হাদাসান আমাকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর ইবনে মুতইমও তার হাদীস থেকে এটা আমাকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন, হাদীসটির সত্যতা যাচাইয়ের নিমিত্তে আমি তাঁর (মালেক ইবনে আওস) কাছে গেলাম এবং তাঁকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, অবশেষে আমি (মালেক ইবনে আওস) ওমরের কাছে প্রবেশ করলাম। ইত্যবসরে তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে তাকে (ওমরকে) জিজ্ঞেস করলো, উসমান, আবদুর রহমান, যুবাইর ও সাদ রা. আপনার সাক্ষাতপ্রার্থী। এদের প্রবেশের অনুমতি আছে কি ? তিনি বলেন, হাঁ। অতপর সে তাদেরকে প্রবেশ করতে বললো। দ্বাররক্ষী পুনরায় এসে বললো, আলী ও আব্বাস রা. আপনার সাক্ষাত প্রার্থী। তাদের জন্য আপনার অনুমতি আছে কি ? তিনি বলেন, হাঁ। আব্বাস রা. বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যকার বিবাদের মীমাংসা করে দিন। তিনি (ওমর) বলেন, আমি তোমাদেরকে সে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যাঁর ইচ্ছায় আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে। তোমরা কি অবগত আছো যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "আমাদের কোনো ওয়ারিস নাই। আমরা যাকিছু রেখে যাই তা সবটুকুই সাদকা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. নিজের ব্যাপারে বলেছেন। উপস্থিত লোকেরা বলেন, অবশ্য তিনি এরূপই বলেছেন। অতপর তিনি (ওমর) আলী ও আব্বাস রা.-কে বলেন, তাঁরা উভয়ে বলেন, তোমরাও কি অবগত আছো যে, রসূলুল্লাহ স. একথা বলেছেন ? তাঁরা উভয়ে বলেন, হাঁ, তিনি একথা বলেছেন। অতপর ওমর রা. বলেন, নিশ্চয় আমি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অবগত করতে চাই যে, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এসব যুদ্ধলব্ধ সম্পদে রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য এমন এক বিশেষ অংশ নির্দিষ্ট করেছিলেন যা তিনি ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 'ফাই' হিসেবে যাকিছু আল্লাহ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন --- সর্বশক্তিমান"–সূরা আল হাশর ঃ ৬। (কুরআনের এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হচ্ছে যে,) উল্লেখিত সম্পদ কেবলমাত্র রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য নির্ধারিত। আল্লাহর কসম ! তিনি তা তোমরা ছাড়া অন্য কারোর জন্য সংগৃহীত করে রাখেননি এবং তাতে তোমাদের ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্যও দেননি। এ সম্পদ

যতদিন অবশিষ্ট থাকবে তা আমি তোমাদেরকেই প্রদান করবো এবং তোমাদের মধ্যেই বিতরণ হবে। আর নবী স. এ সম্পদ থেকে তাঁর পরিবারবর্গের পূর্ণ বছরের ব্যয় বহন করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো তা তিনি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করতেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর গোটা জীবদ্দশায় এ নীতিই অবলম্বন করেছিলেন। আল্লাহর কসম দিয়ে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, একথাগুলো তোমরা অবগত আছো কি ? সকলে জবাব দিলেন, হাঁ। অতপর তিনি আলী ও আব্বাস রা.-কে বললেন, আমি তোমাদের দু'জনকেও আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা উভয়েও একথাগুলো অবগত আছো কি ? তাঁরাও বলেন, হাঁ। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে মৃত্যুদান করলেন এবং আবু বকর রা. (খলীফা নিযুক্ত হয়ে) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতিনিধি। তিনি তা স্বীয় আয়ত্বে এনে তাতে সে নীতিই অবলম্বন করলেন যা রসূলুল্লাহ স. করেছিলেন। পরে আল্লাহ তাআলা আবু বকর রা.-কেও মৃত্যুদান করলেন। আমি বলছি, আমিও রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতিনিধি। আমিও বিগত দু' বছর যাবত তা আয়ত্বে এনে তাতে সে নীতিই অনুসরণ করছি। যা রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর রা. করেছিলেন। আর এখন তোমরা দু'জনই আমার কাছে এসেছো, তোমাদের উভয়ের দাবিও এক। আর ঘটনাও তোমাদের উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। [অতপর ওমর রা. আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন,] তুমি এসে আমার কাছে চাচ্ছো তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের অংশ। আর সে (আলী) এসে আমার কাছে চাচ্ছে তার স্ত্রীর পিতা থেকে প্রাপ্য অংশ। আমি তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমরা চাও তবে আমি তা তোমাদের কাছে অর্পণ করবো। কিন্তু তোমরা কি আমার থেকে কামনা করছো যে, আমি পেছনের নীতির ব্যতিক্রম করে তোমাদের জন্য ফায়সালা করবো ? সেই আল্লাহর কসম ! যাঁর ইচ্ছায় আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে ! কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আমি এর মধ্যে পূর্ব-নীতির ব্যতিক্রম কোনো ফায়সালা করতে পারবো না। অতএব যদি তোমরা এ নীতি মোতাবেক তার ব্যবস্থাপনায় অপারগ হও, তাহলে তোমরা তা আমার কাছে ফেরত দিবে এবং আমি তোমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে তার ব্যবস্থাপনা করার জন্য যথেষ্ট।

٦٢٦١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৬২৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ টাকা-পয়সার মত আমার মীরাস বণ্টিত হবে না। আমার স্ত্রীদের খোরপোষ এবং কর্মচারীদের ব্যয়ভার নির্বাহের পর যাকিছু আমি অবশিষ্ট রেখে যাই তা সম্পূর্ণটাই হচ্ছে সাদকা।

٦٢٦٢ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ .

৬২৬২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-এর ইনতিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ উসমান রা.-কে আবু বকরের কাছে তাদের ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। আয়েশা রা. বললেন, রসূলুল্লাহ স. কি একথা বলেননি যে, আমাদের কোনো ওয়ারিস নেই, আমরা যাকিছু পরিত্যক্ত রেখে যাই তা সবটিই সাদকা ?

৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ যে ব্যক্তি মাল-সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারবর্গের জন্য।

٦٢٦٣- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

৬২৬৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও নিকটতম। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করে এবং তা পরিশোধ করার পরিমাণ কিছুই রেখে যায়নি, তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমাদের। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে গেছে, তা তার ওয়ারিসদের।[৩]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা ও মাতা থেকে পুত্রের ওয়ারিসী স্বত্ব। যায়েদ ইবনে সাবেত রা. বলেন, কোনো পুরুষ কিংবা নারী একটি মাত্র কন্যা রেখে মারা গেলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। কিন্তু কন্যা দু'জন বা ততোধিক হলে তাদের সকলের অংশ হবে দুই-তৃতীয়াংশ। তাদের সাথে কোনো পুরুষ অংশীদার থাকলে প্রত্যেক অংশীদার থেকে বণ্টন শুরু করতে হবে। ফলে সর্বপ্রথম ذوى الفروض **অর্থাৎ যাদের অংশ নির্ধারিত, তাদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তন্মধ্যে একজন পুরুষের অংশ হবে দু'জন নারীর সমপরিমাণ।**

٦٢٦٤- عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَهُوَ لاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

৬২৬৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ নির্দ্ধারিত অংশ তার প্রাপককে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা (মৃতের) পুরুষ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করো।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কন্যাদের ওয়ারিসী স্বত্ব।

٦٢٦٥- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَاَتَانِى النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَتِىْ اَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ فَقَالَ لاَ قَالَ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَرَكْنَ وَلَدَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا اِلَى فِى اِمْرَاَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِىْ ؟ فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِى فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِى حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ، وَلٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىِّ .

৬২৬৫. সাদ ইবনে আবু ওয়াককাস রা. বলেন, মক্কায় আমি মারাত্মক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, তাতে মৃত্যুর আশংকা করেছিলাম। নবী স. আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে

৩. রসূলুল্লাহ স. তাঁর জীবদ্দশায় গরীব-দুঃস্থ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিজেই তার ঋণ শোধ করে দিতেন। কারো মতে, তা বায়তুলমাল থেকেই দেয়া হতো।

আল্লাহর রসূল ! আমি প্রচুর সম্পদশালী ব্যক্তি, অথচ একটি কন্যা সন্তান ছাড়া আমার আর কোনো ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা করতে পারি ? তিনি বলেন, না। তিনি বললো, তাহলে অর্ধেক ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বলেন, হাঁ। এক-তৃতীয়াংশ। এটাও প্রচুর। তুমি তোমার সন্তানদেরকে রিক্তহস্ত পরোমুখাপেক্ষী অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে বিত্তবান-সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক ভালো। কেননা তুমি তাদের জন্য যাকিছুই ব্যয় করবে তাতে তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে, এমনকি যে খাদ্য গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে সেজন্যও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি তো আমার হিজরত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি (অর্থাৎ আমি তো আমার সাথীদের থেকে পেছনে থেকে যাচ্ছি)।[৪] তিনি বলেন, তুমি কক্ষণো আমার পেছনে পড়ে থাকবে না। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে কাজ করবে তজ্জন্য তোমার সম্মান ও মর্যাদা বুলন্দই হবে। এও হতে পারে যে, তুমি আমার পরে জীবিত থাকবে, শেষে তোমার দ্বারা এক জাতি বিরাট লাভবান হবে, আর অন্যরা হবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত।[৫] কিন্তু সাদ ইবনে খাওলার জন্য আফসোস। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। কেননা তিনি মক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন।[৬] সুফিয়ান বলেন, সাদ ইবনে খাওলা বনী আমের ইবনে লুয়াঈ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

٦٢٦٦ـ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ اَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا اَوْ اَمِيْرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَاُخْتَهُ فَاَعْطَى الْاِبْنَةَ النِّصْفَ وَالْاُخْتَ النِّصْفَ

৬২৬৬. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়ায ইবনে জাবাল রা. শিক্ষক অথবা শাসক হয়ে ইয়ামন দেশে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তাঁকে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, যে মৃত্যুকালে এক কন্যা ও এক বোন রেখে গেছে। তিনি কন্যাকে অর্ধেক এবং ভগ্নিকে অর্ধেক দিয়েছেন।[৭]

৭-অনুচ্ছেদ ঃ পুত্রের অবর্তমানে পৌত্রের মীরাস।

"যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারী রা. বলেন, যদি মৃত ব্যক্তির কোনো পুত্র জীবিত না থাকে, পুত্রের ঔরষজাত পৌত্র থাকে, এমতাবস্থায় সে পৌত্রই পুত্রের স্থলবর্তী হবে। পৌত্রদের পুরুষগণ পুত্রদের পুরুষদের এবং তাদের নারীগণ পুত্রদের নারীর ন্যায় অংশে অংশীদার হবে। ফলে তারা তেমনি অংশ পাবে যেমনি পুত্রেরা পেতো এবং অপরকে তেমনিভাবে বঞ্চিত করবে যেমনি পুত্রেরা করতো। আর পুত্রের বর্তমানে পৌত্র ওয়ারিস হবে না।

٦٢٦٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

---

৪. অনেকের ধারণা ছিল, যে স্থান থেকে হিজরত করা হয় পরে সে স্থানে এসে মারা গেলে তার হিজরত বাতিল হয়ে যায়। হযরত সাদ রা.-ও সে ধারণা থেকেই একথা বলেছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন মুহাজির। আর উক্ত ঘটনা ছিল ৮ম হিজরী মক্কা বিজয় সময়কার।

৫. রসূলুল্লাহ স.-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের খিলাফত যুগে গোটা ইরাক তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানদের দখলে আসে। আর মুসলমানরা প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হন। অপরদিকে কাফেরদের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধিত হয়।

৬. কারো কারো মতে সে মক্কা থেকে মুসলমান অবস্থায় হিজরত করেছিল বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।

৭. কন্যা যাবীল ফুরুয হিসেবে অর্ধেক এবং অন্য কোনো ওয়ারিস না থাকায়, বোন আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট অর্ধেকের অধিকারী হয়েছে।

৬২৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নির্দ্ধারিত অংশ প্রাপককে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়গণের মধ্যে বণ্টন করো।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ কন্যার সাথে পৌত্রীর ওয়ারিসী স্বত্ব।

٦٢٦٨- عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيْلَ، يَقُوْلُ سُئِلَ اَبُوْ مُوْسٰى عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَاَتِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَسَيُتَابِعُنِىْ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ اَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ اِذَنْ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اَقْضِىْ فِيْهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ فَاَتَيْنَا اَبَا مُوْسٰى فَاَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لاَ تَسْاَلُوْنِىْ مَادَامَ هٰذَا الْحِبْرُ فِيْكُمْ .

৬২৬৮. আবু কায়েস র. থেকে বর্ণিত। আমি হুযাইল ইবনে সুরাহবীলকে বলতে শুনেছি, আবু মূসা কে (মৃত ব্যক্তির) এক কন্যা, পৌত্রী ও ভগ্নি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, কন্যার অর্ধেক এবং অর্ধেক ভগ্নির। আরো অধিক যাঁচাইয়ের জন্য তুমি ইবনে মাসউদের কাছে যেতে পারো। আশা করি তিনি আমার অনুসরণ করবেন। অতপর ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলো এবং আবু মূসার বর্ণনাও তাকে অবহিত করা হলো। তিনি বলেন, এরূপ ফতোয়া দিলে আমি নিশ্চিত গোমরাহ হয়ে যাবো এবং কখনো হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। এ ব্যাপারে আমি সে ফয়সালাই করবো যা রসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। (প্রকৃত মাসয়ালা এই) কন্যার অংশ হচ্ছে অর্ধেক, পৌত্রীর জন্য এক-ষষ্ঠমাংশ, আর তা দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করবে।[৮] এরপর অবশিষ্ট সম্পদ যা থাকবে, তা পাবে বোন। রাবী বলেন, এরপর আমরা আবু মূসার কাছে আসলাম এবং ইবনে মাসউদের বর্ণনা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন, যতদিন এ মনীষী তোমাদের মাঝে থাকবেন, আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা ও ভাইদের সাথে দাদার মীরাস। আবু বকর, ইবনে আব্বাস ও ইবনুল যুবাইর রা. বলেন, দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত এবং ইবনে আব্বাস রা. পড়েছেন ঃ

يَا بَنِىْ اٰدَمَ : وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ.

"হে আদম সন্তান !"–সূরা আল আরাফ ঃ ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫। "আমি আমার পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের দীনেরই অনুসরণ করেছি"–সূরা ইউসুফ ঃ ৩৮। এখানে দাদাকে পিতা হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। আবু বকরের রা. খেলাফত যুগে কেউ তাঁর এ উক্তির বিরোধিতা করেছেন বলে কারো নিকট থেকে উল্লেখ নেই। অথচ নবী স.-এর কাছে তখন অনেক সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন এবং ইবনে আব্বাস রা. বলেন, পৌত্রই আমার ওয়ারিস হবে, ভাইয়েরা নয়। কিন্তু আমি আমার পৌত্রের ওয়ারিস হবো না। অবশ্য আলী, ওমর, ইবনে মাসউদ এবং যায়েদ রা. থেকে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মত উল্লেখ আছে।

---

৮. কন্যা কিংবা সেই পর্যায়ের নারীর সংখ্যা দুই বা ততোধিক যতই হোক, তাদের সর্বোচ্চ অংশ হচ্ছে দু-তৃতীয়াংশ।

٦٢٦٩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ -

৬২৬৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, নির্দ্ধারিত অংশ তার প্রাপককে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা (মৃতের) পুরুষ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করো।

٦٢٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَّا الَّذِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ وَلٰكِنَّ خُلَّةُ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ اَوْ قَالَ خَيْرٌ فَاِنَّهُ اَنْزَلَهُ اَبًا اَوْ قَالَ قَضَاهُ اَبًا

৬২৭০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবু বকর সিদ্দীক সম্বন্ধে) রসূলুল্লাহ স. যে মন্তব্য করেছেন তাতে তিনি বলেছেন ঃ এ উম্মতের মধ্যে যদি আমি কাউকে একান্ত বন্ধু (খলীল) বানাতাম, তাহলে তাকেই বানাতাম। ইসলামী ভ্রাতৃত্বই হচ্ছে সর্বোত্তম বা সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা তিনি [রসূলুল্লাহ স.] তাঁকে [ইবরাহীম আ.-কে] পিতৃ আসনে বসিয়েছেন অথবা তিনি তাঁকে পিতৃ মর্যাদা প্রদান করেছেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ (মৃতের) সন্তান প্রমুখের স্বামীর ওয়ারিসী স্বত্ব।

٦٢٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .

৬২৭১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলে সম্পদের মালিক ছিল সন্তান এবং পিতা-মাতার জন্য ছিল ওসিয়ত। অতপর আল্লাহ তাআলা তা থেকে যেটা পসন্দ করেছেন সেটাকে রহিত করে দিয়েছেন এবং একজন পুরুষের জন্য দু'জন নারীর সমপরিমাণ অংশ নির্ধারণ করেছেন ; আর সন্তান বর্তমান থাকাবস্থায় পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছেন এক-ষষ্ঠমাংশ ; আর অবস্থাভেদে স্ত্রীর জন্য রেখেছেন এক-অষ্টমাংশ বা এক-চতুর্থাংশ এবং স্বামীর জন্য রেখেছেন অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ (মৃতের) সন্তান প্রমুখের সাথে স্ত্রী ও স্বামীর ওয়ারিসীস্বত্ব।

٦٢٧٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جَنِيْنِ امْرَاَةٍ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ ثُمَّ اِنَّ الْمَرْاَةَ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلٰى عَصَبَتِهَا .

৬২৭২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লিহয়ান গোত্রীয় জনৈকা নারীর গর্ভপাতের দিয়াত স্বরূপ রসূলুল্লাহ স. একটি দাস কিংবা একটি দাসী প্রদানের ফায়সালা করেন। তিনি যে নারীর ওপর দিয়াত আরোপ করেছিলেন সে মারা গেলে রসূলুল্লাহ স. এ ফায়সালা দিলেন যে, তার পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হবে তার স্বামী ও সন্তানগণ, কিন্তু দিয়াত পরিশোধ করবে তার নিকটতম পুরুষ আত্মীয়গণ (আসাবাগণ)।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ (মৃতের) কন্যাদের সাথে ভগ্নিরা ওয়ারিস হবে আসাবা হিসেবে।

٦٢٧٣- عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَضٰى فِيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْاُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضٰى فِيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৬২৭৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে মুয়ায ইবনে জাবাল রা. আমাদের মাঝে এ ফায়সালা করেছেন যে, কন্যার অংশ হচ্ছে অর্ধেক এবং ভগ্নির জন্যও অর্ধেক। সুলাইমানের রেওয়ায়াতে মূল হাদীসে "আমাদের মাঝে ফায়সালা করেছেন" পর্যন্ত উক্ত আছে। কিন্তু "রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে" কথাটুকু উল্লেখ নেই।

٦٢٧٤- عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَاَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ وَمَابَقِيَ فَلِلْاُخْتِ.

৬২৭৪. হুযাইল র. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নিশ্চয়ই আমি এ ক্ষেত্রে সে ফায়সালাই করবো যেরূপ ফায়সালা নবী স. করেছেন। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, কন্যার জন্য অর্ধেক, পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠমাংশ এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে বোন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ (মৃতের) ভাই-বোনদের ওয়ারিসীস্বত্ব।

٦٢٧٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّا وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا لِيْ اَخَوَاتٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ.

৬২৭৫. মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির রা.-কে বলতে শুনেছি, নবী স. আমার কাছে আসলেন। আমি ছিলাম অসুস্থ। তিনি অযুর পানি চাইলেন এবং অযু করলেন। অতপর তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি আমার ওপরে ছিঁটিয়ে দিলেন। সাথে সাথে আমার জ্ঞান ফিরে আসলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার কেবল ক'জন ভগ্নিই আছে। এ সময় ফারায়েযের (অংশ বণ্টনের) আয়াত নাযিল হয়েছে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ.

"আপনার কাছে লোকেরা ব্যবস্থা জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ (পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬

٦٢٧٦- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ.

৬২৭৬. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মীরাস সংক্রান্ত যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, তন্মধ্যে সূরা নিসার শেষাংশে সর্বশেষ এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "(হে নবী !) লোকেরা আপনার কাছে ব্যবস্থা জানতে চাইবে, আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ব্যবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন।"-সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ (মৃতের) দুই চাচাত ভাই যাদের একজন পিত্রেয় ভাই এবং অপরজন স্বামী। এমন মৃত ব্যক্তিই হচ্ছে 'কালালাহ'। আলী রা. বলেন, স্বামীর জন্য অর্ধেক, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা এদের মধ্যে আধাআধি বণ্টিত হবে।

٦٢٧٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَوَالِى الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ اَوْ ضَيَاعًا فَاَنَا وَلِيُّهُ فَلاُدْعُ لَهُ .

৬২৭৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও নিকটতর। সুতরাং কোনো ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেলে তার উক্ত সম্পদ নিকটতম আত্মীয়দের জন্য। কোনো ব্যক্তি ঋণ অথবা নাবালেগ ইয়াতীম রেখে গেলে আমিই তার অভিভাবক। ফলে তার সাহায্যার্থে আমাকেই ডাকা হবে।

٦٢٧٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلاَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

৬২৭৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, নির্দ্ধারিত অংশ তার প্রাপককে দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা (মৃতের) নিকটতম পুরুষ আত্মীয়গণের (আসাবা) মধ্যে বণ্টন করো।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যাবিল আরহাম।[৯]

٦٢٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِىُّ الْاَنْصَارِىُّ دُوْنَ ذَوِىْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِىْ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلْنَا مَوَالِىَ ، قَالَ نَسَخَتْهَا : وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ

৬২৭৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। (আল্লাহর বাণী) "এবং আমরা প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছি"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৩। "এবং যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছো"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৩। তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা আনসারদের ওয়ারিস হয়েছিলেন। যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন নবী স. তাদের পরস্পরের মধ্যে স্থাপন করেছিলেন তার ভিত্তিতে তাদের 'যাবিল আরহাম' আত্মীয়ের পরিবর্তে। অতপর 'জায়ালনা মাওয়ালিয়া' নাযিল হলে তিনি বলেন ঃ তখন "ওয়াল্লাযীনা আ'কাদাত আইমানুকুম" অর্থাৎ "যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছো"–এর আদেশ রহিত হয়ে গেলো।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ালানার ওয়ারিসীস্বত্ব।[১০]

٦٢٨٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَاَتَهُ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَانْتَقَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ .

---

৯. শরীয়াতের পরিভাষায় এমন নিকটাত্মীয়দেরকে 'যাবিল আরহাম' বলা হয়, যারা যাবীল ফুরুয'ও 'আসাবা' নয়।

১০. যদি স্বামী তার কোনো সন্তান অথবা স্ত্রীর কোনো গর্ভকে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান কিংবা এ গর্ভ তার দ্বারা সংঘটিত হয়নি, পক্ষান্তরে সে স্ত্রীর প্রতি যেনার অভিযোগ করলো। আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে। এমতাবস্থায় বিচারকের সম্মুখে তারা পরস্পর অভিশাপযুক্ত কসম করে বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'লিয়ান' বলা হয় এবং এরূপ স্ত্রীর গর্ভজাত উক্ত সন্তানকে বলা হয় 'মুলায়নাহ'।

৬২৮০. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-এর যুগে তার স্ত্রীর সাথে 'লিয়ান' করলো এবং তার সন্তান থেকে অস্বীকৃতি জানালো। নবী স. তাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। আর সন্তানকে নারীর (স্ত্রীর) সাথে যুক্ত করলেন।[১১]

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিছানা যার সন্তান তার, স্ত্রী স্বাধীন হোক বা দাসী।

٦٢٨١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ اِلَى اَخِيْهِ سَعْدٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ، قَالَ ابْنُ اَخِيْ عَهِدَ اِلَيَّ فِيْهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ اَخِي وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَاَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ .

৬২৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা তার ভাই সা'দকে ওসিয়ত করেছিলো যে, যামআর দাসীর গর্ভের সন্তান আমার ঔরষজাত। সুতরাং তুমি তাকে তোমার দখলে নিবে। অতএব মক্কা বিজয়কালে সা'দ তাকে স্বীয় আয়ত্বে নিয়ে আসলো এবং বললো, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, এর সম্বন্ধে আমার ভাই আমাকে ওসিয়ত করে গেছে। আবদ ইবনে যামআ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এ আমার ভাই এবং আমার পিতার ঔরষে তার দাসীর সন্তান, তার বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর তারা উভয়ে তাদের বিবাদ নবী স.-এর কাছে উত্থাপন করলো। সা'দ বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আমার ভাইপুত, তার সম্পর্কে আমার ভাই আমাকে ওসিয়ত করে গেছে। আবদ ইবনে যামআ বললো, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর গর্ভজাত, সে তার বিছানায় জন্মেছে। নবী স. বললেন, হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই প্রাপ্য। বিছানা যার সন্তানও তার এবং ব্যভিচারীর জন্য পাথর (অর্থাৎ তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে)। অতপর তিনি সাওদা বিনতে যামআ রা.-কে বললেন, তুমি এর থেকে পর্দা করো। কারণ তিনি এর মধ্যে উতবার গঠনই দেখেছিলেন। ফলে আল্লাহর সাক্ষাত (মৃত্যু) পর্যন্ত সে তাঁকে (সাওদাকে) কখনো দেখতে পায়নি।

٦٢٨٢- اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ .

৬২৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ সন্তান বিছানার মালিকেরই।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ 'ওয়ালা' সেই পাবে, যে আযাদ (দাসত্বমুক্ত) করবে এবং লাকীত (কুড়িয়ে পাওয়া শিশু)-এর মীরাস।[১২] ওমর রা. বলেন, লাকীত আযাদ গণ্য হবে।

٦٢٨٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُهْدِيَ لَهَا، فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৬২৮৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারীরা রা.-কে খরিদ করতে চাইলাম। নবী স. বললেন, তুমি তাকে খরিদ করো। কেননা তার পরিত্যক্ত সম্পদ (ওয়ালা) সে-ই পাবে যে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে। বারীরাকে ছাগলের (গোশত) উপঢৌকন দেয়া হয়েছিলো। নবী স. বললেন, তা তার জন্য সাদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া (উপঢৌকন)।

---

১১. এ সন্তান উক্ত পিতার ওয়ারিস হবে না।

১২. হারানো বস্তু পাওয়া গেলে তাকে বলা হয় 'লোকতা' আর লা-ওয়ারিস শিশু পাওয়া গেলে তাকে বলা হয় 'লাকীত'।

٦٢٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

৬২৮৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, দাসত্বমুক্তকারীই 'ওয়ালা' পাবে।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ সায়েবার মীরাস।

٦٢٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ لاَ يُسَيِّبُوْنَ، وَاِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَ .

৬২৮৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানরা সায়েবা করতো না। অবশ্য জাহিলী যুগের লোকেরা (তাদের পশুকে) সায়েবা বানাতো।[১৩]

٦٢٨٦- عَنِ الْأَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ لِتُعْتِقَهَا فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَ هَا، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ لأُعْتِقَهَا وَاِنَّ اَهْلَهَا يَشْتَرِطُوْنَ وَلاَءَ هَا فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ اَوْ قَالَ اَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَاعْتَقَتْهَا قَالَ وَخُيِّرَتْ نَفْسُهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ اُعْطِيْتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْاَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَوْلُ الْاَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَاَيْتُهُ عَبْدًا اَصَحُّ .

৬২৮৬. আসওয়াদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রা. বারীরাহকে দাসত্ব মুক্ত করার উদ্দেশ্যে খরিদ করলেন। কিন্তু তার মনিবেরা তার 'ওয়ালা' তাদের নিজেদের জন্য হবার শর্তারোপ করে। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি বারীরাহকে দাসমুক্ত করার উদ্দেশ্যে খরিদ করেছি। কিন্তু তার মনিবেরা তার ওয়ালা তাদের জন্য হবার শর্তারোপ করেছে। তিনি বললেন, তুমি তাকে দাসত্ব মুক্ত করো। ওয়ালা সম্পদ সে-ই পাবে, যে তাকে দাসত্ব মুক্ত করে, অথবা তিনি বলেছেন, যে তার মূল্য প্রদান করে। বর্ণনাকারী বলেন, শেষে তিনি তাকে খরিদ করলেন এবং পরে তাকে দাসত্বমুক্ত করে দিলেন। রাবী বলেন, তাকে (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার বা অটুট রাখার) এখতিয়ার দেয়া হলে সে নিজেকে স্বাধীন (বিবাহ বন্ধনমুক্ত) করে নিলো এবং সে বললো, যদি আমাকে অনেক সম্পদও প্রদান করা হয় তবুও আমি তার (প্রাক্তন স্বামীর) সাথে বসবাস করতে প্রস্তুত নই।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তদাস তার মনিবকে অস্বীকার করলো, সে গুনাহ (পাপ) করলো।

٦٢٨٧- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ غَيْرَ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ فَاَخْرَجَهَا فَاِذَا فِيْهَا اَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَاَسْنَانِ الْاِبِلِ قَالَ وَفِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلَى كَذَا، فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا، اَوْ اٰوَى مُحْدِثًا،

১৩. 'সায়েবা' ইসলাম-পূর্ব যুগে মুশরিকরা তাদের দেবতা কিংবা ঠাকুরের নামে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পশু ছেড়ে দিতো। তা থেকে কোনো কাজ নেয়া হতো না, এমনকি তার দুধও পান করতো না। এর কোনো ওয়ারিস বা মালিকও কেউ হতো না। এ জাতীয় পশুকে 'সায়েবা' বলা হয়। অনুরূপভাবে কোনো দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার পর, বলতো 'ইহা সায়েবা'। সুতরাং এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি কোনো ওয়ারিস না রেখে যায়, তখন যে ব্যক্তি তাকে সায়েবা অর্থাৎ দাসত্ব থেকে মুক্ত করলো, সে-ই তার ওয়ারিস হবে।

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً، وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ .

৬২৮৭. ইবরাহীম তাইমী র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রা. বলেছেন, এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা ব্যতীত আল্লাহর কিতাব ছাড়া পড়ার মতো অন্য কোনো কিতাব আমাদের কাছে নেই। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, আলী রা. তা বের করলেন। তখন দেখা গেলো এর মধ্যে মানবদেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের দিয়াত সংক্রান্ত বিধান ও উটের বয়সের (যাকাত ও দিয়াত হিসেবে দেয়) বিবরণ সম্বলিত নানা বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, তাতে এও উল্লেখ আছে যে, মদীনার 'আঈর' পাহাড় থেকে অমুক স্থানের (কারো মতে ওহুদ পর্বত) মধ্যবর্তী স্থানটি হারাম (সম্মানিত বা মর্যাদাসম্পন্ন)। অতএব যে কেউ এর মধ্যে (নিজের খেয়াল-খুশী মতো দীনের (নতুন কিছু সংযোজন করবে, বিদয়াত প্রচলন করবে) অথবা সে বিদয়াত প্রচলনকারীকে আশ্রয় দেবে, তার ওপর বর্ষিত হবে আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মানুষ সকলের অভিসম্পাত।

কিয়ামতের দিন তার কোনো ফরয এবং নফল (কর্ম) গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য সম্প্রদায়কে মনিব বানায়, তার ওপরেও আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন গ্রহণ করা হবে না তার কোনো ফরয এবং নফল (কর্ম)। সকল মুসলমানের অঙ্গীকার এক সমান। তাদের সাধারণ ব্যক্তির দেয়া অঙ্গিকার (নিরাপত্তাদানের প্রতিশ্রুতি) মেনে চলতে হবে।[১৪] যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ইজ্জত-আব্রু ক্ষুণ্ন করবে, তার ওপরেও আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলের অভিসম্পাত। কিয়ামতের দিন গ্রহণ করা হবে না তার কোনো ফরয এবং নফল (কাজ)।

٦٢٨٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

৬২৮৮. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ওয়ালা বিক্রয় এবং তা দান করা নিষেধ করেছেন।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো অমুসলমান কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করলে হাসান (বসরী)-এর মতে তার জন্য এ ব্যক্তির ওপর কোনো প্রকারের অধিকার থাকবে না। নবী স. বলেছেন, 'ওয়ালা' সে-ই পাবে, যে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করলো। তামীমুদ্দারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, সে (অর্থাৎ যাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলো) জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়, এ ব্যক্তির জন্য সমস্ত লোকের চেয়ে নিকটতর। অবশ্য এ হাদীস সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে।

٦٢٨٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ

১৪. মুসলমানদের যে কেউ অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকার, চুক্তি কিংবা নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হলে প্রত্যেক মুসলমান তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلَى اَنَّ وَلاَءَ هَا لَنَا فَذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

৬২৮৯. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. দাসত্বমুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি দাসী খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তার মনিবেরা বললো, আমরা তাকে আপনার কাছে এ শর্তে বিক্রয় করতে পারি যে, তার ওয়ালা আমাদের। সুতরাং তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে একথা জানালেন। তিনি বলেন, তা (শর্ত) তোমার বাধা সৃষ্টি করবে না। কেননা ওয়ালা তারই, যে দাসত্বমুক্ত করে।

٦٢٩٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَ هَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ قَالَتْ فَاَعْتَقْتُهَا قَالَتْ فَدَعَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ اَعْطَانِىْ كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

৬২৯০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারীরাকে খরিদ করলাম। কিন্তু তার মনিবেরা তার ওয়ালার শর্তারোপ করলো। আমি নবী স.-কে একথা জানালাম। তিনি বলেন, তুমি তাকে দাসত্ব মুক্ত করো। ওয়ালা সে-ই পাবে যে মুদ্রা (মূল্য) প্রদান করে। আয়েশা রা. বলেন, আমি তাকে দাসত্ব মুক্ত করলাম। এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বারীরাকে ডাকলেন এবং তাকে বর্তমান স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকা বা না থাকার এখতিয়ার দিলেন। সে বললো, যদি সে (স্বামী) আমাকে প্রচুর সম্পদও প্রদান করে তবুও আমি তার কাছে রাত্রিযাপন করবো না। শেষে সে তার দেহকে স্বাধীন করেই নিলো। আসওয়াদ বলেন, তার স্বামী ছিল আযাদ।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নারীরাও ওয়ালার ওয়ারিস হয়।

٦٢٩١- عَنْ اِبْنَ عُمَرَ قَالَ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُمْ يَشْتَرِطُوْنَ الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

৬২৯১. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রা. বারীরাকে খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি নবী স.-কে বললেন, বারীরার মনিবেরা এ শর্তারোপ করেছে যে, তার 'ওয়ালা' তারাই নেবে। নবী স. বললেন, তুমি তাকে খরিদ করো। 'ওয়ালা' তারই প্রাপ্য, যে তাকে দাসত্ব মুক্ত করে।

٦٢٩٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِىَ النِّعْمَةَ

৬২৯২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, 'ওয়ালা' তারই প্রাপ্য যে মুদ্রা (মূল্য) প্রদান করে এবং সম্পদের দায়িত্ব বহন করে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম যে সম্প্রদায় থেকে দাসত্বমুক্ত হলো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ভাগ্নেও মামাদের গোষ্ঠীভুক্ত।

٦٢٩٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اَوْ كَمَا قَالَ .

৬২৯৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, গোলাম যে সম্প্রদায় থেকে দাসত্বমুক্ত হয়েছে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথবা তিনি যেরূপ বলেছেন।

٦٢٩٤- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ اَوْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ .

৬২৯৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, ভাগ্নে যে সম্প্রদায়ের সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১৫]

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদীর ওয়ারিসীস্বত্ব। যে কয়েদী শত্রুরাষ্ট্রে বন্দী, কাযী শুরাইহ এমন কয়েদীকে ওয়ারিস বানাতেন। তিনি বলতেন, সে এ মীরাসের অধিক মুখাপেক্ষী। ওমর ইবনে আবদুল আযীয র. বলেন, কয়েদীর ওসিয়ত ও তার দাসত্ব থেকে মুক্তির নির্দেশ (যথাসম্ভব) প্রয়োগ করো, সে কয়েদী যতক্ষণ নাগাদ তার দীন থেকে বিমুখ না হয়। প্রকৃতপক্ষে তা তারই সম্পদ। সুতরাং সে তন্মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে পারে।

٦٢٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا.

৬২৯৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে গেছে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর যে ঋণ কিংবা নাবালেগ ইয়াতীম রেখে গেছে তা আমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের এবং কাফের ব্যক্তি মুসলমানের ওয়ারিস হবে না। সুতরাং মীরাস বন্টনের পূর্বে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য মীরাসে অংশ নেই।[১৬]

٦٢٩٦- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

৬২৯৬. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, মুসলমান ব্যক্তি কাফেরের এবং কাফের ব্যক্তি মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ খৃস্টান গোলামের এবং খৃস্টান মুকাতাব গোলামের মীরাস।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার প্রকৃত সন্তানকে অস্বীকার করে সে পাপী।[১৭]

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি কাউকে ভাই অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র বলে দাবি করলে।

٦٢٩٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِىْ غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ عُتْبَةَ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ اِلٰى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِهِ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا

---

১৫. যাবীল ফুরুয (যাদের অংশ নির্ধারিত) এবং আসাবা বর্তমান না থাকলে যাবীল আরহাম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে। ভাগ্নেও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

১৬. ব্যক্তির মৃত্যুসময়ই ওয়ারিস হবার জন্য মুসলমান হওয়ার শর্ত, বন্টনকালে নয়।

১৭. অন্য আর এক হাদীসে এ ব্যক্তির ভয়ানক শাস্তি ও পরিণতির কথা উল্লেখ আছে।

عَبْدُ، اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ .

৬২৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস ও আবদ ইবনে যাময়া এক ছেলের ব্যাপারে ঝগড়া করলো। সাদ বললো, হে আল্লাহর রসূল ! সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। (আমার ভাই) উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস আমাকে ওসিয়ত করে গেছে যে, সে তারই পুত্র।[১৮] আপনি এর আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। আর আবদ ইবনে যাময়া বললো, সে আমার ভাই। আমার পিতার বিছানায় তার দাসীর গর্ভে জন্মেছে। রসূলুল্লাহ স. তার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দেখলেন, উতবার সাথে তার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বললেন, হে আবদ ! সে তোমারই প্রাপ্য। কারণ বিছানা যার, সন্তানও তার। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। হে সাওদাহ বিনতে যাময়া ! তুমি এর থেকে পর্দা করো। তিনি (বর্ণনাকারিণী) বলেন, ফলে এ সন্তান (যার নাম ছিল আবদুর রহমান) কখনো [রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী] সাওদাহকে দেখতে পায়নি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের বাপকে বাদ দিয়ে অপরকে স্বীয় পিতা বলে দাবি করে।

٦٢٩٨- عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ غَيْرُ اَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِاَبِىْ بَكْرَةَ فَقَالَ وَاَنَا سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৬২৯৮. সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অপরকে স্বীয় পিতা বলে দাবি করে, অথচ সে ভালোভাবেই অবগত যে, এ তার প্রকৃত পিতা নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি উক্ত হাদীস আবু বকরের কাছে আলোচনা করেছি।[১৯] তখন তিনি বলেন, একথা আমিও অবগত। আমার দু'কান তা শুনেছে আর আমার অন্তর রসূলুল্লাহ স. থেকে তা সংরক্ষণ করেছে।

٦٢٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَهُوَ كُفْرٌ .

৬২৯৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রকৃত বাপ-দাদার পরিচয় থেকে অস্বীকার করো না। কেননা যে ব্যক্তি পিতার পরিচয় থেকে অস্বীকৃতি জানালো, সে অবশ্যই কুফরী করলো।[২০]

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো নারী কোনো শিশুকে নিজের সন্তান দাবি করলে।

---

১৮. কথিত আছে যে, ইসলামের পূর্বে যাময়ার দাসীর সাথে উতবার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এরই প্রেক্ষিতে উতবা তার ভাইকে এ সন্তান গ্রহণ করার ওসিয়ত করেছিল।

১৯. ইসলামের পূর্বে 'সুমাইয়া' নাম্নী এক নারীর সাথে আবু সুফিয়ানের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কের ফলে তার এক সন্তান জন্মায়। তার নাম ছিল 'যিয়াদ'। উক্ত নারী ছিল উবাইদ সাকাফীর স্ত্রী। আর যিয়াদ ছিল আবু বকর রা.-এর বৈ-মাত্রেয় ভাই। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ 'যিয়াদ' দীর্ঘদিন যাবত উবাই সাকাফীর পুত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু পরে সে জেনে-শুনেই নিজেকে আবু সুফিয়ানের পুত্র বলে দাবি করে। ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

২০. জেনে-শুনে পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করা অথবা এরূপ করাকে বৈধ মনে করা কুফরী। কারো মতে, তা কুফরী নয়, বরং হারাম কাজ।

٦٣٠٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَتِ امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرَى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى ، فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ قَطُّ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلاَّ الْمُدْيَةَ .

৬৩০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, দুই মহিলার সাথে তাদের দু'টি সন্তানও ছিল। একটি বাঘ এসে তাদের দু'জনের একজনের সন্তানটি নিয়ে গেলো। তাদের একজন নিজ সঙ্গীকে বললো, বাঘ তোমার সন্তানকেই নিয়ে গেছে। অপরজন বললো, সে তোমার সন্তানকেই নিয়ে গেছে। অতপর তারা দাউদ আ.-এর কাছে তাদের বিচার নিয়ে গেলো। তিনি সন্তানটি (তাদের মধ্যে) বড় মহিলাকে দেয়ার রায় দিলেন। তারা দাউদ আ.-এর পুত্র সুলাইমানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি বললেন, আমার কাছে একটি চাকু দাও। আমি তাকে তাদের মধ্যে দু' ভাগ করে দিবো। তখন ছোট মহিলাটি বললো, আপনি এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। এ সন্তান তারই। একথা শুনে তিনি সন্তানটি ছোট মহিলাকে দিয়ে দিলেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আল্লাহর কসম ! সিককীন (চাকু) শব্দটি আজকার পূর্বে আমি আর কখনো শুনিনি। কেননা এটাকে আমরা 'মুদইয়া' বলতাম।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ দৈহিক অবয়ব বিশারদ।[২১]

٦٣٠١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ قَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ اٰنِفًا اِلٰى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .

৬৩০১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় আমার কাছে প্রবেশ করলেন, তাঁর মুখমণ্ডলের রেখাগুলো ফুটে উঠেছিলো। তিনি বললেন, তুমি কি অবগত আছো যে, এই মাত্র 'মুজাযযেযু', যায়েদ ইবনে হারেসা ও উসামা ইবনে যায়েদের দিকে তাকিয়ে বললো, এ পা-গুলো পরস্পর থেকে (অর্থাৎ এদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে)।[২২]

٦٣٠٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُوْرٌ فَقَالَ اَىْ

---

২১. মানুষের হাত, পা কিংবা মুখমণ্ডল ইত্যাদি দ্বারা এ পরিচয় নির্ধারণ করা যে, সে কার পুত্র বা ভাই। এ বিদ্যায় পারদর্শীকে আরবী পরিভাষায় 'কায়েফ' বলে।

২২. উসামা ও যায়েদের মধ্যে গায়ের রং ও আকৃতিতে পার্থক্য ছিল। একজন ছিলো কালো, আর অপরজন ছিলো ফর্সা। অথচ তারা ছিলো পিতা ও পুত্র। রসূলুল্লাহ স. যায়েদকে পোষ্য পুত্র হিসেবে জানতেন। তাই মুনাফিকেরা মিথ্যা অপবাদ রটালো যে, উসামা যায়েদের পুত্র নয়। 'মুজাযযেয' ছিল ইলমে কিয়াফায় পারদর্শী। এ সম্বন্ধে তার কথা সকলের কাছে ছিল গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তার এ উক্তি শুনে রসূলুল্লাহ অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন।

عَائِشَةُ اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَاى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا وَبَدَتْ اَقْدَامُهُمَا فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .

৬৩০২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ স. আনন্দিত অবস্থায় আমার কাছে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, হে আয়েশা ! তুমি দেখেছো কি, 'মুজাযযেযু মুদলেজী' এসে উসামা ও যায়েদকে (একত্রে ঘুমন্ত) অবস্থায় দেখতে পেলো। চাদর দ্বারা তাদের উভয়ের মাথা দু'টি আবৃত ও দুজনের পাগুলো খোলা ছিলো। সে বললো, এ পাগুলো অবশ্যই পরস্পর থেকে।

❐

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

(দণ্ডবিধিসমূহের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দ (দণ্ড)-কে ভয় করা উচিত।[১]

২-অনুচ্ছেদ ঃ যেনা (ব্যভিচার) ও মদ্যপান। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যেনায় লিপ্ত অবস্থায় ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেয়া হয়।

٦٣٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৬৩০৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী যখন মদপান করে তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না। ছিনতাইকারী যখন প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ছিনতাই করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মদ্যপায়ীকে প্রহার করা সম্পর্কে।

٦٣٠٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ .

৬৩০৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. মদ্যপানের অপরাধে খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দিয়ে প্রহার করেছেন এবং আবু বকর রা. চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে প্রহার করার নির্দেশ দেয়া হলো।

٦٣٠٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِىْءَ بِالنُّعَيْمَانِ اَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْهُ قَالَ فَضَرَبُوْهُ فَكُنْتُ اَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ .

৬৩০৫. উকবা ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নুআইমান অথবা নুআইমানের পুত্রকে মদ্যপানের অপরাধে গ্রেফতার করে আনা হলো। নবী স. নির্দেশ দিলেন, ঘরের মধ্যে যারা আছে, তারা যেন একে পিটায়। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা তাকে পিটালো এবং যারা তাকে জুতা পেটা করলো আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।

---

১. শরীআ আইনে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধের দণ্ড বা শাস্তিও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এসব অপরাধ এবং এগুলোর শাস্তিকে 'হদ্দ' বলা হয়।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা প্রহার করা।

٦٣٠٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِنُعَيْمَانَ اَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَاَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ اَنْ يَّضْرِبُوهُ فَضَرَبُوْهُ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ .

৬৩০৬. উকবা ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত। নুআইমান অথবা তার পুত্রকে মাতাল অবস্থায় নবী স.-এর কাছে আনা হলো। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং ঘরের ভেতর যারা ছিল একে প্রহার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তারা তাকে খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা প্রহার করলো। (বর্ণনাকারী বলেন) যারা তাকে পিটালো তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

٦٣٠٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ اَبُوْ بَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ .

৬৩০৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মদ্যপানের অপরাধে খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা প্রহার করেছেন এবং আবু বকর রা. চল্লিশ ঘা চাবুক মেরেছেন।

٦٣٠٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اِضْرِبُوهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ، قَالَ لاَ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا، لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ

৬৩০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর কাছে এক মদ্যপকে আনা হলো। তিনি বললেন, তোমরা একে প্রহার করো। আবু হুরাইরা রা. বলেন, তখন আমাদের কেউ তার হাত দ্বারা, কেউ তার জুতা দ্বারা আবার কেউ তার কাপড় দ্বারা তাকে প্রহার করলো। শাস্তি দেয়ার পর লোকদের মধ্য থেকে কেউ বলে উঠলো, 'আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।' নবী স. বললেন, তোমরা এরূপ বলো না। তোমরা তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।

٦٣٠٩- عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ مَاكُنْتُ لاُقِيْمَ حَدًّا عَلٰى اَحَدٍ فَيَمُوْتُ فَاَجِدَ فِيْ نَفْسِي اِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَاِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذٰلِكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ .

৬৩০৯. আলী ইবনে আবু তালিব রা. বলেন, মদ্যপায়ী ছাড়া কারো ওপর আমি শাস্তি কার্যকর করেছি, আর সে মরে গেছে, এজন্য আমি কখনো দুঃখিত হইনি। কখনো মদ্যপায়ী শাস্তি কার্যকর করার কারণে মারা গেলে আমি তার দিয়াত আদায় করেছি। আর তা এজন্য ছিলো যে, রসূলুল্লাহ স. এ নিয়ম প্রচলন করেননি।[২]

٦٣١٠- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِمْرَةَ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُوْمُ اِلَيْهِ بِاَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَاَرْدِيَتِنَا حَتّٰى كَانَ اٰخِرُ اِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ اَرْبَعِيْنَ حَتّٰى اِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوْا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ

২. মদ্যপায়ী যতবারই মদ পান করুক এজন্য তাকে হত্যা করার বিধান নেই, বরং বেত্রাঘাত যথেষ্ট।

৬৩১০. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সময়, আবু বকরের খিলাফতকালে এবং ওমরের খিলাফতের প্রারম্ভে, মদ্যপায়ীকে এনে উপস্থিত করতাম এবং আমাদের হাত, জুতা ও চাদর দ্বারা তাকে শাস্তি দিতাম। (প্রহার করতাম)। কিন্তু ওমরের খিলাফতের শেষ পর্যায়ে তিনি চল্লিশ ঘা চাবুক মারতেন। আর তারা (মদ্যপায়ীরা) সীমাতিক্রম করলে এবং পাপে লিপ্ত হলে তখন তিনি আশি বেত্রাঘাত কার্যকর করেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মদ্যপায়ীকে অভিশম্পাত করা মাকরূহ। কেননা, সে (এ পাপে) ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয় না।

٦٣١١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَلَدَهُ فِى الشَّرَابِ فَاُتِىَ بِهٖ يَوْمًا فَاَمَرَ بِهٖ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْهُ مَا اَكْثَرَ مَا يُؤْتٰى بِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَلْعَنُوْهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৬৩১১. ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর সময় এক ব্যক্তির নাম ছিলো আবদুল্লাহ এবং উপাধি ছিল 'হিমার' (গাধা)। সে (কথায় কথায়) রসূলুল্লাহ স.-কে খুব হাসাতো। মদ্যপানের অপরাধে রসূলুল্লাহ স. তাকে চাবুক মেরেছিলেন। একদিন তাকে (এ অপরাধে) আনা হলো এবং তিনি নির্দেশ দিলে তাকে চাবুক মারা হলো। জনসাধারণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! তাকে অভিশপ্ত করুন। কতবারই না তাকে এ অপরাধে গ্রেফতার করা হলো। নবী স. বললেন, তাকে অভিশম্পাত করো না। আল্লাহর কসম ! আমি যতদূর জানি, সে আল্লাহ ও তার রসূলকে মহব্বত করে।

٦٣١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَكْرَانَ فَقَامَ يَضْرِبُهُ فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهٖ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهٖ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهٖ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ اَخْزَاهُ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى اَخِيْكُمْ .

৬৩১২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে নবী স.-এর কাছে আনা হলে তিনি তাকে প্রহার করার জন্য দাঁড়ালেন। আমাদের কেউ তার হাত দ্বারা, কেউ তার জুতা দ্বারা কেউ তার কাপড় দ্বারা তাকে মারধর করলো। শাস্তি দেয়ার পর এক ব্যক্তি বললো, তার কি হলো ? আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ চোর যখন চুরি করে।

٦٣١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৬৩১৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মু'মিন থাকে না এবং চোর যখন চুরি করে তখন সেও মু'মিন থাকে না।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামোল্লেখ না করে চোরকে অভিশম্পাত করা (জায়েয)।[৩]

٦٣١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ الْاَعْمَشُ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوِىْ دَرَاهِمَ .

৬৩১৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আল্লাহ চোরকে অভিশম্পাত করুন, যে শিরস্ত্রাণ চুরি করলো এবং তার হাত কর্তিত হলো এবং যে রশি চুরি করলো এবং সেজন্যও তার হাত কাটা হলো। আ'মাশ র. বলেন, তাদের মতে শিরস্ত্রাণ লৌহ নির্মিত হতে হবে এবং রশি সম্বন্ধে তাদের ধারণাও তাই–যা কয়েক দিরহামের সমমূল্যের।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দ হচ্ছে অপরাধের প্রতিষেধক বা মোচনকারী।

٦٣١٥- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُوْنِى عَلَى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ كُلَّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ وَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ .

৬৩১৫. উবাদাহ ইবনুস সামেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে নবী স.-এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে এ (কথাগুলোর) বাইয়াত[৪] করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না এবং ব্যভিচার করবে না। তিনি সম্পূর্ণ আয়াতটি পড়লেন। অতপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে এ শর্তগুলো যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি এর কোনোটিতে লিপ্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হবে, তা হবে এর জন্য প্রতিষেধক[৫] এবং যে এর কোনোটিতে লিপ্ত হয়েছে, আর আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন তা আল্লাহ তাকে ক্ষমাও করতে পারেন এবং শাস্তিও দিতে পারেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিনের পিঠ সুরক্ষিত, কিন্তু কোনো (অপরাধের) শাস্তি কিংবা (অন্যের) অধিকারে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে নয়।[৬]

٦٣١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَلاَ اَىُّ شَهْرٍ

---

৩. কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট না করে অথবা নাম উল্লেখ না করে অভিশাপ দেয়া জায়েয। যেমন 'যালিমদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ' ইত্যাদি।

৪. বাইয়াত শব্দের অর্থ বিক্রয়। পরিভাষা হিসেবে অর্থ হলো, আল্লাহর পথে চলার জন্য রসূল স.-এর সাথে ওয়াদা করা। রসূলের দেখানো পথে চলার উদ্দেশ্যে কোনো দীনি ব্যক্তির কথামত চলার ওয়াদাকেও বাইয়াত বলে। এ উদ্দেশ্যে কোনো ইসলামী সংগঠনের সাথেও বাইয়াত হতে পারে।

৫. কোনো অপরাধের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরে আখেরাতে পুনরায় এর শাস্তি হবে কিনা এ বিষয় ইমামদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এ জগতের শাস্তিই তার জন্য যথেষ্ট। পরজগতের জন্য সে মুক্ত। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বলেন, এ জগতের শাস্তি যথেষ্ট নয়। এটা হচ্ছে কেবলমাত্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা মাত্র। অবশ্য ক্ষমা পাবার আশা করা যেতে পারে। এর অধিক দৃঢ়তার সাথে কিছুই বলা যায় না।

৬. মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা সম্মানের যোগ্য এবং মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু যদি সে এমন কোনো অপরাধ করলো যে জন্য শাস্তি পাবার কারণ হয় অথবা আল্লাহ কিংবা মানুষের হক (অধিকার) নষ্ট করলো, তখন সে আর শাস্তি থেকে নিরাপদ নয়।

تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوْا اَلاَ شَهْرُنَا هٰذَا قَالَ اَلاَ اَىُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوْا اَلاَّ بَلَدُنَا هٰذَا قَالَ اِلاَّ اَىُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهُ اَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوْا اَلاَ يَوْمُنَا هٰذَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا كُلَّ ذٰلِكَ يُجِيْبُوْنَهُ اَلاَ نَعَمْ قَالَ وَيْحَكُمْ اَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوْنَ بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৬৩১৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জের দিন বলেছেন, আচ্ছা তোমরা কোন্ মাসটিকে বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন বলে জানো ? তারা বললো, আমাদের এ মাসটি নয় কি ? তিনি বললেন, আচ্ছা ! তোমরা কোন্ শহরটিকে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন বলে ধারণা করো ? তারা বললো, আমাদের এ শহরটি নয় কি ? তিনি বললেন, আচ্ছা! কোন্ দিনটিকে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন বলে তোমরা জানো ? তারা বললো, আমাদের এ দিনটি নয় কি ? অতপর তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইসলামের বিধান ছাড়া[৭] তোমাদের জান, তোমাদের মাল এবং তোমাদের ইজ্জতকে তেমনি হারাম (মর্যাদাসম্পন্ন) করেছেন, যেমনি হারাম করেছেন, এ মাসের মধ্যে এ শহরের ভেতর তোমাদের আজকার দিনকে। তিনি পরপর তিনবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছি ? লোকেরা তাঁর প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে বললো, "হ্যাঁ নিশ্চয়। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হোন অথবা তিনি বলেছেন, তোমাদের জন্য দুঃখ হয়।[৮] সাবধান ! তোমরা আমার পরে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কখনো কাফির হয়ে পেছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দ কার্যকর করা ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

٦٣١٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خُيِّرَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلاَّ اخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَاْثَمْ فَاِذَا كَانَ الْاِثْمُ كَانَ اَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللّٰهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِىْ شَىْءٍ يُؤْتَى اِلَيْهِ قَطُّ حَتّٰى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ .

৬৩১৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে যে কোনো দু'টি বিষয়ের মধ্যে অবকাশ বা এখতিয়ার দেয়া হলে, তিনি সহজতরটিই গ্রহণ করতেন, যদি তা পাপাচার না হয়। তা পাপাচার হলে তিনি তা থেকে বহুদূরে থাকতেন। আল্লাহর কসম ! তিনি কখনো নিজের কোনো ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যাবত না তাতে আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়। এরূপ হলে তিনি আল্লাহর জন্য তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সকল লোকের ওপর হদ্দ কার্যকর করা (পক্ষপাতহীনভাবে)।

٦٣١٨ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِىَّ ﷺ فِى امْرَاَةٍ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ

৭. যদি সে এমন কোনো অপরাধ করে, যার কারণে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেমন—যেনা করলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা, নির্দোষী কাউকে হত্যা করলে কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করা ইত্যাদি। এ সময় তার জান নিরাপদ থাকে না, বরং হালাল হয়ে যায়।

৮. আরবী প্রবাদে এ জাতীয় বাক্য অত্যন্ত আদুরে ও প্রিয়জনকে বলা হয়। যেমন আমরা বলে থাকি, "আল্লাহ তাকে কি গযবের স্মৃতিশক্তি দিয়েছে।" অথচ এটা বদদোআ নয়, বরং প্রশংসাই।

قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيْعِ وَيَتْرُكُوْنَ عَلَى الشَّرِيْفِ ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذٰلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .

৬৩১৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক মহিলার হদ্দ রহিত করার জন্য উসামা রা. নবী স.-এর কাছে সুপারিশ করলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বকার লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা তাদের দুর্বল (সাধারণ) লোকদের ওপর হদ্দ কার্যকর করতো এবং সম্ভ্রান্তদেরকে রেহাই দিতো। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! যদি (আমার কন্যা) ফাতিমাও এ কাজ করতো তবে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের কাছে পৌঁছার পর হদ্দ-এর ব্যাপারে সুপারিশ করা নিষেধ।

٦٣١٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّتْهُمُ الْمَرْاَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِىْ سَرَقَتْ ، قَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَشْفَعُ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ اَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحُدُوْدَ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا

৬৩১৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। মাখযুম গোত্রীয় এক মহিলা চুরি করলে তা কুরাইশদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে। তারা বললো, কে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে সুপারিশ করবে ? রসূলুল্লাহ স.-এর অত্যন্ত প্রিয় উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া আর কে এ দুঃসাহস করতে পারে ? সে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে (এ ব্যাপারে) আলোচনা করলে তিনি (ক্ষুব্ধ হয়ে) বললেন, তুমি কি আল্লাহর হদ্দসমূহের মধ্যকার একটি হদ্দ সম্পর্কে সুপারিশ করছো ? অতপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিয়ে বললেন, হে মানুষেরা ! তোমাদের পূর্বেকার লোকদের নীতি এ ছিলো যে, কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং অসহায় দুর্বল চুরি করলে, তার ওপর হদ্দ কার্যকর করতো। আল্লাহর কসম ! যদি মুহাম্মদ স.-এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো তাহলে মুহাম্মদ নিশ্চয়ই তার হাত কেটে দিতো।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর কালাম ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا.

"তোমরা পুরুষ এবং মহিলা চোর, উভয়ের হাত কেটে দাও"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৮। কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা হবে ? আলী রা. হাতের কব্জি থেকে কেটে দিতেন। কাতাদা বলেন, এক মহিলা চুরি করলে তার বাম হাতই কাটা হয়েছিলো। আর এটা ছাড়া অপরটা নয়।

٦٣٢٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تُقْطَعُ الْيَدُ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

৬৩২০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) এক-চতুর্থাংশ বা ততোধিক মূল্য পরিমাণ চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে।

٦٣٢١- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ .

৬৩২১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ মূল্য পরিমাণ চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হবে।

٦٣٢٢- اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُقْطَعُ فِى رُبْعِ دِيْنَارٍ .

৬৩২২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, স্বর্ণ মুদ্রার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরির দায়ে হাত কাটা যাবে।

٦٣٢٣- عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ فِىْ ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ .

৬৩২৩. উরওয়াহ্ র. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আয়েশা রা. আমাকে বলেছেন, নবী স.-এর যুগে এক ঢালের মূল্যের চেয়ে কম বস্তু চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হতো না।

٦٣٢٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِىْ اَدْنٰى مِنْ حَجَفَةٍ اَوْ تُرْسٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ .

৬৩২৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঢালের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হতো না। অবশ্য এর প্রত্যেকটি হচ্ছে মূল্যবান।

٦٣٢٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اَدْنٰى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ اَوْ حَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوْ ثَمَنٍ .

৬৩২৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর যুগে মিজান্ন অথবা হাজাফা (চামড়ার তৈরী ঢাল)-এর মূল্যের চেয়ে কম বস্তু চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হতো না এবং এদের প্রত্যেকটি ছিল মূল্যবান।

٦٣٢٦- عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

৬৩২৬. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একটি 'মিজান্ন (ঢাল) চুরির দায়ে হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মূল্য ছিলো তিন দিরহাম।

٦٣٢٧-عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ قِيْمَتُهُ .

৬৩২৭. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির দায়ে (চোরের) হাত কেটেছেন।

٦٣٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

৬৩২৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির দায়ে হাত কেটেছেন।

٦٣٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِىْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ

৬৩২৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তিন দিরহাম মূল্যের এক ঢালের দায়ে চোরের হাত কেটেছেন।

٦٣٣٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ .

৬৩৩০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহর অভিশম্পাত সেই চোরের ওপর যে ডিম (অথবা শিরস্ত্রাণ) চুরি করলো, আর তার হাত কাটা হলো এবং রশি চুরি করলো এবং তার হাত কর্তিত হলো।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ চোরের তাওবা।

٦٣٣١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ امْرَاةٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَتْ تَاْتِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا .

৬৩৩১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক মহিলার হাত কেটেছেন। আয়েশা রা. বলেন, পরে সে আমার কাছে আসলে, আমি তার প্রয়োজনের কথা নবী স.-কে জানালাম। সে তাওবা করেছে এবং উত্তমভাবেই তাওবা করেছে।

٦٣٣٢ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ فَقَالَ اُبَايِعُكُمْ عَلٰى اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْنِىْ فِىْ مَعْرُوْفٍ، فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطُهُوْرٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ ، فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَحْدُوْدٍ اِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

৬৩৩২. উবাদা ইবনুস সামেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক জামায়াত সমন্বয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে বাইয়াত করলাম। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ শর্তে বাইয়াত করছি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, চুরি করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারোর প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং কোনো উত্তম কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে এগুলো যথাযথভাবে পালন করবে, আল্লাহর কাছেই রয়েছে তার প্রতিদান। আর যে কেউ এর কোনোটির ব্যাপারে অপরাধে লিপ্ত হলে সে এ দুনিয়াতে দণ্ডিত হবে, তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা (অপরাধ মোচনকারী) ও পবিত্রতা। আর আল্লাহ কারো অপরাধকে গোপন রাখলে তা তাঁর উপরই ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতেন পারেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, হাত কর্তিত হবার পর যদি চোর তাওবা করে তাহলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। হদ্দের আওতায় শাস্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা একইরূপ অর্থাৎ সে তাওবা করলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে।

❐

অধ্যায় ঃ ৫৯

كِتَابُ الْمُحَارِبِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ

(যুদ্ধরত কাফের ও ধর্মত্যাগীদের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ . الاية .

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (বিদ্রোহ) করে তাদের পরিণাম।" -------- –সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৩। আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٦٣٣٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ وَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا فَارْتَدُّوْا وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوْا فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا .

৬৩৩৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকল গোত্রীয় একদল লোক নবী স.-এর কাছে আসলো এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলো না। তাই তিনি তাদেরকে সাদকার উটের পালে গিয়ে তার পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন।[১] তারা তা-ই করলো এবং সুস্থও হয়ে গেলো। শেষে তারা ধর্মত্যাগ করলো এবং রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। এদিকে তিনি (সংবাদ পেয়ে) তাদের পেছনে লোক পাঠালেন এবং শেষ নাগাদ তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। তিনি তাদের হাত-পা কাটালেন এবং লৌহ শলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ফুঁড়ে দিলেন। অতপর তাদের ক্ষতস্থানে কোনো পট্টি লাগালেন না। শেষে তারা মারা গেলো।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদের ক্ষতস্থানে সেঁক দেননি। শেষে তারা মারা গেলো।

٦٣٣٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ الْعُرَيْنِيِّيْنَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا.

৬৩৩৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. উরাইনা গোত্রীয় লোকদেরকে হস্ত-পদ কর্তন করার পর তাতে প্রতিশেধক লাগাননি, যাবত না তারা মারা গেলো।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ ধর্মত্যাগী বিদ্রোহীদেরকে পানি পান করানো হয়নি, শেষে তারা মারা যায়।

٦٣٣٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا فِى الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ مَا اَجِدُ لَكُمْ اِلاَّ اَنْ تَلْحَقُوْا بِاِبِلِ

---

১. উটের পেশাব অবশ্যই অপবিত্র ও হারাম। তবে কোনো কোনো ইমামের মতে চিকিৎসার জন্য ঔষধ হিসেবে তা ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ বলেন, রসূলুল্লাহ স. ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন যে, তাদের এ রোগের চিকিৎসার জন্য এটাই ছিলো একমাত্র অব্যর্থ ঔষধ।

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَوْهَا فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ الصَّرِيْخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ اِلاَّ اُتِىَ بِهِمْ فَاَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ اُلْقُوْا فِى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا سُقُوْا حَتّٰى مَاتُوْا. قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৬৩৩৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ল গোত্রীয় একদল লোক নবী স.-এর কাছে আসলো। তারা মসজিদের চত্বরে অবস্থান করতো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলো না। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের দুধ পান করান। তিনি বললেন, তা আমি তোমাদের জন্য পাচ্ছি না, অবশ্য তোমরা আল্লাহর রসূলের উটের কাছে যাও। অতপর তারা সেখানে আসলো এবং এর দুধ ও পেশাব পান করলো। শেষে তারা সুস্থ এবং মোটা-তাজা হলো। কিন্তু তারা রাখালকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। সংবাদদাতা এসে নবী স.-এর কাছে তা জানালে তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠান। রোদ প্রখর হবার পূর্বেই তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। তিনি লৌহশলাকা আনার নির্দেশ দিলেন এবং তা গরম করে তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দিলেন, তাদের হাত-পা কাটলেন, অতপর তাদের ক্ষতস্থানে কোনো পট্টি লাগালেন না। তাদেরকে মরুভূমিতে ফেলে রাখা হলো। তারা পানি চাইলো, কিন্তু তা পান করানো হয়নি। শেষে তারা এ অবস্থায় মারা যায়। আবু কিলাবা র. বলেন, এদের অপরাধ ছিলো, তারা উটও চুরি করেছিলো, রাখালকেও হত্যা করেছিলো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছিলো।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. বিদ্রোহীদের চক্ষুকে লৌহশলাকা গরম করে ফুঁড়ে দিয়েছেন।

٦٣٣٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ اَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ عُكْلٍ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَاَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَشَرِبُوْا حَتّٰى اِذَا بَرِؤُا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِىْ اِثْرِهِمْ فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتّٰى جِيْءَ بِهِمْ فَاَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ وَاُلْقُوْا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ. قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ هٰؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৬৩৩৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। উক্ল অথবা উরাইনা গোত্রের, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি বলেছেন, উক্ল গোত্রের, একদল লোক মদীনায় আগমন করলো। নবী স. তাদের সম্বন্ধে দুগ্ধবতী উটনীর নির্দেশ দিলেন এবং উটের পালে গিয়ে তার পেশাব ও দুধ পান করার আদেশ দিলেন। সুতরাং তারা তা-ই করলো। অবশেষে তারা সুস্থ হয়ে রাখালকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। প্রাতঃকালে নবী স.-এর কাছে এ সংবাদ পৌছালে তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্রোজ্জ্বল হবার আগেই তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। তিনি তাদের সম্বন্ধে

নির্দেশ দিলে তাদের হাত-পা কাটা হলো, লৌহশলাকা গরম করে তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেয়া হলো এবং তাদেরকে মরুভূমিতে ফেলে রাখা হলো। তারা পানি চাইলো, কিন্তু তা পান করানো হলো না। আবু কিলাবা র. বলেন, লোকগুলো (উট) চুরি করেছিলো, (রাখালকে) হত্যা করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী (ধর্মত্যাগ) করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।[২]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি গর্হিত কাজ বর্জন করলে তার ফযীলত।

٦٣٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ : اِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ فِى خَلاَءٍفَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسْجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًّا فِى اللّٰهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَاَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ اِلَى نَفْسِهَا قَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَاخْفى حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِيْنُهُ .

৬৩৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, সাত প্রকারের লোক, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া বা আশ্রয় থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, আল্লাহর ইবাদাতে সর্বদা নিয়োজিত যুবক, যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুবিসর্জন করে, যে ব্যক্তির অন্তর হামেশা মসজিদের সাথে আটক থাকে, এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে, এমন ব্যক্তি যাঁকে কোনো সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী (যেনার উদ্দেশ্যে) স্বীয় দেহের দিকে আহ্বান করে; আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি; এমন ব্যক্তি যে দান-খয়রাত করলো এবং তা এতো গোপনে করলো যে, তার বাম হাত জানে না যে, তার ডান হাত কি করেছে।

٦٣٣٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نِ السَّاعِدِيِّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِى مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ .

৬৩৩৮. সাহল ইবনে সাদ আস-সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যে ব্যক্তি তার দু'পা ও দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের (সুষ্ঠু ব্যবহারের যিম্মাদারি বা নিশ্চয়তা) আমাকে দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিলাম।[৩]

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীদের পাপের ভয়াবহতা এবং আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَلاَ يَزْنُوْنَ ،

"আর তারা ব্যভিচার করে না।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً .

---

২. নবী স. কেবল একবারই এরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। অতপর সূরা মায়েদার ৩৩ আয়াত নাযিল হলে উক্তরূপ শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যায়।

৩. অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গ বা লজ্জাস্থান এবং মুখ। মূলত গুপ্তাঙ্গের দ্বারা যেনা এবং মুখ দ্বারা মিথ্যা, গালি-গালাজ ইত্যাদি প্রকাশ হয়। এ দু'স্থান দ্বারাই শক্ত গুনাহ ও হারাম কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ দু'স্থানের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণই জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করে।

"এবং তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। যেমন তা হচ্ছে নিতান্ত গর্হিত কাজ এবং এর সমস্ত পথগুলোও মন্দ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২

٦٣٣٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوْهُ اَحَدٌ بَعْدِيْ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ، وَاِمَّا قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِلْخَمْسِيْنَ امْرَاَةِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

৬৩৩৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা আমার পরে আর কেউ তোমাদেরকে বর্ণনা করবে না।[৪] আমি নবী স.-কে তা বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না অথবা তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের মধ্যে এগুলোও যে, "ইলম, (সত্য জ্ঞান) তুলে নেয়া হবে, আর তদস্থলে মূর্খতার বিকাশ ঘটবে। মদপান করা হবে ব্যাপকভাবে। ব্যভিচার হবে প্রকাশ্যে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, অপরদিকে নারীর সংখ্যাধিক্য এতবেশী হবে যে, পঞ্চাশজন নারীর তত্ত্বাবধায়ক হবে একজন পুরুষ।"

٦٣٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزْنِى الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قَالَ عِكْرِمَةُ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : كَيْفَ يُنْزَعُ الْاِيْمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ اَخْرَجَهَا فَاِنْ تَابَ عَادَ اِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ .

৬৩৪০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, বান্দাহ যখন যেনা করে তখন সে যেনারত অবস্থায় মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সে চুরিরত অবস্থায় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী যখন মদপান করে, তখন সে মদপানরত অবস্থায় মু'মিন থাকে না। হত্যাকারীও হত্যা করার সময় মু'মিন থাকে না। ইকরীমা বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তার থেকে কিভাবে ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়। তিনি বলেন, এভাবে। এই বলে তিনি তার দু'হাতের অঙ্গুলীগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন, অতপর তা আবার আলাদা করলেন। অতপর বললেন, যদি সে তাওবা করে তাহলে তা পুনরায় ফিরে আসে। এই বলে তিনি পুনরায় তার দুই হাতের অঙ্গুলীগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন।

٦٣٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ

৬৩৪১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন থাকে না। যখন কোনো ব্যক্তি চুরি করে তখন সে চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী যখন মদপান করে তখন সে মুমিন থাকে না। অতপর তার জন্য তাওবার দ্বার খোলা রয়েছে।[৫]

---

৪. ইতিহাসে প্রমাণ, বসরার সর্বশেষ সাহাবী যিনি অবশিষ্ট ছিলেন, তিনি হযরত আনাস রা.। এদিক থেকে তাঁকে সর্বশেষ ইন্তিকালকারী সাহাবীও বলা হয়।

৫. উল্লেখিত কাজগুলো হচ্ছে কবীরা গুনাহ। সুতরাং তাওবা করার পর তার মধ্যে ঈমান ফিরে আসে।

٦٣٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ ؟ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ اَجْلَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَنْ تُزَانِىْ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ.

৬৩৪২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি ? তিনি বলেন, আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী (শরীক) সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পুনরায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বলেন, তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করেছো এ আশংকায় যে, সে খাদ্যে তোমার সাথে অংশীদার হবে। আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা।[৬]

৭-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। হাসান বসরী র. বলেন, যে ব্যক্তি আপন বোনের সাথে যেনা করে, তার ওপর যেনার শাস্তিই প্রযোজ্য হবে।

٦٣٤٣- عَنْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৬৩৪৩. সালামা ইবনে কুহাইল র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাবী র.-কে বলতে শুনেছি, তিনি আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, জুমআর দিন যখন তিনি জনৈকা মহিলার ওপর পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন তখন বলেছিলেন, আমি তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর বিধান অনুযায়ী পাথর নিক্ষেপ করেছি।

٦٣٤٤- عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ اَوْ بَعْدُ ؟ قَالَ لاَ اَدْرِىْ .

৬৩৪৪. শায়বানী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রসূলুল্লাহ স. (ব্যভিচারীকে) পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি দিয়েছিলেন কি-না ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তা কি তিনি 'সূরা আন নূর' নাযিল হবার পূর্বে করেছিলেন, না পরে ? তিনি বলেন, তা আমি অবগত নই।[৭]

٦٣٤٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَحَدَّثَهُ اَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ اُحْصِنَ .

---

৬. 'যেনা' মূলত একটি হারাম কাজ। আর প্রতিবেশী পরস্পর একজন অন্যের ওপর আস্থাশীল থাকে। সুতরাং একথাও বলা যায় যে, তারা পরস্পরের আমানত রক্ষাকারী। আর ব্যভিচারে সেই আমানতের খেয়ানত হয়।

৭. সূরা আন নূর অর্থ এখানে اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ অর্থাৎ প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াতের মধ্যে চাবুক মারার নির্দেশ। আর রসূলুল্লাহ স. 'রজম' করেছেন। অতএব এর মধ্যে কোন্‌টি আগে আর কোন্‌টি পরে ? যদি 'রজম' পরে করা হয় তাহলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। অথচ এটা অনস্বীকার্য যে, রজমের ঘটনা সূরা আন নূর নাযিল হবার পরে ঘটেছে। কেননা উক্ত আয়াত ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। আর রজমের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ৭ম হিজরীতে।

৬৩৪৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসলাম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো যে, সে যেনা করেছে (এবং এর প্রমাণস্বরূপ) নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্যও প্রদান করলো। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ স. শাস্তির নির্দেশ দিলেন। অতপর তাকে (রজম) পাথর মেরে হত্যা করা হলো। সে ছিলো বিবাহিত।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ পাগল ও পাগলিনীকে রজম করা যাবে না। আলী রা. ওমর রা.-কে বলেছিলেন, আপনি কি অবগত নন যে, জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত পাগল থেকে, সাবালেগ না হওয়া পর্যন্ত বালক থেকে এবং জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে সমস্ত দায়িত্ব উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ?

٦٣٤٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ حَتّٰى رَدَّدَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ، قَالَ فَهَلْ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلّٰى، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَاَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ .

৬৩৪৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলো। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি যেনা করেছি। (তার এ কথা শুনে) তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে সে চারবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। যখন সে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিলো, তখন নবী স. তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাগল ? সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত ? সে বললো, হাঁ। অতপর নবী স. লোকদেরকে বললেন, তোমরা এ ব্যক্তিকে নিয়ে যাও এবং তাকে পাথর নিক্ষেপ করো। ইবনে শিহাব র. বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, উক্ত ব্যক্তিকে যারা পাথর নিক্ষেপ করেছিলো তাদের মধ্যে আমিও তাকে পাথর নিক্ষেপ করেছি জানাযার নামায পড়ার নির্দিষ্ট স্থানের কাছে। কিন্তু যখন তার শরীরে পাথরের আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছিল তখন সে দৌড়ে পলায়ন করলো। কিন্তু আমরা 'হাররা'[৮] নামক স্থানে তার নাগাল পেলাম এবং সেখানেই তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করলাম।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারীর জন্য পাথর অবধারিত।

٦٣٤٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ابْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ وَزَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

---

৮. কালো পাথর বিশিষ্ট মরুভূমিকে 'হাররা' বলা হয়। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ 'আল-মাদীনাতু বাইনাল হাররাতাইন।' এটা মদীনার একটি প্রস্তরময় এলাকা।

৬৩৪৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি (একটি বড় হাদীসের অংশবিশেষ) বলেন,[৯] সাদ ও ইবনে যাময়া (একটি শিশুর ব্যাপারে) ঝগড়া করেন। তখন নবী স. বলেছেন, হে আবদ ইবনে যাময়া! সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা বিছানা যার সন্তানও তার। আর হে সাওদা! তুমি তার থেকে পর্দা করো। (ইমাম বুখারী বলেন,) কুতাইবা লাইস থেকে আমাদেরকে এ বাক্যটিও বলেছেন যে, ব্যভিচারীর জন্য পাথর নির্ধারিত।

٦٣٤٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

৬৩৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, বিছানা যার সন্তানও তার। ব্যভিচারীর জন্য পাথর নির্ধারিত।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ 'বালাত' নামক স্থানে পাথর নিক্ষেপ করার বর্ণনা।

٦٣٤٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَهُوْدِىٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ اَحْدَثَا جَمِيْعًا، فَقَالَ لَهُمْ مَا تَجِدُوْنَ فِى كِتَابِكُمْ قَالُوْا اِنَّ اَحْبَارَنَا اَحْدَثُوْا تَحْمِيْمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ اُدْعُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِالتَّوْرَاةِ فَاُتِىَ بِهَا فَوَضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اٰيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ اِرْفَعْ يَدَكَ ، فَاِذَا اٰيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ وَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَاَيْتُ الْيَهُوْدِىَّ اَجْنَأَ عَلَيْهَا .

৬৩৪৯. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যেনার অপরাধে অভিযুক্ত একজোড়া ইহুদী নারী-পুরুষকে আনা হলো। তিনি ইহুদীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের কিতাবে কি পেয়েছো ? তারা বললো, আমাদের পাদ্রীগণ (এর শাস্তি স্বরূপ) তাদের চেহারায় কালি মাখিয়ে তাদেরকে গাধার পিঠে বিপরীতমুখী করে বসিয়ে রাস্তায় ঘুরানোর প্রচলন করেছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাদেরকে তাওরাত কিতাব নিয়ে ডাকুন। অতএব তা আনা হলো এবং তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর তার হাত রাখলো (হাত দ্বারা তা ঢেকে রাখলো) এবং এর সামনে ও পেছনে পড়তে লাগলো। তখন ইবনে সালাম রা. তাকে বললো, তোমার হাত উঠাও। দেখা গেলো তার হাতের নীচে রজমের আয়াত রয়েছে। পরে রসূলুল্লাহ স. এদের উভয়ের ব্যাপারে নির্দেশ দিলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। ইবনে উমর রা. বলেন, তাদেরকে বালাত নামক স্থানে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। আমি দেখেছি যে, ইহুদী পুরুষ লোকটি ইহুদীনীকে (প্রস্তর থেকে) আশ্রয় দিচ্ছে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা।

٦٣٥٠- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَسْلَمَ جَاءَ النَّبِىَّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ،

৯. পেছনে 'কিতাবুল ফারায়েয' ৬২৯৭ হাদীসের টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে।

قَالَ اَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ، فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَاُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ .

৬৩৫০. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে স্বীকারোক্তি করলো যে, সে যেনা করেছে। তার কথায় নবী স. ঘাঁড় ফিরিয়ে নিলেন। অবশেষে নিজের বিরুদ্ধে চারবার সাক্ষ্য দিলো। নবী স. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পাগল! সে বললো, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত ? সে বললো, হাঁ। অতপর তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশ দিলে ঈদগাহের কাছে তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। যখন পাথরের আঘাতে তার অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছিল তখন সে পলায়ন করলো। কিন্তু তাকে ধরা হলো এবং পাথর নিক্ষেপ করা হলো। অবশেষে সে মারা গেলো। নবী স. তার সম্বন্ধে ভালোই মন্তব্য করেছেন এবং তার জানাযার নামায পড়েছেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি হদ্দ বহির্ভূত পাপ করলো, অতপর তা প্রশাসককে অবগত করলো। এমতাবস্থায় সে তাওবা করার পর তার বিধান জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে এসে থাকলে তার কোনো রকমের শাস্তি হবে না। আ'তা র. বলেন, নবী স. এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেননি। ইবনে জুরাইয বলেন, নবী স. সেই ব্যক্তিকেও শাস্তি দেননি, যে রমযান মাসে (দিনের বেলায়) স্ত্রী সহবাস করেছিলো। ওমরও সেই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করেননি, যে (ইহরাম অবস্থায়) একটি হরিণী শিকার করেছিলো। এ সংক্রান্ত ইবনে মাসউদ রা. থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে—যা তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।[১০]

٦٣٥١ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَاَتِهِ فِيْ رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ، قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ قَالَ لاَ ، قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

وَعَنْ عَائِشَةَ اَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ احْتَرَقْتُ ، قَالَ مِمَّنْ ذَاكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ بِامْرَاتِيْ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قَالَ مَاعِنْدِي شَيْئٌ فَجَلَسَ وَاَتَاهُ اِنْسَانٌ يَسُوْقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ اَدْرِى مَا هُوَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَالَ هَا اَنَا ذَا ، قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قَالَ عَلَى اَحْوَجَ مِنِّيْ ؟ مَا لاَهْلِيْ طَعَامٌ قَالَ فَكُلُوْهُ .

৬৩৫১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে স্ত্রী সহবাস করে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে এর বিধান জানতে চাইল। তিনি বলেন, একটি গোলাম দাসত্ব মুক্ত করার সামর্থ্য তোমার আছে কি ? সে বললো, না। তিনি বলেন, দুই মাস রোযা রাখার শক্তি তোমার আছে কি ? সে বললো, না। তিনি বললেন, যাও ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও।

---

১০. এক ব্যক্তি জনৈকা মহিলাকে চুম্বন করেছিলো। একথা সে রসূলুল্লাহ স.-কে অবগত করলে, তখন আয়াত নাযিল হয় ঃ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ . الاية

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে নবী স.-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কিরূপে ? সে বললো, আমি রমযানের মধ্যে স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি তাকে বলেন, সাদকা করো। সে বললো, আমার কাছে কিছুই নেই। এরপর সে সেখানে বসে পড়লো। এমন সময় এক ব্যক্তি খাদ্যবস্তুসহ একটি গাধা হাঁকিয়ে নবী স-এর কাছে আসলো। আবদুর রহমান বলেন, আমি অবগত নই যে, নবী করীম স.-এর কাছে কি খাদ্য ছিলো ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি কোথায় ? সে বললো, এই তো আমি এখানে ! তিনি বলেন, এগুলো লও এবং তা সাদকা করে দাও। সে জিজ্ঞেস করলো, আমার চেয়ে কি অসহায় ও দুঃস্থকে ? আমার পরিবার-পরিজনের জন্য খাদ্যেরও কোনো সংস্থান নেই। অতপর তিনি বলেন, যাও তাদেরকে খাইয়ে দাও।[১১]

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধের স্বীকারোক্তি করলো এবং তা খুলে বললো না। এমতাবস্থায় শাসক কি তা গোপন রাখবে ?

٦٣٥٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ وَلَمْ يَسْاَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَامَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِىَّ كِتَابَ اللّٰهِ ، قَالَ اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ اَوْ قَالَ حَدَّكَ .

৬৩৫২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধ করে ফেলেছি। তা আমার ওপর কার্যকর করুন। কিন্তু তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেননি (সে কি অপরাধ করেছে)। বর্ণনাকারী বলেন, নামাযের সময় উপস্থিত হলো এবং সে নবী স.-এর সাথে নামায পড়লো। নবী স. নামায শেষ করলে সে পুনরায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধ করে ফেলেছি। আমার ওপর আল্লাহর কিতাবের বিধান কার্যকর করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায পড়নি ? সে বললো, হাঁ (পড়েছি)। নবী স. বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার গুনাহ অথবা তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম (বিচারক) কি (যেনার) স্বীকারোক্তিকারীকে বলবেন, হয়তো তুমি (উক্ত মহিলাকে) স্পর্শ করেছো অথবা ইশারা করেছো ?

٦٣٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوْ غَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ اَنِكْتَهَا لاَ يَكْنِى، قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذٰلِكَ اَمَرَ بِرَجْمِهِ .

---

১১. রোযা ভঙ্গ করা গুনাহ। এর মধ্যে কারোর দ্বিমত নেই। অথচ রসূলুল্লাহ স. তাকে দৈহিক কোনো রকমের শাস্তি দেননি। আর এ হাদীস থেকে ইমামগণ একথাও বলেছেন যে, প্রয়োজনের তাগিদে নিজের সাদকা আপাততঃ নিজের ওপর ব্যয় হলেও এটা সাময়িক। সামর্থ্য ফিরে আসার পর তা কাযা আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব।

৬৩৫৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়েয ইবনে মালেক নবী স.-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বলেন, হয়তো তুমি (মহিলাটিকে) চুম্বন করেছিলে, অথবা ইশারা করেছিলে, কিংবা তাকিয়ে দেখেছিলে! সে বললো, না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি তাকে স্পষ্টই জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি "তার সাথে সহবাস করেছো ?' সে বললো, হাঁ। অতপর তিনি তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের জিজ্ঞেস করা, তুমি কি বিবাহিত ?

٦٣٥٤.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ يُرِيْدُ نَفْسَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ عَنْهُ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِىْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ اَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى اَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ .

৬৩৫৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলো। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে তাঁকে ডেকে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজে যেনা করেছি। নবী স. তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে ওদিকেই সরে দাঁড়ালো যেদিকটি তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে যেদিকে ঘুরছিলেন। সেদিকে গিয়ে সে পনুরায় বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি যেনা করেছি। এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর সেই পার্শ্বে গেলো, যে পার্শ্বে নবী স. মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। শেষে লোকটি যখন নিজের বিরুদ্ধে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দিলো, তখন নবী স. তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি পাগল ? সে বললো, না, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত ? সে বললো, হাঁ। হে আল্লাহর রসূল! অতপর তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা একে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ করো।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, যারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলো, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা তাকে ঈদগাহের কাছেই পাথর নিক্ষেপ করেছি। পাথরের আঘাতে সে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করে দৌড়ে পলায়ন করলো। শেষে আমরা তাকে হাররা নামক স্থানে ধরে ফেললাম এবং সেখানেই তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করলাম।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যেনার স্বীকারোক্তি।

٦٣٥٥۔ عَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ اَنْشُدُكَ اَلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأْذَنْ لِىْ ؟ قَالَ قُلْ ، قَالَ اِنَّ اَبْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِاِمْرَاَتِهِ

فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَقَالَ أَشُكُّ فِيْهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا، وَرُبَّمَا سَكَتُّ .

৬৩৫৫. আবু হুরাইরা রা. ও যায়েদ ইবনে খালেদ রা. বলেন, আমরা নবী স.-এর কাছে ছিলাম। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করে দিন। তার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার করুন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, বলো। সে বললো, আমার পুত্র এ ব্যক্তির শ্রমিক ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করে। আমি একশত ছাগল ও একটি গোলামের বিনিময়ে তার সাথে আপোষরফা করেছি। পরে আমি কজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা আমাকে ফতোয়া দিয়েছেন যে, আমার পুত্রের ওপর একশত চাবুক পড়বে এবং সে এক বছরের নির্বাসন দণ্ড ভোগ করবে। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীকে রজম করতে হবে। নবী স. বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করবো। ঐ একশত ছাগল ও গোলাম তোমার কাছে ফেরত আসবে, আর তোমার পুত্রের ওপর পড়বে একশত চাবুক। আর সে নির্বাসিত হবে এক বছরের জন্য। আর হে উনাঈস ! আগামীকাল প্রাতঃকালে তুমি এ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও। যদি সে অপরাধ স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা করো)। পরদিন সে ভোরে তার (স্ত্রীর) কাছে গেলেন এবং সে তা স্বীকার করলো। অবশেষে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রথম ব্যক্তি কি একথা বলেনি, লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার পুত্রের ওপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) হবে ? তিনি জবাব দিলেন, আমি যুহরী থেকে যে বর্ণনা শুনেছি, তাতে আমি সন্দিহান। অতএব আমি উক্ত বাক্যটি কখনো বর্ণনা করি আবার কখনো নীরব থাকি।

٦٣٥٦- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتّٰى يَقُوْلَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنٰى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ، قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

৬৩৫৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর রা. বলেছেন, আমি আশঙ্কা করছি যে, মানুষের ওপর দীর্ঘ যুগ (সময়) অতিবাহিত হবে, অবশেষে কোনো ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে রজম (ব্যভিচারীর শাস্তি স্বরূপ পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার বিধান তো আমরা পাইনি। ফলে আল্লাহর একটি ফরয বর্জন করার কারণে তারা সবাই পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হবে।

অথচ আল্লাহ তা নাযিল করেছেন। সাবধান! নিশ্চিত জেনে রাখো, রজমের বিধান নিসন্দেহে সত্য ও অবধারিত সেই ব্যক্তির ওপর যে বিবাহিত অবস্থায় যেনা করলো এবং এর প্রমাণও পাওয়া গেলো। অথবা নারীর অবৈধ গর্ভ প্রমাণিত হলো কিংবা সে স্বীকারোক্তি করলো। সুফিয়ান র. বলেন, অনুরূপভাবে আমি স্মরণ রেখেছি। [ওমর রা. বলেন,] সাবধান! রসূলুল্লাহ স. রজম করেছেন, তাই আমরাও তাঁর (ওফাতের) পর রজম করছি।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিতা নারী যেনার দ্বারা গর্ভবর্তী হলে তাকে রজম করা।

٦٣٥٧- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَبَيْنَمَا اَنَا فِى مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِى اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا اِذْ رَجَعَ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً اَتَى اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ لَكَ فِى فُلاَنٍ يَقُوْلُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَوَ اللّٰهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ اَبِى بَكْرٍ اِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتْ فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ اِنِّى اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَقَائِمُ الْعَشِيَّةَ فِى النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَغْصِبُوْهُمْ اُمُوْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رُعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَ هُمْ وَاِنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ يَغْلِبُوْنَ عَلَى قُرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِى النَّاسِ وَاَنَا اَخْشٰى اَنْ تَقُوْمَ فَتَقُوْلَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَاعَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَاَنْ لاَ يَعُوْهَا وَاَنْ لاَ يَضَعُوْهَا مَوَاضِعِهَا فَاَمْهِلْ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِاَهْلِ الْفِقْهِ وَاَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُوْلَ مَا قُلْتُ مُتَمَكِّنًا فَيَعِى اَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ فَيَضَعُوْهَا مَوَاضِعِهَا فَقَالَ عُمَرُ اَمَا وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَقُوْمَنَّ بِذٰلِكَ اَوَّلَ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ،

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فِى عَقِبِ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى اَجِدَ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا اِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِى رُكْبَتَهُ فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمَّا رَاَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ لَيَقُوْلَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اُسْتُخْلِفَ فَاَنْكَرَ عَلَىَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتُ اَنْ يَقُوْلَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُوْنَ قَامَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّى قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِىْ اَنْ اَقُوْلَهَا، لاَ اَدْرِىْ لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَىْ اَجَلِىْ،

فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِىَ اَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ اُحِلُّ لاَحَدٍ اَنْ يَكْذِبَ عَلَىَّ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَاَخْشَى اِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَاللّٰهِ مَا نَجِدُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ اَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَالرَّجْمُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى اِذَا اُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبَلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ، ثُمَّ اِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيْمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَنْ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ اَوْ اِنَّ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَائِكُمْ اَلاَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُطْرُوْنِىْ كَمَا اُطْرِىَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ اَبِىْ بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ اَلاَ وَاِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْاَعْنَاقُ اِلَيْهِ مِثْلُ اَبِىْ بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ وَاِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اَنَّ الْاَنْصَارَ خَالَفُوْنَا وَاجْتَمَعُوْا بِاَسْرِهِمْ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِىٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ، فَقُلْتُ لِاَبِىْ بَكْرٍ يَا اَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى اِخْوَانِنَا هٰؤُلاَءِ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيْدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ، لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالاَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالاَ اَيْنَ تُرِيْدُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيْدُ اِخْوَانَنَا هٰؤُلاَءِ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالاَ لاَ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تَقْرَبُوْهُمْ اقْضُوْا اَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَنَاتِيَنَّهُمْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَاهُمْ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ، فَاِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالُوْا هٰذَا سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ مَالَهُ؟ قَالُوْا يُوْعَكُ،

فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيْلاً تَشَهَّدَ خَطِيْبُهُمْ، فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ وَكَتِيْبَةُ الْاِسْلاَمِ وَاَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ

مِنْ قَوْمِكُمْ فَاِذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَخْتَزِلُوْنَا مِنْ اَصْلِنَا وَاَنْ يَحْضُنُوْنَا مِنَ الْاَمْرِ، فَلَمَّا سَكَتَ اَرَدْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً اَعْجَبَتْنِىْ اُرِدْتُ اَنْ اُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَكُنْتُ اُدَارِىْ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ اَنْ اُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ اَحْلَمَ مِنِّىْ وَاَوْقَرَ وَاللّٰهِ مَاتَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ اَعْجَبَتْنِىْ فِىْ تَزْوِيْرِىْ اِلاَّ قَالَ فِىْ بَدِيْهَتِهِ مِثْلَهَا اَوْ اَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ ، فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَاَنْتُمْ لَهُ اَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هٰذَا الْاَمْرُ اِلاَّ لِهٰذَا الْحَىِّ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ اَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ اَحَدَ هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوْا اَيُّهُمَا شِئْتُمْ، فَاَخَذَ بِيَدِىْ وَبِيَدِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ اَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللّٰهِ اَنْ اُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِىْ لاَ يُقَرِّبُنِىْ ذٰلِكَ مِنْ اِثْمٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَتَاَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ اَللّٰهُمَّ اِلاَّ اَنْ تُسَوِّلَ لِىْ نَفْسِىْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ اَجِدُهُ الْآنَ، فَقَالَ قَاتِلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا اَمِيْرٌ، وَمِنْكُمْ اَمِيْرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الاَصْوَاتُ، حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الْاِخْتِلاَفِ، فَقُلْتُ اُبْسُطْ يَدَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْاَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللّٰهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ عُمَرُ وَاِنَّا وَاللّٰهِ مَا وَجَدْنَا فِيْمَا حَضَرْنَا مِنْ اَمْرٍ اَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ اَبِىْ بَكْرٍ خَشِيْنَا اِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ اَنْ يُبَايِعُوْا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَاِمَّا تَابَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى وَاِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُوْنُ فَسَادًا فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِىْ بَايَعَهُ تَغِرَّةً اَنْ يُقْتَلاَ.

৬৩৫৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাজিরদের কতক লোককে শিক্ষাদান করতাম। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফও ছিলেন। একদা আমি তার মীনাস্থ বাড়ীতে ছিলাম। আর তিনি ছিলেন ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে তাঁর (ওমরের) সর্বশেষ হজ্জের সাথী। আবদুর রহমান রা. আমার কাছে ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি লোকটিকে দেখতেন ! জনৈক ব্যক্তি আজ আমীরুল মুমিনীনের কাছে এসে বললো, হে আমিরুল মুমিনীন ! আপনি অমুক ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে পারেন কি ? সে বলছে, ওমর রা. মারা গেলে আমরা অমুকের (তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ) কাছে বাইয়াত করবো। আল্লাহর কসম ! আবু বকর রা.-এর বাইয়াতও হঠাৎ

অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, যে সম্পর্কে পূর্ব চিন্তা কিংবা পরামর্শ হয়নি। তার একথায় ওমর ভীষণভাবে রেগে গেলেন। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ আজ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াবো। ভাষণ দেবো এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী লোকদের সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবো, যারা তাদের ন্যায্য অধিকার আত্মসাত করতে চায়। আবদুর রহমান বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি তা করবেন না। কেননা এটা হজ্জের সময়, একেবারে নীচু স্তরের রাখাল এবং নির্বোধ অপরিণামদর্শী ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকও এখানে একত্র হয়েছে। আর যখন আপনি ভাষণ দিবেন তখন এরাই আপনার নৈকট্যের সুযোগ লাভ করে আপনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসবে। আর আমার আশংকা যে, আপনি যখন দাঁড়িয়ে কিছু বলবেন, তখন তা আপনার থেকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, তা আর আয়ত্ত্বাধীন থাকবে না। তারা আপনার কথাকে যথাযথভাবে আয়ত্বও করতে পারবে না, আর যথাস্থানে ব্যবহারও করতে পারবে না। সুতরাং আপনি মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কেননা তা হচ্ছে হিজরত ও সুন্নাতের আবাস ভূমি। তখন আপনি একান্তে জ্ঞানী ও সুধী ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হবেন এবং আপনি যা কিছু বলতে চান তা দৃঢ়তার সাথে বলবেন, এতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করবে এবং যথাস্থানে সেগুলোকে ব্যবহার করবে। উমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! ইনশাআল্লাহ মদীনায় পৌঁছে আমি সর্বপ্রথম এ কাজই করবো।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যিলহাজ্জ মাসের শেষভাগে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। জুমআর দিন আসলে সূর্য একটু ঢলতেই আমরা খুব তাড়াতাড়ি মসজিদে গেলাম। আমি মিম্বারের গোড়ায় সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাঈলকে উপবিষ্ট পেলাম। আমি আমার হাঁটু তার হাঁটুর সাথে লাগিয়ে তাঁর কাছে বসে গেলাম। অবিলম্বে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বেরিয়ে আসলেন। আমি তাঁকে সামনে থেকে আসতে দেখে সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাঈলকে বললাম, আজ অপরাহ্নে ইনি এমন কিছু কথা অবশ্যই বলবেন যা তিনি খলীফা নিযুক্ত হবার পর থেকে আর কখনো বলেননি। কিন্তু সাঈদ আমার কথাটিকে উড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি ধারণা করি না যে, তিনি (উমর) এমন কথা বলবেন যা এর পূর্বে কখনো বলেননি।

উমর রা. এসেই মিম্বরের উপর বসলেন। ঘোষকগণ নীরব হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন, অতপর বললেন, আজ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে এমন কিছু কথা বলতে চাই, যা বলার সাধ্য আমাকে দেয়া হয়েছে। এর পরিণাম সম্বন্ধে আমি অবগত নই। হতে পারে মৃত্যু আমার সম্মুখেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অনুধাবন করবে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখবে সে যেন অবশ্যই তা (আমার কথাগুলো) সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয় যে পর্যন্ত তার সওয়ারী পৌঁছুবে। আর যে ব্যক্তি আশংকা করবে যে, সে তা যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেনি, তার জন্য আমার ওপর মিথ্যা আরোপ বৈধ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সত্য দীন সহ মুহাম্মদ স.-কে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছেন। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে রজমের আয়াতও রয়েছে। আমরা তা পড়েছি, বুঝেছি ও মুখস্থ করেছি। (ব্যভিচারীকে) রসূলুল্লাহ স. রজম করেছেন এবং তাঁর ওফাতের পর আমরাও রজম করেছি। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, দীর্ঘকাল পরে কোনো ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়াত পাচ্ছি না। ফলে আল্লাহর নাযিলস্থ এ ফরযকে বর্জন করে তারা পথভ্রষ্ট হবে। আল্লাহর কিতাবে একথা সুস্পষ্ট যে, কোনো বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে, পুরুষ হোক কিংবা নারী, যখন তা প্রমাণিত হবে অথবা অবৈধ গর্ভ প্রমাণিত হবে অথবা অপরাধী নিজেই স্বীকারোক্তি করলে, তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। অতপর আল্লাহর কিতাবে আমরা এও পড়েছি যে, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার বংশ পরিচয়

থেকে বিমুখ হয়ো না। কেননা বাপ-দাদার পরিচয় থেকে বিমুখ হওয়া তোমাদের জন্য কুফরী (শক্ত গুনাহ)। অথবা তিনি (উমর) বলেছেন, এটা তোমাদের পক্ষে কুফরী হবে, যদি তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার পরিচয় গোপন করো। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ সাবধান ! তোমরা আমার প্রশংসায় অনুরূপ সীমালংঘন করো না যেরূপ ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রশংসায় সীমালংঘন করা হয়েছে। তোমরা বলো, (আমি) আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রসূল!

অতপর ওমর রা. বল্লেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ একথা বলতে চায়, আল্লাহর কসম ! যদি উমর মৃত্যুবরণ করে তাহলে আমরা অমুকের হাতে বাইয়াত করবো। কিন্তু তোমাদেরকে কোনো ব্যক্তি যেন কখনো প্রতারিত করতে না পারে যে, সে বলবে আবু বকরের হাতে বাইয়াত পরামর্শ ব্যতিরেকে আকস্মিক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শেষ হয়ে গেছে। সাবধান ! তা অবশ্য সেভাবেই হয়েছে। তবে যাদের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিলো তাঁরা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা উদ্ভূত পরিস্থিতির ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন।[১২] আর তোমাদের মধ্যে তার বাহনকে ধ্বংস প্রায় করেও আবু বকরের সমকক্ষ কাউকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে না। (তিনি ছিলেন নিকটের কিংবা দূরের সকলের কাছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন)। অতএব মুসলমানদের সাথে পরামর্শ না করে যে কেউ বাইয়াত করলে বাইআতকারী ও তা গ্রহণকারী কারো অনুসরণ করা যাবে না। বরং এদের উভয়কে হত্যা করা হবে। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা যখন তাঁর নবীর মৃত্যুদান করেন তখন তিনিই (আবু বকর) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। অবশ্য আনসারগণ আমাদের বিরোধিতা করেছে এবং তারা বনী সায়েদার চত্তরে একত্র হয়েছে। এমনকি, আলী, যুবাইর ও তাদের সাথীরাও আমাদের বিরোধিতা করেছে। মুহাজিররা আবু বকরের কাছে একত্র হলো। তখন আমি আবু বকরকে বললাম, হে আবু বকর ! চলুন আমরা আমাদের আনসারী ভাইদের কাছে যাই।

অতএব তাদের উদ্দেশ্যে আমরা রওয়ানা হলাম। যখন আমরা তাদের কাছে পৌঁছলাম দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। লোকেরা কিসের ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়েছে তা-ও তারা আমাদের জানালো। তারা আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাজিরগণ! কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন ? আমরা বললাম, আমাদের আনসারী ভাইদের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি ! তারা উভয়ে বললেন, তাদের কাছে তোমাদের না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়, বরং তোমাদের যা করণীয় তাই করো। কিন্তু আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমরা নিশ্চয়ই তাদের কাছে যাবো। অবশেষে আমরা যেতে যেতে বনী সায়েদার চত্তরে তাদের কাছে আসলাম। ইত্যবসরে আমরা চাদর আবৃত এক ব্যক্তিকে তাদের মাঝে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তারা বললো, ইনি হচ্ছেন সাদ ইবনে উবাদা রা.। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর কি হয়েছে ? তারা বললো, ইনি জ্বরে আক্রান্ত।

আমরা বসে সামান্য সময় অতিবাহিত করতেই তাদের খতিব (বক্তা) উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন, এরপর বললেন, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী ও ইসলামের সংখ্যাগুরু সৈনিক। আর হে মুহাজিরগণ ! তোমরা অতি নগণ্য একটি জামায়াত। আর তোমাদের মধ্যে কতক লোক আমাদেরকে এ বিষয়ে বাধা দিতে এসেছে এবং খিলাফতের অংশ থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে।

ওমর রা. বললেন, যখন তিনি বক্তৃতা বন্ধ করলেন, আমি আমার মনমতো কিছু কথা বলার ইচ্ছা করলাম, । আবু বকরের সামনেই তা তুলে ধরতে চাচ্ছিলাম। আমি পূর্বোক্ত বক্তাকে উত্তেজিত করাও

১২. অর্থাৎ যদি ত্বরিতভাবে আবু বকরের বাইয়াত পর্ব সমাপ্ত না হতো তাহলে মারাত্মক পরিণতির উদ্ভব হতো। আর ত্বরিত কোনো কাজ করলে, প্রায়শঃ এর পরিণাম মন্দই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সে অশুভ পরিণাম থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন।

এড়াতে চাইলাম। কিন্তু যখন আমি কথা বলার ইচ্ছে করলাম, তখন আবু বকর রা. আমাকে বললেন, স্থির থাকো সহনশীল হও, চঞ্চল হয়ো না। আমি তাঁকে নারাজ করাটা পসন্দ করলাম না। অতপর আবু বকর রা. কথা বলতে শুরু করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহর কসম ! তিনি এমন কোনো কথা বাদ দেননি যা আমার পসন্দমতো আমার অন্তরে সাজানো ছিল। তিনি তাৎক্ষণিক অনুরূপ, বরং তার চেয়ে উত্তমভাবে তা পেশ করলেন। অতপর নীরব হলেন। অতপর তিনি আনসারদের বললেন, তোমরা তোমাদের যেসব উত্তম বিষয়ের উল্লেখ করেছো তোমরা তার যোগ্য অধিকারী। কিন্তু এই যে (খিলাফতের) ব্যাপার, তা কুরাইশদের ছাড়া অন্যের জন্য স্বীকৃত নয়। কারণ তারা হচ্ছে খান্দান ও আবাস ভূমির দিক থেকে সর্বোত্তম আরব। আমি তোমাদের জন্য এ দুই ব্যক্তির একজনকে পসন্দ করি। সুতরাং এদের যে কোনো একজনের হাতে তোমরা বাইআত করো। এই বলে তিনি আমার ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.-এর হাত ধরলেন। তিনি আমাদের দু'জনের মাঝখানেই বসছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর একথাটি ছাড়া অন্য কোনো কথা অপসন্দ করিনি। আল্লাহর কসম ! কোনো জাতির মধ্যে আবু বকর রা. বিদ্যমান থাকতে আমি তাদের শাসক হওয়ার পাপের চেয়ে নিজেকে আত্মহত্যার জন্য সমর্পণ করার পাপকে অধিক হালকা মনে করি। হে আল্লাহ ! আমার আত্মা হয়ত মৃত্যুর সময় এমন কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে যা এ সময় আমি পাচ্ছি না।

তখন আনসারদের এক ব্যক্তি (হুবাব ইবনুর মুনযির) বলেন, আমি হলাম এ জাতির মেরুদণ্ড ও খান্দানী সম্ভ্রান্ত। সুতরাং হে কুরাইশ ! আমার প্রস্তাবই অটল। অতএব আমীর (শাসক) একজন হবেন আমাদের থেকে, আর একজন হবেন তোমাদের থেকে। এ নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি ও হৈচৈ শুরু হলো। আমি মতবিরোধে শংকিত হলাম। আমি বললাম, হে আবু বকর ! আপনার হাত প্রশস্ত করুন। তিনি তাঁর হাত প্রশস্ত করলে আমি তাঁর হাতে বাইয়াত হলাম। এরপর মুহাজিরীন তাঁর হাতে বাইয়াত হলো। পরে আনসারীও বাইয়াত হলো। অতএব আমরা সাদ ইবনে উবাদার ওপর বিজয়ী হলাম। তাদের এক ব্যক্তি বললো, তোমরা তো সাদ ইবনে উবাদাকে হত্যা করলে। আমি বললাম, আল্লাহই সাদ ইবনে উবাদাকে হত্যা করেছেন। উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম ! আমাদের সম্মুখে উপস্থিত সমস্যার মধ্যে আবু বকরের বাইয়াত সমস্যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুকে আমি অনুভব করি না [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর দাফন-কাফনের চেয়ে বাইয়াতে আবু বকর তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল]। আমরা এ আশংকাও করেছিলাম যে, যদি এখন মুসলমানদেরকে আমরা দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলি, আর বাইয়াত অনুষ্ঠান না হয় এবং তারা (আনসারীরা) এরপর কোনো এক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করে নেয়, তখন আমাদের সম্মুখে দু'টি পথই খোলা থাকবে। হয়তো আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে, অন্যথা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। ফলে এক বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হবে। অতএব যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ ছাড়া অন্য ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করে এমতাবস্থায় তার অনুসরণ করা যাবে না এবং তারও না সে যার অনুসরণ করে। বরং এদের উভয়কে হত্যা করা উচিত।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত যুবক ও যুবতী (যেনা করলে) এদের উভয়কে চাবুক মারা হবে এবং দেশান্তর করা হবে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الى قوله وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

“ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারো” ------ আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং “এটা হারাম করা হয়েছে মুমিনীনদের ওপর”–সূরা নূহ ঃ ২-৩। ইবনে উয়াইনাহ র. বলেন, হদ্দ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহানুভূতি প্রদর্শন করা (নিষেধ)।

٦٣٥٨ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةُ .

৬৩৫৮. যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স. থেকে শুনেছি, যেনার অপরাধে অভিযুক্ত অবিবাহিত ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি একশত চাবুক মারা এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিতেন। ইবনে শিহাব র. বলেন, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর র. আমাকে বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (এমন ঘটনায়) দেশান্তর করেছেন। অতপর এ সুন্নাত (নিয়ম) সর্বদা এভাবেই চলে আসছে।

٦٣٥٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ .

৬৩৫৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. অবিবাহিত যেনাকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর করাসহ এক বছরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ অপরাধী ও হিজড়াকে দেশান্তর করা।

٦٣٦٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ، وَأَخْرَجَ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

৬৩৬০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. অভিশম্পাত করেছেন হিজড়াকে এবং পুরুষরূপী নারীদেরকে এবং বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। তিনি অমুককে (ঘর থেকে) বের করে দিয়েছেন এবং উমর রা.-ও অমুককে বের করে দিয়েছেন।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের অনুপস্থিতিতে যে ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে হদ্দ কার্যকর করার নির্দেশ দিলো। উমর রা. তা করেছেন।

٦٣٦١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِكِتَابِ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَزَعَمُوْا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا .

৬৩৬১. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী স.-এর কাছে আসলো। এ সময় তিনি উপবিষ্টাবস্থায় ছিলেন। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে মীমাংসা করুন। তার প্রতিপক্ষ লোকটি দাঁড়ালো এবং বললো, সে সত্যই বলেছে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে মীমাংসা করুন। আমার পুত্র এ ব্যক্তির কাছে মজদুর ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার পুত্রকে রজম করতে হবে। কিন্তু আমি একশত ছাগল ও একটি দাসীর বিনিময়ে তার সাথে আপোষ করেছি। অতপর জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, আমার পুত্রের ওপর একশত চাবুক পড়বে এবং তাকে এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। নবী স. বললেন, সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে মীমাংসা করবো। সুতরাং ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত আসবে। আর তোমার পুত্রের ওপর একশত চাবুক পড়বে ও এক বছরের জন্য সে দেশান্তরিত হবে। আর হে উনাঈস ! তুমি প্রাতঃকালে এ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাবে এবং তাকে রজম করবে। শেষে উনাঈস ভোরে সেখানে গেলো এবং তাকে রজম করলো।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الاية غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ زَوَانِيْ وَلاَ مُتَّخِذتِ اَخْدَانٍ اَخِلاَّءَ .

"এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চরিত্রবান 'বিদুষী' নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না। ------ (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)"–সূরা আন নিসা ঃ ২৫। অবশ্য বিয়ের উদ্দেশ্য নেক হওয়া কাম্য। কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার ও গোপন বন্ধুত্ব স্থাপনের সম্পর্ক যেন না হয়। কেননা তা হারাম।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ দাসী যেনা করলে।

٦٣٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِىْ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ .

৬৩৬২. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে এক অবিবাহিতা দাসী যেনায় লিপ্ত হলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, সে যেনা করলে তাকে চাবুক মারো। সে পুনরায় (দ্বিতীয়বার) যেনা করলে চাবুক মারো। সে পুনরায় (তৃতীয়বার) যেনা করলে এবারও চাবুক মারো এবং এরপর তাকে চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও। ইবনে শিহাব বলেন, আমি একথা অবগত নই যে, তাকে বিক্রি করার নির্দেশ তৃতীয়বারের পর করেছেন নাকি চতুর্থবারের পর।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ দাসী যেনা করলে তাকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করা যাবে না এবং নির্বাসনও দেয়া যাবে না।

٦٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا زَنَتِ الاَمَةُ فَتَبَيَّنَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ

يُثَرِّبْ، ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ، ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ. تَابَعَهُ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৬৩৬৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যখন দাসী যেনা করে আর তা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়ে যায় তখন তাকে চাবুক মারো কিন্তু তাকে তিরস্কার কিংবা শাসানো যাবে না। আবার যদি সে যেনা করে, এবারও তাকে চাবুক মারো, কিন্তু শাসানো যাবে না। যদি তৃতীয়বার সে যেনা করে, তবে চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে অবশ্যই বিক্রি করে ফেলো। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া সাঈদ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা রা. থেকে, তিনি নবী স. থেকে একই ধরনের বর্ণনা করেছেন।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিত যিম্মী যেনা করলে এবং বিষয়টি শাসকের গোচরে আসলে।[১৩]

٦٣٦٤ـ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ اَقَبْلَ النُّوْرِ اَمْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ لاَ اَدْرِىْ.

৬৩৬৪. শাইবানী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা.-কে রজম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী স. রজম করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সূরা "আন নূর" নাযিল হবার আগে না পরে ? তিনি বলেন, আমি তা অবগত নই।

٦٣٦٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَاَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ فِىْ شَاْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ اِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَاَتَوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا، فَوَضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَاَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَاِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ، فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا، فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَا عَلَى الْمَرْاَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ .

৬৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীগণ রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, তাদের এক পুরুষ ও এক নারী যেনা করেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, রজমের ব্যাপারে তাওরাত কিতাবে তোমরা কি পেয়েছো ? তারা বললো, আমরা তাদেরকে অপমান করি এবং তাদেরকে চাবুক মারা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তাতে অবশ্যই রজমের কথা উল্লেখ আছে। আচ্ছা, তাওরাত নিয়ে এসো। তারা তা আনলো এবং খুললো বটে, কিন্তু তাদের একজন রজমের আয়াতের ওপর তার হাত চাপা দিয়ে রাখলো এবং তার সামনে ও পেছন থেকে পড়লো। তখন আবদুললাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন, তোমার হাত উঠাও। সে হাত উঠালো। দেখা গেলো তাতে রজমের আয়াত রয়েছে। তারা বললো, সে

১৩. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে যিম্মি বলা হয়।

(আবদুল্লাহ) সত্যই বলেছে। তাতে রজমের আয়াত ঠিকই আছে। অতপর রসূলুল্লাহ স. নির্দেশ দিলেন, তাদের উভয়কে রজম করা হলো। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি দেখেছি পুরুষ লোকটি মহিলাটিকে আড়াল করে তাকে পাথর থেকে রক্ষা করছে।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি বিচারক এবং লোকের কাছে নিজের অথবা অন্যের স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ করলে অভিযুক্ত নারী যেনায় লিপ্ত হয়েছে কিনা, কাউকে তার কাছে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিচারকের দায়িত্ব কিনা ?

٦٣٦٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ ، وَقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَأْذَنْ لِىْ اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا ، قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيْفُ الْاَجِيْرُ، فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ، فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِىْ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِىْ ثُمَّ اِنِّىْ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِىْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَاَتِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَاَمَرَ اُنَيْسًا الْاَسْلَمِىَّ اَنْ يَأْتِىَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

৬৩৬৬. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, দু' ব্যক্তি তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলো। তাদের একজন বললো, আল্লাহর কিতাব মোতাবেক আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন। অপর ব্যক্তি, যে তাদের উভয়ের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান ছিলো, সে বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কিতাবানুযায়ী আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন এবং ঘটনার বিবরণ দেয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা বলো। সে বললো, আমার পুত্র এ ব্যক্তির মজুদর ছিলো। ইমাম মালেক বলেন, আসীফ অর্থ মজদুর। সে এ ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। লোকেরা আমাকে বলেছে যে, আমার পুত্রের ওপর রজম হবে। সুতরাং আমি একশত ছাগল ও আমার একটি দাসীর বিনিময়ে তার সাথে আপোষ করেছি। অতপর আমি আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে বলেন যে, আমার পুত্রের ওপর একশত চাবুক পড়বে ও এক বছরের জন্য সে দেশান্তরিত হবে। অবশ্য এ ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর রজম হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, জেনে নাও, সেই মহান সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি আল্লাহর কিতাব মোতাবেক তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো। তোমার দেয়া ছাগল ও দাসী তোমার কাছে ফেরত আসবে। তিনি তার ছেলেকে একশত চাবুক মারলেন এবং এক বছরের নির্বাসন দিলেন। তিনি উনাইস আসলামীকে দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে (যেনার) স্বীকারোক্তি করলে তাকে রজম করারও আদেশ দিলেন। সে স্বীকারোক্তি করলে উনাইস তাকে রজম করেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ শাসক ছাড়া অপর কেউ নিজের পরিবার-পরিজন কিংবা অপরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে শাস্তি দিলে। আবু সাঈদ খুদরী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন ঃ নামাযরত অবস্থায় কোনো ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে সে তাকে অবশ্যই বাধা দিবে। সে বাধা না মানলে অবশ্যই তাকে আক্রমণ করবে। আবু সাঈদ রা. এরূপই করেছেন।

٦٣٦٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَاْسَهُ عَلَى فَخِذِىْ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَعَاتَبَنِىْ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ وَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ الاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ايَةَ التَّيَمُّمِ .

৬৩৬৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. আসলেন, তখন রসূলুল্লাহ স. আমার উরুর ওপর মাথা রেখে শোয়া ছিলেন। তিনি শাসানোর সুরে আমাকে বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ স. ও অন্যান্য লোকদেরকে আটকে রেখেছো, অথচ এখানে তাদের কারো কাছে পানি নেই। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন এবং নিজের হাত দ্বারা আমার কোমরে আঘাতও করতে লাগলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ স.-এর কারণে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। এ সময় আল্লাহ তাআলা তাইয়াম্মুমের আয়াত সূরা আল মায়েদা ঃ ৬ নাযিল করেন।

٦٣٦٨ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَكَزَنِىْ لَكْزَةً شَدِيْدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِىْ قِلاَدَةٍ فَبِى الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَوْجَعَنِىْ نَحْوَهُ لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ.

৬৩৬৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. আমার কাছে এসে আমাকে সজোরে আঘাত করলেন এবং বললেন, তুমি হারের উসিলায় লোকদেরকে আটকিয়ে রেখেছো। আমি যেনো মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ স.-এর কারণে আমি নড়াচড়া করতে পারিনি, অথচ আমি খুব ব্যথা পেয়েছি। আরবী অভিধানে 'লাকাযা' ও 'ওয়াকাযা' একই অর্থে ব্যবহার হয়।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর ব্যক্তিকে দেখলো এবং তাকে হত্যা করলো।

٦٣٦٩ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَاَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَاَتِىْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّىْ .

৬৩৬৯. মুগীরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদা রা. বললেন, যদি আমি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে দেখি তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারাল অংশ দ্বারা আঘাত করবো। রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধে আশ্চর্যান্বিত হয়েছো ? অবশ্য আমি তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবোধের অধিকারী। আর আল্লাহ আমার চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ পরোক্ষভাবে বা আকারে-ইঙ্গিতে অভিমত প্রকাশ করা।

٦٣٧٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَاَتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ

فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنّٰى كَانَ ذٰلِكَ قَالَ اُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ.

৬৩৭০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমার স্ত্রী একটি কুৎসিৎ সন্তান প্রসব করেছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট আছে কি ? সে বললো, হাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কি বর্ণের ? সে বললো, লাল বর্ণের। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলোর মধ্যে কোনোটি ছাই বর্ণেরও আছে কি ? সে বললো, হাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেই বর্ণ কোথা থেকে আসলো ? সে বললো, আমার মনে হয় সে তার খান্দানের কারো বর্ণ আকর্ষণ করেছে। তিনি বললেন, হয়তো তোমার এ পুত্রও খান্দানের কারো বর্ণ আকর্ষণ করেছে !

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ সতর্ক বা সাবধান করার জন্য শাস্তির পরিমাণ কি ?

٦٣٧١- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ .

৬৩৭১. আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলতেন, আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে দশ চাবুকের বেশী প্রয়োগ করা জায়েয নেই।

٦٣٧٢- عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ عُقُوْبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ .

৬৩৭২. আবদুর রহমান ইবনে জাবির র. থেকে এমন ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত, যিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধে দশ বেত্রাঘাতের অধিক দণ্ড নেই।

٦٣٧٣- عَنْ اَبَا بُرْدَةَ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يُجْلَدُوْا فَوْقَ عَشْرَةِ اَسْوَاطٍ اِلاَّ فِىْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ.

৬৩৭৩. আবু বুরদা আনসারী রা. বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহর নির্ধারিত হদ্দ ছাড়া অন্য কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে দশের অধিক বেত্রদণ্ড দেয়া যাবে না।

٦٣٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيُسْقِيْنِىْ فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِيْنَ اَبَوْا.

৬৩৭৪. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. একাধারে রোযা (সওমে বিসাল) রাখতে নিষেধ করেছেন। মুসলমানদের এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তো একাধারে রোযা

রাখেন।[১৪] রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার মত সক্ষম ? আমি এমন অবস্থায় রাতযাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। যখন তারা একাধারে রোযা থেকে বিরত হলো না, বরং রোযা রাখতেই থাকলো, তখন তিনিও তাদের সাথে একাধারে দিনের পর দিন রোযা রাখতে থাকলেন। অতপর যখন তারা চাঁদ দেখলো তখন তিনি বললেন, যদি তারা রোযা ভাঙ্গতে আরো দেরী করতো তাহলে আমিও দেরী করতাম। বস্তুত তারা যখন রোযা ভাংতে অস্বীকৃতি জানালো তখন তিনি বিরক্তির সাথে উক্ত কথাটি বলেছিলেন।

٦٣٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جُزَافًا اَنْ يَبِيْعُوْهُ فِىْ مَكَانِهِمْ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلَى رِحَالِهِمْ .

৬৩৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তারা অনুমানে পরিমাণ নির্দ্ধারণ পণ্য ক্রয় করার পর তা স্থানান্তরিত না করে পুনরায় বিক্রি করলে তাদেরকে প্রহার করা হতো।

٦٣٧٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِىْ شَىْءٍ يُؤْتَى اِلَيْهِ حَتّٰى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ .

৬৩৭৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কখনো নিজের কোনো প্রকার ক্ষতির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যে পর্যন্ত না তা আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা অতিক্রম করেছে। যখন এমন কিছু হয়েছে তখন আল্লাহর জন্য সেটার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটায়, বিনা প্রমাণে অপরের প্রতি কোনো মন্দ কাজ করার অভিযোগ এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলো।

٦٣٧٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا اِنْ اَمْسَكْتُهَا قَالَ فَحَفِظْتُ ذَالِكَ مِنَ الزُّهْرِىِّ اِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ يَقُوْلُ جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِىْ يُكْرَهُ .

৬৩৭৭. সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) 'লেয়ানকারীর' ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম।[১৫] তখন আমি পনের বছরের যুবক। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। অতপর তার স্বামী বললো, আমি তাকে রেখে দিলে (প্রমাণিত হবে যে,) আমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। বর্ণনাকারী ইউনুস বলেন, এরূপই আমি যুহরী থেকে স্মরণ রেখেছি। আর যদি সে এই এই নমুনার সন্তান প্রসব করে তাহলে সে (স্বামী) সত্যবাদী। আর যদি সে এই এই নমুনার সন্তান প্রসব করে তাহলে সে মিথ্যাবাদী আর স্ত্রী সত্যবাদী। আমি যুহরী থেকে এও শুনেছি, তিনি বলেছেন, সে এমন সন্তানই প্রসব করেছে যাকে দেখলে ঘৃণা ও অপসন্দের উদ্রেক হয়।

٦٣٧٨- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

---

১৪. ইফতারের সময় সামান্য কিছু আহার করে একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখাকে সাওমে বিসাল বলে।
১৫. কিতাবুল 'ফারায়েয'-এর ১০নং টীকা দ্রষ্টব্য।

شَدَّادٍ هِيَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَاَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ اَعْلَنَتْ

৬৩৭৮. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. দুই লিয়ানকারীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. বলেন, এ সেই নারী যার সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, যদি আমি বিনা প্রমাণে কোনো নারীকে রজম করতাম (তাহলে তাকে করতাম)। আবদুল্লাহ রা. বলেন, তবে তিনি রজম করেননি। এ সেই নারী যে প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করতো।

٦٣٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ وَاَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ اَنَّهُ وَجَدَ مَعَ اَهْلِهِ رَجُلاً قَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الاَّ لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَاَتَهُ. وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا. قَلِيْلَ اللَّحْمِ. سَبِطَ الشَّعْرِ. وَكَانَ الَّذِيْ ادَّعَى عَلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ اَهْلِهِ آدَمَ خَدِلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْاِسْلاَمِ السُّوْءَ .

৬৩৭৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর কাছে একজোড়া লিয়ানকারীর আলোচনা হলো। আসেম ইবনে আদী রা. তাদের সম্বন্ধে কিছু মন্দ উক্তি করেন। এরপর তিনি চলে গেলেন। তখন তার গোত্রের এক ব্যক্তি এ অভিযোগ নিয়ে আসলো যে, সে তার স্ত্রীর সাথে অন্য এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসেম রা. বলেন, আমি আমার উক্তির কারণেই এ বিপর্যয়ে পড়লাম। তিনি তাকে নিয়ে নবী স.-এর কাছে গেলেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে পেয়েছে সেই সংবাদ তাঁকে জানালেন। এ ব্যক্তি ছিলো গৌর বর্ণ, কৃশ, পাতলা ও বাবরী চুল বিশিষ্ট। আর যে ব্যক্তি সম্বন্ধে সে দাবি করেছে যে, তাকে তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছে, সে ছিলো মেটে বর্ণের স্থুল দেহী, মোটা গোড়ালী বিশিষ্ট। নবী স. বললেন, হে আল্লাহ ! ঘটনাটি আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দাও। ফলে সে নারী অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে সদৃশপূর্ণ একটি সন্তান প্রসব করলো। নবী স. তাদের উভয়কে 'লিয়ান' করালেন। সেই মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে বললেন, এই সে নারী যার সম্বন্ধে নবী স. বলেছিলেন, প্রমাণ ছাড়া যদি আমি কাউকে রজম করতাম তাহলে একেই রজম করতাম। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এ সেই নারী নয়। সে ছিল এক দুশ্চরিত্রা নারী, যে ইসলামের মধ্যে প্রকাশ্যে কুকর্ম করতো।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করা। আল্লাহর কালাম ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً الى غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ .

"যারা সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি কলংক আরোপ করে, পরে চারজন সাক্ষী পেশ করে না, তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত লাগাও ---- আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল পরম করুণাময়"–সূরা আন নূর ঃ ৪-৫ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ . الاية .

"নিশ্চয়ই যারা ঈমানদার, নিরীহ ও সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি কলংক আরোপ করে।"
–সূরা আন নূর ঃ ২৩ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٦٣٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ. وَاَكْلُ الرِّبَا . وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ. وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

৬৩৮০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকো। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি ? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা, যাদু-মন্ত্র (শিক্ষা করা বা ব্যবহার করা), ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া অন্যায়ভাবে নর হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং চরিত্রবান ঈমানদার ও নিরীহ নারীদের প্রতি কলংক আরোপ করা।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসদের প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ।

٦٣٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِىْءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ كَمَا قَالَ .

৬৩৮১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম স.-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার ক্রীতদাসের প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করে, অথচ সে দোষমুক্ত, যা সে বলেছে, কিয়ামতের দিন তাকে (মনিবকে) চাবুক মারা হবে। অবশ্য ঘটনা তার বিবৃতির অনুরূপ হলে ভিন্ন কথা।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম (শাসক) তার কাছে অনুপস্থিত অপরাধীর ওপর শাস্তি কার্যকর করার জন্য অপর ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারেন কি ? অবশ্য উমর রা. এরূপ করেছেন।

٦٣٨٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ اَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاْذَنْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا فِىْ اَهْلِ هٰذَا فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَاِنِّىْ سَاَلْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلَى ابْنِىْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَاَنَّ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا

الرَّجْمَ. فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ. اَلْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ. وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ. وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَيَا اُنَيْسُ اُغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَسَلْهَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

৬৩৮২. আবু হুরাইরা রা. ও যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করে দিন। অতপর তার তুলনায় বিচক্ষণতার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বললো, এ ব্যক্তি সত্যই বলেছে। আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করে দিন এবং হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। নবী স. বললেন, বলো ! সে বললো, আমার পুত্র এ ব্যক্তির পরিবারে মজদুর ছিলো। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। আমি একশত ছাগল ও একটি খাদেমের বিনিময়ে তার সাথে আপোষ রফা করেছি। অতপর আমি কতক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বলেন, আমার পুত্রকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে। আর এ ব্যক্তির স্ত্রীর ওপর রজম হবে। নবী স. বললেন, সেই মহান সত্তার কসম ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবো। সেই একশত (ছাগল) আর খাদেম, তা তোমার কাছে ফেরত আসবে। তোমার পুত্রের ওপর একশত বেত্রাঘাত পড়বে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত হবে। হে উনাইস ! আগামীকাল ভোরে তুমি এ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও এবং তাকে ঘটনাটি জিজ্ঞেস করো। যদি সে স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করো। সুতরাং সে স্বীকার করেছে এবং উনাইস তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করেছে।

❐

অধ্যায় ঃ ৬০

كِتَابُ الدِّيَاتِ

(রক্তপণ)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ .

"যে কেউ কোনো মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম।"

٦٣٨٣ـ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيْلَةَ جَارِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا، وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا .

৬৩৮৩. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোন্‌টি ? নবী স. বলেন, তুমি কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করলে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বললো, এরপরে কোন্‌টি ? নবী স. বলেন, তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে এ আশঙ্কায় তাকে হত্যা করা। লোকটি বললো, এরপর কোন্‌টি ? নবী স. বলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর সমর্থনে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ "যারা আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহর হারাম করা কোনো প্রাণকে অকারণে বধ করে না, না তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এ কাজ যারা করে, তারা নিজেদের পাপের ফল পাবে।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮

٦٣٨٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا .

৬৩৮৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, একজন বিশ্বস্ত মু'মিন তার দীনের ব্যাপারে পূর্ণ আযাদীর মধ্যে থাকে যদি না সে কোনো ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করে।

٦٣٨٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْاُمُوْرِ الَّتِىْ لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ اَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ .

৬৩৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে পাপ কাজের পরিণতি থেকে তার কর্তা নিজেকে বাঁচাতে পারে না তা হচ্ছে কাউকে অবৈধভাবে হত্যা করা।

٦٣٨٦- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِى الدِّمَاءِ .

৬৩৮৬. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে।

٦٣٨٧- عَنِ الْمِقْدَادَ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِىْ حَلِيْفِ بَنِىْ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَقِيْتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ يَدِىْ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ اَقْتُلُهُ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقْتُلْهُ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ طَرَحَ اِحْدَى يَدَىَّ. ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا أَأَقْتُلُهُ ؟ قَالَ لاَ تَقْتُلْهُ فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ وَاَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ

وَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ اِذَا كَانَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ يُخْفِىْ اِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَاَظْهَرَ اِيْمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ فَكَذٰلِكَ كُنْتَ اَنْتَ تُخْفِىْ اِيْمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ .

৬৩৮৭. মিকদাদ ইবনে আমর আলকিন্দী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি যোহরা গোত্রের একজন মিত্র এবং নবী স.-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি কোনো কাফেরের মুখোমুখি হয়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হই এবং সে যদি তরবারির আঘাতে আমার হাত কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, অতপর আমার থেকে কোনো গাছের আড়ালে আশ্রয় নেয় এবং বলে, আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম (ইসলাম গ্রহণ করলাম), একথা বলার পর তাকে আমি কি হত্যা করতে পারি ?" রসূলুল্লাহ স. বলেন, তাকে হত্যা করো না। মিকদাদ রা. বললেন, "হে আল্লাহর রসূল ! সে তো আমার দুই হাতের একটি হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। সে তা কাটার পরই একথা বলেছে, এখন আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি ?" তিনি বলেন, তাকে হত্যা করো না। কেননা তুমি যদি তাকে হত্যা করো, তাহলে হত্যা করার পূর্বে তুমি যে মর্যাদায় ছিলে সে সেই মর্যাদায় পৌঁছবে এবং তুমি তার স্থানে পৌঁছবে যেখানে সে ঐ বাক্য (কালেমা) বলার পূর্বে ছিল।

হাবীব ইবনে আবী উমারা ...... ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী স. মিকদাদ রা.-কে আরো বললেন, যদি কোনো মু'মিন কাফেরদের মধ্যে থাকাকালে তার ঈমানকে গোপন রাখে এবং যখন সে ইসলামের ঘোষণা দেয় তখন যদি তাকে হত্যা করো (তাহলে তুমি পাপী হবে)। মনে রেখো যখন তুমি মক্কায় ছিলে, তখন তুমিও তোমার ঈমানকে গোপন রেখেছিলে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَمَنْ اَحْيَاهَا "এবং যে একটি জীবন (মৃত্যুর হাত থেকে) রক্ষা করে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৩২

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে ব্যক্তি ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা হারাম জ্ঞান করে, সে যেন গোটা মানব জাতির প্রাণ রক্ষা করলো।

٦٣٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا.

৬৩৮৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ অন্যায়ভাবে প্রতিটি মানব হত্যার কিছু দায়ভার আদম আ.-এর প্রথম সন্তানের (কাবিল) ওপর বর্তায়।

٦٣٨٩- عَن عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৬৩৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা পরস্পর হানাহানি করে কুফরীতে ফিরে যেও না।

٦٣٩٠- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ حُجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৬৩৯০. জারীর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে বলেছেন ঃ জনগণ! আমার কথা শোন। আমার (ওফাতের) পরে তোমরা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে কুফরীতে ফিরে যেয়ো না।

٦٣٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْكَبَائِرُ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. اَوْ قَالَ اَلْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. شَكَّ شُعْبَةُ. وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَلْكَبَائِرُ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. اَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ .

৬৩৯১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, মিথ্যা শপথ করা। অপর বর্ণনায় আছে ঃ কবীরা গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, মিথ্যা শপথ করা, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া এবং মানুষ হত্যা করা।

٦٣٩٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ. وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَوْلُ الزُّوْرِ. اَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

৬৩৯২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কবীরা গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া এবং মিথ্যা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

٦٣٩٣- عَنْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ

فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْاَنْصَارِىُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِى حَتّٰى قَتَلْتُهُ. قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لِى يَا اُسَامَةُ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ اَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنِّى لَمْ اَكُنْ اَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

৬৩৯৩. উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে জুহাইনার উপগোত্র আল হুরাকার বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। আমরা তাদের কাছে প্রত্যুষে গিয়ে পৌঁছলাম এবং তাদের পরাস্ত করলাম। আনসারদের এক ব্যক্তি ও আমি তাদের একজনের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। আমরা তাকে আক্রমণ করলে, সে বললো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)। আনসারী তাকে হত্যা থেকে বিরত থাকলো। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করলাম। আমরা (মদীনায়) পৌঁছলে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এ খবর পৌঁছলো। তিনি আমাকে বললেন, হে উসামা ! সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করলে ! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! সে নিজের জান বাঁচাবার জন্য তা বলেছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করলে ! রসূলুল্লাহ স. আমাকে লক্ষ্য করে একথার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন, এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম হায়! আমি যদি ঐ দিনের পূর্বে মুসলমান না হতাম !

٦٣٩٤- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اِنِّى مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَايَعْنَاهُ عَلَى اَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَزْنِى وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ .

৬৩৯৪. উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেছিলাম, আল্লাহর সাথে শরীক করবো না, আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবো না, চুরি করবো না, যে প্রাণ বধ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা বধ করবো না, লুণ্ঠন করবো না এবং (আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের) অবাধ্যচারী হবো না। আমরা যদি এ বাইয়াত পূর্ণ করি তাহলে জান্নাত লাভ করবো। কিন্তু যদি এর মধ্য থেকে কোনো একটি (পাপ) করি, তাহলে তার ফায়সালার ভার আল্লাহর হাতে।

٦٣٩٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৬৩৯৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٦٣٩٦- عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لاَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ. فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرَةَ.

فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقُلْتُ اَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ. قَالَ ارْجِعْ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ .

৬৩৯৬. আহনাফ ইবনে কায়েস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে [আলী রা.-কে] সাহায্য করার জন্য গেলাম এবং পথিমধ্যে আবু বাকরার সাথে সাক্ষাত হলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো ? আমি জবাব দিলাম, আমি ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। সে বললো, ফিরে যাও, কেননা আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যদি দু'দল মুসলিম পরস্পর সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! হত্যাকারীর ব্যাপারে একথা ঠিক। কিন্তু নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা কেমন ? তিনি বলেন ঃ নিহত ব্যক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিলো।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতপর তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করা হয় তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং উত্তমরূপে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে উপশম এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। হে বুদ্ধিমানগণ ! কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, যাতে তোমরা সতর্ক হতে পারো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৮-১৭৯

৪-অনুচ্ছেদ ঃ স্বীকারোক্তি করা পর্যন্ত হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং হদ্দের বেলায়ই স্বীকারোক্তি।

٦٣٩٧ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا ؟ فُلاَنٌ اَوْ فُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ فَاُتِىَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتّٰى اَقَرَّ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ .

৬৩৯৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মাঝ খানে রেখে (প্রস্তরাঘাতে) থেতলে দেয়। বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার এ অবস্থা কে করেছে ? অমুক, অমুক অথবা অমুক ? শেষে সেই ইহুদীর নাম বলা হলো। ইহুদীকে নবী স.-এর

কাছে আনা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলেন যতক্ষণ না সে (অপরাধ) স্বীকারোক্তি করলো। অতপর দুই পাথরের মাঝখানে রেখে তার মাথাও থেতলে দেয়া হলো।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি কাউকে পাথর অথবা লাঠির আঘাতে হত্যা করে।

٦٣٩٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا اَوْضَاحٌ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُوْدِيٌّ بِحَجَرٍ قَالَ فَجِيْءَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُلاَنٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَاَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ فُلاَنٌ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِى الثَّالِثَةِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ .

৬৩৯৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অলঙ্কার পরিহিতা অবস্থায় একটি বালিকা মদীনার বাইরে গেলো। কেউ তাকে পাথর দ্বারা আঘাত করলো। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে নবী স.-এর কাছে আনা হলো। নবী স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি অমুক অমুক ব্যক্তি আঘাত করেছে ?' সে মাথা নেড়ে না বললো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে আঘাত করেছে ? সে এবারেও মাথা নেড়ে না বললো। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে আঘাত করেছে ? এবারে সে মাথার ইশারায় হাঁ বললো। অতপর নবী স. হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে পাঠালেন এবং তার মাথাও (অনুরূপ) দু'টি পাথরের মাঝে রেখে তাকে হত্যা করলেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ-الاية

"(আমি তাদের জন্য বিধান করেছি) জানের বদলে জান ---।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٦٣٩٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. وَاَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلاَّ بِاِحْدَى ثَلاَثٍ : اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ. وَالثَّيِّبُ الزَّانِى. وَالْمَفَارِقُ لِدِيْنِهِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ .

৬৩৯৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রসূল" তার রক্ত তিনটি অপরাধ ছাড়া প্রবাহিত করা যাবে না। হত্যার বদলে কিসাস গ্রহণ, বিবাহিত ব্যক্তি যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে (মুরতাদ হয়ে) মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তিকে (হত্যাকারীকে) প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিলো।

٦٤٠٠- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى اَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيْءَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ اَقَتَلَكِ فُلاَنٌ فَاَشَارَتْ بِرَاسِهَا اَنْ لاَ. ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لاَ. ثُمَّ سَاَلَهَا الثَّالِثَةَ فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ

৬৪০০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকার অলঙ্কার চুরির লোভে তাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করলো। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় নবী স.-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। নবী স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে আঘাত করেছে ? সে তার মাথা নেড়ে ইশারা করলো না। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে সে মাথা নেড়ে নেতিবাচক জবাব দিলো। তিনি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলে সে এবার ইশারায় বললো, হাঁ। সুতরাং নবী স. তাকে (ইহুদীকে) পাথরের আঘাতে হত্যা করলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নিহতের আত্মীয়-স্বজনের দু'টি বিকল্প প্রতিবিধানের যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার রয়েছে।

٦٤٠١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ لَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ تَحِلُّ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِى اَلاَ وَاِنَّهَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ اَلاَ وَاِنَّهَا سَاعَتِىْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا يُوْدَى وَاِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شَاهٍ فَقَالَ اُكْتُبْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لِاَبِىْ شَاهٍ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِىْ بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ.

৬৪০১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। খোজাআ গোত্র তাদের এক ব্যক্তিকে জাহিলী যুগে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসেবে বনী লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে মক্কা বিজয়ের বছর হত্যা করে। সুতরাং রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা মক্কা থেকে হস্তী বাহিনীকে প্রতিরোধ করে (প্রবেশ করতে দেননি)। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও মুমিনদেরকে (মক্কার) লোকদের ওপর বিজয়ী করেন। তোমরা জেনে রাখ ! মক্কায় যুদ্ধের ব্যাপারে না আমার পূর্বে কাউকে অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং না আমার পরে কাউকে অনুমতি দেয়া হবে। আমাকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে তাও দিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্য। জেনে রাখ ! এ স্থান এখন একটি অতি পবিত্র স্থান। এর কাঁটা গাছগুলো উৎপাটিত করা যাবে না। এর বৃক্ষসমূহ কাটা যাবে না এবং এ স্থানের পড়ে থাকা জিনিস এর মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ছাড়া কুড়ানো যাবে না। কেউ নিহত হলে তার ওয়ারিসদের দু'টি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার আছে। দিয়াত গ্রহণ অথবা হত্যাকারীকে সংহার। এ সময় আবু শাহ নামে ইয়ামানবাসী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! (একথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর (সাহাবীদেরকে) বললেন ঃ তোমরা এগুলো আবু শাহকে লিখে দাও। অতপর কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ইযখির (ঘাস) ছাড়া। কারণ আমরা এগুলো আমাদের ঘরে এবং কবরে ব্যবহার করি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, ইযখির ছাড়া।

٦٤٠٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ.

فَقَالَ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى. الى هذه الاية فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَالْعَفْوُ اَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ. قَالَ وَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ اَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوْفٍ وَيُؤَدِّىَ بِاِحْسَانٍ .

৬৪০২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে অপরাধের শাস্তি ছিল শুধুমাত্র কিসাস এবং দিয়াতের (রক্তমূল্য) অবকাশ ছিলো না। আল্লাহ এ উম্মতকে (মুসলিম জাতিকে) লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য নর হত্যার ব্যাপারে 'কিসাস'-এর বিধান দেয়া হলো ----- থেকে ------ অবশ্য কোনো হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয় ----" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। ইবনে আব্বাস রা. আরো বলেন, এ আয়াতে 'ক্ষমার' অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত গ্রহণ। ইবনে আব্বাস রা. আরো বলেন, আয়াত "তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে" অর্থাৎ ন্যায়সংগত, তবে দিয়াত দাবি করবে এবং উত্তমরূপে তা পরিশোধ করবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত করতে চায়।

٦٤٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ. وَمُبْتَغٍ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ .

৬৪০৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অভিশপ্ত হচ্ছে তিনজন ঃ যে ব্যক্তি হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহী কাজ করে, যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজে জাহিলী যুগের রীতিনীতি প্রচলন করে এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত করার প্রয়াসী হয়।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

٦٤٠٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَرَخَ اِبْلِيْسُ يَوْمَ اُحُدٍ فِى النَّاسِ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ اُوْلَاهُمْ عَلَى اُخْرَاهُمْ حَتّٰى قَتَلُوا الْيَمَانِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَبِىْ اَبِىْ فَقَتَلُوْهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتّٰى لَحِقُوْا بِالطَّائِفِ .

৬৪০৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শয়তান ওহুদের যুদ্ধের দিন জনগণের মধ্যে চীৎকার করে বললো, হে আল্লাহর বান্দাগণ ! তোমাদের পশ্চাৎভাগে যারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার। সুতরাং সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগে যারা ছিলো তারা (ভুলক্রমে শত্রু মনে করত) পেছনের নিজ দলের সৈনিকদের ওপর আক্রমণ চালায়, এমনকি তারা আল-ইয়ামানকে পর্যন্ত হত্যা করে, হুযাইফা রা. চীৎকার করে বলেন, আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু তারা তাকেও হত্যা করেন। হুযাইফা রা. বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন ! রাবী আরো বলেন, কতক মুশরিক পরাজিত হয়ে ভেগে গেল, শেষে তারা তায়েফবাসীর সাথে মিলিত হয়।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً .... الاية

"কোনো মুমিনের জন্য অন্য কোনো মুমিনকে ভুলক্রমে ছাড়া হত্যা করা বৈধ নয় ---------" শেষ পর্যন্ত।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকারী একবার স্বীকারোক্তি করলেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া।

٦٤٠٥- عَنْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيًا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هٰذَا اَفُلاَنٌ اَفُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَاَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِالْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنِ .

৬৪০৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ইহুদী একটি বালিকার মাথা দু'টি পাথরের মধ্যে রেখে (মারাত্মক) থেতলে দেয়। বালিকাটিকে বলা হলো, তোমাকে এরূপ কে করেছে ? অমুক অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি ? যখন সেই ইহুদীর নামোল্লেখ করা হলো, সে তার মাথার ইশারায় হাঁ বললো। অতপর সেই ইহুদীকে আনা হলো এবং সে অপরাধ স্বীকার করলো। নবী স. তার মাথাও পাথর দ্বারা চূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। হাম্মাম র. বলেছেন, দু'টি পাথর দিয়ে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের হত্যাকারী পুরুষ লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়া।

٦٤٠٦- عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُوْدِيًا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى اَوْضَاحٍ لَهَا

৬৪০৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একটি বালিকাকে তার অলঙ্কার আত্মসাতের উদ্দেশ্যে হত্যা করার বদলে এক ইহুদীকে হত্যা করেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আহত করার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কিসাস কার্যকর হবে। বিশেষভাবে আলেমগণ বলেছেন, মহিলাকে হত্যার অপরাধে পুরুষকে হত্যা করা হবে। উমর রা. সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, কোনো পুরুষ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মহিলাকে হত্যা বা আহত করলে তার উপর কিসাস কার্যকর হবে। উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইবরাহীম ও আবুয যিনাদ র. প্রমুখ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। রুবাইর বোন এক ব্যক্তিকে আহত করলে নবী স. কিসাসের নির্দেশ দেন।

٦٤٠٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ فَقَالَ لاَ تَلُدُّوْنِيْ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ مِنْكُمْ اِلاَّ لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ .

৬৪০৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর অসুস্থতার সময় আমরা (তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও) তাঁর মুখে ঔষধ দিলাম। তিনি বলেন, তোমরা আমার মুখে ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম ঔষধের প্রতি রোগীর স্বাভাবিক অনিচ্ছার কারণে (হয়তো তিনি নিষেধ করছেন)। তাঁর হুঁশ ফিরে আসলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জোরপূর্বক ঔষধ পান করানো হবে না, আব্বাস ছাড়া। কেননা সে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলো না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শাসকের কাছে মোকদ্দমা দায়ের করা ছাড়া তার প্রাপ্য (দিয়াত) আদায় করে অথবা কিসাস কার্যকর করে।

٦٤٠٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ. وَبِاِسْنَادِهٖ لَوِ اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِكَ اَحَدٌ وَلَمْ تَاْذَنْ لَهٗ خَذَفْتَهٗ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهٗ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ .

৬৪০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা হচ্ছি (পৃথিবীতে আগমনকারীদের মধ্যে) সর্বশেষ। কিন্তু (জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে) সর্বপ্রথম। তিনি আরো বলেছেন যে, তোমার অনুমতি ছাড়া কেউ যদি তোমার ঘরের মধ্যে উঁকি মারে এবং তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু নষ্ট করে দাও, তবে তাতে তোমার কোনো অপরাধ হবে না।

٦٤٠٩- عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِيْ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَدَّدَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِشْقَصًا ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .

৬৪০৯. হুমাইদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর ঘরের মধ্যে উঁকি দিলে নবী স. তাকে আঘাত করার জন্য একটি কাঁচি নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিলেন। আমি (ইয়াহইয়া) হুমাইদকে জিজ্ঞেস করলাম, একথা তোমাকে কে বলেছে ? তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা.।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি জনতার প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে মারা গেলে বা নিহত হলো।

٦٤١٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَاُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ الْيَمَانِ ، فَقَالَ اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِيْ اَبِيْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَمَا زَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ .

৬৪১০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের (যুদ্ধের) দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, শয়তান উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে বললো, হে আল্লাহর বান্দাগণ ! তোমাদের পশ্চাদবর্তী লোকদের সম্পর্কে সতর্ক হও। সুতরাং সম্মুখভাগের সৈন্যগণ (বিভ্রান্ত হয়ে) পশ্চাদবর্তী সৈন্যগণের ওপর আক্রমণ চালালো। হুযাইফা রা. দেখলেন যে, তার পিতা আল-ইয়ামান (আক্রান্ত) ! তিনি চীৎকার করে বললেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ ! আমার পিতা ! আমার পিতা ! আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর কসম ! কিন্তু তারা থামলো না, শেষে তারা তাকে হত্যা করলো। হুযাইফা রা. বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। উরওয়া র. বলেন, আমৃত্যু এজন্য হুযাইফা রা.-এর অন্তর বেদনাক্লিষ্ট ছিলো।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি ভুলবশত আত্মহত্যা করলে তার কোনো দিয়াত (রক্তপণ) নাই।

٦٤١١- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيَّاتِكَ فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوْا عَامِرٌ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ. فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ اَمْتَعْتَنَا بِهٖ فَاُصِيْبَ صَبِيْحَةَ لَيْلَتِهٖ، فَقَالَ الْقَوْمُ

حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فِدَاكَ اَبِى وَاُمِّى زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا اِنَّ لَهُ لَاَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَاَىُّ قَتْلٍ يَزِيْدُهُ عَلَيْهِ .

৬৪১১. সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হলাম। দলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আমের! তুমি আমাদেরকে কিছু উট চালনার সঙ্গীত (হুদী) শুনাও। সুতরাং সে কতিপয় (উট চালনার) সঙ্গীত গাইলো। নবী স. বলেন, এ চালক কে ? তারা বললো, আমের। নবী স. বলেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে তার সাহচর্য লাভের সুযোগ দিন। পরদিন সকালে আমের নিহত হলো। লোকেরা বলাবলি করলো, আমেরের সকল ভালো কাজ নিষ্ফল। কেননা সে নিজেকে হত্যা করেছে ! যখন আমি ফিরছিলাম তখন লোকেরা এ ধরনের কথাবার্তা বলাবলি করছিলো। আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোক! লোকেরা বলছে যে, আমেরের সৎ কাজসমূহ নিষ্ফল। নবী স. বলেন, যে কেউ এ ধরনের কথা বলেছে, সে মিথ্যাবাদী। আমেরের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। কেননা সে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। অন্য কোন্ ধরনের মৃত্যু তার জন্য এতোবড় পুরস্কার বয়ে আনতে পারে !

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি কাউকে তার দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলে এবং তাতে তার সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে গেলে।

٦٤١٢ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِيْهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعَضُّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَكَ .

৬৪১২. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলো। সে তার হাত সজোরে তার মুখ থেকে টান দিলো। ফলে তার দু'টি দাঁত পড়ে যায়। তারা উভয়ে তাদের মোকদ্দমা নবী স.-এর দরবারে পেশ করলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের একজন তার ভাইকে উটের মত কামড়িয়েছে। এজন্য তুমি কোনো দিয়াত পাবে না।

٦٤١٣ـ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ فِىْ غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَبْطَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ.

৬৪১৩. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক গাযওয়ায় (জিহাদে) রওয়ানা হলাম। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কামড়ে ধরলে দংশনকারীর সম্মুখস্ত দাঁত পড়ে যায়। নবী স. তার মোকদ্দমা বাতিল করে দেন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁতের বদলে দাঁত।

٦٤١٤ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَاَتَوا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقِصَاصِ .

৬৪১৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নাদর এর কন্যা একটি বালিকাকে চপেটাঘাত করলে তার সম্মুখস্ত দাঁত ভেঙ্গে যায়। বালিকার অভিভাবকগণ নবী স.-এর খেদমতে আসলে তিনি কিসাসের (দাঁতের বদলে দাঁত) নির্দেশ দিলেন।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুলের দিয়াত।

٦٤١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْاِبْهَامَ .

৬৪১৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, এটি ও এটি সমান অর্থাৎ কনিষ্ঠা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি।

٦٤١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ .

৬৪১৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট থেকে (উপরের বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ শুনেছি।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ একদল লোক এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে বা আহত করলে তাদের সকলেই কি দণ্ডিত হবে, কিসাস যোগ্য হবে ? মুতাররিফ র. শাবী থেকে বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো যে, সে চুরি করেছে। আলী রা. তার হাত কেটে ফেললেন। পুনরায় লোক দু'টি অন্য লোককে নিয়ে এসে বললো ঃ আমরা ভুল করেছি। আলী রা. তাদের সাক্ষ্য বাতিল গণ্য করলেন এবং প্রথম ব্যক্তির হাত কাটানোর বদলায় তাদের কাছ থেকে দিয়াত (রক্তমূল্য) আদায় করলেন এবং বললেন, যদি আমি জানতে পারতাম যে, তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছো, তাহলে আমি তোমাদের হাত কেটে ফেলতাম। ইবনে উমর রা. বলেন, একটি বালককে গুপ্তহত্যা করা হলে, উমর রা. বললেন, যদি গোটা সানয়াবাসী তার হত্যায় অংশ নিতো, তবে আমি অবশ্যই তাদের সকলকে হত্যা করতাম। মুগীরা ইবনে হাকিম র. তার পিতার সূত্রে বলেন, চার ব্যক্তি একটি বালককে হত্যা করলে উমর রা. অনুরূপ কথা বলেন। আবু বকর, ইবনুয যুবাইর, আলী ও সুয়াইদ ইবনে মুকাররিন রা. একটি চপেটাঘাতের মোকদ্দমায় কিসাসের ফায়সালা প্রদান করলেন। উমর রা. লাঠি দ্বারা আঘাতের অপরাধে কিসাস কার্যকর করেন। আলী রা. কিসাস স্বরূপ তিনটি বেত্রাঘাত করেন। শুরায়হ র. বেত্রাঘাত ও নখ দিয়ে খামচানোর অপরাধে কিসাসের ব্যবস্থা করেন।

٦٤١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيْلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهَا اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ وَقَالَ مُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ اِنَّ اَرْبَعَةً قَتَلُوْا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

৬৪১৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একজন বালককে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা হলো। উমর রা. বলেন, যদি তাতে সানায়াবাসীদের সবাই শরীক থাকতো তবে আমি তাদের সবাইকে হত্যা করতাম। মুগীরা তার পিতা হাকীম থেকে বর্ণনা করেন যে, চার ব্যক্তি বালকটিকে হত্যা করেছিলো। আর তখন উমর রা. একথা বলেন।

٦٤١٨- عَنْ عَائِشَةَ لَدَدْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لاَ تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ بِالدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِيْ قَالَ

قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلاَّ الْعَبَّاسَ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ .

৬৪১৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর অসুখের সময় তাঁর মুখে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঔষধ দিলাম। তিনি আমাদের ইশারা করে বলতে চাইলেন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখের মধ্যে ঔষধ দিও না। আমরা মনে করলাম যে, রুগীর ঔষধের প্রতি যে স্বাভাবিক অনীহা থাকে তাঁর অনিচ্ছাও তদ্রূপ। তিনি হুঁশ ফিরে পেয়ে আমাদের বলেন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মুখের মধ্যে ঔষধ দিতে আমি কি তোমাদের নিষেধ করিনি ? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছি (আপনি এরূপ করেছেন) যেহেতু আপনি ঔষধ পসন্দ করেন না। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আব্বাস ছাড়া তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে জোরপূর্বক ঔষধ পান করানো হবে না এবং আমি তোমাদেরকে দেখতে থাকবো। কেননা সে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ কাসামা (সম্মিলিত শপথ)। আশয়াছ ইবনে কায়েস বলেন, নবী স. বলেছেন, বাদীকে লক্ষ্য করে তোমাকে দু'জন সাক্ষী হাজির করতে হবে অন্যথায় বিবাদীকে (অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে) শপথ করতে বলা হবে।

ইবনে আবু মুলাইকা র. বলেন, মুয়াবিয়া রা. কাসামার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দিতেন না।
উমর ইবনে আবদুল আযীয র. বসরায় নিযুক্ত তার গভর্নর আদী ইবনে আরতাত-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন, যাকে তৈল ব্যবসায়ীদের একজনের বাড়ীর কাছে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারলে অযথা জনগণকে যুলুম করো না। এ মোকদ্দমা কিয়ামত অবধি মুলতবী থাকবে।

٦٤١٩.عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا اِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا وَوَجَدُوْا اَحَدَهُمْ قَتِيْلاً وَقَالُوْا لِلَّذِيْنَ وُجِدَ فِيْهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوْا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً فَانْطَلَقُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انْطَلَقْنَا اِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَتِيْلاً فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَاْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ؟ قَالُوْا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ فَيَحْلِفُوْنَ، قَالُوْا لاَنَرْضَى بِاَيْمَانِ الْيَهُوْدِ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُطِلَّ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ .

৬৪১৯. সাহল ইবনে আবু হাসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেন যে, তাদের সম্প্রদায়ের একদল লোক খায়বর এলাকায় পৌঁছে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলো। যে লোকদের কাছে তার লাশ পাওয়া গেলো তাদেরকে তারা বললো, তোমরা আমাদের সাথীকে হত্যা করেছো তারা বললো, না আমরা তাকে হত্যা করেছি, না আমরা তার হত্যাকারী সম্পর্কে জ্ঞাত। তারা ফিরে এসে নবী স.-এর কাছে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা খায়বারে গিয়েছিলাম এবং আমাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেয়েছি। নবী স. বলেন, প্রবীণ ব্যক্তি কথা বলুক। নবী স. তাদের বললেন, তোমরা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করো। তারা বললো, আমাদের কোনো প্রমাণ নেই। নবী স. বলেন, তাহলে তারা

(বিবাদীরা) শপথ করবে। তারা বললো, আমরা ইহুদীদের শপথে সন্তুষ্ট হতে পারি না। রসূলুল্লাহ স. এ নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য ক্ষতিপূরণ বাদ যাক এটা পসন্দ করলেন না। সুতরাং তিনি দিয়াত বা রক্তমূল্য হিসেবে (ঐ নিহত ব্যক্তির স্বজনদেরকে) যাকাতের এক শত উট প্রদান করলেন।

٦٤٢٠ـ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَبْرَزَ سَرِيْرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ ثُمَّ اَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا، فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الْقَسَامَةِ ؟ قَالُوْا نَقُوْلُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ اَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، قَالَ لِىْ مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا قِلاَبَةَ وَنَصَبَنِىْ لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِنْدَكَ رُؤُسُ الاَجْنَادِ وَاَشْرَافُ الْعَرَبِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلٰى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ اَنَّهُ قَدْ زَنٰى لَمْ يَرَوْهُ اَكُنْتَ تَرْجُمُهُ ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلٰى رَجُلٍ بِحِمْصَ اَنَّهُ سَرَقَ اَكُنْتَ تَقْطَعَهُ وَلَمْ يَرَوْهُ ؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ فَوَ اللّٰهِ مَا قَتَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ فِىْ اِحْدٰى ثَلاَثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيْرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، اَوْ رَجُلٌ زَنٰى بَعْدَ اِحْصَانٍ ، اَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، وَارْتَدَّ عَنِ الاِسْلاَمِ،

فَقَالَ الْقَوْمُ، اَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِى السَّرَقِ وَسَمَّرَ الاَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ اَنَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثَ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ اَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعُوْهُ عَلَى الاِسْلاَمِ فَاسْتَوْخَمُوْا الاَرْضَ فَسَقِمَتْ اَجْسَامُهُ فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ اَفَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِىْ اِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْنَ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا قَالُوْا بَلٰى فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَصَحُّوْا فَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَطْرَدُوْا النَّعَمَ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَاُدْرِكُوْا فَجِيْءَ بِهِمْ فَاَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ وَسُمِّرَتْ اَعْيُنُهُمْ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِى الشَّمْسِ حَتّٰى مَاتُوْا،

قُلْتُ وَاَىُّ شَىْءٍ اَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ ارْتَدُّوْا عَنِ الاِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا وَسَرَقُوْا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقُلْتُ اَتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيْثِىْ يَا عَنْبَسَةُ فَقَالَ لاَ، وَلٰكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ ، وَاللّٰهِ لاَ يَزَالُ هٰذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ،

قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِىْ هٰذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوْا

عنده ، فخرج رجل منهم بين ايديهم فقتل، فخرجوا بعده ، فاذا هم بصاحبهم يتشحط فى الدم ، فرجعوا الى رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله ﷺ صاحبنا الذى كان يحدث معنا فخرج بين ايدينا فاذا نحن به يتشحط فى الدم فخرج رسول الله ﷺ فقال بمن تظنون او ترون قتله قالوا نرى ان اليهود قتلته فارسل الى اليهود فدعاهم، فقال أانتم قتلتم هذا؟ قالوا لا، قال اترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه فقالوا ما يبالون يقتلونا اجمعين، ثم ينفلون قال افتستحقون الدية بايمان خمسين منكم ، قالوا ما كنا لنحلف، فوداه من عنده،

قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم فى الجاهلية، فطرق اهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فاخذوا اليمانى فرفعوه الى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا، فقال انهم قد خلعوه، فقال يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه قال فاقسم منهم تسعة واربعون رجلا، فقدم رجل منهم من الشام ، فسألوه ان يقسم فافتدى يمينه منهم بالف درهم، فادخلوا مكانه رجلا اخر، فدفعه الى اخى المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا فانطلقا والخمسون الذين اقسموا، حتى اذا كانوا بنخلة، اخذتهم السماء، فدخلوا فى غار فى الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين اقسموا فماتوا جميعا وافلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل اخى المقتول، فعاش حولا ثم مات،

قلت وقد كان عبد الملك بن مروان اقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فامر بالخمسين الذين اقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم الى الشام .

৬৪২০. আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত। একদিন উমর ইবনে আবদুল আযীয র. জনগণের (সাথে সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে তার গৃহ প্রাঙ্গণে স্বীয় সিংহাসনে বসলেন। অতপর তিনি প্রবেশের অনুমতি দিলে তারা ভেতরে প্রবেশ করলো। তিনি বলেন, কাসামা সম্পর্কে তোমাদের মত কি ? তারা বললো, আমাদের মতে, কিসাসের ক্ষেত্রে কাসামার ওপর নির্ভর করা আইনসঙ্গত। আগের খলিফাগণ এর ভিত্তিতে কিসাস কার্যকরী করেছেন। তিনি আমাকে বলেন, হে আবু কিলাবা ! এ বিষয় আপনি কি বলেন ? তিনি আমাকে লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হতে বললেন এবং আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কগণ এবং আরবের নেতৃবৃন্দ রয়েছে। এখন এদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন যদি সাক্ষী দেয় যে, একজন বিবাহিত ব্যক্তি দামেশক নগরীতে

ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ-ই তাকে দেখেনি (অর্থাৎ এ অপকর্ম করতে দেখেনি), তাকে কি আপনি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দিবেন ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, যদি তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন এ সাক্ষী দেয় যে, এক ব্যক্তি হেমস নগরীতে চুরি করেছে, তাহলে আপনি কি ঐ ব্যক্তির হাত কেটে ফেলবেন, যদিও তারা তাকে (চুরি করতে) দেখেনি ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ স. নিম্নলিখিত তিনটি অবস্থার কোনো একটি ছাড়া কখনো কাউকে হত্যা করতেন না ঃ কোনো ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে (কিসাস স্বরূপ) তাকে হত্যা করা হতো, কোনো বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এবং কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ও ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হলে।

অতপর লোকেরা বললো, আনাস ইবনে মালেক রা. কি বর্ণনা করেননি যে, রসূলুল্লাহ স. চোরদের হাত কেটেছিলেন এবং তাদের চোখের মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা ঢুকিয়েছিলেন, অতপর তাদের রোদের মধ্যে ফেলে রেখেছিলেন ? আমি বললাম, আমি তোমাদের কাছে আনাসের বর্ণনা তুলে ধরবো। আনাস বলেছেন যে, উকল গোত্রের আট ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলো এবং ইসলাম গ্রহণের বাইয়াত করলো। স্থানীয় আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে অভিযোগ করলো। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আমাদের উটের রাখালের কাছে যাবে এবং উটের দুধ এবং পেশাব পান (ঔষধ হিসেবে) করবে ? সুতরাং তারা চলে গেল এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করে স্বাস্থ্য ফিরে পেল। অতপর তারা আল্লাহর রসূল স.-এর উটের রাখালদের হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। তারা ধরা পড়লো এবং তাদেরকে [রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে] আনা হলো। তিনি তাদের হাত ও পা কেটে ফেলার এবং তাদের চোখ তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে উপড়ে ফেলার ও মৃত্যু পর্যন্ত রোদের মধ্যে রাখার নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, তারা যে জঘন্য অপরাধ করেছে এর চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে ? তারা ইসলাম ত্যাগ করেছে (মুরতাদ হয়েছে), মানুষ হত্যা করেছে এবং চুরি করেছে। আনবাসা ইবনে সাঈদ বললো, আল্লাহর কসম ! আজকের দিনের মতো ঘটনার বর্ণনা কখনও শুনিনি। আমি বললাম, হে আনবাসা ! তুমি কি আমার (বর্ণিত) হাদীস অস্বীকার করছো ? আনবাসা বললেন, না, তবে তুমি এমনভাবে হাদীসটি সম্পর্কিত করেছো যেভাবে সম্পর্কিত করা উচিত ছিলো। আল্লাহর কসম ! এ সামরিক বাহিনী কল্যাণের ওপর ঐ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ এ মনীষী (আবু কিলাবা) তাদের মধ্যে থাকবেন।

আমি বললাম, নিম্নবর্ণিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক একটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে ঃ কতক আনসার রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে তাঁর সাথে কতিপয় বিষয় আলোচনা করলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন লোক বের হয়ে গেল এবং নিহত হলো। ঐ লোকগুলো তার পরে বের হয়ে এলো এবং দেখতে পেলো যে, তাদের সাথী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ফিরে এলো এবং তাঁর কাছে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের সাথী যে আমাদের সাথে কথাবার্তায় অংশ নিয়েছিল এবং আমাদের আগে বের হয়ে গিয়েছিল তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় (নিহত) পেয়েছি। রসূলুল্লাহ স. তাদের সাথে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাকে সন্দেহ করো অথবা তাকে কে হত্যা করেছে বলে মনে করো ? তারা বললো, আমরা মনে করি যে, ইহুদীরা তাকে হত্যা করেছে। নবী স. ইহুদীদেরকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ (ব্যক্তিকে) হত্যা করেছ ? তারা বললো, না। নবী স. আনসারদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ ব্যাপারে রাজী আছো যে, আমি পঞ্চাশজন ইহুদীকে এ ব্যাপারে

কসম করতে বলবো, তারা বলবে যে, তাকে তারা হত্যা করেনি। তারা বললো, ইহুদীদের জন্য আমাদের সকলকে হত্যা করার পরে মিথ্যা কসম করাটা কিছুই নয়। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তোমরা কি দিয়াত (রক্তপণ) নিতে প্রস্তুত আছো যে, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন কসম করবে (যে, ইহুদীরাই তোমাদের সাথীকে হত্যা করেছে)? তারা বললো, আমরা কসম করবো না। অতপর নবী স. নিজেই তাদের দিয়াত (রক্তপণ) দিয়ে দিলেন।

আমি আরো বললাম, হুযাইল গোত্র জাহিলী যুগে (এক ধিকৃত ঘটনায়) তাদের এক ব্যক্তিকে গোত্রচ্যুত করেছিল। অতপর ঐ ব্যক্তি (মক্কার নিকটবর্তী) 'বাতহা' নামক স্থানে একটি ইয়ামেন দেশীয় পরিবারের ওপর রাতের বেলা চুরির উদ্দেশ্যে হামলা চালায়, কিন্তু পরিবারের একটি লোক তাকে দেখে ফেলে এবং নিজ তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে। হুযাইল গোত্রের লোকেরা এসে ইয়ামেনী লোকটিকে ধরে ফেললো। তাকে হজ্জের মৌসুমে উমর রা.-এর কাছে নিয়ে এসে বললো, সে আমাদের এক সাথীকে হত্যা করেছে। ইয়ামেনী লোকটি বললো, কিন্তু এ লোকেরা তাকে গোত্রচ্যুত করেছে। উমর রা. বললেন, তাহলে হুযাইল গোত্রের পঞ্চাশজন লোক কসম করুক যে, তারা তাকে গোত্রচ্যুত করেনি। অতপর তাদের মধ্য থেকে উনপঞ্চাশ ব্যক্তি কসম করলো। এমন সময় তাদের গোত্রের একটি লোক শাম থেকে আসলে তারা সকলে তাকে অনুরূপ কসম করতে অনুরোধ করলো। কিন্তু সে কসম করার পরিবর্তে এক হাজার দীনার দিলো। তখন তারা তার বদলে অন্য ব্যক্তিকে কসম নিতে অনুরোধ করলো নতুন লোকটি নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের সাথে করমর্দন করলো। কতিপয় ব্যক্তি বলেছে, আমরা ঐ পঞ্চাশ ব্যক্তি যারা মিথ্যা কসম (আল-কাসামা) করেছি, রওয়ানা করলাম। তারা নাখলা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। তারা পাহাড়ের একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো তখন গুহাটি ঐ মিথ্যা কসমকারী পঞ্চাশ ব্যক্তির ওপর ধ্বসে পড়লো এবং তাদের সকলেই নিহত হলো, শুধুমাত্র ঐ দুই ব্যক্তি বেঁচেছিল যারা পরস্পরে করমর্দন করেছিল। তারা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল, কিন্তু একখণ্ড পাথর নিহত ব্যক্তির ভাইয়ের ওপর পড়লো এবং তার পাখানা ভেঙ্গে গেল। সে এক বছর বেঁচে থাকার পর মারা গেল। আমি আরো বললাম, আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান কিসাসের পরে এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন। তার এ বিচারের ভিত্তি ছিল আল-কাসামা, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ ফায়সালার জন্য অনুতপ্ত হন এবং যে পঞ্চাশ ব্যক্তি কসম করেছিল তাদের নাম রেজিস্ট্রী খাতা থেকে প্রত্যাহার করে তাদের শাম এলাকায় নির্বাসন দেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিদের ঘরে উঁকি মারে এবং তারা যদি তার চোখে খোঁচা দেয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির দিয়াত (রক্তমূল) দাবি করার অধিকার নেই।

٦٤٢١ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِى حُجَرٍ فِى بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ اَوْ مَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ .

৬৪২১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-এর কোনো এক হুজরার মধ্যে (আবাস কক্ষে) উঁকি মারলো। নবী স. উঠে একটি ধারালো ও সূঁচালো লাঠি নিয়ে তাকে খোঁচা দেয়ার জন্য তুলে ধরলেন।

٦٤٢٢ـ عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِىْ جُحْرٍ فِىْ بَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ

اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْتَظِرُنِىْ لَطَعَنْتُ بِهِ فِىْ عَيْنِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ .

৬৪২২. সাহল ইবনে সাদ আস-সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরযা দিয়ে উঁকি মারলো। তখন রসূলুল্লাহ স. একটি মিদরীর (লম্বা লোহা) সাহায্যে নিজের মাথা মলছিলেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, আমি যদি নিশ্চিত হতাম যে, তুমি আমার দিকে (দরযা দিয়ে) তাকাচ্ছো, তাহলে আমি তোমার চোখে এ (ধারালো লৌহদণ্ড দিয়ে) খোঁচা দিতাম। রসূলুল্লাহ স. আরো বললেন, প্রবেশের অনুমতির বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে যাতে কেউ (ভেতর বাড়ি) দেখতে না পায়।

٦٤٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ امْرَاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ .

৬৪২৩. আবু হুরাইরা রা. বলেন, আবুল কাসেম স. বলেছেন, যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার দিকে উঁকি মারে এবং তুমি তাকে একটি লাঠির খোঁচা মেরে তার চোখ আহত করো, তাহলে তুমি দায়ী হবে না।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল-আকিলা (দিয়াত পরিশোধে অংশগ্রহণকারীগণ)।

٦٤٢٤- عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مَا لَيْسَ فِى الْقُرْاٰنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ مَا فِى الْقُرْاٰنِ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِىْ كِتَابِهِ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

৬৪২৪. শায়াবী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুহাইফা রা.-কে বলতে শুনেছি, আমি আলী রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন ছাড়া এমন কিছু লিখিত জিনিস আপনার কাছে আছে কি যা কুরআনে বা অন্য লোকদের কাছে নেই ? আলী রা. বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত করেন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন ! কুরআনে যাকিছু আছে এছাড়া অন্য কিছু আমার কাছে নেই। তবে আল্লাহর কিতাব বুঝবার যে ক্ষমতা কোনো ব্যক্তিকে দান করা হয়েছে এবং যাকিছু এ কাগজের টুকরার মধ্যে লেখা রয়েছে তাই আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কাগজের টুকরার মধ্যে কি লেখা রয়েছে ? আলী রা. বললেন, আল-আকুল (দিয়াতের বিধান) বন্দী মুক্তি এবং কাফেরকে হত্যার প্রতিশোধে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণ।

٦٤٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ .

৬৪২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। হুযাইল গোত্রের দুই নারীর একজন অন্যজনের প্রতি ভারী কিছু নিক্ষেপ করলে তার গর্ভপাত ঘটে। রসূলুল্লাহ স. এ ব্যাপারে একটি ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী (দিয়াত স্বরূপ) প্রদানের নির্দেশ দেন।

٦٤٢٦- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِىْ اِمْلَاصِ الْمَرْاَةِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى بِهِ .

৬৪২৬. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। উমর রা. তাদের সাথে মহিলার গর্ভপাত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। মুগীরা রা. বললেন, নবী স. (এ ব্যাপারে) ফায়সালা দিয়েছেন যে, একটি ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী (দিয়াত স্বরূপ) দিতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি নবী স.-কে অনুরূপ ফায়সালা প্রদান করতে দেখেছেন।

٦٤٢٧- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَضَى فِى السِّقْطِ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هٰذَا ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَا اَشْهَدُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ هٰذَا.

৬৪২৭. হিশাম র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমর রা. লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ স.-কে ভ্রূণ হত্যার (বা গর্ভপাত ঘটানোর) ব্যাপারে ফায়সালা দিতে কে শুনেছে ? মুগীরা রা. বললেন, আমি তাঁকে এ ব্যাপারে (দিয়াত হিসেবে) একটি ক্রীতদাস বা দাসী দেয়ার ফায়সালা দিতে শুনেছি। উমর রা. বললেন, এ ব্যাপারে তোমার সপক্ষে একজন সাক্ষী উপস্থিত করো। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী স. এ ধরনের ফায়সালা দিয়েছেন।

٦٤٢٨. عَنْ هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِىْ اِمْلَاصِ الْمَرْاَةِ مِثْلَهُ .

৬৪২৮. হিশাম ইবনে উরওয়া র. থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি মুগীরা ইবনে শোবা রা.-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, উমর রা. গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে তাদের সাথে মতবিনিময় করেছেন ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণ। নিহতের জন্য দিয়াত (রক্তমূল্য) হত্যাকারীর পিতার কাছ হতে আদায় করতে হবে অথবা তার আসাবার (পিতার দিক দিয়ে নিকটাত্মীয়) নিকট হতে, কিন্তু হত্যাকারীর সন্তানদের নিকট থেকে নয়।

٦٤٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِىْ جَنِيْنِ امْرَاَةٍ مِنْ بَنِىْ لِحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ، ثُمَّ اِنَّ الْمَرْاَةَ الَّتِىْ قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَاَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

৬৪২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বনী লিহইয়ান গোত্রের জনৈকা মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যা করার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন যে, হত্যাকারী একটি ক্রীতদাস বা

ক্রীতদাসী (দিয়াত) দিবে। তিনি যার উপর দাস বা দাসী দেয়া ধার্য করেন, সে মারা গেল। সুতরাং রসূলুল্লাহ স. ফায়সালা দিলেন যে, তার মীরাস তার সন্তান এবং স্বামী পাবে এবং দিয়াত তার আসাবাদের ওপর বর্তাবে।

٦٤٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَاَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ قَتَلَتْهَا وَمَا فِىْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَضٰى اَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضٰى دِيَةَ الْمَرْاَةِ عَلٰى عَاقِلَتِهَا.

৬৪৩০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইল গোত্রের দুই নারী পরস্পর ঝগড়া করে তাদের একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করলো। ফলে সে ও তার গর্ভস্থিত ভ্রূণ নিহত হলো। অতপর হত্যাকারী ও নিহতের আত্মীয়রা উভয় পক্ষ নবী স.-এর নিকট তাদের মোকদ্দমা দায়ের করলো। তিনি রায় প্রদান করলেন যে, গর্ভস্থিত ভ্রূণের দিয়াত হচ্ছে একটি ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী এবং নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারিণীর আসাবা (নিকটাত্মীয়) গণকে পরিশোধ করতে হবে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো দাস অথবা বালকের সাহায্য চায়। কথিত আছে যে, উম্মে সালামা রা.-এর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে এই বলে পাঠালেন যে, আমার জন্য পশমের জট ছাড়াতে কয়েকটি বালক পাঠিয়ে দিন, তবে স্বাধীন বালক পাঠাবেন না।

٦٤٣١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِىْ فَانْطَلَقَ بِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَ اللّٰهِ مَا قَالَ لِىْ لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا، وَلَا لِشَىْءٍ لَمْ اَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا.

৬৪৩১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ স. মদীনায় আগমন করলেন, আবু তালহা আমার হাত ধরে নবী স.-এর সকাশে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আনাস বুদ্ধিমান বালক। তাকে আপনার খেদমতের সুযোগ দিন। আনাস রা. বলেন, আমি ঘরে এবং বাইরে সফরের সময় রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম ! তিনি আমাকে কখনও বলেননি, তুমি এরূপ কেন করেছ অথবা তুমি এরূপ কেন করোনি ?

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ খনি ও কূপের ব্যাপারে কোনো প্রকার (দিয়াত) দিতে হবে না।

٦٤٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

৬৪৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, পশুর দ্বারা নিহত হলে দিয়াত নেই অথবা কূপের মধ্যে পতিত হয়ে নিহত হলে অথবা খনির মধ্যে নিহত হলে দিয়াত নেই। রিকাযের (জাহেলী যুগের মাটির নীচে পুঁতে রাখা সম্পদ) এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ পশুর আঘাতে দিয়াত (রক্তমূল্য) নেই। ইবনে সীরীন র. বলেন, পশুর লাথির আঘাতে কেউ নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এজন্য তারা কোনো ক্ষতি পূরণের জিম্মা নিতেন না, কিন্তু জন্তুর

লাগাম টানার ফলে কিছু অঘটন ঘটলে সে জন্য আরোহী দায়ী হবে। হাম্মাদ র. বলেন, পশুর লাথির আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেজন্য কোনো ক্ষতি পূরণ নেই, যদি না কেউ পশুটিকে আঘাত দেয়। শুরাইহ র. বলেন, কেউ পশুকে আঘাত করার ফলে সেটি তাকে পা দিয়ে আঘাত করলে এবং এর ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে জন্য কোনো ক্ষতি পূরণ নেই। আল-হাকাম ও হাম্মাদ র. বলেন, ভাড়াটিয়া চালক মহিলা আরোহীসহ গাধাকে হাঁকিয়ে নেয়ায় মহিলা পড়ে গেলে এজন্য তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আশ শাবী র. বলেন, যদি কেউ কোনো পশু দ্রুত হাঁকাতে হাঁকাতে সেটিকে ক্লান্ত করে ফেলে, এ কারণে কোনো ক্ষতি হলে সে জন্য চালক দায়ী হবে, আর সে যদি ধীরে ধীরে চালায় তাহলে দায়ী হবে না।

٦٤٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

৬৪৩৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, পশুর আঘাতে কোনো দিয়াত (রক্তমূল্য) নেই, কূপে (পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ) অথবা খনিতে কোনো দণ্ড নেই এবং রিকাজের (মাটির নীচের গুপ্তধনের) এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নিরপরাধ জিম্মীকে হত্যাকারীর পাপ।

٦٤٣٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَاِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا.

৬৪৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কোনো ব্যক্তি চুক্তিভুক্ত অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করলে সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরকে হত্যার অপরাধে মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না।

٦٤٣٥- عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَلِيًّا هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مَا لَيْسَ فِى الْقُرْاٰنِ وَقَالَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ مَا فِى الْقُرْاٰنِ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطٰى رَجُلٌ فِىْ كِتَابِهِ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

৬৪৩৫. শায়াবী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুহাইফা রা.-কে বলতে শুনেছি, আমি আলী রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন ছাড়া এমন কিছু লিখিত জিনিস আপনার কাছে আছে কি যা কুরআনে বা অন্য লোকদের কাছে নেই ? আলী রা. বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি খাদ্যশস্য অঙ্কুরিত করেন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন ! কুরআনে যা কিছু আছে এছাড়া অন্য কিছু আমার কাছে নেই। তবে আল্লাহর কিতাব বুঝবার যে ক্ষমতা কোনো ব্যক্তিকে দান করা হয়েছে এবং যা কিছু এ কাগজের টুকরার মধ্যে লেখা রয়েছে তাই আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কাগজের টুকরার মধ্যে কি লেখা রয়েছে ? আলী রা. বললেন, আল-আক্ল (দিয়াতের বিধান) বন্দী মুক্তি এবং কাফেরকে হত্যার প্রতিশোধে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধান্বিত হয়ে কোনো মুসলমান কোনো ইহুদীকে চপেটাঘাত করলে। এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٤٣٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ .

৬৪৩৬. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমরা কতক নবীকে কতক নবীর উপরে অগ্রাধিকার বা মর্যাদা দিও না।

٦٤٣٧- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِكَ مِنَ الْاَنْصَارِ لَطَمَ فِىْ وَجْهِىْ قَالَ اُدْعُوْهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ مَرَرْتُ بِالْيَهُوْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَقُلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَخَذَتْنِىْ غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِىْ مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسَى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِى اَفَاقَ قَبْلِىْ اَمْ جُزِىَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ.

৬৪৩৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইহুদী মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত খেয়ে নবী স.-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মদ ! আপনার এক আনসারী সাহাবী আমাকে চপেটাঘাত করেছে। নবী স. বললেন, তাকে ডেকে আনো। তারা তাকে ডেকে আনলে নবী স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তার মুখমণ্ডলে কেন চপেটাঘাত করেছ ? সে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি এ ইহুদীর কাছ দিয়ে যেতে তাকে বলতে শুনলাম, যে মহান সত্তা মূসা আ.-কে সকল মানবজাতির মধ্য থেকে বাছাই করেছেন। আমি বললাম, এমনকি মুহাম্মদ স.-এর ওপরে ? আমি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে চপেটাঘাত করলাম। নবী স. বলেন, আমাকে অন্যান্য নবীদের উপরে অগ্রাধিকার দিও না। কেননা হাশরের দিন সকল লোক যখন বেহুঁশ হয়ে পড়বে এবং আমি সকলের আগে হুঁশ ফিরে পাবো। জেনে রাখ,তখন আমি মূসাকে (আল্লাহর) আরশের একটি পায়া ধরা অবস্থায় দেখতে পাবো। আমি জানি না, তিনি আমার পূর্বে হুঁশ ফিরে পেয়েছেন কি-না অথবা তূর পর্বতে বেহুঁশ হওয়াটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল কি-না ?

❐

অধ্যায় ঃ ৬১

كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّيْنَ وَالْمُعَانِدِيْنَ وَقِتَالِهِمْ

(মুরতাদ ও ধর্মদ্রোহীদের তওবা করতে বাধ্য করা এবং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে তার গুনাহ্ এবং এ দুনিয়া ও আখেরাতে এর শাস্তি (পরিণতি)। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

"নিশ্চয় শিরক ভয়ানক যুলুম (মারাত্মক অন্যায়)।"–সূরা লোকমান ঃ ১৩

وَلَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ .

"যদি তুমি শিরক করো, তাহলে তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৬৫

٦٤٣٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ-الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ بِذٰلِكَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ : اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

৬৪৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি"–সূরা আনআম ঃ ৮২, তখন এটা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবাদের জন্য খুবই কঠিন মনে হলো এবং তারা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি ? তখন রসূলুল্লাহ স. বলেন, ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়। তোমরা কি লোকমানের কথা শোননি ! নিশ্চয় (আল্লাহর সাথে) শিরক করা ভয়ানক যুলুম।"–সূরা লোকমান ঃ ১৩

٦٤٣٩ـ عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ثَلاَثًا اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

৬৪৩৯. আবু বাকরা রা. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সর্বাধিক ভয়ানক হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ দেয়া। তিনি তিনবার একথা পুনরাবৃত্তি করেন অথবা বলেছেন মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করা। তিনি একথা বারবার বলতে থাকলেন শেষে আমরা মনে মনে বললাম, আহা ! তিনি যদি নীরব হতেন।

٦٤٤٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ؟ قَالَ الَّذِىْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ .

৬৪৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী স.-এর সকাশে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! কবীরা (ভয়ানক) গুনাহসমূহ কি কি ? রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা। বেদুঈন (পুনরায়) বললো, অতপর কোন্‌টি ? নবী স. বলেন ঃ কারো পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া। সে আবার বললো, অতপর কোন্‌টি ? নবী স. বলেন, মিথ্যা শপথ করা। সে বললো, মিথ্যা শপথ কি ? নবী স. বলেন ঃ কোনো ব্যক্তির মিথ্যা শপথের দ্বারা কোনো মুসলমানের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা।

٦٤٤١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ مَنْ اَحْسَنَ فِى الْاِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِى الْاِسْلَامِ اُخِذَ بِالْاَوَّلِ وَالْاٰخِرِ.

৬৪৪১. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহিলী যুগে যে সমস্ত কাজ করেছি সে জন্য কি পাকড়াও হবো ? তিনি বলেন, যারা ইসলাম গ্রহণের পর সৎকাজ করবে, তারা জাহিলী যুগে যা করেছে সে জন্য পাকড়াও হবে না। কিন্তু যারা ইসলাম গ্রহণের পরও অসৎকাজ করেছে তারা তাদের পূর্বাপর সকল অন্যায়ের জন্য গ্রেফতার হবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) পুরুষ ও নারীর হুকুম (বিধান) ইবনে উমর, যুহরী ও ইবরাহীম র. বলেছেন, নারী মুরতাদকেও হত্যা করতে হবে। এদেরকে তাওবা করতে বাধ্য করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ الى قوله وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ، وقوله اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ، وقال اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا وقال مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَاتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ وقال وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ الى قوله ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وقال وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَرْتَدِدْ

مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

"যারা ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরী অবলম্বন করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিরূপে হেদায়াত দান করবেন --------এ ধরনের লোক তো একেবারেই পথভ্রষ্ট।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৬-৯০

তিনি আরো বলেছেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যদি আহলি কিতাবদের কোনো একটি দলেরও কথা মেনে নাও তবে এরা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফের বানিয়ে ছাড়বে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০০

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, অতপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান গ্রহণ করেছে পুনরায় কুফরী করেছে, অতপর কুফরীর দিকে বেড়ে গিয়েছে, এদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা করবেন না এবং কখনও এদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৩৭

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ মুরতাদ হলে (ইসলাম ত্যাগ করলে) আল্লাহ্ এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ্ও হবে তাদের প্রিয়, আর তারা হবে মুমিনদের সাথে খুবই নম্র এবং কাফেরদের প্রতি খুবই কঠোর।"
–সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন ঃ "কিন্তু যে মনের খুশীতে কুফরীকে কবুল করেছে, তার ওপরে আল্লাহর গজব এবং এ ধরনের সব লোকের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। তা এজন্য যে, তারা আখেরাতের মোকাবেলায় পার্থিব জীবনকে পসন্দ করেছে।"–সূরা আন নাহ্ল ঃ ১০৬

"নিশ্চয় তারা পরকালে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ---- যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে তাদের জন্য তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"–সূরা আন নাহ্ল ঃ ১১০

"তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে ; এমনকি তাদের সামর্থে কুলালে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকেও ফিরিয়ে নেবে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরী অবস্থায় মরবে, ইহ্কাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। এরাই জাহান্নামী। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭

٦٤٤٢- عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اُتِىَ عَلِىٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَاَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ اُحْرِقْهُمْ لِنَهْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَاتُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ .

৬৪৪২. ইকরিমা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক ধর্মদ্রোহীকে আলী রা.-এর কাছে আনা হলো এবং তিনি তাদের পুড়িয়ে ফেললেন। ইবনে আব্বাস রা. বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, আমি হলে তাদের ভস্মীভূত করতাম না। রসূলুল্লাহ স.-এর নিষেধাজ্ঞার কারণে ঃ "আল্লাহর শাস্তি (আগুনের) দ্বারা তোমরা কাউকে শাস্তি দিও না।" আমি তাদেরকে আল্লাহর রসূলের বাণী অনুসারে হত্যা করতাম ঃ "যে কেউ তার দীন (ইসলাম) পরিবর্তন করলো (মুরতাদ হলো), তোমরা তাকে হত্যা করো।"

٦٤٤٣- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ اَقْبَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَمَعِىَ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ، اَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِىْ وَالْاٰخَرُ عَنْ يَسَارِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسَى اَوْ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَطْلَعَانِىْ عَلَى مَا فِى اَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ اَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ ، فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ اَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ وَلٰكِنْ اذْهَبْ اَنْتَ يَا اَبَا مُوْسَى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ اِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ اَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ وَاِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوْثَقٌ قَالَ مَا هٰذَا ؟ قَالَ كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ اجْلِسْ، قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَاَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَمَّا اَنَا فَاَقُوْمُ وَاَنَامُ، وَاَرْجُوْ فِىْ نَوْمَتِىْ مَا اَرْجُوْ فِىْ قَوْمَتِىْ

৬৪৪৩. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী স.-এর নিকট আশআরী (গোত্রের) দুই ব্যক্তিসহ আসলাম। এক ব্যক্তি আমার ডানে অন্য ব্যক্তি আমার বাম দিকে। তখন নবী স. মিসওয়াক করছিলেন। তারা উভয়ে তাঁর কাছে চাকুরী প্রার্থনা করলো। নবী স. বললেন, হে আবু মূসা অথবা হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! আমি আরয করলাম, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ ঠিয়েছেন! এ দুই ব্যক্তি তাদের অন্তরে কি আছে তা আমাকে বলেনি এবং আমিও উপলব্ধি করিনি যে, তারা চাকুরী প্রার্থনা করবে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তাঁর মিসওয়াক তাঁর ঠোঁটের এককোণে নিয়েছেন এবং তিনি বললেন, আমরা কখনও অথবা আমরা কাউকে আমাদের কাজে নিয়োগ করি না যে, নিজেই নিয়োগ চায়। বরং হে আবু মূসা অথবা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! তুমি ইয়ামেনে যাও। পরে নবী স. মুয়ায ইবনে জাবালকে আবু মূসার পেছনে পাঠালেন। মুয়ায তার কাছে পৌছলে তিনি তার জন্য একটি গদি বিছিয়ে তাকে নীচে নেমে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি আবু মূসার ঘরে শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? আবু মূসা রা. বললেন, সে ছিল ইহুদী অতপর সে মুসলমান হয়েছিল, পুনরায় সে ইহুদী ধর্মে ফিরে গিয়েছে। অতপর আবু মূসা মুয়াযকে বসার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু মুয়ায বললেন, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হয় ততক্ষণ আমি আসন গ্রহণ করবো না। (কেননা) এটা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ফায়সালা। তিনি একথা তিনবার বলেন। অতপর আবু মূসা ঐ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে হত্যা করা হলো। আবু মূসা রা. আরো বলেছেন, অতপর আমরা রাতের ইবাদাত সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজন বললো, আমি ইবাদাত করি, নিদ্রা যাই ও আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলা আমাকে ইবাদাত এবং নিদ্রা উভয়টির জন্য পুরস্কৃত করবেন।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যারা ফরয বিধানসমূহ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদের হত্যা করা এবং তাদেরকে মুরতাদ গণ্য করা।

٦٤٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ

مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرَ يَا اَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَمَنْ قَالَ : لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ

قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

৬৪৪৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ইনতিকাল করলেন, আবু বকর রা. খলীফা হলেন এবং কতিপয় আরব কুফরীর দিকে ফিরে গেল। উমর রা. বললেন, হে আবু বকর ! আপনি কি করে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন ! অথচ আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশিত যতক্ষণ না তারা বলবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এবং যে কেউ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে, সে তার জান-মাল আমার থেকে রক্ষা করলো, যদি না সে কোনো বৈধ কারণে (দোষী সাব্যস্ত হয়) এবং তার প্রকৃত হিসেব আল্লাহর দরবারে।

আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর কসম ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। কেননা যাকাত হচ্ছে ঐ হক যা (আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশের বলে) সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে। আল্লাহর শপথ ! যদি তারা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যে যাকাত দিতো তা থেকে একটি বকরীর বাচ্চাও দিতে অস্বীকার করে তাহলে এ কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম ! এটা আর কিছুই নয়, বরং আমি লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহ তাআলা আবু বকর রা.-এর লড়াইর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমি উপলব্ধি করলাম যে, তার সিদ্ধান্তই সঠিক।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো জিম্মি অথবা অন্য কেউ ইঙ্গিতে নবী স.-কে গালি দেয়, যেমন বললো, 'আসসামু আলাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)।

٦٤٤٥ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَرَّ يَهُوْدِىٌّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ، قَالَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ لاَ، اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ .

৬৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো এবং বললো, 'আসসামু আলাইকা'। রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'ওয়া আলাইকা'। অতপর রসূলুল্লাহ স. তাঁর সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ইহুদী কি বলেছে তোমরা জান কি ?' সে বলেছে 'আস্সামু আলাইকা। তারা বললেন, "হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি তাকে হত্যা করবো ?" নবী

স. বললেন, "না, যখন আহলে কিতাবরা তোমাদেরকে সম্ভাষণ জানাবে, তোমরা বলবে, ওয়া আলাইকুম" (অর্থাৎ তোমাদের ওপরেও তা-ই বর্ষিত হোক যা আমাদেরকে বলেছ)।

٦٤٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ اَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا، قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

৬৪৪৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী রসূলুল্লাহ স.-এর সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তারা বললো, 'আস্‌সামু আলাইকুম' (তোমাদের মৃত্যু হোক)। আমি বললাম, বরং তোমাদের ওপর মৃত্যু এবং আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। নবী স. বলেন, হে আয়েশা ! আল্লাহ তাআলা দয়ালু এবং সকল কাজকর্মের মধ্যে দয়া পসন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শোনেননি, তারা কি বলেছে ? তিনি বলেন, 'আমিও বলেছি, 'অ-আলাইকুম (এবং তোমাদের ওপরেও)।

٦٤٤٧- عَنْ اِبْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمُوْا عَلَى اَحَدِكُمْ اِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ سَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ .

৬৪৪৭. ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখনই কোনো ইহুদী তোমাদেরকে অভিবাদন জানায় তখন বলে, 'সামুন আলাইকা' (তোমার মৃত্যু হোক)। তুমিও বলো, 'ওয়া আলাইকা'।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ (এক নবীকে তাঁর জাতির নির্যাতন)।

٦٤٤٨- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

৬৪৪৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ রা.] বর্ণনা করেছেন, আমার মনে হয় আমি যেন এ মুহূর্তে নবী স.-এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি নবীদের মধ্যকার একজনের বর্ণনা দিচ্ছেন, যাকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মেরে রক্তাক্ত এবং আহত করেছে এবং যিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছেন আর বলছেন, হে প্রতিপালক ! আমার জাতিকে ক্ষমা করো, তারা অজ্ঞ।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ খারিজী[১] সম্প্রদায় ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ পেশের পর তাদের হত্যা করা। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًاۢ بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ .

"আল্লাহ হেদায়াতের পরে কাউকে গোমরাহ করেন না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দেন যে, তাদেরকে কোন্ পথ থেকে বিরত থাকতে হবে।"–সূরা আত্-তাওবা ঃ ১১৫

ইবনে উমর রা.-র মতে তারা (খারিজী ও ধর্মদ্রোহী) আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে জঘন্যতম সৃষ্টি। তিনি আরো বলেন, এ লোকেরা কাফিরদের সম্পর্কে নাযিলকৃত কতক আয়াতকে গ্রহণ করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, এ সকল আয়াতে মুমিনদের কথা বলা হয়েছে।

---

১. যারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। হযরত আলীর খেলাফতের প্রাক্কালে এ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বর্তমানকালে এরা 'ইবাদী' নামে অভিহিত এবং ওমানে এদের বসবাস। এরা বিশ্বাসের দিক থেকে বর্তমানে সুন্নী মুসলমানদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

٦٤٤٩- عَنْ عَلِيٍّ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا، فَوَ اللّٰهِ لَاَنْ اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَاِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ، وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الْاَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ، حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِى قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৬৪৪৯. আলী রা. বর্ণনা করেন, যখন আমি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ স. থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করি তা যথার্থ। কারণ, আমি আকাশ থেকে নিচে পড়তে প্রস্তুত তবুও তাঁর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করতে প্রস্তুত নই। কিন্তু আমি যদি কিছু কথা বলি যা আমার ও তোমাদের মধ্যে (যা হাদীস নয়,) তাহলে এটা একটা কৌশল (আমাদের শত্রুদের মোকাবিলার জন্য)। নিশ্চয় আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন কিছু যুবকের আবির্ভাব হবে, যারা হবে বিচক্ষণ আর নির্বোধ, তারা উত্তম কথা বলবে কিন্তু ঈমান তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা যেখানেই এদেরকে পাবে হত্যা করবে। কেননা এদেরকে যারাই হত্যা করবে হাশরের দিন তারা এর বিনিময়ে পুরস্কৃত হবে।

٦٤٥٠- عَنْ اَبِى سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا اَتَيَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَاَلَاهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ اَسَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا اَدْرِى مَا الْحَرُوْرِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يَخْرُجُ فِيْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ اَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِيْ اِلَى سَهْمِهِ اِلَى نَصْلِهِ اِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِى الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ .

৬৪৫০. আবু সালামা ও আতা ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তারা আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর নিকট গেলেন এবং তাকে 'হারুরিয়া' (একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়)-দের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এদের সম্পর্কে নবী স.-কে কিছু বলতে শুনেছেন? আবু সাঈদ রা. বলেন, 'হারুরিয়া' কারা তা আমি জানি না। তবে আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ "এ জাতির মধ্যে আবির্ভাব হবে," তিনি বলেননি, "এদের মধ্য থেকে," একদল লোক তোমরা নিজেদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় খুবই নিম্নমানের মনে করবে। তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না (তারা কুরআন অনুসারে আমল করবে না, কুরআনের শিক্ষা মানবে না)। তারা দীন থেকে এমনভাবে খারিজ (বের) হবে, যেমন তীর ধনুকের ছিলা থেকে বের হয়ে যায়। তীর

নিক্ষেপকারী তার তীরের ফলার অগ্রভাগ, অগ্রভাগের লোহার নিচের প্যাঁচ ও তীরের নিম্নভাগ পরখ করে দেখবে যে, এগুলো রক্ত রঞ্জিত কিনা।[২]

٦٤٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُوْرِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

৬৪৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি 'হারুরিয়াদের' সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন। নবী স. বলেছেন ঃ তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুকের ছিলার মধ্য থেকে বের হয়ে যায়।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ সখ্যতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি খারিজীদের বিরুদ্ধে লড়াই ত্যাগ করে, যাতে লোক তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে।

٦٤٥٢- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ذُوْ الْخُوَيْصَرَةِ التَّمِيْمِىُّ فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنْ لِى فَاَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ دَعْهُ فَاِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ فِىْ قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى رِصَافِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ اِحْدَى يَدَيْهِ اَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْىِ الْمَرْاَةِ اَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَاَنَا مَعَهُ جِىْءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِىْ نَعَتَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ .

৬৪৫২. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স. যখন কিছু বণ্টন করছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে যুল খুওয়াইসিরা আত-তামিমী এসে বললো, ইনসাফ করুন, হে আল্লাহর রসূল ! নবী স. বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস! আমিই যদি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে ? উমর ইবনে খাত্তাব রা. বললেন, আমাকে তার শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। নবী স. বলেন, তাকে যেতে দাও, কেননা তার এমন সঙ্গী-সাথী রয়েছে, যদি তোমরা তোমাদের সালাত (নামায) তাদের সালাতের সাথে তুলনা করো এবং তোমাদের রোযা তাদের রোযার সাথে তুলনা করো তাহলে তাদের তুলনায় তুচ্ছ মনে হবে। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন ধনুকের জ্যা থেকে তীর বের হয়ে যায়। সে তার তীরের পালক পরখ করবে কিন্তু এতে কিছুই পাওয়া যাবে না। সে তীরের ফলার অগ্রভাগ পরীক্ষা করে দেখবে, এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না। অতপর সে এর ফলা সংলগ্ন কাঠ ও মধ্যভাগ পরীক্ষা করে দেখবে এতেও কিছুই পাওয়া যাবে না।

২. ব্যাখ্যার জন্য ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৮, হাদীস নং ৩৩৪২-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

অথচ তীর রক্ত ও মল ভেদ করেছে। এ সম্প্রদায়ের লোকদের চিনবার উপায় এই যে, তাদের একটি লোকের হাত বা স্তন হবে মহিলাদের স্তনের ন্যায় অথবা এক টুকরো বাড়তি গোশতের ন্যায়। এদের আবির্ভাব হবে যখন লোকদের (মুসলমানদের) মধ্যে বিরোধ দেখা দিবে। আবু সাঈদ আরো বলেন, আমি যা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট শুনেছি তা প্রত্যক্ষ করেছি এবং এও প্রত্যক্ষ করেছি যে, যখন আলী রা. তাদেরকে হত্যা করেছেন তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক বর্ণিত সেই লোকটিকে আলী রা.-এর সম্মুখে আনা হয়েছিল। সেই বিশেষ ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইবনে যুল খুওয়াইসিরা আত-তামিমী) সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ "এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে তোমাকে (হে মুহাম্মদ !) সদকার মাল বণ্টনের ব্যাপারে অভিযুক্ত করে।"–সূরা আত তওবা ঃ ৫৮

٦٤٥٣- عَنْ يَسِيْرِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْخَوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

৬৪৫৩. ইউসায়র ইবনে আমর র. বলেন, আমি সাহল ইবনে হুনাইফ রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী স.-কে খারিজীদের সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমি তাঁকে তার হাত দিয়ে ইরাকের দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি তথায় (ইরাকে) কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "দু'টি দল একই দাবিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।"৩

٦٤٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ .

৬৪৫৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ "দু'টি দল একই দাবিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।"

৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুতাওয়াল্লীন (মুসলমান ভাইদের ঈমানহারা হওয়ার ভুল ধারণা পোষণকারী) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমি হিশাম ইবনে হাকিমকে রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় সূরা আল-ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছিলাম। আমি তাকে বহু স্থানে ভিন্নরূপে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। অথচ রসূলুল্লাহ স. আমার সামনে এ ধরনের তিলাওয়াত করেননি। সুতরাং আমি তাকে নামাযের মধ্যেই আক্রমণোদ্যত হলাম, কিন্তু আমি তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতপর আমি তার চাদরের উপরিভাগ অথবা আমার চাদরের উপরিভাগ তার গলায় হালকাভাবে জড়িয়ে ধরলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা কে শিখিয়েছে ? সে উত্তর দিলো, রসূলুল্লাহ স. আমাকে তা শিখিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, তুমি মিথ্যাবাদী ! আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ স. আমাকে এ সূরা শিখিয়েছেন, যা আমি

৩. অর্থাৎ উভয় দল দাবি করবে যে, সে সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং বিপক্ষ দল অসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে হক এবং প্রতিপক্ষ বাতিল।

তোমাকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। সুতরাং আমি তাকে চাদরে বেঁধে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে নিয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি এ ব্যক্তিকে সূরা আল ফুরকান এমন পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করতে শুনেছি, যে পদ্ধতিতে আমাকে শিখাননি। অথচ আপনি আমাকে সূরা আল ফুরকান শিখিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে উমর ! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম ! তুমি তিলাওয়াত করো। সুতরাং হিশামকে আমি যেভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছিলাম সেভাবে রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে তা তিলাওয়াত করলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে উমর ! তুমি তিলাওয়াত করো। সুতরাং আমি তিলাওয়াত করলাম। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এভাবেই নাযিল হয়েছে। অতপর তিনি বলেন ঃ এ কুরআন সাত পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য সহজ যে কোনো এক পদ্ধতিতে তোমারা তা তিলাওয়াত করো।

٦٤٥٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ .

৬৪৫৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হলে "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি"–সূরা আনআম ঃ ৮২, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীদের জন্য খুবই কঠিন প্রতীয়মান হলো এবং তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের ওপরে যুলুম করেনি ? রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আয়াতের অর্থ তা নয়, যা তোমরা মনে করেছ। এটা হচ্ছে তদ্রূপ যেমন লোকমান তার পুত্রকে বলেছিলেন ঃ "হে আমার পুত্র ! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক হচ্ছে ভয়ানক যুলুম।"–সূরা লোকমান ঃ ১৩

٦٤٥٦ـ عَنْ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تَقُوْلُوْهُ يَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنَّهُ لَا يُوَافِيْ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ .

৬৪৫৬. ইতবান ইবনে মালেক রা. বলেন, ভোরবেলা রসূলুল্লাহ স. আমার কাছে আসলেন। এক ব্যক্তি বললো, মালেক ইবনুদদোখশুন কোথায় ? আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, সে মুনাফিক এবং সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না। নবী স. বললেন ঃ তোমরা কি দেখো না যে, সে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে ! সে বললো, হাঁ। নবী স. বলেন ঃ ঐকথা বলে যে কেউ কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখীন হবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করবেন।

٦٤٥٧ـ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلَانٍ قَالَ تَنَازَعَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ اَبُوْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِحِبَّانَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِيْ جَرَّاَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ يَعْنِيْ عَلِيًّا، قَالَ مَا

هُوَ لاَ اَبَا لَكَ ، قَالَ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ ، قَالَ مَا هُوَ ؟ قَالَ بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَالزُّبَيْرَ وَاَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ حَاجٍ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ
هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ فَاِنَّ فِيْهَا امْرَاَةً مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ
اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَاْتُوْنِيْ بِهَا فَانْطَلَقْنَا عَلٰى اَفْرَاسِنَا حَتّٰى اَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسِيْرُ عَلٰى بَعِيْرٍ لَهَا وَقَدْ كَانَ كَتَبَ اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
ﷺ اِلَيْهِمْ، فَقُلْنَا اَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِيْ مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِيْ كِتَابٌ فَاَنَخْنَا بِهَا بَعِيْرَهَا
فَابْتَغَيْنَا فِيْ رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا فَقَالَ صَاحِبِيْ مَا نَرٰى مَعَهَا كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ
عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ وَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ
لاُجَرِّدَنَّكِ فَاَهْوَتْ اِلٰى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخْرَجَ الصَّحِيْفَةَ فَاَتَوْا بِهَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ دَعْنِيْ
فَاضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ فَقَالَ يَا
رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ اَنْ لاَّ اَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَلٰكِنِّيْ اَرَدْتُ اَنْ يَكُوْنَ لِيْ عِنْدَ
الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ وَلَيْسَ مِنْ اَصْحَابِكَ اَحَدٌ اِلاَّ لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ
يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ وَلاَ تَقُوْلُوْا لَهُ اِلاَّ خَيْرًا قَالَ فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ دَعْنِيْ فَلاَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ اَوَ لَيْسَ مِنْ
اَهْلِ بَدْرٍ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ اَوْجَبْتُ لَكُمُ
الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ .

৬৪৫৭. হুসাইন র. থেকে অমুকের (সাদ ইবনে উবাদা) সূত্রে বর্ণিত। আবু আবদুর রহমান ও হিব্বান ইবনে আতিয়ার মধ্যে বিবাদ হলো। আবু আবদুর রহমান হিব্বানকে বলেন, আমি জানি তোমার সাথী (হযরত আলী) কি সাহসে রক্ত প্রবাহিত করেছে। হিব্বান বললেন, সামনে এসো। বলতো, তা কি ? আবু আবদুর রহমান বলেন, তা কি তা আমি তাকে বলতে শুনেছি। আলী রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে, যুবাইরকে এবং আবু মারছাদকে পাঠালেন এবং আমরা ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি স. বললেন ঃ তোমরা চলে যাও এবং 'রওযায়ে হাজ্জ' নামক স্থানে উপনীত হও। আবু সালামা বলেন, আবু আওয়ানা এরূপ (রওযায়ে হাজ্জ) বলেছেন (অন্য বর্ণনায় রওযায়ে খাখ)। তথায় এক নারীকে পাবে। সে হাতেব ইবনে আবু বালতায়ার চিঠি নিয়ে (মক্কায়) মুশরিকদের নিকট যাচ্ছে। অতএব তা আমার কাছে নিয়ে এসো। সুতরাং আমরা আমাদের ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা করলাম এবং তাকে সেই জায়গায় পেলাম যেখানকার কথা রসূলুল্লাহ স. আমাদের বলেছিলেন। সে

তার উটের পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিল। সেই চিঠিতে হাতেব মক্কাবাসীদের কাছে রসূলুল্লাহ স.-এর তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত (মক্কা বিজয়ের) আক্রমণ সম্পর্কে লিখেছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সাথের সেই চিঠি কোথায়? সে বললো, আমার সাথে কোনো চিঠি নেই। আমরা তার উট বসালাম এবং তার মালপত্র পরীক্ষা করলাম। কিন্তু আমরা কিছুই পেলাম না। আমার দু'জন সাথী বললো, মনে হয় তার সাথে কোনো চিঠি নেই। আমি বললাম, আমরা জানি যে, আল্লাহর রসূল স. মিথ্যা বলেননি। অতপর আলী রা. শপথ করলেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর নামে শপথ করা হয়। হয় তুমি স্বেচ্ছায় চিঠি বের করে দিবে অন্যথায় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করতে বাধ্য হবো। সে তখন তার কোমরের চারদিকে হাত ঘুরালো এবং সেই চিঠির কাগজ বের করে আনলো। তারা চিঠিটি নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে গেলেন। উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে (হাতেব) আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আমাকে তার শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে হাতেব! এ ধরনের কাজ করতে তোমাকে কিসে বাধ্য করেছে? হাতেব বললো, হে আল্লাহর রসূল! কি কারণে আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ওপরে ঈমান পোষণ করবো না? কিন্তু আমি (মক্কাবাসীদের প্রতি) কিছু সুযোগ করে দিতে চাচ্ছিলাম যে, এর বিনিময়ে সেখানে অবস্থানরত আমার পরিবারবর্গ ও সহায়-সম্পদ রক্ষা পাবে। কেননা আপনার সাহাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার লোক (আত্মীয়) সেখানে (মক্কায়) নেই, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের পরিবার এবং সহায়-সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। রসূল স. বললেন, সে সত্যই বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু করো না। উমর রা. পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আমাকে তার শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন: সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয়? তোমরা কি জানো যে, আল্লাহ তাদের (বদরের মুজাহিদগণের) প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা যা খুশী তাই করো। আমি তোমাদের জন্য জান্নাত মঞ্জুর করেছি?" একথায় উমরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হলো এবং তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

❒

অধ্যায় ঃ ৬২

كِتَابُ الْاِكْرَاه

(অবৈধ বলপ্রয়োগ)

اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ ع .

"(যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে) যদি তার ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে, অথচ সে ছিল ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল (তার ওপর আল্লাহর গযব নয়) কিন্তু যে লোক মনের সন্তোষ সহকারে কুফরকে কবুল করে নেয়, তার ওপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে ----- শেষ পর্যন্ত।"–সূরা আন নাহল ঃ ১০৬

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً .

"অবশ্য তাদের (জুলুম) থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করলে আল্লাহ তা নিশ্চয়ই মাফ করবেন।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৮। تقاة অর্থ تقية (কাফেরদের ভয়ে ঈমানকে গোপন রাখা)।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا الى قوله عَفُوًّا غَفُوْرًا.

"যারা নিজেদের আত্মার ওপর যুলুম করেছে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে ? তারা বলে, আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা অন্যত্র হিজরত করতে ------ বস্তুত আল্লাহ বড়ই উদার ও ক্ষমাশীল।"–সূরা আন নিসা ঃ ৯৭

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ ... الى قوله نَصِيْرًا.

"অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুগণ যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপীড়িত হচ্ছে --- সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।"–সূরা আন নিসা ঃ ৭৫

আল্লাহ পাক দুর্বলদেরকে অক্ষম বলেছেন, তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশসমূহ সঙ্গত ওযরের কারণে ত্যাগ করা থেকে বিরত রাখা যায় না। যাকে অবৈধ বলপ্রয়োগে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে, সেও দুর্বল। জোরপূর্বক তাকে দিয়ে যা করানো হচ্ছে তা থেকে তাকে বিরত রাখা যায় না। হাসান বসরী র. বলেন, তাকিয়্যা (শত্রুর ভয়ে নিজ বিশ্বাসের বিপরীত করা) নীতি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, চোরেরা যার কাছ থেকে জোরপূর্বক (তার স্ত্রীর) তালাক

আদায় করেছে, সেই তালাকের কোনো কার্যকারিতা নেই। ইবনে উমর, ইবনে যোবায়ের, শাবী ও হাসান বসরীও এ মত পোষণ করেন। নবী স. বলেন, কাজের ফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।"

٦٤٥٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلَى مُضَرَ وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِّى يُوْسُفَ .

৬৪৫৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামাযে এ দোয়া পড়তেন ঃ "হে আল্লাহ! আইয়াস ইবনে আবু রবিয়া, সালামা ইবনে হিশাম ও ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদকে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে) নাজাত দাও। ইয়া আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের ওপর তোমার থাবা কঠোরভাবে বিস্তার করো। তাদের ওপর ইউসুফ আ.-এর যুগের মত দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও।"

১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুফরী কবুল করার পরিবর্তে দৈহিক নির্যাতন, নিহত হওয়া ও অপদস্ত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়।

٦٤٥٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ، اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ، وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ، كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ

৬৪৫৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস যার মধ্যে আছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. যার কাছে অন্য সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়। যে লোককে ভালবাসে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য। যে কখনও কুফরীর মধ্যে পুনরায় ফিরে আসা এতো অপসন্দ করে, যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে অপসন্দ করে।

٦٤٦٠- عَنْ قَيْسًا سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُنِى وَاَنَّ عُمَرَ مُوْثِقِىْ عَلَى الْاِسْلاَمِ وَلَوِ انْفَضَّ اُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْفَضَّ .

৬৪৬০. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। আমি সায়ীদ ইবনে যোবায়েরকে বলতে শুনেছি, আমি দেখেছি, উমরের অত্যাচার ও প্রতিরোধ আমাকে ইসলামের ওপর মযবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। তোমরা ওসমানের সাথে যে আচরণ করেছ তাতে উহুদ পাহাড় ফেটে যাওয়াও স্বাভাবিক মনে হতো।

٦٤٦١- عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِى ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ اِلاَّ تَدْعُوْلَنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَاسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ

لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْاَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهُ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهٖ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ .

৬৪৬১. খাব্বাব ইবনুল আরাত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে অভিযোগ নিয়ে এলাম, যখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় নিজের চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, আপনি আমাদের জন্য কি সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না ? তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের ধরে এনে যমীনে গর্ত করে তাতে পুতে দেয়া হতো। অতপর তাদের মাথা বরাবর করাত চালিয়ে তাদের দ্বিখণ্ডিত করা হতো। লোহার আঁচড়া দিয়ে তাদের শরীরের গোশত ও হাড় পৃথক করা হতো। কিন্তু এ নির্মম অত্যাচারও তাদেরকে তাদের দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহর কসম ! এ দীন পূর্ণরূপে বিজয়ী হবে। এমন একদিন আসবে যখন কোনো আরোহী নির্বিঘ্নে সানআ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। আর মেষপালের জন্য শুধু বাঘের ভয় বাকী থাকবে। কিন্তু তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছো।

২-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণ ইত্যাদি পরিশোধের জন্য বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে বা অনুরূপ অবস্থায় সম্পত্তি ইত্যাদি বিক্রয় করা।

٦٤٦٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذٰلِكَ اُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ اعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهٖ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .

৬৪৬২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে ছিলাম। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ স. বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তিনি বললেন, তোমরা ইহুদীদের এলাকায় চলো। আমরা তাঁর সাথে বের হয়ে পড়লাম এবং 'বাইতুল মিদরাস' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পৌছলাম। নবী স. ওখানে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায় ! ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদে থাকবে। তারা বললো, হে আবুল কাসেম ! আপনি (দাওয়াত) পৌছে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। পুনরায় তিনি ইসলামের আহ্বান জানালেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম ! আপনি (দাওয়াত) পৌছে দিয়েছেন। তৃতীয়বার তিনি বললেন ঃ তোমরা জেনে রাখো, পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। আমি তোমাদের উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব তোমাদের মধ্যে যার মাল রয়েছে সে যেন তা বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রাখো ! পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ অবৈধ বলপ্রয়োগে বিবাহ জায়েয নয়। আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ .

"তোমাদের দাসীদের বৈষয়িক স্বার্থে বেশ্যাবৃত্তি করতে বাধ্য করো না -----।"
–সূরা আন নূর ঃ ৩৩

٦٤٦٣ـ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامِ الْاَنْصَارِيَّةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

৬৪৬৩. খানসাআ বিনতে খেযাম আনসারীয়া রা. থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়। অথচ সে ছিল প্রাপ্তবয়স্কা। এ বিয়ে তার পসন্দ হয়নি। সে নবী স.-এর কাছে এসে জানালে তিনি তার এ বিয়ে রদ করে দিলেন।

٦٤٦٤ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يُسْتَامَرُ النِّسَاءُ فِى اَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَامَرُ فَتَسْتَحِىْ فَتَسْكُتُ قَالَ سُكَاتُهَا اِذْنُهَا .

৬৪৬৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে কি তাদের অনুমতি নিতে হবে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে বিয়ের অনুমতি চাইলে সে তো লজ্জা পায় এবং চুপ থাকে। তিনি বলেন ঃ তার নীরবতাই তার সম্মতি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তিকে বলপ্রয়োগে গোলাম দান করতে অথবা বিক্রি করতে বাধ্য করা হলে তা জায়েয নয়। কতক লোক বলেন, যদি খরিদ্দার এতে নযর বা মান্নত মানে তবে জায়েয হবে। যদি তাকে মোদাব্বার করা হয় তাও জায়েয।

٦٤٦٥ـ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّىْ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ عَبْدًا قِبْطِيًا مَاتَ عَامَ اَوَّلَ .

৬৪৬৫. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার গোলামকে মোদাব্বার করে। এ গোলামটি ছাড়া তার অন্য কোনো মাল ছিলো না। বিষয়টি নবী স. জানতে পেরে বললেন ঃ কে আমার কাছ থেকে এ গোলামটি ক্রয় করবে ? নাঈম ইবনে নাহ্হাম আট শত দিরহামে তাকে ক্রয় করলো। আমর বলেন, আমি জাবেরকে বলতে শুনেছি, ঐ গোলামটি কিবতী এবং সে বিক্রিত হওয়ার বছরই মারা যায়।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ বলপ্রয়োগের একটি উদাহরণ। 'কুরহুন' ও 'কারহুন' (বলপ্রয়োগ) অর্থবোধক।

٦٤٦٦ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا الاية قَالَ كَانُوْا اِذَامَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ اَحَقَّ بِامْرَاَتِهِ اِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَاِنْ شَاؤُا زَوَّجُهَا، وَاِنْ شَاؤُا لَمْ يُزَوِّجُهَا، فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا مِنْ اَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ ذٰلِكَ

৬৪৬৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। "হে ঈমানদারগণ ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই হালাল নয় ------।"-সূরা আন নিসা ঃ ১৯। তিনি বলেন, পূর্বে

রেওয়াজ ছিল যে, কোনো লোক মারা গেলে তার অভিভাবকগণ তার স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে অগ্রগণ্য বিবেচিত হতো। ইচ্ছা করলে সে নিজে বিয়ে করতো অথবা অন্যত্র বিয়ে দিতো বা বিয়েই দিতো না। স্ত্রীর অভিভাবকের চেয়ে স্বামীর অভিভাবকের অধিকারই তার ওপর বেশী কার্যকর ছিল। অতপর এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো নারীকে জোরপূর্বক যেনায় লিপ্ত হতে বাধ্য করা হলে তার কোনো শাস্তি নেই। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"যে তাদেরকে যেনার কাজ করতে জোরপূর্বক বাধ্য করবে, আল্লাহ এ জবরদস্তীর পর তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"–সূরা আন নূর ঃ ৩৩

লাইস বলেন, নাফে' আমাকে বলেছেন যে, সফিয়া বিনতে আবু ওবায়েদ তাকে অবহিত করেছেন, সরকারী মালিকানাধীন এক গোলাম গনীমাতের খাতে প্রাপ্ত এক দাসীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ফলে তার কুমারীত্ব টুটে যায়। উমর রা. গোলামটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করে নির্বাসনে পাঠান, কিন্তু বাঁদীকে জোরপূর্বক ধর্ষিত হওয়ার কারণে বেত্রাঘাত করেননি। যুহরী বলেন, কুমারী দাসীর সাথে কোনো আযাদ ব্যক্তি বলপূর্বক যেনা করলে বিচারক তার কাছ থেকে ঐ কুমারী দাসীর সমমূল্য জরিমানা আদায় করবে এবং বেত্রদণ্ড প্রদান করবে। কিন্তু বিধবা দাসীর ওপর বলৎকার করলে এক্ষেত্রে ইমামদের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোনো জরিমানা হবে না, কিন্তু বেত্রদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

٦٤٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ بِسَارَةَ وَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ اَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنْ اَرْسِلْ اِلَىَّ بِهَا فَاَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ .

৬৪৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ ইবরাহীম আ. তাঁর স্ত্রী সারাকে নিয়ে হিজরত করে এক পরাক্রমশালী স্বেচ্ছাচারী রাজার দেশে পৌঁছেন। বাদশাহ সারাকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য তাঁকে বলে পাঠাল। তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ সারার সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি (সারা) উযু করে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করে দিলেন। আর বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি যদি তোমার এবং তোমার রসূলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকি, তবে আমাকে কাফেরের হাতে অপমানিত করো না।" অতপর বাদশাহ তাকে স্পর্শ করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার (বাদশাহর) পা কাঁপতে শুরু করলো।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিহত হওয়া বা অনুরূপ বিপদ এড়াবার জন্য শপথ করে নিজ সংগীকে ভাই বলে পরিচয় দেয়া। বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিও বিপদ এড়াতে তদ্রূপ করতে পারবে। নিজের সাথীকে রক্ষা করার জন্য অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা উচিত। বিপদের সময় তাকে আশ্রয়হীন ও সাহায্যহীন অবস্থায় পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। নির্যাতীতের পক্ষ হয়ে যালেমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে তাতে কোনো কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড নেই। যদি কোনো ব্যক্তিকে জবরদস্তীমূলকভাবে

বলা হয়, তোমাকে অবশ্যই মদ পান করতে হবে, অথবা মৃতের গোশত খেতে হবে, তোমার দাসীকে আমার কাছে বিক্রি করতে হবে, ঋণ স্বীকার করতে হবে, কিছু দান করতে হবে, চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে অথবা তোমার বাপ বা মুসলিম ভাইকে হত্যা করতে হবে, এসব ক্ষেত্রে স্বৈরচারীর কবল থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য শপথ করে ভাই বলে পরিচয় দেয়াতে কোনো দোষ নেই। কেননা নবী স. বলেন ঃ মুসলমান পরস্পরের ভাই।

কতক মনীষী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হয়, তোমাকে অবশ্যই শরাব পান করতে হবে, অথবা মৃতের গোশত খেতে হবে, অন্যথায় তোমার পিতা বা পুত্রকে অথবা তোমার কোনো রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়কে খুন করা হবে, এসব ক্ষেত্রে তার ঐ কাজগুলো করার অনুমতি নেই। কেননা সে কোনো সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে নয়। অতপর তারা নিজেদের এ মত নাকচ করে দিয়ে পুনরায় বলেন, তাকে যদি বলা হয়, তুমি তোমার এ গোলামকে বিক্রি করতে, এ ঋণ স্বীকার করতে বা অমুক জিনিস দান করতে রাযী না হও, তবে তোমার পিতা বা পুত্রকে অবশ্যই খুন করা হবে, তখন উল্লেখিত কাজ করা তার জন্য বৈধ হবে। এ ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে তারা কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন।

কিন্তু আমরা উত্তম মনে করে বলি, ক্রয়-বিক্রয়, দান ইত্যাদির ব্যাপারে জবরদস্তীমূলক চুক্তি বাতিল গণ্য হবে। তারা নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয়দের মধ্যে যে পার্থক্য টানছেন তার পেছনে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো ভিত্তি নেই। নবী স. বলেন, "ইবরাহীম আ. নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এ বলাটা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে ছিল। ইমাম নাখঈ বলেন, যে ব্যক্তি হলফ করাচ্ছে সে যদি যালেম হয় তাহলে হলফ গ্রহণকারীর নিয়ত অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে আর সে (যে হলফ করাচ্ছে) যদি মযলুম হয় তাহলে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফায়সালা করা হবে।

٦٤٦٨- عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ .

৬৪৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ মুসলমান পরস্পরের ভাই। সে না তার ওপর যুলুম করবে, না তাকে (যালেমের হাতে) সোপর্দ করবে। যে ব্যক্তি নিজের দীনী ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

٦٤٦٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، اَفَرَاَيْتَ اِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ .

৬৪৬৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে যালেম হোক বা মযলুম (নির্যাতিত) হোক। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ ! সে নির্যাতিত হলে তাকে সাহায্য করবো এটাতো ঠিক। আপনি কি বলবেন, যালেমকে কেমন করে সাহায্য করা যায় ? তিনি বলেন ঃ যালেমের হাত শক্ত করে ধরো এবং তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখো। এটাই হচ্ছে তাকে সাহায্য করা।

❒

অধ্যায় ঃ ৬৩

كِتَابُ الْحِيَلِ

(কৌশল ও অপকৌশল)

১-অনুচ্ছেদ ঃ অপকৌশল ত্যাগ সম্পর্কে। মানুষ তার শপথ ইত্যাদিতে নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।

٦٤٧٠- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِىٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ هَاجَرَ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

৬৪৭০. আলকামা ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে তার বক্তৃতায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ হে লোক সকল ! কাজকর্মের ফলাফল নিশ্চিতরূপে নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়ত অনুসারে প্রতিফল পাবে। যার হিজরতের উদ্দেশ্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পাওয়া, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যেই হবে। কেউ পার্থিব সুযোগ-সুবিধার জন্য অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য হিজরত করলে তবে তার হিজরত সেদিকেই হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কৌশল।

٦٤٧١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

৬৪৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ বাতকর্ম করার পর উযু না করলে আল্লাহ কারও নামায কবুল করেন না।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত প্রদানে (কৌশল)। যাকাতের দায় এড়ানোর জন্য একত্র জিনিসকে যেন বিচ্ছিন্ন না করা হয় এবং বিচ্ছিন্ন জিনিসকে একত্র না করা হয়।

٦٤٧٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

৬৪৭২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. কর্তৃক নির্ধারিত যাকাত সম্পর্কে আবু বকর রা. তাঁর কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। তার মধ্যে নবী স.-এর একথাও ছিল ঃ যাকাত দেয়ার ভয়ে একত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বিচ্ছিন্ন জিনিসকে যেন একত্র না করা হয়।[১]

---

১. ব্যাখ্যার জন্য ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯, হাদীস নং-১৩৫৭-এর ১৫নং টীকা দ্র.।

٦٤٧٣- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ ؟ قَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، قَالَ اَخْبِرْنِىْ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ، قَالَ وَالَّذِى اَكْرَمَكَ لاَ اَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ.

৬৪৭৩. তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন উসকো-খুসকো মাথায় রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমার ওপর যে নামায ফরয করেছেন সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায। তবে ইচ্ছা করলে কিছু নফল পড়তে পারো। লোকটি পুনরায় বললো, আল্লাহ আমার ওপর যে রোযা ফরয করেছেন সে সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ রমযান মাসের রোযা তবে নিজ ইচ্ছায় কিছু নফল করলে করতে পারো। লোকটি আবার বললো, আল্লাহ আমার ওপর যে যাকাত ফরয করেছেন, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে লোকটিকে অবহিত করলেন! এসব শুনে সে বললো, সে সত্তার কসম যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ আমার ওপর যেসব বিষয় ফরয করেছেন, আমি তার মধ্যে মোটেও কম-বেশী করবো না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ লোকটি যদি সত্যবাদী হয়, তবে সফলকাম হয়েছে অথবা জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

٦٤٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ كَنْزُ اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُوْلُ اَنَا كَنْزُكَ ، قَالَ وَاللّٰهِ لَنْ يَّزَالَ يَطْلُبُهُ، حَتّٰى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمُهَا فَاهُ، وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَارَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِاَخْفَافِهَا.

৬৪৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমাদের কারো সঞ্চিত ধন কিয়ামতের দিন মাথায় টাক পড়া হিংস্র অজগর সাপে পরিণত হবে। মালিক এটাকে দেখে ভয়ে পালাতে থাকবে। কিন্তু অজগর তাকে অনুসরণ করতে থাকবে আর বলবে, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহর কসম। সাপ তার পিছু ধাওয়া করতে থাকবে এবং সে তার হাত প্রসারিত করে দিবে। সাপ সেটাকে নিজের মুখের গ্রাস বানিয়ে নিবে। রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন ঃ পশুর মালিক যদি এর হক (যাকাত) আদায় না করে তবে কিয়ামতের দিন পশু দ্বারা সে আক্রান্ত হবে। পশুরা নিজেদের পায়ের ক্ষুর দ্বারা তার মুখমণ্ডলে আঘাত দিতে থাকবে।

٦٤٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْاَنْصَارِىُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى اُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا.

৬৪৭৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনে ওবাদা আনসারী রা. তার মায়ের একটি মান্নত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইলেন, যা তিনি আদায় করার পূর্বে মারা যান। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমার মায়ের পক্ষ থেকে তুমি তা আদায় করো।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহে কৌশল অবলম্বন।

٦٤٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ يَنْكِحُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صِدَاقٍ وَيَنْكِحُ اُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اُخْتَهُ بِغَيْرِ صِدَاقٍ .

৬৪৭৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. 'শিগার' নিষিদ্ধ করেছেন। (তাবেঈ ওবায়দুল্লাহ বলেন,) আমি নাফে-কে জিজ্ঞেস করলাম, শিগার কি ? তিনি বলেন, 'শিগার' হলো—কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির মেয়েকে এ শর্তে বিয়ে করে যে, মোহরের পরিবর্তে তার কন্যাকে ঐ ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবে। অথবা কোনো লোক অন্য কোনো লোকের বোনকে এ শর্তে বিয়ে করে যে, মোহরের দাবীর পরিবর্তে তার বোনকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবে।

٦٤٧٧- عَنْ عَلِيٍّ قِيْلَ لَهُ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ .

৬৪৭৭. আলী রা. থেকে বর্ণিত। তাকে বলা হলো, ইবনে আব্বাস রা. নারীদের মুতআ বিয়েকে আপত্তিকর মনে করেন না। আলী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. খায়বরের যুদ্ধের দিন 'মুতআ' বিয়ে ও গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে কূট-কৌশল অপসন্দনীয়। উদ্বৃত্ত ঘাস নিতে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি নিতে বাধা দেয়া যাবে না।

٦٤٧٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلاَءِ .

৬৪৭৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ উদ্বৃত ঘাস নিতে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্বৃত্ত পানি নিতে বাধা দেয়া যাবে না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ 'তানাজুশ' নিষিদ্ধ।[২]

٦٤٧٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ .

৬৪৭৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. তানাজুশ নিষিদ্ধ করেছেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া নিষেধ। আইয়ুব র. বলেন, মানুষ যেভাবে মানুষকে প্রতারিত করে ঠিক সেভাবে আল্লাহকেও প্রতারিত করার অপচেষ্টা করে। তাদের প্রতারণার কাজটা প্রকাশ্যে হলে আমার পক্ষে তা থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হতো।

---

২. ক্রেতা সাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য বিক্রেতার পক্ষ থেকে নকল ক্রেতা সেজে পণ্যের দাম বাড়িয়ে বলাকে 'তানাজুশ' বলে।

٦٤٨٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةَ .

৬৪৮০. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-কে বললো যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণার শিকার হয়। তিনি বলেন ঃ যখন তুমি ক্রয় করো তখন বলো, যেন ধোঁকাবাজি না করা হয়।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ মনোপুত ইয়াতীম বালিকার ব্যাপারে চাতুরির আশ্রয় নেয়া নিষেধ এবং তার পূর্ণ মোহরানা অনাদায় রাখাও নিষেধ।

٦٤٨١.عَنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ،وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاۤءِ قَالَتْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيْدُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ : فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاۤءِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

৬৪৮১. উরওয়াহ র. থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না এ ভয় কর, তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে বিয়ে করে নাও"–সূরা আন নিসা ঃ ৩। আয়েশা রা. বলেন, এ আয়াত এমন ইয়াতীম বালিকার প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে, যে কোনো অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সে ঐ বালিকার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট। সে তাকে প্রচলিত পরিমাণের কম মোহর দিয়ে বিয়ে করতে চায়, এ জাতীয় প্রতারণমূলক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি সে পূর্ণ মোহর দিয়ে বিয়ে করতে চায়, তবে তার অনুমতি আছে। অতপর লোকেরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে মহান আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "লোকেরা তোমার কাছে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৭। অতপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারো বাঁদী অপহরণ করার পর বলে যে, সে মরে গেছে এবং বিচারকও মৃত বাদীর মূল্যের ব্যাপারে মীমাংসা করে দেয়। অতপর সে মালিকের হস্তগত হলো। এ অবস্থায় বাঁদী মালিকেরই থাকবে, কিন্তু অপহরণকারী কর্তৃক আদায়কৃত মূল্য ফেরত দিতে হবে। এ মূল্যটা দাম নয়। কেউ কেউ মত ব্যক্ত করেছেন যে, দাসী অপহরণকারীরই থাকবে। কেননা তার কাছ থেকে মূল্য আদায় করা হয়েছে। এর মধ্যে একটা কূট-কৌশল আছে। তাহলো কোনো ব্যক্তির অন্য কারো মালিকানাধীন বাঁদী পসন্দ হলো, কিন্তু মালিক তাকে বিক্রি করতে রাজী নয়। সে তাকে লুণ্ঠন করলো এবং অজুহাত খাড়া করলো যে, সে মরে গেছে, যাতে মালিক মূল্য নিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় অপহরণকারীর জন্য অন্যের দাসী জায়েয হবে। নবী স. বলেন ঃ পরস্পরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য হারাম। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে।

٦٤٨٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ .

৬৪৮২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। এর মাধ্যমে তাকে চেনা যাবে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে বাকপটু হতে পারে।

٦٤٨٣- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَيَاخُذْ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

৬৪৮৩. যয়নব বিনতে উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ অবশ্যই আমি একজন মানুষ। তোমরা আমার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে এসে থাকো। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে একপক্ষ অপরপক্ষের চেয়ে সাজানো গুছানোভাবে নিজেদের প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হতে পারে। ফলে আমি যেভাবে শুনি সে অনুসারে রায় দেই। এভাবে যদি আমি তোমাদের এক ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে দিয়ে দেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে জাহান্নামের একটা টুকরাই পৃথক করে দিলাম।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ-শাদীতে কূট-কৌশলের আশ্রয়।

٦٤٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَتُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَامَرَ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ اِذَا سَكَتَتْ .

৬৪৮৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া এবং বিধবা নারীকে তার মতামত ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। বলা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কুমারীর অনুমতি কিরূপে ? তিনি বলেন ঃ তাদের নীরবতাই সম্মতি।

٦٤٨٥- عَنِ الْقَاسِمِ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ اَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَاَرْسَلَتْ اِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ فَاِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ اَنْكَحَهَا اَبُوْهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ .

৬৪৮৫. কাসেম র. থেকে বর্ণিত। জাফর-এর বংশের জনৈক মহিলার আশংকা হলো যে, তার পিতা তাকে তার অপসন্দনীয় জায়গায় বিয়ে দিতে যাচ্ছে। তিনি আনসার সম্প্রদায়ের দু'জন মুরুব্বী —জারীয়ার পুত্র আবদুর রহমান ও মোজাম্মেকে একথা বলে পাঠালেন। তারা বলে পাঠালেন, আপনার কোনো ভয়ের কারণ নেই। কেননা খানসায়া বিনতে খিযামকে তার পিতা এমন জায়গায় বিয়ে দেয় যেটা তার মোটেই মনঃপুত ছিলো না। নবী স. সেই বিয়ে রহিত করে দেন।

٦٤٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا كَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ اَنْ تَسْكُتَ .

৬৪৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ বিধবাকে তার নির্দেশ ছাড়া এবং কুমারীকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। লোকেরা বললো, কুমারীর অনুমতি কিরূপ? তিনি বল্লেন ঃ তার নিশ্চুপ থাকা।

٦٤٨٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قُلْتُ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيْ؟ قَالَ اِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

৬৪৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ বিয়ের ব্যাপারে কুমারী মেয়ের অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। আমি বললাম, সম্মতি চাইলে তারা লজ্জা পায়। তিনি বলেন ঃ তাদের নীরবতাই তাদের সম্মতি।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী ও সতীনের বিরুদ্ধে দূরভিসন্ধিমূলক কিছু করা অপসন্দনীয় এবং এ বিষয়ে নবী স.-এর উপর যা নাযিল হয়েছে।

٦٤٨٨ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يحبُّ الْحَلْوَاءَ ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ اَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا اَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لِيْ اَهْدَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ اِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَاِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَقُوْلِى لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لاَ فَقُوْلِيْ لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ اَنْ تُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَتَ عَسَلٍ فَقُوْلِيْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَاَقُوْلُ ذٰلِكَ، وَقُوْلِيْهِ لَهُ اَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ ، قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَالَّذِى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِدْتُ اَنْ اُبَادِرَهُ بِالَّذِىْ قُلْتِ لِيْ وَاِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ ؟ قَالَ لاَ قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ ؟ قَالَ سَقَتْنِيْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ، قُلْتُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَسْقِيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِيْ بِهِ ، قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ لَقَدْ حَرَّمْنَاهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اُسْكُتِيْ .

৬৪৮৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. মিষ্টিদ্রব্য ও মধু পসন্দ করতেন। আসর নামায পড়ার পর তিনি স্ত্রীদের কাছে আসতেন এবং তাদের সাহচর্য লাভ করতেন। একদা তিনি হাফসার ঘরে গেলেন এবং সেখানে স্বাভাবিক সময়ের অতিরিক্ত কাটালেন। এ সম্পর্কে

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। আমাকে বলা হলো, হাফসার এক আত্মীয়া এক কৌটা মধু পাঠিয়েছে। তা দিয়ে শরবত তৈরী করে তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে পরিবেশন করেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই একটা কৌশল করবো। এ ব্যাপারে আমি সাওদার সাথেও আলাপ করলাম এবং তাকে বললাম, তিনি তোমার এখানে আসলে অবশ্যই তোমার কাছে কিছুক্ষণ অবস্থান করবেন। তুমি তাঁকে বলবে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? তিনি অবশ্য 'না' বলবেন। তুমি তাঁকে বলবে, তাহলে এ কিসের গন্ধ? আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এটা চরমভাবে অপসন্দ করতেন যে, কেউ তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ পাক। তিনি অবশ্য বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত খাইয়েছে। তুমি তাঁকে বলবে, মধু পোকা উরফুত-এর রস শোষণ করেছে। আমিও একই কথা বলবো। হে সাফিয়া! তুমিও একথা বলবে। যখন তিনি সাওদার গৃহে আসলেন। আয়েশা রা. বলেন, সাওদা বললো, কসম সেই সত্তার যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! যখনই তিনি দরজার কাছে আসলেন আমি তোমার ভয়ে তোমার শেখানো কথাগুলো তাকে অনতিবিলম্বে বলার জন্য প্রস্তুত হলাম। রসূলুল্লাহ স. ঘরে প্রবেশ করে আমার কাছে আসলে আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি 'মাগাফির' খেয়েছেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে এ কিসের গন্ধ? তিনি বলেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। আমি বললাম, হয়তো মধু পোকা উরফুত-এর রস শোষণ করেছে। আয়েশা রা. বলেন, তিনি যখন আমার কাছে আসলেন আমিও একই কথা বললাম। যখন তিনি সাফিয়ার কাছে গেলেন, সে-ও ঐ একই কথা বললো। পরে যখন তিনি আবার হাফসার ঘরে গেলেন, তখন সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে কি মধুর শরবত দিবো? তিনি বলেন ঃ কোনো প্রয়োজন নেই। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, সাওদা বললো, সোবহানাল্লাহ! আমরাই এটাকে হারাম করালাম! আয়েশা রা. বলেন, আমি হাফসাকে বললাম, চুপ করো।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগ-মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন করার জন্য অপকৌশলের আশ্রয় নেয়া খারাপ।

٦٤٨٩ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ ، فَلَمَّا جَاءَ بِسَرْغٍ بَلَغَهُ اَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ، فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغٍ .

৬৪৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবিয়া র. থেকে বর্ণিত। উমর রা. সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তিনি 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারলেন, সিরিয়ায় প্লেগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. তাকে অবহিত করলেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ কোনো এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কথা জানতে পারলে তোমরা সেখানে যেও না। আর যে এলাকায় তোমরা অবস্থান করছো সেখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে সেখান থেকে তোমরা পলায়ন করে চলে যেয়ো না। অতএব, উমর রা. সারগ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

٦٤٩٠ـ عَنْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ اَوْ عَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْاُمَمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَتَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَتَاْتِي الْاُخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِاَرْضٍ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِاَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ .

৬৪৯০. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ রা.-কে বলেন, রসূলুল্লাহ স. মহামারী প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বলেনঃ এটা একটা মহাবিপদ বা শাস্তি। বিভিন্ন জাতিকে এ রোগ দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া এখনো অবশিষ্ট আছে। তাই কখনো কখনো এর প্রাদুর্ভাব হয়। অতএব আমাদের কেউ যদি জানতে পারে, কোনো এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে, তবে সে যেন সেখানে না যায়। আর যে সেখানে আছে সে যেন সেখান থেকে পলায়ন না করে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ 'হেবা' ও 'শোফয়া'র[৩] ব্যাপারে অপকৌশল। কেউ কেউ বলেন, কোনো ব্যক্তি এক হাজার বা ততোধিক দিরহাম দান করলো তা কয়েক বছর যাবত দান গ্রহীতার কাছে থাকলো। অতপর হীলার আশ্রয় নিয়ে দাতা সেগুলো গ্রহীতার কাছ থেকে ফেরত নিলো। এতে উভয়ের একজনের ওপরও যাকাত ওয়াজিব হবে না। এসব লোক দানের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর নীতির পরিপন্থী কাজ করেছে এবং যাকাত ফাঁকি দিয়েছে।

٦٤٩١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ .

৬৪৯১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ দান করে তা ফেরত নেয়া ব্যক্তি এমন কুকুর তুল্য যে বমি করে তা আবার গলধঃকরণ করে। এরূপ খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের শোভা পায় না।

٦٤٩٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

৬৪৯২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. অবিভক্ত সম্পত্তিতে শোফয়ার অধিকার দিয়েছেন। সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে এবং মাঝখান দিয়ে রাস্তাও তৈরী হয়ে গেলে শোফয়ার অধিকার থাকবে না।

٦٤٩٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِيْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ اِلَى سَعْدٍ فَقَالَ اَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ اَلَا تَاْمُرُ هٰذَا اَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّيْ بَيْتِيَ الَّذِيْ فِيْ دَارِيْ فَقَالَ لَا اَزِيْدُهُ عَلَى اَرْبَعِ مِائَةٍ اِمَّا مُقَطَّعَةً وَاِمَّا مُنَجَّمَةً قَالَ اُعْطِيْتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ وَلَوْلَا اِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ اَوْ قَالَ مَا اَعْطَيْتُكَهُ -

৬৪৯৩. আমর ইবনে শারীদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. এসে আমার কাঁধে তার হাত রাখলেন। আমি তার সাথে সা'দের কাছে গেলাম। আবু রাফে রা. মিসওয়ারকে বলেন, আমার বাড়িতে যে ঘরটি রয়েছে তা ক্রয়ের জন্য তুমি সাদকে কেন বলছো না ? সা'দ রা. বলেন, আমি চারশ'র বেশী দিতে রাজী নই। তা-ও কিস্তিতে পরিশোধ করবো। আবু রাফে রা. বলেন, আমাকে তো নগদ পাঁচশ'র প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু আমি দেইনি। যদি আমি নবী স.-কে বলতে না

৩. শোফয়াহ বলা হয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ক্রয় অধিকার লাভের দাবী করাকে। ইংরেজী ভাষায় যাকে 'প্রিয়েম্পশন' বলা হয়।

শুনতাম : "প্রতিবেশী তার সংলগ্ন সম্পত্তি ক্রয়ে সবচেয়ে বেশী হকদার," তবে আমি তোমার কাছে তা বিক্রি করতাম না, তোমাকে তা দিতাম না।

٦٤٩٤- عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِاَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا اَعْطَيْتُكَ.

৬৪৯৪. আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত। সাদ রা. তার কাছ থেকে চার শ' মিসকালে একটি ঘর ক্রয় করেন। আবু রাফে রা. বলেন, আমি যদি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে না শুনতাম, প্রতিবেশী শোফয়ার সবচেয়ে বেশী হকদার, তবে আমি ঘরটি তোমাকে দিতাম না।

১৫-অনুচ্ছেদ : উপঢৌকন পাওয়ার জন্য কর্মচারীর হীলা (কৌশল) অবলম্বন।

٦٤٩٥- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِىْ سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْكَ وَاُمِّكَ حَتّٰى تَاْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِىَ اللّٰهُ فَيَاْتِىْ فَيَقُوْلُ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ اَفَلاَ جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ حَتّٰى تَاْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللّٰهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَعْرِفَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِىْ وَسَمِعَ اُذُنِىْ

৬৪৯৫. আবু হুমাইদ সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ইবনে লুত্‌বিয়াহ নামক এক ব্যক্তিকে বনি সুলাইম গোত্রের যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করেন। সে ফিরে এসে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদের হিসাব-নিকাশ দেয়ার সময় নবী স.-কে বলে, এগুলো আপনাদের মাল আর এগুলো উপঢৌকন। তখন রসূলুল্লাহ স. বলেন : যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে নিজের পিতা-মাতার বাড়িতে বসে থাকো না কেন, তোমার জন্য উপঢৌকন আসে কি-না ? অতপর তিনি আমাদের সামনে বক্তৃতা করলেন, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন : আল্লাহ আমাকে যার অভিভাবক করেছেন আমি তার কোনো কাজে তোমাদের কাউকে নিয়োগ করলে সে এসে বলে, এগুলো আপনাদের মাল, আর ঐগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার বাড়িতে অবস্থান করছে না কেন, দেখি কত উপঢৌকন তাকে দেয়া হয় ? আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের কেউ যদি অবৈধভাবে কারো কোনো জিনিস আত্মসাৎ করে, কিয়ামতের দিন সে ঐগুলো বহন করে আল্লাহর সামনে হাযির হবে। কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কোনো লোককে এ অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাযির হতে দেখতে চাই না যে, সে তার পিঠে উট বয়ে আনবে এবং উটের মত ডাকবে বা তার পিঠে গাভী বয়ে আনবে এবং গাভীর মত ডাকবে অথবা তার পিঠে বকরী বয়ে আনবে এবং মুখে বকরীর মত ডাকবে। অতপর তিনি

ডান হাত এতদূর উঁচু করলেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি! বর্ণনাকারী বলেন, আমার চোখ তাঁকে একথা বলতে দেখেছে এবং আমার কান তাঁকে একথা বলতে শুনেছে।

٦٤٩٦- عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

৬৪৯৬. আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ প্রতিবেশী শোফয়ার দাবিতে অগ্রগণ্য।

٦٤٩٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ اَنَّ اَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِاَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا اَعْطَيْتُكَ .

৬৪৯৭. আমর ইবনে শারীদ র. থেকে বর্ণিত। আবু রাফে রা. চার শত মিসকালের বিনিময়ে সাদ ইবনে মালেকের কাছে একটি বাড়ি বিক্রি করেন। তিনি বলেন, আমি যদি নবী স.-কে বলতে না শুনতাম যে, প্রতিবেশী শোফয়ার বেশী হকদার, তবে তোমাকে আমি বাড়ি দিতাম না।

❐

كِتَابُ التَّعْبِيْرُ

(স্বপ্নের ব্যাখ্যা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়।

٦٤٩٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، وَكَانَ لاَ يَرٰى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَ تْ بِهِ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيْهِ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجَهْدُ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ : اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدُ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ : اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَغَطَّنِيْ الثَّالِثَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، حَتّٰى بَلَغَ مَا لَمْ يَعْلَمْ : فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيْجَةُ مَا لِيْ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشِيْتُ عَلَيَّ فَقَالَتْ لَهُ كَلاَّ اَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتّٰى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى بْنِ قُصَيٍّ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ اَخُوْ اَبِيْهَا، وَكَانَ اَمْرًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْاِنْجِيْلِ، مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ اَيْ اِبْنَ عَمِّ اِسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ وَرَقَةُ ابْنَ اَخِيْ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَاٰى فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰى مُوْسٰى يَا لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعًا اَكُوْنُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ مُخْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ عُوْدِيَ وَاِنْ يُدْرِكْنِيْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ

تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُؤُسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا اَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذٰلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ، فَاِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذٰلِكَ ، فَاِذَا اَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ، ضَوْءِ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءِ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ .

৬৪৯৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহীর সূচনা হয় নিদ্রিত অবস্থায় উত্তম স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা অবিকল ভোরের আলো প্রকাশের ন্যায় সত্য হতো। তিনি হেরা গুহায় যেতেন এবং একাধিক্রমে কয়েক রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় রশদও সাথে নিয়ে যেতেন। আবার খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। পুনরায় তিনি অনুরূপ রশদ সাথে নিয়ে চলে যেতেন। অবশেষে হঠাৎ তাঁর কাছে সত্য বা অহী আসলো—তখন তিনি হেরা গুহায় অবস্থানরত। সেখানে ফেরেশতা (জিবরাঈল) এসে তাঁকে বলেন ঃ পড়ুন। তিনি বলেন, আমি পড়তে জানি না। অতপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আমাকে জোরে চাপ দিলেন, যাতে রীতিমত আমার কষ্ট হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না! তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন, যাতে আমার কষ্ট হলো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না ! অতপর তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে সজোরে চাপ দিলেন, যদ্দরুণ আমার কষ্ট অনুভূত হলো। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, "পড়, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ----- যা সে জানতো না" পর্যন্ত। তিনি খাদীজা রা.-এর কাছে ফিরে আসলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাঁধ থর থর করে কাঁপছিলো। তিনি বললেন, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। লোকজন তাঁকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিলে তাঁর ভীতি চলে যায়। তিনি বললেন, খাদীজা, আমার কি হলো ! এরপর পুরো ঘটনা তিনি খাদীজাকে জানালেন এবং আরো বললেন, আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশঙ্কাবোধ করছি। খাদীজা রা. বললেন, কখনো নয়। আপনি বরং সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম ! আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধনকে বজায় রাখেন। সত্য কথা বলেন। গরীব-অসহায়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন। মেহমানদের মেহমানদারী করেন এবং সত্যের পথে বিপদাপদে সাহায্য করেন। অতপর খাদীজা তাঁকে নিজ চাচাত ভাই ওরাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওজ্জা ইবনে কুসাইরের কাছে নিয়ে গিলেন। সে জাহিলী যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় লিখতেন এবং ইনজীল থেকে আরবীতে অনুবাদ করতেন—যতখানি আল্লাহর মঞ্জুর ছিল। তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তার কাছে খাদীজা বললেন, হে চাচাত ভাই ! তোমার ভাতিজার কথা শোন। ওরাকা বলেন, ভাতিজা, তুমি কি দেখেছো ? নবী স. যাকিছু দেখেছিলেন তা তাকে জানালেন। ওরাকা বললো, এ সেই অদৃশ্যের সংবাদবাহী (ফেরেশতা জিবরাঈল) যিনি মূসা আ.-এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তোমার জাতি যখন তোমাকে বের করে দিবে, আমি যদি তখন যুবক হতাম এবং জীবিত থাকতাম, তাহলে কতই না

ভালো হতো ! রসূলুল্লাহ স. বললেন, তারা কি আমাকে বহিষ্কার করে দেবে ? ওরাকা বলেন, হাঁ। তুমি যে জিনিস নিয়ে এসেছো সে জিনিস সহকারে এমন কোনো লোকের আবির্ভাব কখনো হয়নি, যার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। আমি তোমার কাল পেলে তোমায় সর্বাত্মক সাহায্য করতাম। এর কিছুদিন পরই ওরাকা ইন্তিকাল করেন এবং ওহী আসা বন্ধ থাকে। এমনকি নবী স. উক্ত ঘটনার দরুন এতো বেশী চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন যে, বিভিন্ন সময় তিনি পাহাড়ের চূড়া থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করতে চাইতেন, তখনি জিবরাঈল আত্মপ্রকাশ করে বলতেন, হে মুহাম্মদ ! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর সত্য রসূল ! এতে তাঁর অস্থিরতা প্রশমিত হতো, তাঁর মন শান্ত হতো এবং সেখান থেকে ফিরে আসতেন। দীর্ঘ সময় যাবত ওহী আসা বন্ধ থাকলেই তিনি অনুরূপ পাহাড়ের চূড়ায় চলে যেতেন। তারপর জিবরাঈল এসে পূর্বের ন্যায় বলতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'ফালিকুল ইস্‌বাহি' অর্থ 'দিবাভাগের সূর্যের আলো এবং রাতের বেলা চাঁদের আলো'।

২-অনুচ্ছেদ ঃ সৎলোকের স্বপ্ন। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ الى فَتْحًا قَرِيْبًا .

"আল্লাহ তাঁর রসূলের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে। -- নিকটবর্তী বিজয়।"—সূরা ফাতেহ ঃ ২৭

٦٤٩٩ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ .

৬৪৯৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সৎলোকের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেঁচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

٦٥٠٠ـ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

৬৫০০. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সত্য স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।

٦٥٠١ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِاَحَدٍ فَاِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ .

৬৫০১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা পসন্দ করে, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তার পক্ষে আল্লাহর শোকর আদায় করা বাঞ্ছনীয়। আর তা আলোচনাও করা উচিত। পক্ষান্তরে যদি এমন জিনিস দেখে যা তার অপসন্দনীয়, তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। তার অনিষ্টতা থেকে যেন সে আশ্রয় চায় এবং কারো সাথে তার আলোচনা না করে। তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٦٥٠٢- عَنْ اَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا حَلَمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَاِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

৬৫০২. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে তার থেকে আশ্রয় চাইবে এবং নিজের বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে। তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

٦٥٠٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ .

৬৫০৩. ওবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ মু'মিনের উত্তম স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেঁচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٦٥٠٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ .

৬৫০৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ মু'মিননের উত্তম স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।

٦٥٠٥- عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ .

৬৫০৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেঁচল্লিশ ভাগের একভাগ।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ সুসংবাদবাহী স্বপ্ন।

٦٥٠٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ، قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ

৬৫০৬. আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, মুবাশশিরাত' ছাড়া নবুওয়াতের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'মুবাশশিরাত' কি ? তিনি বলেন ঃ উত্তম স্বপ্ন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইউসুফ আ.-এর স্বপ্ন। আল্লাহর বাণী ঃ

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ اِنِّى رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سَاجِدِيْنَ الى قوله اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"যখন ইউসুফ তার পিতার কাছে বললো, আব্বাজান ! আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারটি তারকা ও সূর্য এবং চন্দ্র তা আমায় সিজদা করছে। ---- নিশ্চয় তোমার প্রভু সর্বজ্ঞ ও কুশলী।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৪-৬

আল্লাহর বাণী ঃ

يَأَبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ الى قوله وَاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ.

"(ইউসুফ বললো,) আব্বাজান ! এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা আমার সেই স্বপ্নের, যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম ---- আর আমাকে নেক্কার লোকদের মধ্যে শামিল করো।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০০-১০১

৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইবরাহীম আ.-এর স্বপ্ন। আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ الى قوله اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ،

"অতপর সে (ইসমাঈল) যখন চলা-ফেরা করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম তাকে বললো, বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।"–সূরা আস্ সাফ্ফাত ঃ ১০২-১০৫

মুজাহিদ র. বলেন, 'আসলামা' অর্থ প্রদত্ত নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং 'তাল্লাহু' অর্থ তাকে উপুড় করে মাটিতে শোয়ানো।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ অনেক লোকের একই স্বপ্ন দেখা।

٦٥٠٧ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ اُنَاسًا اُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الاَوَاخِرِ، وَاَنَّ اُنَاسًا اُرُوهَا اَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِلْتَمِسُوْهَا فِي السَّبْعِ الاَوَاخِرِ.

৬৫০৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোককে শবে কদর রমযানের শেষ সাত রাতের মধ্যে রয়েছে বলে স্বপ্নে দেখানো হলো। আর কিছু লোককে শেষ দশ রাতের মধ্যে দেখানো হলো। অতপর রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ শেষ সাত রাতের মধ্যেই তোমরা তা অনুসন্ধান করো।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদী, দুষ্কৃতিকারী ও মুশরিকদের স্বপ্ন।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اِلى قوله فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ .

"জেলখানায় তাঁর (ইউসুফের) সাথে আরো দু'জন যুবক প্রবেশ করলো --- (বাদশাহর পাঠানো) প্রতিনিধি যখন ইউসুফের কাছে পৌঁছলো।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৩৬-৫০

٦٥٠٨ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ اَتَانِيْ الدَّاعِيْ لاَجَبْتُهُ– قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِيْ لَوْ كُنْتُ لاَجَبْتُهُ فِيْ اَوَّلِ مَا دَعِيْتُ لَمْ اَؤْخِرَهُ .

৬৫০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ ইউসুফ আ. যে পরিমাণ সময় কারাগারে কাটাবে, আমি যদি ঐ পরিমাণ সময় কাটাতাম, অতপর আমার কাছে বাদশাহর পক্ষ থেকে আহ্বানকারী বা দূত আসতো, তাহলে আমি নির্ঘাত ঐ ডাকে সাড়া দিতাম। আবু আবদুল্লাহ র. বলেন, অর্থাৎ যদি তাঁর স্থলে আমি হতাম তাহলে আমি প্রথম আহ্বানেই সাড়া দিতাম, কোনোরূপ বিলম্ব করতাম না।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নবী স.-কে স্বপ্নে দেখলো।

٦٥٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ .

৬৫০৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে যেন জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখলো। শয়তান আমার রূপ (সাদৃশ্য) ধারণ করতে পারে না।

٦٥١٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِىْ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ .

৬৫১০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে সত্যই আমাকে দেখলো। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٦٥١١- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ، وَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاٰىٓ بِىْ .

৬৫১১. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই কেউ তার অবাঞ্ছিত স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাঁ দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করে এবং শয়তান থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চায়। তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

٦٥١٢- عَنْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ .

৬৫১২. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে সত্যিই আমাকে দেখলো।

٦٥١٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰنِىْ فَقَدْ رَاَى الْحَقَّ ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَوَّنُنِىْ.

৬৫১৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে সত্যই দেখলো। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের স্বপ্ন।

٦٥١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا اَنَا نَائِمُ الْبَارِحَةَ اِذْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الاَرْضِ حَتّٰى وُضِعَتْ فِىْ يَدِىْ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَقِلُوْنَهَا.

৬৫১৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ আমাকে বাগ্মিতার চাবিকাঠি দান করা হয়েছে। আমাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও গাম্ভীর্য দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এক রাতে আমি যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম, আমার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবিসমূহ আনা হয়, এমন কি তা আমার হাতে রেখে দেয়া হয়। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তো (দুনিয়া থেকে) চলে গিয়েছেন। এক্ষণে তোমরা উক্ত ভাণ্ডার-সমূহকে হস্তান্তর করে চলেছো।

٦٥١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرَانِى اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَاَيْتُ رَجُلاً اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا يَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ اَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ اِذَا اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ.

৬৫১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ এক রাতে কাবার কাছে আমাকে স্বপ্ন দেখানো হলো। আমি গৌরবর্ণের এক অতি সুন্দর সুপুরুষকে দেখলাম। যেরূপ তুমি কোনো সুন্দর সুপুরুষকে দেখে থাকো। তার ছিল সুবিন্যাস্ত সুন্দর-চমৎকার লম্বা লম্বা চুল, যেরূপ তোমাদের মধ্যে কোনো লোক দেখে থাকে। আর উক্ত চুল থেকে ফোটা ফোটা পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি দুই ব্যক্তির ওপর ভর করে অথবা দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? বলা হলো, ইনি মসীহ ইবনে মরিয়ম আ.। পরক্ষণেই আমি আরেক লোককে দেখলাম, যার চুল ছিল সম্পূর্ণ এলোমেলো। তার ডান চোখ ছিল কানা এবং ফোলা আংগুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ ব্যক্তি কে ? বলা হলো, মসীহ দাজ্জাল।

٦٥١٦- عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اُرِيْتُ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৬৫১৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, আমি রাতের বেলা এক স্বপ্ন দেখেছি—এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ দিবাভাগের স্বপ্ন। ইবনে সীরীন র. বলেন, দিনের স্বপ্ন রাতের স্বপ্নের অনুরূপ।

٦٥١٧- اَنَسُ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِىْ رَاْسَهُ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ

قَالَتْ فَقُلْتُ مَايُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحٰقُ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ فِى الْاُوْلَى، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ، قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِىْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ .

৬৫১৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ওবাদা ইবনে সামেত রা.-এর স্ত্রী উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের কাছে যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি তার কাছে গেলে তিনি তাঁকে আহার করান। তারপর তাঁর মাথার উকুন বাছতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ স. ঘুমিয়ে পড়লেন। অতপর তিনি হাসতে হাসতে জাগলেন।

উম্মে হারাম রা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কেন হাসছেন ? তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতের আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত কতক লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। মাঝ দরিয়ায় জাহাজের ওপর সওয়ার হয়ে বাদশাহদের মত তারা সিংহাসনে বসা। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ আমাকে যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ স. তার জন্য দোয়া করলেন। অতপর তিনি মাথা রাখলেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন। এবারও তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কেন হাসছেন ? তিনি বলেন ঃ আমার উম্মতের কতক লোককে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছিল ------ (পূর্বের ন্যায় বললেন)। হারাম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের শামিল করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি অগ্রগামীদের সাথেই রয়েছ। বস্তুত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের আমলে উম্মে হারাম জাহাজে আরোহণ করেন এবং সমুদ্র থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আপন সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েলোকের স্বপ্ন।

٦٥١٨ـ عَنْ خَارِجَةَ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اُمَّ الْعَلَاءِ امْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِيْنَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ وَاَنْزَلْنَاهُ فِىْ اَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِىْ اَثْوَابِهِ، دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِىْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ

بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هُوَ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِىْ، فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اُزَكِّىْ بَعْدَهُ اَحَدًا اَبَدًا.

৬৫১৮. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। উম্মে আলা নাম্নী এক আনসার মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বাইয়াত হন। তিনি বলেন, মুহাজিরদেরকে লটারীর মাধ্যমে আনসাররা ভাগ করে নিয়েছিলেন। ওসমান ইবনে মাযউন রা. আমাদের ভাগে পড়েন। আমরা তাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলাম। তারপর তার ঐ ব্যথা শুরু হলো যে ব্যথায় তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দেয়া হলো এবং তার পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে তার কাফন পরানো হলো। নবী স. আসলেন। উম্মে আলার বর্ণনা, আমি বললাম, হে আবু সায়েব ! তোমার ওপর আল্লাহর রহমত হোক। আমি তোমার জন্য সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তুমি কিভাবে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার প্রতি আমার পিতা (মাতা) কুরবান হোক ! তাহলে বলুন আর কাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন ? রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তার ব্যাপার তো হলো, আল্লাহর কসম ! তার মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি তার উত্তম পরিণামের আশাবাদী। আর আল্লাহর কসম ! আমি আল্লাহর রসূল ! তথাপি আমি জানি না, আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে। উম্মে 'আলা বলেন, আমি আল্লাহর নামে কসম করেছি, এরপর আর কখনো কাউকে (পবিত্র বলে) প্রশংসা করবো না।

٦٥١٩ـ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِهٰذَا، وَقَالَ مَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ وَاَحْزَنَنِىْ فَنِمْتُ ، فَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِىْ ، فَاَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ .

৬৫১৯. যুহরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, আমি জানি না তার সাথে কি ব্যবহার করা হবে ? উম্মে আলা বলেন, আমি চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি স্বপ্নে ওসমানের জন্য একটি প্রবহমান ঝর্ণাধারা দেখলাম। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, এটা তার আমল।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে।

٦٥٢٠ـ عَنْ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىَّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمُ الْحُلْمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ.

৬৫২০. আবু কাতাদা আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর সাথী ও ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই তোমাদের কেউ তার অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে সে যেন তার বাঁ দিকে তিনবার থুথু ফেলে। আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ দুধ (স্বপ্নে দেখা)।

٦٥٢١- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لاَرَى الرِّىَّ يَخْرُجُ مِنْ اَظَافِيْرِىْ ، ثُمَّ اُعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ .

৬৫২১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা আমি নিদ্রিত ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম, এমনকি তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। আমি অবশিষ্ট দুধ উমরকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এর কি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন ঃ ইল্‌ম (জ্ঞান)।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ (স্বপ্নে) নিজের চতুষ্পার্শ্বে অথবা নিজের নখ থেকে দুধ প্রবাহিত হতে দেখা।

٦٥٢٢- عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لاَرَى الرِّىَّ يَخْرُجُ مِنْ اَطْرَافِىْ فَاَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ .

৬৫২২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ একদা আমি নিদ্রারত ছিলাম। এমন সময় আমার কাছে এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম, এমনকি আমার নখ দিয়ে তৃপ্তির চিহ্ন প্রকাশ পেলো। অতপর আমি অবশিষ্ট দুধ উমর ইবনে খাত্তাবকে দিলাম। আশেপাশে বসা লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন, ইল্‌ম।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে লম্বা জামা দেখা।

٦٥٢٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ، وَمَرَّ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا مَا اَوَّلْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ .

৬৫২৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা আমি ঘুমে ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার সামনে জামা পরিহিত লোকদের পেশ করা হচ্ছে। কারো জামা বুক পর্যন্ত, আর কারো জামা তার নিচ পর্যন্ত। আমার কাছ দিয়ে উমর ইবনে খাত্তাব অতিক্রম করলো। সে তার গায়ের লম্বা জামা মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলছিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এর ব্যাখ্যা দেন, হে আল্লাহর রসূল ? তিনি বলেন ঃ দীনদারি বুঝানো হয়েছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে জামা হেঁচড়িয়ে চলা।

٦٥٢٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ

رَاَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدَىَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ، وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجْتَرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الدِّيْنَ .

৬৫২৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা আমি ঘুমে ছিলাম। আমি দেখলাম, আমার সামনে জামা পরিহিত লোকদের পেশ করা হচ্ছে। কারো জামা বুক পর্যন্ত, আর কারো জামা তার নিচ পর্যন্ত। আমার কাছ দিয়ে উমর ইবনে খাত্তাব অতিক্রম করলো। সে তার গায়ের লম্বা জামা মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলছিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এর ব্যাখ্যা দেন, হে আল্লাহর রসূল ? তিনি বলেন ঃ দীনদারি বুঝানো হয়েছে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে সবুজ (রং) ও সবুজ বাগিচা দেখা।

٦٥٢٥- عَنْ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ كُنْتُ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُمْ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ اِنَّمَا رَاَيْتُ كَاَنَّمَا عَمُوْدٌ وُضِعَ فِىْ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيْهَا وَفِىْ رَاْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِىْ اَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ، وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيْفُ، فَقِيْلَ اَرْقَهُ فَرَقِيْتُ حَتّٰى اَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُوْتُ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى.

৬৫২৫. কায়েস ইবনে ওবাদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক মজলিসে বসাছিলাম। সেখানে সাদ ইবনে মালেক ও ইবনে উমর রা.-ও উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ঐ পথে যাওয়ার সময় লোকেরা বললো, তিনি জান্নাতী লোকদের একজন। আমি তাঁকে বললাম, লোকেরা এরূপ এরূপ বলে। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, সোবহানাল্লাহ ! তাদের এরূপ কথা বলা উচিত হয়নি, যে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই। আমি এক সবুজ শ্যামল বাগিচা (স্বপ্নে) দেখেছিলাম, যার মধ্যখানে একটি স্তম্ভ ছিল। তার মাথায় একটি রশি লাগানো ছিল। তার নীচে একজন খাদেম ছিল। আমাকে বলা হলো, এর ওপর ওঠো। আমি উঠলাম, এমনকি আমি রশিটি ধরে ফেললাম। আমি এ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বললাম। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আবদুল্লাহ মযবুত রশি (দীনের রজ্জু) ধারণরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নারীর ঘোমটা তোলা।

٦٥٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اِذَا رَجُلٌ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ فَاَكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ .

৬৫২৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ আমি তোমাকে দুইবার স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি দেখি, তোমাকে এক লোক একখণ্ড রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে এসে আমাকে বলছে, ইনি আপনার স্ত্রী, দেখুন ! আমি কাপড় সরিয়ে তোমাকে দেখতে পাই। তারপর আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে রেশমী পোশাক দেখা।

٦٥٢٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ قَبْلَ اَنْ اَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ رَاَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ فَاذَا كَشَفَ فَاذَا هُوَ اَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ ، ثُمَّ اُرِيْتُكِ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَقُلْتُ اكْشِفْ فَكَشَفَ فَاذَا هِىَ اَنْتِ فَقُلْتُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ

৬৫২৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ বিয়ের আগে তোমায় আমাকে দুবার স্বপ্নে দেখানো হয়। আমি একজন ফেরেশতাকে তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে বহন করে নিয়ে আসতে দেখলাম। আমি তাকে বললাম, খোলো। সে খুলতেই আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে। এরপর আবার তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় বহন করে নিয়ে আসতে স্বপ্নে দেখি। আমি বললাম, খোলো। সে খুলতেই আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, এটা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাহলে অবশ্যই পূর্ণ হবে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ (স্বপ্নে) এক হাতে চাবি দেখা।

٦٥٢٨ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدِىْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ اِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ الْاُمُوْرَ الْكَثِيْرَةَ الَّتِىْ كَانَتْ تُكْتَبُ فِى الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِى الْاَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْاَمْرَيْنِ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ .

৬৫২৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ বাণী সহকারে প্রেরিত হয়েছি। ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একদা আমি ঘুমে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে পৃথিবীর যাবতীয় ভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয় এবং আমার হাতে রাখা হয়। মুহাম্মদ (ইবনে সীরীন) বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, 'সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাণী'-এর মর্ম হলো, আল্লাহ্ অনেক বিষয়কে একত্র করে দিবেন, যা তাঁর পূর্বে একটি অথবা দুটি বিষয় হিসেবে অনেক অনেক গ্রন্থে লিখা হতো।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ (স্বপ্নে) রজ্জু অথবা বৃত্তাকার আংটা ধরে ঝুলতে দেখা।

٦٥٢٩ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَاَيْتُ كَاَنِّىْ فِىْ رَوْضَةٍ وَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُوْدٌ فِىْ اَعْلَى الْعَمُوْدِ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لِىْ ارْقَهْ قُلْتُ لَا اَسْتَطِيْعُ فَاَتَانِىْ وَصِيْفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِىْ

فَرَقِيْتُ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَاَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْاِسْلَامِ وَذٰلِكَ الْعُمُوْدُ عُمُوْدُ الْاِسْلَامِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى لَا تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْاِسْلَامِ حَتّٰى تَمُوْتَ

৬৫২৯. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (স্বপ্নে) আমাকে যেন এক বাগানে দেখতে পেলাম। বাগানের মাঝে একটি স্তম্ভ। উক্ত স্তম্ভের শীর্ষে রয়েছে একটি রজ্জু। আমাকে বলা হলো, তুমি এর ওপর আরোহণ করো। আমি বললাম, আমি পারবো না। এমন সময় একজন খাদেম এসে আমার কাপড় গুটিয়ে দিলো। তারপর আমি আরোহণ করলাম এবং রজ্জু ধরে ফেললাম। তারপর আমি রজ্জু ধারণ করা অবস্থায় জেগে গেলাম। এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত আমি নবী স.-এর নিকট বললাম। তিনি বলেন ঃ ঐ বাগানটি হলো ইসলামের বাগান, ঐ স্তম্ভটি হলো ইসলামের স্তম্ভ এবং ঐ রজ্জুটি হলো মযবূত রশি। তুমি আ-মৃত্যু ইসলামকে ধারণ করে থাকবে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের বালিশের নীচে তাঁবুর খুঁটি দেখা।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে মোটা রেশমী কাপড় ও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেখা।

٦٥٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ فِيْ يَدِيْ سَرَقَةً مِّنْ حَرِيْرٍ لَّا اَهْوِيْ بِهَا اِلٰى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ اِلَّا طَارَتْ بِيْ اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخَاكَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَوْ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

৬৫৩০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে এক টুকরো রেশমী কাপড়। আমি জান্নাতের যে স্থানেই যেতে চাচ্ছিলাম, সেটি আমাকে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি এ স্বপ্নের কথা হাফসা রা.-এর কাছে বললে, তিনি তা নবী স.-এর কাছে বলেন। তিনি বলেন ঃ তোমার ভাই একজন সৎলোক অথবা বলেন ঃ আবদুল্লাহ একজন নেক লোক।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজেকে শৃংখলিত অবস্থায় দেখা।

٦٥٣١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ اَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ فَاِنَّهُ لَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَقُوْلُ هٰذِهِ قَالَ وَكَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا ثَلٰثٌ حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرٰى مِنَ اللّٰهِ فَمَنْ رَاٰى شَيْئًا يَّكْرَهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلٰى اَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ اَلْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ -

৬৫৩১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ কিয়ামত নিকটবর্তী হলে মু'মিনদের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। মুহাম্মদ (ইবনে সীরীন) বলেন, আমিও একথাই বলি। তিনি আরো বলেন, বলা হয়, স্বপ্ন তিন প্রকার ঃ মনের খেয়াল ; শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতি-প্রদর্শন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ।

কেউ অপসন্দনীয় জিনিস স্বপ্নে দেখলে তা অন্যের নিকট যেন না বলে এবং উঠে নামায পড়ে। আবু হুরাইরা রা. স্বপ্নে (গলদেশে) শৃঙ্খল দেখা অপসন্দনীয় মনে করতেন, আর শিকল দেখাকে ভালো মনে করতেন। বলা হতো, শিকলের অর্থ হলো দীনের ওপর সুদৃঢ় থাকা।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে প্রবহমান ঝর্ণা দেখা।

٦٥٣٢- عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِّنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ طَارَلَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فِي السُّكْنَى حِيْنَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِيْ أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللّٰهُ قَالَ وَمَا يُدْرِيْكِ قُلْتُ لَا أَدْرِيْ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا أَدْرِيْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلَا بِكُمْ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَوَ اللّٰهِ لَا أُزَكِّيْ أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِيْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِيْ لَهُ-

৬৫৩২. উম্মে আলা রা. থেকে বর্ণিত। যেসব মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বাইআত হয়েছিলেন, তিনিও তাদের একজন। তিনি বলেন, যখন আনসাররা মুহাজিরদের বসবাসের জন্য লটারী করলেন, তখন ওসমান ইবনে মযউন রা. আমার ভাগে পড়লো। তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করি। শেষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতপর আমরা তাকে তার পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে কাফন পরিয়ে দিলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিকট আসলে আমি বললাম, হে আবু সায়েব! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমি তোমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তা তুমি কিভাবে জানলে ? আমি বললাম, আল্লাহর কসম ! আমি জানি না। তিনি বলেন ঃ তার তো মৃত্যু হয়েছে। আমি তার ভালো কামনা করি। আল্লাহর কসম ! আমি জানি না, আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। অথচ আমি আল্লাহর রসূল ! উম্মে আলা বলেন, আল্লাহর কসম ! এরপর আমি আর কারো প্রশংসা করবো না। উম্মে আলা বলেন, আমি স্বপ্নে ওসমানের জন্য এক প্রবহমান ঝর্ণা দেখতে পেলাম। আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে তা তাঁকে বললাম। তিনি বলেন ঃ এটা তার আমল, তার জন্য জারী থাকবে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ (স্বপ্নে) কূপ থেকে পানি তুলে পান করানো, এমনকি সব লোকের তৃষ্ণা দূর হওয়া।

٦٥٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِيْ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِيْ يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

৬৫৩৩. ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি কূপে উপস্থিত হয়ে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করছি। তখন আবু বকর ও উমর আমার নিকট আসলো। অতপর আবু বকর বালতিটি গ্রহণ করলো এবং এক বালতি বা দুই বালতি পানি তুললো। আর তাঁর তোলার মধ্যে ছিল কিছুটা দুর্বলতা, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। এরপর (উমর) ইবনে খাত্তাব আবু বকরের হাত থেকে বালতি গ্রহণ করলো। তার হাতে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় এত প্রচুর পরিমাণ পানি তুলতে দেখিনি। আর সে এতো পানি তুললো যে, লোকেরা উটের পানির চৌবাচ্চা পূর্ণ করে নিলো।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ (স্বপ্নে) দুর্বলভাবে এক বা দুই বালতি পানি তোলা।

٦٥٣٤- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ -

৬৫৩৪. সালেম র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর আবু বকর ও উমরকে স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেন ঃ আমি লোকদের সমবেত হতে দেখলাম। আবু বকর দাঁড়িয়ে গেল এবং এক বা দুই বালতি পানি তুললো। আর তাঁর পানি তোলার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তারপর ইবনে খাত্তাব দাঁড়ালে বালতিটি বেশ বড় হয়ে গেল। আমি তার ন্যায় এত প্রচুর পরিমাণ পানি তুলতে আর কাউকে দেখিনি, এমনকি লোকেরা তাদের পানির চৌবাচ্চা পূর্ণ করে নিলো।

٦٥٣٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ عَلٰى قَلِيْبٍ وَّعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِيْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

৬৫৩৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ একদা আমি ঘুমে ছিলাম। আমি নিজেকে এক কূপের নিকট দেখতে পেলাম। কূপের নিকট একটি বালতি ছিল। আমি ঐ কূপ থেকে পানি তুললাম যতখানি আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। তারপর ইবনে আবু কুহাফা বালতিটি গ্রহণ করলো। সে এক অথবা দুই বালতি পানি উত্তোলন করলো। তার তোলার মধ্যে দুর্বলতা ছিল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন ! তারপর বালতিটি বেশ স্ফীত হয়ে গেল। আর তা ওমর ইবনে খাত্তাব গ্রহণ করলো। আমি ওমরের ন্যায় এত প্রচুর পরিমাণ পানি তুলতে আর কোনো শক্তিশালী মানুষকে দেখিনি। এমনকি লোকেরা উটের চৌবাচ্চাসমূহ পরিপূর্ণ করে নিলো।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে বিশ্রাম করতে দেখা।

٦٥٣٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ اَنِّيْ عَلٰى

حَوْضٍ اَسْقِىْ النَّاسَ فَاَتَانِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِىْ لِيُرِيْحَنِىْ فَنَزَعَ ذَنُوْ بَيْنَ وَفِىْ نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ فَاَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَاَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ.

৬৫৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক কূপের নিকট রয়েছি এবং আমি লোকদের পানি পান করাচ্ছি। আমার কাছে আবু বকর আসলো এবং আমাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য আমার হাত থেকে বালতিটি নিয়ে নিলো। তারপর দুই বালতি তুললো। তার তোলার মধ্যে দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন ! তারপর ইবনে খাত্তাব এসে তার নিকট থেকে বালতি নিয়ে নেয় এবং অবিরত পানি তুলতে থাকে, এমনকি লোকেরা ফিরে গেল। এদিকে চৌবাচ্চা (পানি পূর্ণ হয়ে) ভেসে যাচ্ছিল।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে অট্টালিকা দেখা।

٦٥٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلَى جَانِبِ قَصْرٍ قُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ اَعَلَيْكَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ .

৬৫৩৭. আবু হুরাইরা রা. বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে বসাছিলাম। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় নিজেকে জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। এক মহিলাকে দেখলাম, সে একটি অট্টালিকার পাশে অযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ অট্টালিকা কার ? তারা বললো, ওমরের। ওমরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি তা পেছনে রেখে ফিরে এলাম। আবু হুরাইরা রা. বলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব কেঁদে দিলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আপনার সামনে কি আমি আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করতে পারি !

٦٥٣٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا اَنَا بِقَصْرٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَمَا مَنَعَنِىْ اَنْ اَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِلاَّ مَا اَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ قَالَ وَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ .

৬৫৩৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করে আমাকে একটি স্বর্ণের প্রাসাদের নিকট দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার ? লোকেরা বললো, কুরাইশ বংশের এক লোকের। হে ইবনে খাত্তাব ! তোমার যে আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার জানা থাকায় আমি তাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকলাম। ওমর বলেন, আপনার সামনেও কি আমি আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করতে পারি, হে আল্লাহর রসূল ?

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে অযু করতে দেখা।

٦٥٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ -

৬৫৩৯. আবু হুরাইরা রা. বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বসাছিলাম। তিনি বললেন ঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় নিজেকে জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। তখন এক মহিলা একটি প্রাসাদের নিকট অযু করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার প্রাসাদ ? লোকেরা বললো, ওমরের। আমার ওমরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে পড়লো। আমি পিছনে ফিরে চলে এলাম। ওমর কেঁদে বললো, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সামনেও কি আমি আত্মমর্যাদা দেখাতে পারি।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কা'বাঘর তাওয়াফ করতে দেখা।

٦٥٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِىْ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا ابْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبَ هَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ اَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّاسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ وَابْنُ قَطَنٍ مِنْ بَنِىْ الْمُصْطَلَقِ مِنْ خُزَاعَةَ .

৬৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় নিজেকে কা'বা তাওয়াফরত দেখতে পেলাম। তখন দুই ব্যক্তির মাঝখানে গৌর বর্ণের এক পুরুষ আমার নযরে পড়লো, যার চুল ছিল সোজা। তার মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? লোকেরা বললো, ইবনে মরিয়ম। আমি মোড় ঘুরতেই লাল রং-এর এক লোকের প্রতি আমার নযর পড়লো, যার দেহ ছিল বিরাটকায়, চুল ছিল কোঁকড়ানো এবং ডান চোখ কানা। তার চোখ ছিল আঙুরের ন্যায় ফোলা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কে ? লোকেরা বললো, দাজ্জাল। মানুষের মধ্যে ইবনে কাতান দাজ্জালের আকৃতির অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবনে কাতান খোযাআ গোত্রের উপগোত্র বনু মুসতালিকের লোক।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিজের পানীয় থেকে অন্যকে দেয়া।

٦٥٤١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَرَى الرِّىَّ يَجْرِىْ ثُمَّ اَعْطَيْتُ عُمَرَ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْعِلْمَ .

৬৫৪১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা আমার নিদ্রিত অবস্থায় আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম। এত পান করলাম যে, তৃপ্তির চিহ্ন আমার শরীর থেকে প্রবেশ পেলো। অবশিষ্টাংশ আমি ওমরকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দেন ? তিনি বলেন ঃ ইলম।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে নিরাপদ অনুভব করা এবং ভীতি দূর হওয়া।

٦٥٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانُوْا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُصُّوْنَهَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَاَنَا غُلَامٌ حَدِيْثُ السِّنِّ وَبَيْتِيَ الْمَسْجِدُ قَبْلَ اَنْ اَنْكِحَ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ لَوْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَّرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هٰؤُلَاءِ فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَاَرِنِيْ رُؤْيَا فَبَيْنَمَا اَنَا كَذَالِكَ اِذْ جَاءَنِيْ مَلَكَانِ فِيْ يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُقْبِلَانِ بِيْ وَاَنَا بَيْنَهُمَا اَدْعُوْ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ اُرَانِيْ لَقِيَنِيْ مَلَكٌ فِيْ يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ لِيْ لَمْ تُرَعْ نِعْمَ الرَّجُلُ اَنْتَ لَوْ تُكْثِرُ الصَّلٰوةَ فَانْطَلَقُوْا بِيْ حَتّٰى وَقَفُوْنِيْ بِجَهَنَّمَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُوْنٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ وَاَرَى فِيْهَا رِجَالاً مُعَلَّقِيْنَ بِالسَّلَاسِلِ رُؤُسُهُمْ اَسْفَلُهُمْ عَرَفْتُ فِيْهَا رِجَالاً مِّنْ قُرَيْشٍ فَانْصَرَفُوْا بِيْ عَنْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَالِكَ يُكْثِرُ الصَّلٰوةَ .

৬৫৪২. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সাথীরা রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে স্বপ্ন দেখতেন। তারা তা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ব্যক্ত করতেন। আল্লাহর মর্জি রসূলুল্লাহ স. তার ব্যাখ্যা বলে দিতেন। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক ছিলাম। আর বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমি মসজিদেই থাকতাম। আমি মনে মনে বলতাম, যদি তোমার ভেতরে কোনো কল্যাণ থাকতো তাহলে তুমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখতে, যেরূপ এরা দেখেন। আমি এক রাতে বিছানায় শুয়ে বললাম, হে আল্লাহ ! যদি তুমি আমার মাঝে কোনো কল্যাণ রেখে থাকো, তাহলে আমাকেও স্বপ্ন দেখাও। আমি ঐ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে দেখি, আমার নিকট দুজন ফেরেশতা এসেছেন, উভয়ের কাছে একটি করে লোহার হাতুড়ি। তারা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো। আমি উভয়ের মাঝে থেকে আল্লাহর নিকট দোআ করলাম, "হে আল্লাহ ! আমি জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আবার আমাকে দেখানো হলো, আমার সাথে একজন ফেরেশতা এসে মিলিত হন। তার হাতে ছিল একটি লোহার হাতুড়ি। তিনি বলেন, তুমি ভয় করো না। তুমি ভালো মানুষ—যদি

তুমি বেশী বেশী করে নামায পড়ো। তারা আমাকে নিয়ে গিয়ে শেষে জাহান্নামের পাড়ে আমাকে দাঁড় করালো। সেটি কূপের ন্যায় ছিল। কূপের ন্যায় তারও দুটি শিং ছিল। তার উভয় শিংয়ের মধ্যখানে এক ফেরেশতা লোহার হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়ানো ছিল। আমি জাহান্নামে অনেক লোককে শিকল পরিহিত অবস্থায় উল্টোভাবে ঝুলে থাকতে দেখেছি। আমি তার মধ্যে কুরাইশদের কতক লোককেও চিনতে পেরেছি। তারপর ঐ ফেরেশতারা আমাকে ডান দিক দিয়ে সাথে নিয়ে চললেন। আমি এ স্বপ্ন হাফসা রা.-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি তা রসূলুল্লাহ স.-কে জানালেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আবদুল্লাহ একজন নেক লোক। নাফে রা. বলেন, এ ঘটনার পর থেকে আবদুল্লাহ রা. বেশী বেশী নামায পড়তে থাকেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ডানকাত হওয়া।

٦٥٤٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ اَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَارِنِيْ مَنَامًا تُعَبِّرُهُ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ اَتَيَانِيْ فَانْطَلَقَا بِيْ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِيْ لَمْ تُرَعْ اِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَانْطَلَقَا بِيْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَاَخَذَانِيْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لِحَفْصَةَ فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ اَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلٰوةَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذَالِكَ يُكْثِرُ الصَّلٰوةَ مِنَ اللَّيْلِ .

৬৫৪৩. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর যুগে আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। আমি তখন মসজিদেই থাকতাম। কেউ কোনো স্বপ্ন দেখলে তা নবী স.-এর কাছে বর্ণনা করতো। আমি মনে মনে বলতাম, আল্লাহ ! আমার জন্য তোমার কাছে যদি কোনো কল্যাণ থাকে, তাহলে আমাকে স্বপ্ন দেখাও, রসূলুল্লাহ স. যার ব্যাখ্যা দিবেন। এরপর আমি ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্নে আমি আমার নিকট দুজন ফেরেশতাকে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে নিয়ে চললেন। এরপর আরো একজন ফেরেশতা তাদের সাথে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বলেন, তুমি ভয় পেয়ো না। নিশ্চয় তুমি একজন ভালো লোক। দুই ফেরেশতা আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চললেন, যার আকৃতি ছিল কূপের ন্যায়। তাতে কিছু লোককে আমি দেখতে পেলাম, যাদের কতককে আমি চিনলাম। তারপর তারা আমাকে ডানদিকে নিয়ে গেলেন। ভোর হলে আমি হাফসা রা.-কে ঘটনা বললাম। তিনি বলেন, আমি তা নবী স.-এর নিকট বললে তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ একজন ভালো লোক। সে যদি রাতে বেশী বেশী নামায পড়তো তাহলে খুবই ভালো হতো। যুহরী র. বলেন, তারপর থেকে আবদুল্লাহ রা. রাতে বেশী বেশী নামায পড়তেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে পেয়ালা দেখা।

٦٥٤٤ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ

بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ .

৬৫৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছিঃ একদা আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম। অবশিষ্টাংশ ওমর ইবনে খাত্তাবকে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এর ব্যাখ্যা দেন হে আল্লাহর রসূল ? তিনি বলেন ঃ ইলম।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে কোনো কিছু উড়তে দেখা।

٦٥٤٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُرِيْتُ اَنَّهُ وُضِعَ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَاُذِنَ لِيْ فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَ فَاَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَحَدُهُمَا الْعَنَسِيُّ الَّذِيْ قَتَلَهُ فَيْرُوْزُ بِالْيَمَنِ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلَمَةُ .

৬৫৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম, আমার উভয় হাতে দু'টি সোনার চুড়ি রাখা হয়েছে। আমি তা কেটে ফেললাম ও অপসন্দ করলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হলে আমি উভয়টিকে ফুঁ দিলাম। ঐগুলো উড়ে চলে গেল। আমি চুড়ি দু'টির এ ব্যাখ্যা করেছি ঃ দুই মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে। এদের একজন আনসী যাকে ইয়ামনে ফিরোজ হত্যা করেছিল, আর অপরজন মোসায়লামা।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে গরু কুরবানী হতে দেখা।

٦٥٤٦ـ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى اُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّيْ اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِيْ اِلَى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ فَاِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَاَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَاِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ اُحُدٍ وَاِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِيْ اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ .

৬৫৪৬. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মক্কা থেকে ঐ ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করছি, যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। আমার ধারণা, যেদিকে ইয়ামামাহ বা হাজার অবস্থিত, সেদিকেই গিয়েছি। কিন্তু দেখা গেল সেটা মদীনা অর্থাৎ ইয়াসরিব। আমি সেখানে (যবেহকৃত) গাভী দেখতে পেলাম। আল্লাহ ভালো করুন। এরা ঐ সকল মুসলমান ছিল, যারা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। তাও ভালো যা আল্লাহ গনীমাতের মাল হিসেবে দান করেছেন এবং সত্যের বিনিময় যা আল্লাহ আমাদেরকে বদর যুদ্ধের পরে দান করেছেন (অর্থাৎ মক্কা বিজয়)।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ফুঁ দেয়া।

٦٥٤٧ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ وَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اِذَا اُوْتِيْتُ خَزَائِنَ الْاَرْضِ فَوُضِعَ فِىْ يَدَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَىَّ وَاَهَمَّانِىْ فَاُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ اَنْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَاَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ لِلَّذَيْنِ اَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ.

৬৫৪৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমরা পৃথিবীতে সকলের শেষে এসেছি, আর জান্নাতে সকলের আগে যাবো। রসূলুল্লাহ স. আরো বলেন ঃ একদা আমি ঘুমে ছিলাম। আমাকে স্বপ্নে পৃথিবীর ভাণ্ডারের চাবি দেয়া হলো। আমার দু' হাতে দুটি সোনার চুড়ি রাখা হলো, যা আমার নিকট কষ্টকর বোধ হলো। আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো, যেন চুড়ি দুটিতে ফুঁ দেই। আমি ফুঁ দিতেই ঐগুলো উড়ে গেল। আমি এর এ ব্যাখ্যা করেছি, আমার জীবদ্দশায় দুইজন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারের আবির্ভাব হবে। একজন সানআবাসী অপরজন ইয়ামামাবাসী।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে ছিদ্র দিয়ে কোনো জিনিস বের করে অন্যত্র রাখা।

٦٥٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ كَاَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ فَاَوَّلْتُ اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلَيْهَا.

৬৫৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি এক মেয়েলোককে স্বপ্নে দেখলাম। তার চুল ছিল এলোমেলো। সে মদীনা থেকে বের হলো। যেতে যেতে মাহইয়াআহ গিয়ে থামলো। যাকে জুহফাহ বলা হয়। আমি তার ব্যাখ্যা করলাম ঃ মদীনার মহামারী ওখানে স্থানান্তর করা হলো।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ (স্বপ্নে) কালো মেয়েলোক দেখা।

٦٥٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِىْ رُؤْيَا النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَدِيْنَةِ رَاَيْتُ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ فَاَوَّلْتُهَا اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلَى مَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ .

৬৫৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। মদীনায় নবী স.-এর স্বপ্ন দেখা সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেন ঃ আমি স্বপ্নে এক কালো বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট নারীকে দেখলাম। সে মদীনা থেকে বের হয়ে মাহইয়াআতে গিয়ে থামলো। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, মদীনার মহামারী মাহইয়াআহ অর্থাৎ জুহফাহতে স্থানান্তরিত হলো।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ (স্বপ্নে) বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট নারী দেখা।

٦٥٥٠- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ امْرَاَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِىَ الْجُحْفَةُ فَتَاوَّلْتُهَا اَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ اِلَيْهَا.

৬৫৫০. সালেম র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি স্বপ্নে বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট এক কালো নারীকে দেখলাম। সে মদীনা থেকে বের হয়ে মাহ্ইয়াআহ পর্যন্ত গিয়ে থামলো। মাহ্ইয়াআহ হলো জুহফা। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি, মদীনার মহামারী ওখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নে তলোয়ার চালনা করা।

٦٥٥١- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى اُرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ فِىْ رُؤْيَاىَ اَنِّىْ هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُه فَاِذَا هُوَ مَا اُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُه اُخْرَى فَعَادَ اَحْسَنَ مَا كَانَ فَاِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللّٰهُ بِه مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৬৫৫১. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ স্বপ্নে আমি নিজেকে তলোয়ার চালাতে দেখলাম। তলোয়ারটি মাঝখান দিয়ে ভেঙ্গে গেল। এটা ছিল ঐ বিপদ যা ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের (ভাগ্যে ঘটে)। আবার আমি তলোয়ার চালালাম। এবারে প্রথমবারের চেয়েও তা ভালো হয়ে গেল। এটা ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত মু'মিনদের বিজয় ও ঐক্য।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা।

٦٥٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ اَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَنْ يَّفْعَلَ وَمَنِ اسْتَمَعَ اِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَّهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ اَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِىْ اُذُنَيْهِ الْاٰنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ اَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

৬৫৫২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে দুটি যবের বীজের মধ্যে গিঁট লাগানোর কষ্ট দেয়া হবে। সে কিছুতেই গিঁট লাগাতে পারবে না। আর যে লোক কোনো কওমের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনবে—এমতাবস্থায় যে, তারা এটা পসন্দ করে না বা তার থেকে তারা পলায়নপর, কিয়ামতের দিন তার কানে সীসা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। আর যে লোক প্রাণীর ছবি তুলবে তাকে তাতে প্রাণ ফুঁকে দেয়ার আদেশ দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে যাবত না সে তাতে প্রাণ দিতে পারবে।

٦٥٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ.

৬৫৫৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পরের কথা কান পেতে শোনে, যে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে এবং যে প্রাণীর ছবি বানায় ---- পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٦٥٥٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَّ مِنْ اَفْرَى الْفِرَى اَنْ يُرِىَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَا.

৬৫৫৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপবাদ হলো মানুষের নিজের চোখকে এমন জিনিস দেখানো যা সে দেখেনি।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ স্বপ্নে অপসন্দনীয় কিছু দেখলে তা কাউকে অবহিত করবে না, উল্লেখও করবে না।

٦٥٥٥- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِىْ حَتَّى سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ وَاَنَا كُنْتُ اَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِىْ حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ اِلاَّ مَنْ يُّحِبُّ وَاِذَا رَاٰى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفُلْ ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا اَحَدًا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

৬৫৫৫. আবু সালামা রা. বলেন, যখন আমি স্বপ্ন দেখতাম, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তাম। শেষে আমি আবু কাতাদা রা.-কে বলতে শুনেছি, আমি যখন স্বপ্ন দেখতাম তখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তাম। শেষে আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। যখন তোমাদের কেউ তার পসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহলে এমন লোকের নিকট তা বর্ণনা করবে, যে তাকে ভালোবাসে। আর কেউ তার অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তার অনিষ্টতা ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে সে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে, কারো নিকট তা ব্যক্ত করবে না। তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

٦٥٥٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَاِنَّهَا مِنَ اللّٰهِ فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَاِذَا رَاٰى غَيْرَ ذَالِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لاَحَدٍ فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

৬৫৫৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার পসন্দনীয় কোনো স্বপ্ন দেখে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এতে সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ও তার আলোচনা করে। আর যখন এর বিপরীত তার অসন্দনীয় কিছু দেখে, তা শয়তানের পক্ষ থেকে। তার অনিষ্টতা থেকে যেন সে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কারো নিকট তা ব্যক্ত না করে। তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে মনে করে যে, প্রথম তাবীরকারীর তাবীর সঠিক না হলে তা চূড়ান্ত নয়।

٦٥٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ فِى الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَاَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِّنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ فَاَرَاكَ اَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَعَلاَ بِهِ ثُمَّ اَخَذَ بِهِ رَجُلٌ اٰخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاللّٰهِ لَتَدَعَنِّىْ فَاَعْبُرُ بِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُعْبُرْ قَالَ اَمَّا الظُّلَّةُ فَالْاِسْلاَمُ وَاَمَّا الَّذِىْ يَنْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ

وَالسَّمَنِ فَالْقُرْاٰنُ حَلَاوَتُهُ تَنْطُفُ فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَاَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِيْ اَنْتَ عَلَيْهِ تَاْخُذُ بِهٖ فَيُعْلِيْكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَاْخُذُ بِهٖ رَجُلٌ مِّنْ بَّعْدِكَ فَيَعْلُوْ بِهٖ ثُمَّ يَاْخُذُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَعْلُوْ بِهٖ ثُمَّ يَاْخُذُهُ رَجُلٌ اٰخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهٖ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهٖ فَاَخْبِرْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ اَصَبْتُ اَمْ اَخْطَاْتُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَصَبْتَ بَعْضًا وَاَخْطَاْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَتُحَدِّثَنِّيْ بِالَّذِيْ اَخْطَاْتُ قَالَ لَا تُقْسِمْ.

৬৫৫৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, আমি স্বপ্নে একটি ছাতা দেখেছি। উক্ত ছাতা থেকে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছিল। লোকেরা ওগুলো তুলে নিচ্ছিল। কেউ বেশী সংগ্রহ করে, কেউ বা কম। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশিও আমি স্বপ্নে দেখেছি। আমি দেখলাম, আপনি তা ধরলেন এবং উঠে গেলেন। আপনার পরে আরেকজন ধরলো, সে-ও উঠে গেল। তারপর আরেকজন ধরলো, সে-ও উঠে গেল। তারপর অন্য একজন ধরলে রশিটি ছিঁড়ে গেল। পুনরায় তা জোড়া লেগে গেল। আবু বকর রা. বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। আমাকে এ স্বপ্নের তাবির করার অনুমতি দিন। নবী স. বলেন ঃ তাবির কর। আবু বকর রা. বলেন, ছাতা হলো ইসলাম। ছাতা থেকে যে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে তাহলো কুরআনের সুমিষ্টতা বা মাধুর্য। মানুষ তা থেকে কম-বেশী গ্রহণ করছে। আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ঝুলন্ত রশি হলো, ঐ মহাসত্য যার ওপর আপনি রয়েছেন। আপনি তা ধরবেন, আল্লাহ আপনাকে উচ্চে আরোহণ করাবেন। আপনার পর তা আরেকজন ধরবে ও আরোহণ করবে। তারপর আরেকজন ধরবে ও আরোহণ করবে। এরপর আরেকজন তা ধরবে এবং রশি ছিড়ে যাবে। আবার তা জোড়া দেয়া হবে। তার সাহায্যে সে আরোহণ করবে। আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল! বলুন, আমি কি সঠিক বলেছি না ভুল করেছি? নবী স. বলেন ঃ কিছু তো ঠিক বলেছ আর কিছু ভুল বলেছ। আবু বকর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আপনি আমায় বলুন, আমি কোথায় ভুল করেছি। নবী স. বলেন ঃ কসম করো না।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়া।

٦٥٥٨- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ لِاَصْحَابِهٖ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُصَّ وَاِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ اِنَّهُ اَتَانِي اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ وَاِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِيْ وَاِنَّهُمَا قَالَا لِيْ انْطَلِقْ وَاِنِّيْ انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَاِنَّا اَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَاِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِالصَّخْرَةِ لِرَاْسِهٖ فَيَثْلَغُ رَاْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هٰهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ اِلَيْهِ حَتّٰى يَصِحَّ رَاْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهٖ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ الْاُوْلٰى قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ ؟ قَالَ قَالَا لِيْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ

فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَاِذَا اٰخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِّنْ حَدِيْدٍ وَاِذَا هُوَ يَاْتِىْ اَحَدَ شِقَّىِ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقُهُ اِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ اِلى قَفَاهُ عَيْنَهُ اِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ اَبُوْ رَجَاءٍ فَيَشُقُّ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرَ فَيَفْعَلُ بِه مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْاَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَالِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يُصِحُّ ذَالِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْاُوْلَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا هٰذَانِ ؟ قَالَ قَالاَ لِىَ انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى مِثْلَ التَّنُّوْرِ قَالَ وَاَحْسِبُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فَاِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَاَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَاِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَّنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَاِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِّنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَاِذَا اَتَاهُمْ ذَالِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِىَ انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ خَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: اَحْمَرُ مِثْلَ الدَّمِ وَاِذَا فِى النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ وَاِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جُمِعَ عِنْدَه حِجَارَةٌ كَثِيْرَةٌ وَاِذَا ذَالِكَ السَّابِحُ سَبَحَ مَا سَبَحَ ثُمَّ يَاتِىْ ذَالِكَ الَّذِىْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَالْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَانِ قَالَ قَالاَ لِىْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْأَةِ كَاكْرَهِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرَاةً وَاِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هٰذَا قَالَ قَالاَ لِىْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَاَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيْعِ وَاِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لاَّ اَكَادُ اَرَى رَاسَهُ طُوْلاً فِى السَّمَاءِ وَاِذَا حَوْلَ الرَّجُلُ مِنْ اَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَاَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هٰؤُلاَءِ قَالَ قَالاَ لِىْ انْطَلِقْ انْطَلِقْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا اِلى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ اَرَرَوْضَةً قَطُّ اَعْظَمُ مِنْهَا وَلاَ اَحْسَنَ قَالَ قَالاَ لِىْ ارْقَ فِيْهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا اِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبْنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَاَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِّنْ خَلْقِهِمْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاءٍ قَالَ قَالاَ لَهُمْ اِذْ هَبُوْا فَقَعُوْا فِىْ ذَالِكَ النَّهْرِ قَالَ وَاِذَا نَهْرٌ

مُعْتَرِضٌ يَجْرِىْ كَاَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِى الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَالِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ قَالاَ لِىْ هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا بَصَرِىْ صُعُدًا فَاِذَا قُصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ قَالاَ لِىْ هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكُمَا ذَرَانِىْ فَاَدْخُلَهُ قَالاَ اَمَّا الْاٰنَ فَلاَ وَاَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَاِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هٰذَا الَّذِىْ رَاَيْتُ قَالَ قَالاَ لِىْ اَمَا اِنَّا سَنُخْبِرُكَ اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلُ الَّذِىْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَاسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَاْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَاَمَّا الَّذِىْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ اِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ اِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ اِلَى قَفَاهُ فَاِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الْاٰفَاقَ، وَاَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَاِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِىْ وَاَمَّا الرَّجُلُ الَّذِىْ اَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِى النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَاِنَّهُ اٰكِلُ الرِّبٰوا وَاَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيْهُ الْمَرْاٰةِ الَّذِىْ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَاِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ وَاَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِىْ فِى الرَّوْضَةِ فَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ وَاَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرًا مِّنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا مِّنْهُمْ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

৬৫৫৮. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. প্রায়ই তাঁর সাথীদের জিজ্ঞেস করতেন ঃ তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছ কি ? কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে, আল্লাহর মর্জি সে তাঁর নিকট বলতো। একদিন সকালে তিনি বলেন ঃ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন আগন্তুক (ফেরেশতা) আসেন। আমাকে তারা উঠান। তারপর আমাকে বলেন, চলুন ! আমি তাদের সাথে চললাম। আমরা ঘুমন্ত এক লোকের নিকট এসে পৌঁছলাম। অপর একজন তার নিকট পাথর হাতে দাঁড়ানো। সে তার মাথা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করছে। এতে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আর পাথর অনেক নিচে গিয়ে পতিত হচ্ছে। সে আবার পাথরের পেছনে পেছনে যায়। পাথরটি নিয়ে ফিরে আসতে না আসতেই তার মাথা পূর্বের ন্যায় ভালো হয়ে যায়। ফিরে এসে সে প্রথমে যেরূপ করেছিল আবার অনুরূপ আচরণ করে। আমি ফেরেশতাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, সুবহানাল্লাহ ! বলো, এরা কারা ? তারা বলে, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে এক লোককে দেখতে পেলাম, যে চিত হয়ে শোয়া ছিল। আরেকজন তার নিকট লোহার সাঁড়াশী হাতে দাঁড়ানো ছিল। সে ওটা দ্বারা একের পর এক তার মুখের একাংশ চিরে (গলার) পেছন পর্যন্ত নিয়ে

যেত। অনুরূপ তার নাসারন্দ্র, চোখ চিরে পেছন পর্যন্ত নিয়ে যেত। আওফ বলেন, আবু রাজা বেশীর ভাগ সময় এরূপ বলতেন, সে একদিকে কেটে অপরদিকে কাটতো। অপরদিকে কাটা শেষ হতে না হতেই প্রথম দিকটি পূর্বের ন্যায় ভালো হয়ে যেত, এভাবে বারবার ঐরূপই করতো যেরূপ প্রথম করেছিল। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! বলো, এরা দু'জন কে ? তারা উভয়ে বলে, সামনে চলুন। সামনে আমরা একটি চুলার নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেনঃ আমি সেখানে শোরগোল শুনতে পেলাম। আমরা তাতে উঁকি মেরে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ তার মধ্যে দেখতে পেলাম, যাদের নীচে থেকে আগুনের লেলিহান শিখা তাদের স্পর্শ করছিল। আগুনের আওতায় আসলেই তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা ? তারা বলে, সামনে চলুন। সামনে অগ্রসর হয়ে আমরা একটি নহরের নিকট পৌঁছলাম। আমার যতোদূর মনে পড়ে, তিনি বলছিলেন, সেটি ছিল লাল রক্তের ন্যায়। নহরে একজনকে সাঁতরাতে দেখলাম। নহরের পাড়ে এক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। যার নিকট ছিল অসংখ্য পাথরের স্তুপ। সাঁতারকারী লোকটি সাঁতরানো শেষ করে যার নিকট পাথরের স্তুপ ছিল তার নিকট এসে মুখ খুলে দিতো। আর সে তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করতো। তারপর সে সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে যেতো। সাঁতরিয়ে ফিরে এসে বারবার অনুরূপ মুখ খুলে দিতো। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করতো। তারপর সে সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে যেতো। সাঁতরিয়ে ফিরে এসে বারবার অনুরূপ মুখ খুলে দিতো। আর ঐ লোকটি তার মুখে একটি পাথর নিক্ষেপ করতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা ? তারা বললো, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একজন বিভৎস চেহারার লোক দেখতে পেলাম, যেরূপ তোমরা কোনো বিভৎস চেহারার লোক দেখে থাকো। তার নিকট ছিল আগুন। সে আগুন জ্বালাচ্ছিল ও তার চতুর্দিকে দৌঁড়াচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোক কে ? তারা বলে, সামনে চলুন। সামনে আমরা এক ঘন সন্নিবিষ্ট বাগানে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের হরেক রকম সুশোভিত ছিল। বাগানের মাঝে ছিল একজন লোক, সে এত দীর্ঘকায় ছিল, আমরা তার মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার চারপাশে এত বিপুলসংখ্যক বালক ছিল, যেরূপ আর কখনো আমি দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোক কে ? আর এরাই বা কারা ? তারা বলে, সামনে চলুন, সামনে চলুন! অবশেষে আমরা এক বিরাট বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলে, এর ওপর আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে এক শহর আমাদের নজরে পড়লো। সেটি ছিল সোনা ও রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা ঐ শহরের দরজায় পৌঁছলাম। দরজা খুলতে বললে আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। ভেতরে প্রবেশ করে আমরা কিছু লোকের সাক্ষাত পেলাম। তাদের শরীরের অর্ধেক খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত ছিল, যেরূপ তোমরা খুব সুন্দর কাউকে দেখে থাকবে। আর অর্ধেক ছিল খুবই কদাকার, যেরূপ তোমরা খুব কদ্রাকার কাউকে দেখে থাকবে। তারা উভয়ে ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে বলে, যাও, তোমরা এ ঝর্ণায় নেমে পড়ো। দেখা গেল প্রস্থের দিকে লম্বা প্রবহমান একটি ঝর্ণা। তার পানি ছিল সম্পূর্ণ সাদা। তারা গিয়ে তাতে নেমে পড়লো। তারপর তারা আমাদের নিকট ফিরে আসলো। দেখা গেল তাদের কদাকৃতি দূর হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে তারা খুব সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফেরেশতাদ্বয় আমাকে জানাল, এটাই 'আদন' নামক জান্নাত। এটাই আপনার বাসস্থান। আমি ওপরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ধবধবে সাদা মেঘের ন্যায় এক অট্টালিকা। তারা আমাকে জানান, এটাই আপনার প্রাসাদ। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কল্যাণ করুন! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এতে প্রবেশ করবো। তারা বলে, এখন নয়। তবে এতে আপনি অবশ্যই প্রবেশ করবেন। আমি তাদের বললাম, সারারাত ধরে আমি অনেক অনেক আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম। এগুলোর তাৎপর্য কি ? তারা উভয়ে বলে, এক্ষণে আমরা তা আপনাকে জানাবো। প্রথম যে ব্যক্তির নিকট

আপনি গিয়েছেন, যার মাথা পাথর মেরে চৌচির করা হচ্ছিল, সে কুরআন মুখস্ত করে (তার ওপর আমল) ছেড়ে দিতো। আর ঘুমিয়ে ফরয নামায তরক করতো। আর যে ব্যক্তির নিকট আপনি গেলেন, যার গলদেশের পেছন পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, আর নাসারন্ধ্র ও তার চোখ পিঠ পর্যন্ত চেরা হচ্ছিল, সে সকাল বেলা আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো, আর চতুর্দিকে মিথ্যার বেশাতি করে বেড়াতো। আর ঐ উলংগ নারী-পুরুষ যাদের প্রজ্জ্বলিত চুলায় দেখতে পেয়েছেন, তারা ছিল যেনাকার পুরুষ ও যেনাকার নারী। আর যে লোক ঝর্ণায় সাঁতরাচ্ছিল যার নিকট দিয়ে আপনি গিয়েছিলেন—যে পাথর খাচ্ছিল, সে ছিল সুদখোর। আর ঐ কদাকার ব্যক্তি যাকে আপনি আগুনের নিকট দেখতে পেয়েছিলেন, আর যে আগুন জ্বালিয়ে তার চারদিকে দৌড়াচ্ছিল সে জাহান্নামের দারোগা মালেক ফেরেশতা। বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোককে দেখেছিলেন তিনি ছিলেন ইবরাহীম আ.। আর তাঁর চারপাশে যে বালকদের আপনি দেখেছেন, তারা ছিল ঐসব শিশু যারা স্বভাবধর্মের (ইসলাম) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের সন্তানরা কোথায়। রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, তারাও সেখানে ছিল। আর যাদের অধিকাংশ অত্যন্ত সুন্দর ছিল, আরেক অংশ ছিল অত্যন্ত কদাকার, তারা ছিল ওসব লোক, যারা ভালো-মন্দ উভয় প্রকার কাজ করেছিল। আল্লাহ তাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

❐

অধ্যায় ঃ ৬৫

كِتَابُ الْفِتَنِ

(কলহ ও বিপর্যয়)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَّتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً .

"তোমরা সেই বিপর্যয়কে ভয় করো, যা কেবল তোমাদের মধ্যকার যালেমদের ওপরই পতিত হবে না"–আল আনফাল ঃ ২৫। নবী স. কলহ-বিপর্যয় সম্পর্কে যেসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

٦٥٥٩.عَنْ اَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَنَا حَوْضِيْ اَنْتَظِرُ مَنْ يَّرِدُ عَلَيَّ فَيُوْخَذُ بِنَاسٍ مِّنْ دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اُمَّتِيْ فَيُقَالُ لاَتَدْرِيْ مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرى قَالَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَرْجِعَ عَلَى اَعْقَابِنَا اَوْ نُفْتَنَ.

৬৫৫৯. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমি আমার হাওযে আমার নিকট আগমনকারীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো। আমার সামনে থেকে কিছু লোককে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলবো, এরা তো আমার উম্মত। বলা হবে, আপনি জানেন না যে, তারা পশ্চাতে ফিরে গিয়েছিল (মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল)। ইবনে আবু মুলহিকা র. বলেন, "হে আল্লাহ! আমরা আমাদের পশ্চাতে ফিরে যাওয়া (ধর্মচ্যুত হওয়া) থেকে এবং কলহ-বিপর্যয়ে পতিত হওয়া থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

٦٥٦٠ـعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ يَرْفَعَنَّ اِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ حَتَّى اِذَا اَهْوَيْتُ لِاُنَاوِلَهُمْ اُخْتُلِجُوْا دُوْنِيْ فَاَقُوْلُ اَيْ رَبِّ اَصْحَابِيْ يَقُوْلُ لاَ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

৬৫৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ আমি হাওযে কাওসারে তোমাদের অগ্রগামী প্রতিনিধি হবো। তোমাদের মধ্যকার কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। যখন আমি তাদেরকে পান করাতে উদ্যত হবো, তখন আমার থেকে তাদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আমি বলবো ঃ হে পরোয়ারদিগার! এরা তো আমার সাহাবী (উম্মত)। তিনি বলবেন, আপনি জানেন না তারা আপনার পর নতুন (বিদআত) কি করেছে।

٦٥٦١ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ اَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اَقْوَامٌ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنَنِيْ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ.

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ يَزِيْدُ فِيْهِ قَالَ اِنَّهُمْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا بَدَّلُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِىْ.

৬৫৬১. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি হাওযে কাওসারে তোমাদের অগ্রগামী প্রতিনিধি হবো। যে লোক সেখানে উপস্থিত হবে সে তা থেকে পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। আর এমন সব লোকদেরকে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে, যাদেরকে আমি চিনতে (উম্মত হিসেবে) পারবো এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। তারপর আমার এবং তাদের মাঝে পর্দা পড়ে যাবে। আবু সাঈদ খুদরী রা. আরো বর্ণনা করেন, নবী স. বলবেন ঃ তারা তো আমার (উম্মত)। বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার পর তারা কি কি পরিবর্তন করেছে। তখন আমি বলবো, "দূর হও", "দূর হও" যারা আমার পরে (দীনের মধ্যে) পরিবর্তন এনেছে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ তোমরা অচিরেই আমার পর এমন সব কাজ দেখতে পাবে, যা তোমরা পসন্দ করো না। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমরা ধৈর্যধারণ করো, যতক্ষণ না আমার সাথে হাওযে কাওসারে মিলিত হও।

٦٥٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً وَّاُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَدُّوْا اِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوْا اللّٰهَ حَقَّكُمْ.

৬৫৬২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি (স্বার্থপরতা) এবং এমন সব কাজ দেখতে পাবে যা তোমরা পসন্দ করবে না। তারা বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তখন আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেন ? তিনি বলেন ঃ তোমরা অপরের প্রাপ্য অধিকার পরিশোধ করে দিবে, আর নিজেদের প্রাপ্য অধিকার আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

٦٥٦٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً .

৬৫৬৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি তার আমীরের পক্ষ হতে অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি (আমীরের) কর্তৃত্ব থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায়, (আনুগত্য তুলে নেয়) সে অবশ্যই জাহিলী মৃত্যুবরণ করবে।

٦٥٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ اِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

৬৫৬৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কেউ যদি তাঁর আমীরের পক্ষ হতে কোনো অপসন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে কেউ জামায়াত (মুসলিম সমাজ ও সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণও পৃথক হয়ে যায়, সে অবশ্যই জাহিলী মৃত্যুবরণ করবে।

٦٥٦٥ـ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيْضٌ قُلْنَا اَصْلَحَكَ اللّٰهُ حَدِّثْنَا بِحَدِيْثٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيْمَا اَخَذَ عَلَيْنَا اَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَاَثَرَةً عَلَيْنَا وَاَنْ لاَ تُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ اِلاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ.

৬৫৬৫. হুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাদা ইবনুস সামেত রা.-এর নিকট গেলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন। আপনি আমাদেরকে এমন একটি হাদীস শুনান যা আপনি নবী স. থেকে শুনেছেন। আল্লাহ তাআলা এতে আপনাকে উপকৃত করবেন। তিনি বলেন, নবী স. আমাদেরকে (দীনের দিকে) আহ্বান করলেন। আমরা তাঁর নিকট আনুগত্যের বাইয়াত করলাম। তিনি আমাদের থেকে যেসব বিষয়ে বাইয়াত নিয়েছিলেন তা হচ্ছে ঃ আমাদের সুখের ও দুঃখের অবস্থায়, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় এবং আমাদের স্বার্থহানীর অবস্থায় শ্রবণ করবো ও আনুগত্য করবো এবং (বলেন) ক্ষমতাসীন ব্যক্তি (শাসক)-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তাকে প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত দেখতে পাও যে সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে দলীল আছে−(কুরআন-হাদীস)।

٦٥٦٦ـ عَنْ اُسَيْدِ ابْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِيْ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلْقَوْنِيْ.

৬৫৬৬. উসাইদ ইবনে হুদাইর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি অমুককে কাজে নিয়োগ করেছেন অথচ আমাকে কাজে নিয়োগ করেননি। তিনি বলেন ঃ অচিরেই তোমরা আমার পরে স্বজনপ্রীতি (স্বার্থপরতা) দেখতে পাবে। তখন ধৈর্যধারণ করো যতক্ষণ না (হাওযে কাওসারে) আমার সাথে মিলিত হও।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ বুদ্ধিভ্রষ্ট দুষ্ট যুবকদের দ্বারা আমার উম্মতের পতন হবে।

٦٥٦٧ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتَ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ هَلَكَةُ اُمَّتِيْ عَلَى اَيْدِيْ غِلْمَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةٌ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ بَنِيْ فُلاَنٍ وَبَنِيْ فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ،

فَكُنْتُ اَخْرُجُ مَعَ جَدِّيْ اِلَى بَنِيْ مَرْوَانَ حِيْنَ مُلِّكُوْا بِالشَّامِ فَاِذَا رَاهُمْ غِلْمَانًا اَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هٰؤُلاَءِ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنْهُمْ ؟ قُلْنَا اَنْتَ اَعْلَمُ.

৬৫৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে নববীতে মারওয়ানের উপস্থিতিতে বলেন, আমি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত মহানবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের ধ্বংস

অপরিপক্ক কুরাইশ যুবকদের হাতে। তখন মারওয়ান বললো, আল্লাহর অভিশাপ সে সমস্ত যুবকদের ওপর। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি ইচ্ছা করলে বলে দিতে পারি তারা অমুক অমুক বংশের।

অধস্তন রাবী আমর বলেন, মারওয়ান বংশীয়রা সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন হলে আমি আমার দাদার সাথে তথায় গেলাম। তিনি তথায় সেই ধরনের যুবকদের দেখতে পান। তিনি আমাদের বলেন, হয়তো এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, আপনি অধিক অভিজ্ঞ।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ নিকটবর্তী দুর্যোগে আরবরা ধ্বংস হবে।

٦٥٦٨- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيْنَ اَوْ مَائَةً قِيْلَ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ .

৬৫৬৮. যয়নাব বিনতে জাহশ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রক্তিমাভ চেহারাসহ ঘুম থেকে উঠলেন। তিনি বলেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত দুর্যোগে আরবরা ধ্বংস হবে। আজ ইয়াজুজ-মাজুযের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ খুলে গেছে। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী) নিরানব্বই অথবা একশত ইঙ্গিতের গিরা করলেন (ইঙ্গিতের পরিমাণ বিশেষ)। বলা হলো, আমাদের মধ্যে নেক লোক থাকাবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যখন পাপাচারের (যেনা) আধিক্য হবে।

٦٥٦٩- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اُطُمٍ مِنْ اُطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرَى قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنِّيْ لاَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ.

৬৫৬৯. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মদীনার দুর্গের ওপর আরোহণ করে (লোকদেরকে) বলেন ঃ আমি যাকিছু দেখছি তোমরা কি তা দেখেছো ? তারা বললো, না। তিনি বলেন ঃ আমি দেখছি যে, তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় বিপদাপদ পতিত হচ্ছে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কলহ-বিপর্যয়ের প্রাদুর্ভাব।

٦٥٧٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّمَا هُوَ قَالَ الْقَتْلُ اَلْقَتْلُ.

৬৫৭০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে, কাজ স্বল্প হয়ে যাবে, কৃপণতা দেখা দিবে, বিপদাপদ বৃদ্ধি পাবে, হারজ অধিক হবে, তারা বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! হারজ কি ? তিনি বলেন ঃ হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড।

٦٥٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِيْ مُوْسَى فَقَالاَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لاَيَّامًا يَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

৬৫৭১. আবদুল্লাহ রা. ও আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন যুগ আসবে, যখন ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতার বিস্তার ঘটবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ অর্থ হত্যাকাণ্ড।

٦٥٧٢- عَنْ اَبِى مُوْسَى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ بَيْنَ يَدِىِ السَّاعَةِ لَاَيَّامًا يُرْفَعُ فِيْهَا الْعِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيْهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فِيْهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

৬৫৭২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে এমন সময় আসবে, যখন ইলম তুলে নেয়া হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে এবং হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে। হারজ অর্থ হত্যাকাণ্ড।

٦٥٧٣- عَنْ ابْنِ مُوْسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مِثْلَهُ وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبْشَتِ اَلْقَتْلُ.

৬৫৭৩. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে (পূর্বের হাদীসের) মত বলতে শুনেছেন। হাবশী ভাষায় হারজ অর্থ হত্যাকাণ্ড।

٦٥٧٤- عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءٌ.

৬৫৭৪. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ দুষ্ট লোকদের জীবদ্দশায় কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি যুগ তার পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে নিকৃষ্ট হবে।

٦٥٧٥- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقِىْ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اِصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لاَ يَاْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلاَّ الَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

৬৫৭৫. যুবায়ের ইবনে আদী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক রা.-এর নিকট এসে আমাদের ওপর হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন সম্পর্কে অভিযোগ করলাম। তিনি বলেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করো। কেননা তোমাদের পরবর্তী যমানা পূর্ববর্তী যমানা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হবে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হও। আমি তোমাদের নবী স.-কে একথা বলতে শুনেছি।

٦٥٧٦- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيْدُ اَزْوَاجَهُ لِكَىْ يُصَلِّيْنَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ.

৬৫৭৬. নবী স.-এর স্ত্রী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ তাআলা (কল্যাণ) ভাণ্ডার

থেকে কতো যে অবতীর্ণ করেছে, আর কতো ফেতনা যে নাযিল করা হয়েছে (যমীনে এ রাতে)। হুজরাবাসীদের জাগিয়ে দিতে কে আছে? একথা বলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের বুঝিয়েছেন (যেন তারা জেগে উঠে), যেন তারা নামায পড়ে। (কেননা) দুনিয়ার অনেক পোশাক-পরিধানকারিণী পরকালে হবে বস্ত্রহীনা।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٦٥٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৬৫৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٦٥٧٨- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৬৫৭৮. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٦٥٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

৬৫৭৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কেননা সে জানে না, হয়তো শয়তান তার হাতে খোঁচা দিয়ে (অস্ত্র চালিয়ে) দিবে, ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে।

٦٥٨٠- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا قَالَ نَعَمْ.

৬৫৮০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তীর নিয়ে মসজিদে (নববী) যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ স. তাকে বলেন ঃ (তোমার) তীরগুলোর অগ্রভাগ ধরে রাখো। সে বললো, হ্যাঁ ! রাখছি।

٦٥٨١- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ بِاَسْهُمٍ قَدْ اَبْدى نُصُوْلَهَا فَاَمَرَ اَنْ يَّاْخُذَ بِنُصُوْلِهَا لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا.

৬৫৮১. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অগ্রভাগ খোলা কয়েকটি তীর নিয়ে মসজিদে যাচ্ছিল। নবী স. তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখতে বলেন, যেন কোনো মুসলমান আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

٦٥٨٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا مَرَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مَسْجِدِنَا اَوْ فِىْ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا اَوْ قَالَ لِيَقْبِضْ بِكَفِّهِ اَلاَّ يُصِيْبَ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

৬৫৮২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ আমাদের মসজিদে অথবা আমাদের বাজারে তীর নিয়ে চলাচল করে, তখন সে যেন তার তীরের অগ্রভাগ ধরে রাখে অথবা মুষ্টিবদ্ধ করে রাখে। যেন কোনো মুসলমান তাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ তোমরা আমার পরে পরস্পর হানাহানি করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না।

٦٥٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

৬৫৮৩. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী (শয়তানী কাজ) এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।

٦٥٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৬৫৮৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার অবর্তমানে তোমরা পরস্পরে হানা-হানি করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না।

٦٥٨٥- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَلاَ تَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَىُّ هٰذَا اَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَضَكُمْ وَاَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ فَكَانَ كَذَالِكَ فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৬৫৮৫. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন ঃ তোমরা কি জনো না এ দিনটি কোন্ দিন ? তারা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক অবগত। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা করলাম যে, এদিনের অন্য নামকরণ করা হবে। তিনি বলেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয় ? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ এটা কোন্ শহর ? এটা কি হারাম শহর নয় ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ যেমন এ শহর , এ মাস এ দিনটি তোমাদের জন্য হারাম, তেমনিভাবে তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-মর্যাদা ও তোমাদের চামড়া (শরীর) হস্তক্ষেপ করা তোমাদের ওপর হারাম। শোন! আমি কি (তোমাদেরকে) পৌঁছে দিয়েছি। আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। তোমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতিদের নিকট (আমার বাণী) অবশ্যই পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, এমন প্রচারকও আছে যে, তার থেকে অধিক সংরক্ষণকারীর নিকট (আমার বাণী) পৌঁছাবে। রাবী বলেন, বস্তুত অবস্থা এ ধরনেরই। অতপর তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার অবর্তমানে পরস্পরে হানাহানি করে কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করো না।

٦٥٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَرْتَدُّوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৬৫৮৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ তোমরা আমার অবর্তমানে পরস্পর হানাহানি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

٦٥٨٧- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৬৫৮৭. জারির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিদায়-হজ্জে আমাকে বললেন ঃ লোকদেরকে চুপ করাও। তারপর বললেন ঃ তোমরা আমার অবর্তমানে পরস্পর হানাহানি করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ এমন এক ফিতনার যুগ আসবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে ভালো (নিরাপদ) থাকবে।

٦٥٨٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيْهَا مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

৬৫৮৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ অচিরেই এমন ফিতনা দেখা দিবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা ভালো (নিরাপদ) থাকবে, দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা ভালো থাকবে এবং চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা ভালো থাকবে। যে ফিতনায় লিপ্ত হবে তাকে সে ফিতনা ধ্বংস করে দিবে। কোনো ব্যক্তি তা হতে মুক্তস্থান অথবা আশ্রয়স্থল পেলে তার তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

٦٥٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِيْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

৬৫৮৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ অচিরেই এমন ফিতনা দেখা দিবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা ভালো (নিরাপদ) থাকবে। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা ভালো থাকবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা ভালো থাকবে। যে ফিতনায় লিপ্ত হবে, তাকে সে ফিতনা ধ্বংস করে দিবে। কোনো ব্যক্তি তা হতে মুক্ত স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পেলে সে যেন তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

٦٥٩٠- عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلاَحِيْ لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِيْ اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ

اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ اُرِيْدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ قِيْلَ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ قَدْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

৬৫৯০. হাসান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিতনার রাতে আমি অস্ত্র নিয়ে বের হলাম (সিফফীনের যুদ্ধে)। অতপর আমার সম্মুখে আবু বাকরা রা. পড়লেন। তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো ? আমি বললাম, রসূলুল্লাহ স.-এর চাচাত ভাইকে (আলী) সাহায্য করার জন্যে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলছেন ঃ যখন দুই মুসলমান তলোয়ার নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ করে, তখন উভয়ই জাহান্নামী হবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হত্যাকারীর অবস্থা তো (স্পষ্ট), তবে নিহত ব্যক্তির অবস্থা (অপরাধ) কি ? তিনি বলেন ঃ তার সাথীর (মুসলমানের) হত্যার সংকল্প করেছে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোনো জামায়াত (ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সংগঠন) থাকবে না, তখন কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে।

٦٥٩١- عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْاَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْاَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ اَنْ يُدْرِكُنِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَ نَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيٍ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَالِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِيْ اِنْ اَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ اِمَامٌ ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ.

৬৫৯১. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতো। আর আমি অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, তাতে আমার পতিত হওয়ার ভয়ে। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা মূর্খতা ও দুরাচারে লিপ্ত ছিলাম। অতপর আল্লাহ তাআলা আমাদের এ কল্যাণ (ঈমান) দান করেছেন, তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ (সংঘটিত) হবে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, হবে। তারপর অকল্যাণের পরেও কি পুনরায় কল্যাণ আসবে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আসবে। তবে ধোয়ামুক্ত (নির্ভেজাল) হবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাতে দোখান (ধোয়া) কি ? তিনি বলেন ঃ লোকেরা আমার পথ (বর্জন করে) অন্য পথ অবলম্বন করবে। তাদের পক্ষ হতে ভালো ও মন্দ উভয়ই তুমি প্রত্যক্ষ করবে। আমি বললাম, এ কল্যাণের পরও কি পুনরায় অকল্যাণ আসবে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আসবে। তা এই যে, জাহান্নামের দিকে কতক আহ্বানকারী হবে যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তারা আমাদের গোত্রীয় হবে এবং আমাদের কথার

ন্যায়ই কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে অবস্থায় উপনীত হলে, আমাকে কি নির্দেশ দেন (আমার করণীয় কি) ? তিনি বলেন : তখন অবশ্যই মুসলমানদের জামায়াত (সংগঠন) ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়িয়ে থাকবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোনো মুসলিম সংগঠন ও মুসলিম ইমাম না থাকে ? তিনি বলেন : গাছের শিকড় ভক্ষণ করে হলেও সেসব (কুফরী) দলকে পরিত্যাগ করে চলবে, যতক্ষণ না তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়।

১২-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সন্ত্রাসী ও যালেমের দল ভারী হওয়াকে অপসন্দ করে।

٦٥٩٢ـ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ فَلَقِيْتُ عِكْرَمَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِى اَشَدَّ النَّهْى ثُمَّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَاْتِى السَّهْمُ فَيُرْمِىْ فَيُصِيْبُ اَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ اَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ .

৬৫৯২. আবুল আসওয়াদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য) মদীনাবাসীদের নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে আমার নামও তালিকাভুক্ত করা হলো। আমি তখন ইকরিমার সাথে দেখা করে তাকে সব কিছু বললাম। তিনি আমাকে এ সেনাদলে যোগদান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তারপর বললেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বলেছিলেন, মুসলমানদের কিছু লোক মুশরিকদের সাথে থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে তাদের দল ভারী করেছিল। (মুসলমানদের পক্ষ হতে) তীর আসতো এবং (ফেরেশতা কর্তৃক) নিক্ষিপ্ত হয় তাদের কারো শরীরে বিদ্ধ হলে সে নিহত হতো, কিংবা আহত হয়ে পরে মারা যেতো। এরপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন : "যাদের মৃত্যু ফেরেশতারা ঘটিয়েছে তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে।"–সূরা আন্ নিসা : ৯৭

১৩-অনুচ্ছেদ : (মুসলমান) যখন অপদার্থ ও হীন লোকদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে।

٦٥٩٣ـ عَنْ حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَاَيْتُ اَحَدُهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ، ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلاَ يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلاَنٍ رَجُلاً اَمِيْنًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَا اَجْلَدَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ، وَلَقَدْ اَتَى عَلَىَّ زَمَانٌ، وَلاَ اُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ ، وَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ اِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا .

৬৫৯৩. হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি এবং অন্যটির অপেক্ষায় আছি। তিনি আমাদেরকে বলেন ঃ আমানত মানুষের অন্তরসমূহের অন্তঃস্থলে অবতরণ করেছে। অতপর তারা কুরআন থেকে, তারপর সুন্নাহ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছে। তা কিভাবে উঠে যাবে তাও তিনি আমাদের বলেছেন। মানুষ নিদ্রা গেলে তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে, শুধুমাত্র কালো দাগের ন্যায় একটি চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। অতপর মানুষ নিদ্রা যাবে এবং (আমানত) উঠিয়ে নেয়া হবে, এতে ফোসকা সদৃশ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার তোমার পায়ে রাখা হলে ফোসকা পড়ে। তুমি তা স্ফীত দেখতে পাবে, কিন্তু তার ভেতরে কিছুই নেই। লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় করবে, কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করবে না। অতপর বলা হবে, অমুক গোত্রের এক লোক বিশ্বস্ত ও আমানতদার ! আর কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে—সে কতই জ্ঞানী! সে কতই চালাক-চতুর, সে কতই শক্তিশালী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে না। নিশ্চয় আমার ওপর এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে কার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করেছি তার চিন্তা করিনি। কেননা সে যদি মুসলিম হতো তবে ইসলামই তাকে আমার প্রাপ্য আদায় করতে বাধ্য করতো। আর যদি সে খৃস্টধর্মাবলম্বী হতো, তবে তার অভিভাবকগণই তাকে আমার প্রাপ্য আদায় করতে বাধ্য করতো। কিন্তু আজ আমি অমুক অমুক লোক ছাড়া কারো ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছি না।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ কলহ চলাকালে বেদুঈনদের সাথে (মরুভূমিতে) অবস্থান করা।

٦٥٩٤- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِىْ فِى الْبَدْوِ. وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنِ الْاَكْوَعِ اِلَى الرَّبَذَةِ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَاَةً وَوَلَدَتْ لَهُ اَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتّٰى قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ بِلَيَالِىْ فَنَزَلَ الْمَدِيْنَةَ.

৬৫৯৪. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট গেলে হাজ্জাজ বললেন, হে ইবনুল আকওয়া! তুমি বেদুঈনদের সাথে মরুভূমিতে অবস্থান করার ফলে পেছনে ফিরে গিয়েছো। সালামা বলেন, 'না'। কেননা রসূলুল্লাহ স. আমাকে বেদুঈনদের সাথে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেছেন। ইয়াযিদ ইবনে আবু উবাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওসমান ইবনে আফফানকে যখন শহীদ করা হলো, তখন সালামা ইবনুল আকওয়া 'রাবাযা' চলে যান এবং সেখানে এক রমণীকে বিয়ে করেন। সেই রমণীর অনেক সন্তান হয়। তিনি সেখানে সর্বদা অবস্থান করেন এবং মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মদীনায় আসেন।

٦٥٩٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৬৫৯৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ অচিরেই এক সময় মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী। এগুলো নিয়ে সে পর্বত শৃঙ্গে ও বারিপাতের স্থানসমূহে চলে যাবে, ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সে দীন নিয়ে পলায়ন করবে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা-ফাসাদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

٦٥٩٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَالُوا النَّبِيَّ ﷺ حَتَّى اَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ ، فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَاْسُهُ فِيْ ثَوْبِهِ يَبْكِيْ فَاَنْشَاَ رَجُلٌ كَانَ اِذَا لاَحَى يُدْعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَنْ اَبِيْ ؟ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَاَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُوْءِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا رَاَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ اِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَاَيْتُهُمَا دُوْنَ الْحَائِطِ، قَالَ قَتَادَةُ يُذْكَرُ هٰذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَ هٰذِهِ الاية : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

৬৫৯৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নবী স.-এর নিকট (বিভিন্ন বিষয়ে) জিজ্ঞেস করতো, এমনকি তারা অনেক বিষয় জিজ্ঞেস করতো। একদিন নবী স. মিম্বরে আরোহণ করে বলেন ঃ (আজ) তোমরা যত বিষয়ে প্রশ্ন করবে, আমি তার সুস্পষ্ট উত্তর দিবো। (রাবী বলেন) অতপর আমি ডানে ও বামে তাকাতে লাগলাম এবং দেখতে পেলাম, সমস্ত লোক কাপড়ে মাথা আচ্ছাদিত করে কাঁদছে। তখন এমন একজন লোক উঠে দাঁড়ালো যে ঝগড়া করলে ভিন্ন পিতার সন্তান নামে ডাকা হতো, সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে ? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা হচ্ছে হোজাফা ! অতপর ওমর রা. বলতে লাগলেন, আমরা আল্লাহকে 'রব', ইসলামকে 'দীন' (জীবনব্যবস্থা) ও মুহাম্মদ স.-কে 'রসূল' হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। আমরা ফেতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। নবী স. বলেন ঃ আমি আজকের মতো (সুস্পষ্টভাবে) কল্যাণ ও অকল্যাণকে প্রত্যক্ষ করিনি। নিশ্চয় জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। এমনকি আমি উভয়কেই এ প্রাচীরের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করেছি। কাতাদা বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত আয়াতটির সাথে উল্লেখ করা হয় ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যার প্রকাশ হওয়া তোমরা অপসন্দ করবে।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ১০১

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ বিপর্যয় প্রাচ্য থেকে উত্থিত হবে।

٦٥٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَامَ اِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا، اَلْفِتْنَةُ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ اَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ

৬৫৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মিম্বরের এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রাচ্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ বিপর্যয় এদিক থেকে, বিপর্যয় এদিক থেকে, যেদিক থেকে শয়তানের শিং অথবা সূর্যের শিং উদিত হয়।

٦٥٩٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ يَقُوْلُ : اَلاَ اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

৬৫৯৮. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে পূর্বমুখী হয়ে বলতে শুনেছেন ঃ সাবধান! বিপর্যয় এদিক থেকে, যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে।

٦٥٩٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا قَالُوْا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَفِي نَجْدِنَا فَاَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

৬৫৯৯. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেন, হে আল্লাহ ! আমাদের শামে এবং আমাদের ইয়ামনে বরকত দান করুন।" লোকেরা বললো, আমাদের 'নজদ'-এর জন্যও। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের শামে এবং আমাদের ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের 'নজদ'-এর জন্যও। আমার মনে হয়, তিনি তৃতীয়বারে বললেন, সেখানে তো ভূমিকম্প, কলহ-বিবাদ ও শয়তানের শিং উদিত হবে।

٦٦٠٠. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا اَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيْثًا حَسَنًا قَالَ فَبَادَرَنَا اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ ، فَقَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ اِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكَانَ الدُّخُوْلُ فِيْ دِيْنِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ .

৬৬০০. সাঈদ ইবনে জুবায়ের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আমাদের নিকট এলেন। আমরা আশা করলাম যে, তিনি আমাদের নিকট একটি সুন্দর হাদীস বর্ণনা করবেন। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে এক লোক আমাদের আগেই জিজ্ঞেস করলো, হে আবদুর রহমানের পিতা! ফিতনার সময়ে যুদ্ধ করা সম্পর্কে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করুন! কেননা আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক ! তুমি কি জানো, ফিতনা কি ? নিশ্চয় মুহাম্মদ স. মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কেননা (মুসলমানদের) তাদের ধর্মে প্রবেশ করাটা ছিল একটি ফিতনা বিশেষ। আর সে যুদ্ধ তোমাদের রাজত্ব নিয়ে যুদ্ধ করার নাম ছিলো না।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ এমন ফিতনা যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হবে। খালাফ ইবনে হাওশাবের সূত্রে ইবনে উয়াইনা র. বলেন, লোকেরা ফিতনার সময় ইমরাউল কায়েস-এর এ কবিতাটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে ভালোবাসতেন। ইমরাউল কায়েস বলেন ঃ

اَلْحَرْبُ اَوَّلُ مَا تَكُوْنُ فَتِيَّةً ... تَسْعٰى بِزِيْنَتِهَا لِكُلِّ جَهُوْلٍ

حَتّٰى اِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا ... وَلَّتْ عَجُوْزًا غَيْرَ ذَا تِحْلِيْلٍ

شَمْطَاءَ تَنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ ... مَكْرُوْهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيْلِ

"যুদ্ধ প্রথম প্রথম সেই অল্প বয়স্কা আকর্ষণীয় যুবতী রমণীর ন্যায় মনে হয়, যে স্বীয় সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য নিয়ে প্রত্যেক মূর্খের (যুবকদের) সম্মুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু যুদ্ধের দাবানল যখন জ্বলে উঠে এবং তার শিখা (চতুর্দিকে) ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে একটি বিধবা-বৃদ্ধা রমণীর ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। ধূসর বর্ণের কেশ ও পরিবর্তিত রূপ-লাবণ্যের কারণে সে আকর্ষণহীনা, চুম্বন ও ঘ্রাণ লওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।"

٦٦٠١- عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ اِذْ قَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قَالَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ عَنْ هٰذَا اَسْأَلُكَ وَلٰكِنِ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ عُمَرُ اَيُكْسَرُ الْبَابُ اَمْ يُفْتَحُ ؟ قَالَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ عُمَرُ اِذًا لاَ يُغْلَقَ اَبَدًا قُلْتُ اَجَلْ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةُ ، وَذٰلِكَ اَنَّا حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ ؟ فَاَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ.

৬৬০১. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ওমর রা.-এর নিকট বসাছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কার ফিতনা সম্পর্কীয় নবী স.-এর বাণী মুখস্থ আছে? হুযাইফা রা. বলেন, কোনো ব্যক্তির ফিতনা নিহিত রয়েছে তার পরিবারে, সম্পদে ও সন্তানদের মাঝে ও প্রতিবেশীর মাঝে। এর কাফ্‌ফারা হলো নামায, সাদকা, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দের নিষেধ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি, বরং (সে ফিত্‌নার কথা) যা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হবে। তিনি বললেন, সে ফিতনায় আপনার কোনো অসুবিধা নেই, হে আমীরুল মুমিনীন! সে ফিতনা ও আপনার মাঝে এক বন্ধ দরজা রয়েছে। ওমর রা. বললেন, সে দরজা কি ভেঙ্গে দেয়া হবে, না খুলে দেয়া হবে? তিনি বললেন, বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। ওমর রা. বললেন, আর কি কখনও বন্ধ হবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ। (বর্ণনাকারীগণ বলেন,) আমরা হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওমর রা. কি সে দরজা সম্পর্কে অবগত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই, যেমন আমরা দিনের পর রাতের আগমন সম্পর্কে অবগত। আর এ সম্পর্কে আমি যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা আমার (নিজের) বানানো নয়। আমরা দরজা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করতে ভয় পেলাম। তাই আমরা মাসরূককে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করলাম। তিনি তখন হুযাইফাকে প্রশ্ন করলেন, দরজাটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, ওমর রা.।

٦٦٠٢- عَنْ اَبِيْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا اِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِيْنَةِ لِحَاجَةٍ وَخَرَجْتُ فِيْ اَثَرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَاَكُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَاْمُرْنِيْ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِئْرِ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاذِنَ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ

كَمَا اَنْتَ حَتَّى اُسْتَاذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجِئْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَامْتَلاَ الْقُفُّ فَلَمْيَكُنْ فِيْهِ مَجْلِسٌ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ كَمَا اَنْتَ حَتَّى اسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلاَءٌ يُصِيْبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَجَعَلْتُ اَتَمَنَّى اَخًا لِىْ وَاَدْعُو اللّٰهَ اَنْ يَأْتِىَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَأَوَّلْتُ ذٰلِكَ قُبُوْرَهُمُ اجْتَمَعَتْ هٰهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

৬৬০২. আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে মদীনার এক বাগানে গেলেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। নবী স. বাগানে প্রবেশ করলে আমি বাগানের ফটকে বসে পড়লাম, আর (মনে মনে) বললাম, আজকে নবী স.-এর দারোয়ান হবো। অবশ্য তিনি আমাকে এ ব্যাপারে আদেশ করেননি। নবী স. গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন। অতপর কূয়ার পাড়ে তাঁর দুই পায়ের নলা উন্মুক্ত করে কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন। অতপর আবু বকর রা. এসে তার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি বললাম, আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসা পর্যন্ত আপনি এখানে অবস্থান করুন। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, অতপর আমি নবী স.-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আবু বকর রা. আপনার নিকট আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ তাকে আসতে বলো, আর তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতপর তিনি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং নবী স.-এর ডান পাশে বসে পড়লেন, আর তার দুই পায়ের নলা খুলে কূয়াতে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর ওমর রা. আসলেন। আমি বললাম, আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসা পর্যন্ত এখানে অবস্থান করুন। নবী স. বললেন ঃ তাকে আসতে বলো। আর তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতপর ওমর রা. বাগানে প্রবেশ করে নবী স.-এর বাম পাশে বসে পড়লেন এবং তার দুই পায়ের নলা খুলে কূয়াতে ঝুলিয়ে দিলেন। তখন কূয়ার পাড় পূর্ণ হয়ে গেল। সেখানে আর কোনো আসন গ্রহণ করার স্থান বাকী রইলো না। তারপর ওসমান রা. আসলেন। আমি বললাম, আপনার জন্য অনুমতি নেয়া পর্যন্ত এখানে অবস্থান করুন। নবী স. বললেন, তাকে আসতে বলো এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও কিছু বিপদে পতিত হওয়ার দুঃসংবাদসহ। তিনি প্রবেশ করলেন, কিন্তু তাদের সাথে কূপের পাড়ে বসার স্থান পেলেন না। অতএব তিনি কূয়ার অপর পাড়ে গিয়ে তাঁদের মুখোমুখী হয়ে বসে পড়লেন এবং দু' পায়ের নলা খুলে কূয়াতে ঝুলিয়ে দিলেন। আমি তখন কামনা করছিলাম ও আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলাম যে, আমার ভাইটি যেন এ সময় এখানে আগমন করে। ইনবুল মুসাইয়াব বলেন, আমি এ হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপ করলাম যে, তাদের (তিনজনের) কবর এখানে এক সাথে হবে। আর ওসমানের কবর পৃথক স্থানে হবে।

٦٦٠٣- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قِيْلَ لاُسَامَةَ اَلاَ تُكَلِّمُ هٰذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَادُوْنَ اَنْ اَفْتَحَ

لَكَ بَابًا اَكُوْنُ اَوَّلُ مِنْ يَفْتَحُهُ وَمَا اَنَا بِالَّذِىْ اَقُوْلُ لِرَجُلٍ بَعْدَ اَنْ يَكُوْنَ اَمِيْرًا عَلَى رَجُلَيْنِ اَنْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِى النَّارِ فَيُطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطِيْفُ بِهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلَانُ اَلَسْتَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَيَقُوْلُ اِنِّىْ كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اَفْعَلُهُ وَاَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَفْعَلُهُ .

৬৬০৩. আবু ওয়ায়েল র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা রা.-কে বলা হলো, আপনি কেন এ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলছেন না? তিনি বললেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলেছি তবে এতটুকু বলিনি যে, ফিতনা সৃষ্টির প্রথম উদ্যোক্তা আমিই না হই। কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির আমীর নির্বাচিত হয়েছে এমন ব্যক্তিকেও আমি 'আপনি ভালো' একথা বলতে রাজী নই। কেননা আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, অতপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং গাধা চক্রাকারে ঘুরে যেমন গম পিষে তেমনিভাবে তাকে জাহান্নামে পিষ্ট করা হবে। জাহান্নামবাসীরা তার চার পাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তুমি কি আমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতে না? সে বলবে, আমি তো ভালো কাজের আদেশ করেছিলাম কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর মন্দ কাজের নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই মন্দকাজ করতাম।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ

٦٦٠٤- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ اَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوْا ابْنَةَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَاَةً.

৬৬০৪. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর একটি উক্তি দ্বারা আমি উষ্ট্রীর যুদ্ধ কালে উপকৃত হয়েছি। যখন নবী স. সংবাদ পেলেন যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে, তখন বলেন ঃ সে জাতি সফলতা অর্জন করতে পারে না যারা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব কোনো মহিলার ওপর সোপর্দ করে।

٦٦٠٥- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادِ الْاَسَدِىُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ اِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِىٌّ عَمَّارَ بْنُ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوْفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِىْ اَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارٌ اَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعْنَا اِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُوْلُ اِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ اِلَى الْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ابْتَلَاكُمْ لِيَعْلَمَ اِيَّاهُ تُطِيْعُوْنَ اَمْ هِىَ .

৬৬০৫. আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আসাদী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তালহা, যুবায়ের ও আয়েশা রা. (খেলাফত সংক্রান্ত ব্যাপারে) বসরা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন আলী রা.

আম্মার বিন ইয়াসির রা. ও হাসান বিন আলীকে পাঠালেন। যখন তারা কূফাতে আমাদের নিকট আগমন করলেন, অতপর তারা (মসজিদের) মিম্বরে আরোহণ করলেন, মিম্বরে হাসান ওপরে ছিলেন আর আম্মার রা. তার থেকে কিছু নীচে ছিলেন। আমরা সকলে তাঁর কাছে একত্র হলাম। আমি আম্মার রা.-কে বলতে শুনলাম, আয়েশা রা. বসরা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন। আল্লাহর কসম ! নিশ্চয় তিনি তোমাদের নবীর স্ত্রী এ দুনিয়াতেও পরকালেও। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন যে, তোমরা কি আলীর আনুগত্য করো না আয়েশা রা.-এর আনুগত্য করো।

٦٦٠٦- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَامَ عَمَّارٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيْرَهَا وَقَالَ اِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا اُبْتُلِيْتُمْ-

৬৬০৬. আবু ওয়ায়েল র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার রা. কূফা মসজিদের মিম্বরে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতায় আয়েশা রা. এবং তার (বসরা) রওয়ানা হওয়ার কথা উল্লেখ করে বললেন, নিশ্চয় আয়েশা রা. তোমাদের নবী স.-এর পত্নী দুনিয়ায়, পরকালেও। কিন্তু তাকে নিয়ে তোমরা চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো।

٦٦٠٧- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ يَقُوْلُ دَخَلَ اَبُوْ مُوْسَى وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِىٌّ اِلَى اَهْلِ الْكُوْفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالاَ مَا رَاَيْنَاكَ اَتَيْتَ اَمْرًا اَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ اِسْرَاعِكَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ مُنْذُ اَسْلَمْتَ ، فَقَالَ عَمَّارٌ مَا رَاَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اَسْلَمْتُمَا اَمْرًا اَكْرَهَ عِنْدِىْ مِنْ اِبْطَائِكُمَا عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً ثُمَّ رَاحُوْا اِلَى الْمَسْجِدِ.

৬৬০৭. আবু ওয়ায়েল র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলী রা. আম্মার রা.-কে সেনাবাহিনী গঠন করার জন্য কূফাবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন তখন আবু মূসা ও আবু মাসউদ রা. আম্মার রা.-এর নিকট আগমন করে বললেন, বর্তমানে তোমার সেনাবাহিনী গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার উদ্যোগ থেকে তোমার ইসলাম গ্রহণের পর হতে এ পর্যন্ত আমরা কোনো অপসন্দনীয় ভূমিকা লক্ষ্য করিনি। তিনি বলেন, আমিও তোমাদের এ ব্যাপারে নিষ্ক্রীয় ভূমিকা থেকে অপসন্দনীয় তোমাদের ইসলাম গ্রহণের পর হতে আর কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করিনি। অতপর আবু মাসউদ রা. তাদের দু'জনকেই এক জোড়া করে পোশাক পরিয়ে দিলেন এবং তারা সকলে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন।

٦٦٠٨- عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ مُوْسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ مَامِنْ اَصْحَابِكَ اَحَدٌ اِلاَّ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيْهِ غَيْرَكَ وَمَا رَاَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِىَّ ﷺ اَعْيَبَ عِنْدِىْ مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ عَمَّارٌ يَا اَبَا مَسْعُوْدٍ وَمَا رَاَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هٰذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِىَّ ﷺ اَعْيَبَ عِنْدِىْ مِنْ اِبْطَائِكُمَا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ مُوْسِرًا يَا غُلاَمُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ فَاَعْطَى اِحْدَاهُمَا اَبَا مُوْسَى وَالْاُخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ رُوْحَا فِيْهِ اِلَى الْجُمُعَةِ .

৬৬০৮. শাকীক ইবনে সালামা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ, আবু মূসা ও আম্মার রা.-এর নিকট বসাছিলাম। আবু মাসউদ (আম্মারকে) বললেন, তুমি ছাড়া তোমার অন্য যে কোনো সাথী হলে আমি যদিচ্ছা বলতে পারতাম। তোমার এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা ছাড়া তোমার রসূলের সাহাবী হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি সমালোচনা করার মত কিছু দেখিনি। আম্মার রা. বললেন, আমি ও তুমি এবং তোমার সাথীর এ ব্যাপারে নিষ্ক্রীয় ভূমিকা ছাড়া অধিক সমালোচনার বিষয় তোমাদের সাহাবী হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত দেখিনি। আবু মাসউদ রা. ছিলেন ধনী লোক। তিনি (তার খাদেমকে) বললেন, হে বৎস ! দুই জোড়া পোশাক আনো। তার একজোড়া আবু মূসাকে এবং আরেক জোড়া আম্মার রা.-কে দিলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে এ পোশাকে জুমআর নামাযে রওয়ানা হয়ে যাও।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর আযাব নাযিল করেন।

٦٦٠٩- عَنْ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلَى اَعْمَالِهِمْ .

৬৬০৯. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর আযাব নাযিল করেন তখন সে জাতির সমস্ত লোক সেই আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়। অতপর তাদের আমল মোতাবেক তাদের পুনরুত্থান হবে।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ইবনে আলী রা. সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ঃ নিশ্চয় আমার এ পুত্র (নাতী) একজন নেতা। হয়তো আল্লাহ তাঁর দ্বারা মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।

٦٦١٠- عَنِ الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ اَرَى كَتِيْبَةً لاَ تُوَلِّى حَتَّى تُدْبِرَ اُخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ نَلْقَاهُ فَنَقُوْلُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৬৬১০. হাসান বসরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হাসান ইবনে আলী রা. সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন তখন আমর ইবনুল আস রা. মুয়াবিয়াকে বলেন, আমি এমন এক সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষ করেছি যারা বিপক্ষ দলকে পশ্চাদপসরণ না করা পর্যন্ত প্রস্থান করবে না। মুয়াবিয়া বলেন, (মুসলিমগণ যুদ্ধে নিহত হলে) মুসলমানদের সন্তানদেরকে কে তত্ত্বাবধান করবে ? আমর ইবনুল আস বলেন, আমি। (একথায়) আবদুল্লাহ ইবনে আমের ও আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. বলেন, চলুন, আমরা তার সাথে সাক্ষাত করি এবং তার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করি। হাসান বসরী বলেন, আমি নিসন্দেহে আবু বাকরা রা.-কে বলতে শুনেছি, একদা নবী স. ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন হাসান ইবনে আলী রা. আগমন করলে নবী স. বলেন ঃ আমার এ পুত্র (নাতী) একজন নেতা। আল্লাহ তাঁর দ্বারা হয়তো মুসলমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।

٦٦١١- عَنْ حَرْمَلَةَ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اُسَامَةُ اِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ اِنَّهُ يَسْاَلُكَ الْاٰنَ فَيَقُوْلُ مَاخَلَّفَ صَاحِبَكَ فَقُلْ لَهُ يَقُوْلُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِىْ شِدْقِ الْاَسَدِ لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَكُوْنَ مَعَكَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ هٰذَا اَمْرٌ لَمْ اَرَهُ فَلَمْ يُعْطِنِىْ شَيْئًا فَذَهَبْتُ اِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَاَوْقَرُوْا لِىْ رَاحِلَتِىْ .

৬৬১১. হারমালা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ রা. আমাকে আলী রা.-এর নিকট (কূফাতে) প্রেরণ করলেন এবং বললেন, আলী রা. তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার সঙ্গীকে (আমার সাথে যোগ দিতে) কিসে বিরত রেখেছে ? তুমি বলবে, তিনি আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি সিংহের মুখেও পতিত হতেন, তবুও আমি আপনার সাথে থাকা পসন্দ করতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে (মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদে) আমি অংশগ্রহণ করতে চাইনি। (হারমালা আরো বলেন, আমি যখন এ সংবাদ নিয়ে কূফায় আলীর নিকট গেলাম) আলী রা. আমাকে কিছুই প্রদান করলেন না। সুতরাং আমি হাসান, হোসাইন ও ইবনে জাফর-এর নিকট গেলাম এবং তারা আমার বাহনটি (উট) (প্রচুর মাল দ্বারা) বোঝাই করে দিলেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ লোকদের নিকট কিছু বলার পর অন্যত্র গিয়ে তার বিপরীত বললে।

٦٦١٢- عَنْ نَافِعٍ قَالَ لَمَّا خَلَعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هٰذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّىْ لَا اَعْلَمُ غَدْرًا اَعْظَمَ مِنْ اَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ وَاِنِّىْ لَا اَعْلَمُ اَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ اِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ .

৬৬১২. নাফে' র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীগণ ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার প্রতি বাইয়াত ভঙ্গ করলে ইবনে ওমর রা. তার বিশেষ বন্ধুবর্গ ও সন্তানদেরকে একত্র করে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। আমরা এ লোকটির নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে অবশ্যই বাইয়াত নিয়েছি। একটি মানুষের হাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে বাইয়াত করার পর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া আমি চরম বিশ্বাসঘাতকতা মনে করি। আমি জানি না, তোমাদের কেউ তার প্রতি বাইয়াত ভঙ্গ করেছে কিংবা অন্য কারো প্রতি বাইয়াত নিয়েছে। যদি কেউ এরূপ করে থাকে, তাহলে মনে করতে হবে, তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

٦٦١٣ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ فَانْطَلَقْتُ مَعَ اَبِىْ اِلَى اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِىْ دَارِهِ جَالِسٌ فِىْ ظِلِّ عِلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا اِلَيْهِ فَاَنْشَا اَبِىْ يَسْتَطْعِمُهُ

بِالْحَدِيْثَ فَقَالَ يَا اَبَا بَرْزَةَ اَلاَ تَرى مَا وَقَعَ فِيْهِ النَّاسُ فَاَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ اِنِّيْ اَحْتَسَبْتُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلٰى اَحْيَاءِ قُرَيْشٍ اِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ عَلِمْتُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ اَنْقَذَكُمْ بِالاِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهٰذِهِ الدُّنْيَا الَّتِيْ اَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ اِنَّ ذَاكَ الَّذِيْ بِالشَّامِ وَاللّٰهِ اِنْ يُقَاتِلُ اِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا .

৬৬১৩. আবু মিনহাল র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে যিয়াদ ও মারওয়ান সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে ইবনে যুবাইর রা. মক্কার শাসন কর্তৃত্ব দখল করেন এবং খারিজীগণ বসরা অধিকার করে। আমি আমার পিতার সাথে আবু বারযা আসলামী রা.-এর বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করি। তিনি তার বাঁশের তৈরী একটি কোঠার ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তার নিকট বসলাম। আমার পিতা তার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আবু বারযা! আপনি কি লক্ষ্য করছেন না যে, মানুষ কি উভয় সংকটে পতিত হয়েছে? তাকে প্রথম যে কথাটি বলতে শুনলাম তাহলো, আমি কুরাইশ গোত্রসমূহের প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করি। হে আরবগণ! তোমরা কি অবস্থায় ছিলে তা তোমরা সম্যক জ্ঞাত আছ। তোমরা ছিলে দরিদ্র ও লাঞ্ছিত, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং পথভ্রষ্ট! আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলাম ও মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে মুক্তি দান করেছেন, এমনকি বর্তমানেও তোমরা তার সুফল, সুখ-শান্তি ও উন্নতি প্রত্যক্ষ করছো। এ পার্থিব দুনিয়াই তোমাদের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর কসম! সিরিয়ার এ লোকটি (মারওয়ান) একমাত্র দুনিয়ার জন্য লড়াই করছে। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যকার এ লোকগুলোও (খারিজী) একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে হানাহানি করছে। আর মক্কায় অধিষ্ঠিত লোকটি (ইবনে যুবায়ের)ও আল্লাহর কসম! দুনিয়ার স্বার্থে সংগ্রাম করছে।

٦٦١٤- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّوْنَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُوْنَ .

৬৬১৪. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ কালের মুনাফিকরা নবী স.-এর যমানার মুনাফিকদের চাইতে নিকৃষ্টতর। কেননা তারা দুষ্কর্ম করতো গোপনে আর এরা করছে প্রকাশ্যে।

٦٦١٥- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الاِيْمَانِ .

৬৬১৫. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনাফিকের অস্তিত্ব ছিল নবী করীম স.-এর যমানায়। কিন্তু বর্তমানকালে তা ঈমানের পরে কুফরী ছাড়া কিছুই নয়।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির স্থলে হওয়ার কামনা না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

٦٦١٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ مَكَانَهُ .

৬৬১৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়ে গমনকালে (পরিতাপ করে) বলবে, হায় ! আমি যদি তার স্থানে হতাম।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যুগের পরিবর্তনে মানুষ মূর্তি পূজায় লিপ্ত হবে।

٦٦١٧ـ عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ الْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِى الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسِ الَّتِىْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ.

৬৬১৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব যুলখালাসা মূর্তির নিকট ঘর্ষিত হবে। যুলখালাসা দাওস গোত্রের একটি মূর্তি ছিল। প্রাক ইসলামী যুগে তারা এর পূজা করতো।

٦٦١٨ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَا .

৬৬১৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 'কাহতান' গোত্র হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়ে লোকদেরকে ডাণ্ডা দ্বারা পরিচালিত করবে (অর্থাৎ সে লোকদের ওপরে অন্যায়-অত্যাচারসহ শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করবে এবং কঠোর হস্তে দমন করবে)।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ আগুনের প্রকাশ। আনাস রা. বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো একটি অগ্নিকুণ্ড যা লোকদেরকে পূর্বদিক থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিকে একত্র করবে।

٦٦١٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِىءُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرَى .

৬৬১৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ কিয়ামত হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত হেজায ভূমি থেকে একটি অগ্নিকুণ্ড প্রকাশিত হবে, যার আলোতে (সিরীয় শহর) বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে।

٦٦٢٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَاخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ الاَّ اَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ .

৬৬২০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ অচিরেই ফোরাত নদী স্বর্ণ খনি বা স্বর্ণের পাহাড় বের করে দিবে। সুতরাং এ সময় যারা উপস্থিত থাকবে তারা যেন এখেকে কিছুই গ্রহণ না করে। আবু হুরাইরা রা. থেকে আ'রাজের সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে, তবে 'স্বর্ণের খনির' স্থলে নবী স. 'স্বর্ণের পাহাড়' বের করে দেবে বলেছেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ

٦٦٢١.عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَسَيَأْتِى زَمَانٌ يَمْشِى بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا ـ

৬৬২১. হারিসা ইবনে ওয়াহব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা দান-সাদকা করো। অচিরেই লোকদের নিকট এমন একটি সময় উপস্থিত হবে যখন সে তার দানের মাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কোনো লোক পাবে না।

٦٦٢٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتَّى يَهُمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلُ الَّذِىْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ اَرَبَ لِى بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِى الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ اَجْمَعُوْنَ فَذَالِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِى اِيْمٰنِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوْطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِى فِيْهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهُ اِلَى فِيْهِ فَلا يَطْعَمُهَا.

৬৬২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ কিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দু'টি বৃহৎ দল পরস্পর তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তাদের উভয় দলেরই দাবি হবে এক ও অভিন্ন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবি করবে ; আর যতক্ষণ পর্যন্ত না—ধর্মীয় ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্পের ঘটনা বেড়ে যাবে, সময়ের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসবে, ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, খুন-খারাবী, হত্যাকাণ্ড ও হানাহানি অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে, আর এমনকি তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদের এমন প্রাচুর্য দেখা দিবে যে, সম্পদশালী ব্যক্তি চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়বে এজন্য যে, কে তার সাদকা গ্রহণ করবে ; যার নিকটই সে মাল উপস্থাপন করা হবে, সে বলবে, আমার এ মালের প্রয়োজন নেই ; আর যতক্ষণ না জনগণ সুউচ্চ ও কারুকার্য খচিত ইমারত নির্মাণ কার্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে ; যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়ে গমনকালে

(পরিতাপ করে বলবে) হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম এবং যতক্ষণ না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। অতপর সূর্য (পশ্চিম দিক হতে) উদিত হলে জনগণ তা প্রত্যক্ষ করে সকলেই ঈমান আনয়ন করবে। কিন্তু এখনকার ঈমান কোনো লোকেরই উপকারে আসবে না, যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোনো সৎ ও ন্যায় কাজ করেনি। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় হবে যে, দুই ব্যক্তি কাপড় ছড়িয়ে ও খুলে বসবে কিন্তু সে কাপড় ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ছড়ানো কাপড়টা গুটিয়ে নেয়া বা ভাঁজ করারও অবসর পাবে না। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় হবে যে, এক ব্যক্তি উট দোহন করে নিয়ে আসবে, কিন্তু তা পান করারও সুযোগ পাবে না। কিয়ামত অবশ্য হবে, এমতাবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার পশুর জন্য চৌবাচ্চা মেরামত করতে থাকবে, কিন্তু তাতে সে পানি পান করাবার সুযোগ পাবে না। আর কিয়ামত এমন পরিস্থিতিতে হবে যে, এক ব্যক্তি খাদ্যের গ্রাস তার মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে কিন্তু সে তা গলধঃকরণ করার সুযোগ পাবে না।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের বর্ণনা।

٦٦٢٣- عَنِ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ اَحَدٌ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ وَاَنَّهُ قَالَ لِىْ مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ اِنَّهُ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ .

৬৬২৩. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে নবী স.-এর নিকট আমার চাইতে অধিক প্রশ্ন আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বলেছেন ঃ তার দ্বারা তোমার কি ক্ষতি হবে ? আমি বললাম, যেহেতু লোকেরা বলাবলি করছে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির ঝর্ণা থাকবে। নবী স. বলেন ঃ এটা তো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার।

٦٦٢٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اُرَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ .

৬৬২৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। ইমাম বুখারী র. বলেন, আমার বিশ্বাস তিনি নবী স. থেকেই বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, তার (দাজ্জালের) ডান চক্ষু কানা হবে, আর তা হবে আঙ্গুরের ন্যায় ফোলা।

٦٦٢٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَجِىْءُ الدَّجَّالُ حَتّٰى يَنْزِلَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ تَرْجُفُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ .

৬৬২৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ দাজ্জাল আগমন করবে এবং মদীনার নিকটবর্তী এক প্রান্তে শিবির স্থাপন করবে। অতপর মদীনা শহরটি তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে প্রত্যেক কাফির ও মোনাফিক বের হয়ে তার নিকট চলে যাবে।

٦٦٢٦- عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالَ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ .

৬৬২৬. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ দাজ্জালের কোনো প্রকার ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাস মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। সে সময় মদীনার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে এবং প্রত্যেক দ্বারেই দুজন ফেরেশতা (পাহারায়) নিয়োজিত থাকবেন।

٦٦٢٧- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

৬৬২৭. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ দাজ্জালের সন্ত্রাসী প্রতিপত্তি মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন মদীনার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে এবং প্রত্যেক দ্বারে দুজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন।

٦٦٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ لاُنْذِرُكُمُوْهُ، وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلٰكِنِّىْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ.

৬৬২৮. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জনগণের মাঝে দণ্ডায়মান হলেন। অতপর তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করে বললেন ঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এমন কোনো নবী অতিবাহিত হননি যিনি দাজ্জাল সম্পর্কে তাঁর জাতিকে সাবধান করেননি। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই যা অন্য কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। নিশ্চয় সে কানা হবে। আর তোমরা জেনে রাখো আল্লাহ অন্ধ নন।

٦٦٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَاِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطُفُ اَوْ تُهْرَاقُ رَاْسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ اَلْتَفِتُ فَاِذَا رَجُلٌ جَسِيْمٌ اَحْمَرُ جَعْدُ الرَّاْسِ اَعْوَرُ الْعَيْنِ كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ.

৬৬২৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি কা'বা ঘর তাওয়াফ করছি। হঠাৎ বাদামী রঙের একজন লোক দেখতে পেলাম। তাঁর চুলগুলো ছিল সোজা। তাঁর মাথার চুল থেকে ফোটা ফোটা পানি পড়ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তারা উত্তর দিলো, ইবনে মরিয়ম। অতপর আমি অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতেই এক রক্তবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট ও কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট এবং এক চক্ষু বিশিষ্ট লোক দেখতে পেলাম। আর চক্ষুটা আঙ্গুরের ন্যায় ফোলা। লোকেরা বললো, এ হলো দাজ্জাল, আকৃতিতে সে খোজায়া গোত্রের ইবনে কাতানের সদৃশ প্রায়।

٦٦٣٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِىْ صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

৬৬৩০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে স্বীয় নামাযের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

٦٦٣١- عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الدَّجَّالِ اَنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ .

৬৬৩১. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. দাজ্জাল সম্পর্কে বলেন ঃ অবশ্যই তার (দাজ্জালের) সাথে আগুন ও পানি থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার আগুনই হবে সুশীতল পানি আর তার পানিই হবে অগ্নি।

٦٦٣٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بُعِثَ نَبِيٌّ اِلاَّ اَنْذَرَ اُمَّتَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اَلاَ اِنَّهُ اَعْوَرُ، وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ، وَاِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبًا كَافِرٌ.

৬৬৩২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ এমন কোনো নবী প্রেরিত হননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। শুনে রাখো ! সে অবশ্যই এক চক্ষুবিশিষ্ট হবে। পক্ষান্তরে তোমাদের রব এক চক্ষুবিশিষ্ট নন। অধিকন্তু তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'কাফের' লিখিত থাকবে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ 'দাজ্জাল' মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٦٣٣- عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ اَنَّهُ قَالَ يَاْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِيْ تَلِي الْمَدِيْنَةَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِيْ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ، فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيُرِيْدُ الدَّجَّالُ اَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

৬৬৩৩. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. আমাদের নিকট 'দাজ্জাল' সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আমাদেরকে যে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন তার মধ্যে তিনি বলেছিলেন ঃ 'দাজ্জাল' অবশ্যই আগমন করবে। কিন্তু তার প্রতি মদীনার গিরিপথে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে। বরং সে মদীনার পার্শ্ববর্তী এক লবণাক্ত বালুকাময় অঞ্চলে শিবির স্থাপন করবে। অতপর সেদিন তার নিকট এক পুণ্যবান ব্যক্তি কিংবা লোকদের মধ্য হতে সর্বোত্তম ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই সেই 'দাজ্জাল', যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. আমাদের বর্ণনা করেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, দেখো, যদি আমি এ লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় তাকে জীবিত করি, তবে কি তোমরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে ? তারা বলবে 'না'। সুতরাং সে তাকে হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে। তখন লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম ! তোমার সম্পর্কে আমি এখন পূর্বের চাইতেও অধিক সন্দেহমুক্ত। দাজ্জাল পুনরায় লোকটিকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু তাকে সে শক্তি দেয়া হবে না।

٦٦٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ .

৬৬৩৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ মদীনায় গিরিপথসমূহে ফেরেশতাগণ (পাহারায় নিযুক্ত) রয়েছেন। কাজেই সেখানে মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

٦٦٣٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَلِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِيْنَةُ يَاْتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُوْنُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

৬৬৩৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ দাজ্জাল মদীনায় আগমন করবে। কিন্তু সে ফেরেশতাদেরকে তথায় পাহারারত দেখতে পাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় দাজ্জাল কিংবা মহামারী মদীনার নিকটবর্তী হতে সক্ষম হবে না।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াজুজ ও মাজুয।

٦٦٣٦- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاَصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ .

৬৬৩৬. জয়নব বিনতে জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ স. তাঁর নিকট ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় আগমন করে বলতে লাগলেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যে বিরাট ক্ষতি, অকল্যাণ ও অনিষ্ট আগমন করেছে—সে কারণে আরবদের জন্য খুব আফসোস ! ইয়াজূয ও মাজূযের প্রাচীর এ পরিমাণ আজ খুলে দেয়া হয়েছে। এ বলে তিনি তাঁর বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা একটি বৃত্ত তৈরী করলেন। জয়নাব বিনতে জাহাশ রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের মাঝে সৎ ও ধার্মিক লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো ? নবী স. বলেন, হাঁ, যখন অসৎ কাজ ও পাপাচার বৃদ্ধি পাবে।

٦٦٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِيْنَ.

৬৬৩৭. আবু হুরইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ প্রাচীর অর্থাৎ ইয়াজূয ও মাজূযের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে গেছে, উহাইব র. নব্বই সংখ্যা জ্ঞাপনকারী বৃত্ত তৈরী করে পরিমাণ দেখালেন।

❐

অধ্যায় ঃ ৬৬

كِتَابُ الْأَحْكَامِ

(প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় বিধান)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার শাসকদের।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯

٦٦٣٨ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ، وَمَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِىْ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ، وَمَنْ عَصَى اَمِيْرِىْ فَقَدْ عَصَانِىْ .

৬৬৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করলো সে যেন আল্লাহর নাফরমানী করলো। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার আমীরের নাফরমানী করলো সে আমারই নাফরমানী করলো।

٦٦٣٩ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْاِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৬৬৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমরা সাবধান হও ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসক একজন দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর পুরুষও তার পরিবারে একজন দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানের জন্য দায়িত্বশীলা। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। কোনো ব্যক্তির গোলাম বা দাসও তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ শাসক কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে।

٦٦٤٠- عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنَ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ اَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ عِنْدَهُ فِى وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ اَنَّهُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِىْ اَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُوْنَ اَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ تُوْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُوْلٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَالْاَمَانِىَّ الَّتِى تُضِلُّ اَهْلَهَا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذَا الاَمْرَ فِى قُرَيْشٍ لاَ يُعَادِيْهِمْ اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا اَقَامُوا الدِّيْنَ.

৬৬৪০. মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি মুয়াবিয়া রা.-এর নিকট এমতাবস্থায় উপস্থিত হলেন, যখন কুরাইশদের একদল প্রতিনিধি তাঁর নিকট অবস্থান করছিল। মুয়াবিয়া রা. শুনতে পান যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র হতে একজন বাদশাহ হবে। এতে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। অতপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তৎপর বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এমন সব কথাবার্তা বলছে—যা আল্লাহর কিতাবে নেই, এমনকি আল্লাহর রসূল থেকেও উল্লেখ নেই। আর এরাই হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অজ্ঞ লোক। তোমরা এমন বৃথা আকাঙ্ক্ষা ও মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো যা বিপদগামী করে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ এ কর্তৃত্ব (খেলাফত) কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে—যতদিন তারা দীন কায়েমে দৃঢ় থাকবে। এমতাবস্থায় যে কেউ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে আল্লাহ তাদেরকে অধঃমুখে উল্টিয়ে ফেলে দিবেন অর্থাৎ ধ্বংস করবেন।

٦٦٤١- عَنْ اِبْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزَالُ هٰذَا الاَمْرُ فِى قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ .

৬৬৪১. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ এ কর্তৃত্ব (খেলাফত) কুরাইশদের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। এমনকি তাদের মধ্য থেকে দুজন লোক অবশিষ্ট থাকলেও।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি প্রজ্ঞার সাথে ফায়সালা করে তার প্রতিদান। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

"যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।"–সূরা মায়িদা ঃ ৪৭

٦٦٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَاٰخَرُ اَتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

৬৬৪২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ দুটি (বিষয়) ব্যতীরেকে হিংসা করতে নেই। (এক) যাকে আল্লাহ প্রচুর ধন-সম্পদ এবং তা সৎপথে ব্যয় করার

জন্য তৌফিক দিয়েছেন। (দুই) আল্লাহ যাকে হেকমত দান করেছেন এবং সে তার সাহায্যে ফয়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্র প্রধানের হুকুম শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা, যতক্ষণ না তা নাফরমানীর কাজ হয়।

٦٦٤٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

৬৬৪৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ তোমরা (হুকুম) শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো—যদিও তোমাদের ওপরে কিসমিসের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট হাবসী গোলাম শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

٦٦٤٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ رَاٰى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَاِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ اِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً .

৬৬৪৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যদি কেউ তার শাসককে অপসন্দনীয় কিছু করতে দেখে তবে তার ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য। কেননা যে কেউ জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।

٦٦٤٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

৬৬৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেনঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির (তার শাসকের নির্দেশ) শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা একান্ত কর্তব্য, সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক কিংবা অপসন্দ, যতক্ষণ না তাকে নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তাকে নাফরমানীর হুকুম দেয়া হলে তা শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।

٦٦٤٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُطِيْعُوْهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُطِيْعُوْنِي قَالُوْا بَلَى، قَالَ قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَّا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَاَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيْهَا فَجَمَعُوْا حَطَبًا فَاَوْقَدُوْا نَارًا فَلَمَّا هَمُّوْا بِالدُّخُوْلِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ اَفَنَدْخُلُهَا فَبَيْنَمَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوْا مِنْهَا اَبَدًا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ .

৬৬৪৬. আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কোথাও একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। জনৈক আনসারীকে তাদের আমীর নিয়োগ করে তার আনুগত্য করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, নবী স. কি আমার আনুগত্য করার জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দেননি? তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তোমরা কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে তোমাদের প্রবেশ করার নির্দেশ দিচ্ছি। তারা কাঠ সংগ্রহ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো। অতপর তারা আগুনে ঝাপ দেয়ার প্রস্তুতি লগ্নে একে অপরের মুখপানে তাকালো। ইত্যবসরে তাদের মধ্যে একজন বলেন, যে আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য স্বীকার করেছি অবশেষে সে আগুনে প্রবেশ করেই আমাদের মরতে হবে? তাদের এমনি বাক্যালাপ চলছিল। ইত্যবসরে আগুন নিভে যায়। অপরদিকে তাঁর ক্রোধও প্রশমিত হলো। অতপর নবী স.-এর নিকট এ ঘটনাটি ব্যক্ত করা হলো। তিনি বলেন ঃ যদি তাতে তারা প্রবেশ করতো তবে কখনো তারা সে আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারতো না। জেনে রাখো ! আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সৎকাজে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শাসকের পদ প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

٦٦٤٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَانَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا، وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَاْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

৬৬৪৭. আবদুর রহমান বিন সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান বিন সামুরাহ ! তুমি শাসকের পদ প্রার্থনা করো না। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তোমাকে কোনো পদ প্রদান করা হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই ন্যস্ত করা হবে। পক্ষান্তরে তা যদি তোমার আবেদন ব্যতীরেকে প্রদান করা হয়, তবে তার জন্য তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তুমি (কোনো বিষয়ে) কসম করো, কিন্তু অপরটিতে তার চেয়ে কল্যাণ দেখতে পাও তবে কৃত কসমের কাফ্‌ফারা আদায় করবে এবং উত্তম কাজটিই বাস্তবায়িত করবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি (রাষ্ট্রীয়) পদ প্রার্থনা করে তার দায়-দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত করা হয়।

٦٦٤٨- عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الْاِمَارَةَ فَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِّلْتَ اِلَيْهَا، وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ اُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَاِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَاَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ.

৬৬৪৮. আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ হে আবদুর রহমান বিন সামুরা ! তুমি রাষ্ট্রীয় পদ প্রার্থনা করো না। কেননা প্রার্থনার কারণে যদি তোমাকে কোনো পদ প্রদান করা হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই ন্যস্ত হবে। আর তা যদি তোমার

প্রার্থনা ছাড়া প্রদান করা হয়, তবে তার জন্য তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। তুমি শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে তুমি উত্তম কাজটিই করো এবং শপথের কাফ্ফারা আদায় করো।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রীয় পদের লোভ করা অপসন্দনীয়।

٦٦٤٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْاِمَارَةِ ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ .

৬৬৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমরা অচিরেই পদের জন্য লালায়িত হবে। কিয়ামতের দিন (এ লোভের কারণে) লজ্জিত হবে। দুধদায়িনী কতই না উত্তম ! আর দুধ ছাড়ানো মা কতই নিকৃষ্ট।

٦٦٥٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَا وَرَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِىْ فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ اِنَّا لاَ نُوَلِّى هٰذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ .

৬৬৫০. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার গোত্রের দুই ব্যক্তিসহ আমি নবী স.-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাদের একজন বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাকে আমীর নিয়োগ করুন। দ্বিতীয়জনও তদ্রূপ বললো। নবী স. বলেন ঃ আমরা এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবো না, যে তার প্রার্থনা করে ও তার জন্য লোভ করে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তিকে প্রজা-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, কিন্তু সে তাদের কোনো কল্যাণ করলো না।

٦٦٥١. عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ اِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

৬৬৫১. মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত্যু ব্যধিগ্রস্ত অবস্থায় বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রজা-পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, কিন্তু সে যথার্থভাবে তাদের কল্যাণ করলো না, সে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।

٦٦٥٢- عَنْ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِى رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ اِلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

৬৬৫২. মা'কিল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতপর সে খেয়ানতকারীরূপে মারা যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে বিপদে ফেলবে, আল্লাহও তাকে বিপদগ্রস্ত করবেন।

٦٦٥٣- عَنْ طَرِيْفٍ اَبِى تَمِيْمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدُبًا وَاَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوْصِيْهِمْ فَقَالُوْا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ شَقَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوْا اَوْصِنَا، فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْاِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يَأْكُلَ اِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ اَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ .

৬৬৫৩. তারীফ আবু তামীমা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান, জুন্দুব ও তাঁর সঙ্গীগণের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ স. থেকে কিছু শুনেছেন ? জুন্দুব রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের মানসে কাজ করে, আল্লাহ তার উদ্দেশ্য কিয়ামতের দিন ফাস করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে বিপদে ফেলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহও তাকে বিপদে ফেলবেন। তারা বললেন, আমাদেরকে আরও উপদেশ দিন। তিনি বলেন, (কবরে) সর্বপ্রথম মানুষের পেট গলে ও পঁচে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র বস্তু আহার করতে সক্ষম সে যেন তাই করে। আর যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার ও জান্নাতের মাঝে তার দ্বারা অন্যায়ভাবে প্রবাহিত অঞ্জলী পরিমাণ রক্তও প্রতিবন্ধকতা না হয়, সে যেন তাই করে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ চলার পথে রায় প্রদান করা বা ফতোয়া দেয়া। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াসার র. চলার পথে এবং আশ শাবী র. তার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে রায় প্রদান করেছেন।

٦٦٥٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا فَكَاَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّى اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ.

৬৬৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ও নবী স. মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। এক ব্যক্তি মসজিদের আঙ্গিনার নিকটে আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কিয়ামত কখন হবে ? নবী স. বলেন ঃ তুমি কিয়ামতের জন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করেছ ? লোকটি যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল এবং পরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি তজ্জন্য বেশী পরিমাণ রোযা, নামায ও সাদকা করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে অত্যধিক মহব্বত করি। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যাকে তুমি ভালবাস (কিয়ামতের দিন) তুমি তারই সঙ্গী হবে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ উল্লেখ আছে যে, নবী স.-এর কোনো দ্বাররক্ষী ছিলো না।

٦٦٥٥- عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ لاِمْرَاَةٍ مِنْ اَهْلِهِ تَعْرِفِيْنَ فُلاَنَةَ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّبِهَا وَهِىَ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ ،فَقَالَ اتَّقِى

اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ، فَقَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ فَاِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيْبَتِى قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضٰى فَمَرَّبِهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَ تْ اِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ اَوَّلِ صَدَمَةٍ.

৬৬৫৫. সাবেত আল বুনানী র. থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক রা. তার পরিবারের এক স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অমুক স্ত্রীলোককে চেন ? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, নবী স. সেই স্ত্রীলোকটির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবী স. তাকে বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য অবলম্বন করো। সে বললো, তুমি আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও। তুমি আমার দুঃখের কথা অবগত নও। আনাস রা. বলেন, নবী স. তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। এক লোক এসে সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, নবী স. তোমাকে কি বলেছেন ? সে জবাব দিলো, আমি তো তাকে চিনতে পারিনি! লোকটি বললো, তিনি তো আল্লাহর নবী। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর সেই স্ত্রী লোকটি রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বারে উপস্থিত হলো, কিন্তু সেখানে কোনো দ্বার রক্ষক পেলো না। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম ! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী স. বলেন, দুঃখ-কষ্টের সূচনাতেই ধৈর্য অবলম্বন করা কর্তব্য।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাযোগ্য আসামীকে বিচারক তার উপরস্থ শাসকের সাথে পরামর্শ ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন।

٦٦٥٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الْاَمِيْرِ.

৬৬৫৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কায়েস বিন সাদ রা. নবী স.-এর সম্মুখে এমন ছিলেন, যেমন কোনো শাসকের সম্মুখে একজন পুলিশ।

٦٦٥٧- عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَهُ وَاَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ.

৬৬৫৭. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাকে (ইয়ামনের গভর্নর হিসেবে) প্রেরণ করেন। অতপর মুয়াজ রা.-কে প্রেরণ করেন।

٦٦٥٨- عَنْ اَبِى مُوْسٰى اَنَّ رَجُلاً اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَاَتَاهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى، فَقَالَ مَا لِهٰذَا ؟ قَالَ اَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى اَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ .

৬৬৫৮. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর ইহুদী হয়ে যায়। মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. যখন তার নিকট আগমন করলেন, সেই লোকটি তখন আবু মূসা রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিল। মুয়াজ রা. জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে ? তিনি বললেন,

সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, পরে সে ইহুদী হয়ে গিয়েছে। মুয়াজ বললেন, আমি একে হত্যা না করা পর্যন্ত বসবো না। কেননা এটাই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় রায় প্রদান করতে বা ফতোয়া দিতে পারেন কি ?

٦٦٥٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبُوْ بَكْرَةَ اِلَى ابْنِهٖ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ اَنْ لاَ تَقْضِىَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

৬৬৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরা রা. সিজিস্তানে অবস্থানকালে তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই লোকের মাঝে ফায়সালা করবে না। কেননা আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কোনো বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে বিচার মীমাংসা না করে।

٦٦٦٠- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فِيْهَا قَالَ فَمَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَطُّ اَشَدَّ غَضَبًا فِى مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَاالْحَاجَةِ.

৬৬৬০. আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজর নামাযের জামায়াত থেকে বিরত থাকি। কারণ তিনি আমাদের নিয়ে নামায দীর্ঘ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নবী স.-কে ভাষণে ঐদিনের চেয়ে বেশী রাগান্বিত অবস্থায় দেখিনি। তিনি (তাঁর ভাষণে) বলেন ঃ হে লোক সকল ! তোমাদের মধ্যে কোনো লোক ঘৃণার উদ্রেককারী রয়েছে। কাজেই তোমাদের যে কেউ লোকদের নিয়ে নামায পড়বে, সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোক রয়েছে।

٦٦٦١- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا .

৬৬৬১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নিজ স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। ওমর রা. নবী স.-কে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। এতে রসূলুল্লাহ স. ভীষণ রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়। তাকে তার সাথে রাখবে যতক্ষণ না সে পাক হবে, পুনঃ সে ঋতুবতী হবে এবং পুনঃ পবিত্র হবে। তখন সে যদি তালাক দেয়ার ইচ্ছা করে, তালাক দিবে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি মনে করেন যে, বিচারকের নিজ প্রজ্ঞার ভিত্তিতে লোকদের ব্যাপারে বিচার করার অধিকার রয়েছে, যদি মানুষের কু-ধারণা ও অপবাদের ভয় তার না থাকে। যেমন নবী

স. হিন্দা বিনতে উতবাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার (স্বামীর সম্পদ থেকে) সংগতভাবে এতটুকু পরিমাণ গ্রহণ কর যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়। আর এটা হবে তখন যখন বিষয়টি খুবই প্রসিদ্ধ।

٦٦٦٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلِ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ اَنْ اُطْعِمَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا ؟ قَالَ لَهَا لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ اِنْ تُطْعِمِيْهِمْ مِنْ مَعْرُوْفٍ.

৬৬৬২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিন্দ বিনতে উতবা নবী স.-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! যমীনের বুকে এমন কোনো পরিবার ছিলো না, আপনার পরিবারের চেয়ে যার লাঞ্ছনা ও অবমাননা আমার নিকট বেশী প্রিয় ও পসন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজ আমার অবস্থা এই যে, এমন কোনো পরিবার যমীনের বুকে নেই যে পরিবার আমার নিকট আপনার পরিবারের চেয়ে বেশী উত্তম ও সম্মানিত। অতপর হিন্দ বলেন, আবু সুফিয়ান ভীষণ কৃপণ লোক। কাজেই আমি সন্তানদেরকে তার সম্পদ থেকে খাওয়াই, আমার জন্য এটা দোষের হবে কি? নবী স. বললেন, না, তোমার জন্য ন্যায়সংগতভাবে তাদেরকে খাওয়ানো কোনো দোষের হবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ সীলমোহরকৃত চিঠিতে সাক্ষ্য প্রদান এবং এর বৈধতা ও সীমাবদ্ধতা। শাসক কর্তৃক তার কর্মচারীর নিকট এবং এক বিচারক কর্তৃক অন্য বিচারককে পত্র লেখা। কেউ কেউ বলেন, 'হদ্দ' ছাড়া অন্য বিষয়ে শাসকের পত্র লেখা বৈধ। তারা আরও বলেন, যদি হত্যাকাণ্ড ভুলবশতঃ হলে সে ক্ষেত্রেও তা বৈধ। কেননা তাদের ধারণায় এটা সম্পদ বিশেষ, প্রকৃতপক্ষে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর এটা সম্পদে পরিণত হয়। সতুরাং ভুলবশতঃ হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যার একই বিধান। হদ্দ এর ব্যাপারে ওমর রা. তার কর্মচারীর নিকট পত্র লিখেছিলেন। ওমর ইবনে আবদুল আযীয র. ভেঙ্গে ফেলা একটি দাঁতের (দিয়াতের) ব্যাপারে পত্র লিখেছিলেন। ইবরাহীম র. বলেন, এক বিচারক কর্তৃক অন্য বিচারকের নিকট পত্র লেখা বৈধ, যদি তিনি পত্র ও সীলমোহর চিনতে পারেন। শাবী র. বিচারকের নিকট থেকে প্রাপ্ত সীলমোহরকৃত চিঠির নির্দেশ মোতাবেক হুকুম কার্যকর করা বৈধ মনে করতেন। ইবনে ওমর রা. থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল করীম আস-সাকাফী বলেন, আমি বসরার কাযী আবদুল মালেক ইবনে ইয়া'লা, ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া, হাসান, সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ, বিলাল ইবনে আবু বুরদা, আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আল আসলামী, আমের ইবনে আবীদা ও আব্বাদ ইবনে মানসুর-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তারা সাক্ষীদের উপস্থিতি ছাড়াই বিচারকের প্রেরিত পত্রের ওপর নির্ভর করে রায় প্রদান করতেন। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে পত্র আনয়ন করা হয়েছে, সে যদি বলে, এ পত্র মিথ্যা বা জাল, তবে তাকে বলা হবে, তুমি যাও এবং এ অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ অন্বেষণ করো। সর্বপ্রথম যারা বিচারকের পত্রের নিশ্চয়তার প্রমাণ বা সাক্ষী চেয়েছেন, তারা হলেন ঃ কুফার কাযী ইবনে আবু লায়লা ও বসরার কাযী সাওয়ার ইবনে আবদুল্লাহ। আবু নাঈম আমাদের বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহরিয আমাদের বর্ণনা করেছেন, আমি বসরার কাযী মূসা ইবনে আনাস-এর নিকট থেকে একটি পত্র আনয়ন করি এবং আমি তার প্রমাণও পেশ করি যে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে

এই এই মাল কর্জ নিয়েছিল। সে সময় উক্ত ব্যক্তি কুফায় অবস্থান করছিল। আমি পত্রখানা কুফার কাযী আল কাসেম ইবনে আবদুর রহমানের নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি পত্রখানা গ্রহণ করেন এবং কার্যকর করেন। হাসান বসরী ও আবু কিলাবা কোনো ওসিয়তের সাক্ষী হওয়া মাকরূহ মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বিষয়বস্তু অবগত হওয়া যায়। কেননা সে জানে না, হয়ত এর মধ্যে কারও প্রতি অবিচার করা হয়েছে। নবী স. খায়বারবাসীদের এ মর্মে লিখেছিলেন, হয় তোমরা তোমাদের সাথীর দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করবে অন্যথায় যুদ্ধের মুখামুখী হতে হবে। ইমাম যুহরী র. পর্দার আড়ালে অবস্থানরত নারীর অনুকূলে সাক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, যদি তুমি তাকে চিনতে পারো তবে তার পক্ষে সাক্ষ্য হও, অন্যথায় না।

٦٦٦٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قَالُوْا اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِهِ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

৬৬৬৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রোম সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র লেখার মনস্থ করলে সাহাবীগণ বলেন, তারা সীলমোহরকৃত পত্র ছাড়া (কোনো পত্র) পাঠ করে না। সুতরাং নবী স. রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন। আমি যেন এখনো তার ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করছি এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' অংকিত ছিল।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ব্যক্তি কখন বিচারকের পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য ? হাসান বসরী র. বলেন, আল্লাহ্ তাআলা বিচারকের নিকট থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তারা যেন প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন, মানুষকে ভয় না করেন এবং তাঁর আয়াতসমূহকে (ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রয় না করেন। অতপর তিনি পাঠ করেন ঃ

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ.

"হে দাউদ ! আমি তোমাকে যমীনে খলীফা নিযুক্ত করেছি। সুতরাং তুমি লোকদের মাঝে ন্যায় বিচার করো এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। অন্যথায় প্রবৃত্তি তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। অবশ্য যারা আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত হবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাবের দিনের কথা ভুলে গিয়েছিল।"–সূরা সোয়াদ ঃ ২৬

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى قَوْلِهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ .

"আমরা তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। তাতে 'হেদায়াত' ও 'নূর' ছিল তার সাহায্যে অনুগত নবীগণ এবং তাদের পরে পীর পুরুহিতগণ ইহুদীদের মাঝে ফায়সালা করতেন, যেহেতু তাদেরকে আল্লাহর

কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ------- যারা আল্লাহর বিধান মোতাবেক বিচার করে না তারাই কাফের।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৪৫। তিনি আরো পাঠ করেন ঃ

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ ○ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ ج وَكُلاً اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا.

"আর দাউদ ও সুলাইমান যখন শস্যক্ষেত সম্পর্কে মীমাংসা করছিল যখন লোকদের ছাগল-বকরী যে শস্যক্ষেত (রাতে প্রবেশ করে) নষ্ট করেছিল। আর আমরা তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমরা সুলাইমানকে (ফায়সালা করার) প্রজ্ঞা প্রদান করেছি। আমরা উভয়কে হেকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭৮-৭৯

হাসান বসরী র. বলেন, এখানে আল্লাহ্ সুলাইমান আ.-এর প্রশংসা করেছেন এবং দাউদ আ.-কে তিরস্কার করেননি। মহান আল্লাহ যদি উভয়ের অবস্থা বর্ণনা করতেন তবে আমার বিশ্বাস বিচারকগণ ধ্বংস হয়ে যেতেন। কেননা আল্লাহ্ সুলাইমান আ.-কে তার জ্ঞানের জন্য প্রশংসা করেছেন এবং দাউদ আ.-কে তার ইজতিহাদের জন্য ক্ষমা করেছেন।

মুযাহিম ইবনে যুফার বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আযীয র. আমাদের বলেন, বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যক। যদি তার মধ্যে একটি গুণ কম থাকে তবে তার মধ্যে একটি ত্রুটি আছে বলে গণ্য করতে হবে। সেই পাঁচটি গুণ হলো ঃ তাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, সৎ, দৃঢ়চিত্ত এবং আলেম বা জ্ঞান অন্বেষণকারী হতে হবে।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ বিচারক ও কর্মচারীদের বেতন। কাযী শুরাইহ্ বিচার কার্যের জন্য বেতন গ্রহণ করতেন। আয়েশা রা. বলেন, অভিভাবক (এতীমের সম্পদ থেকে) তার শ্রম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করতে পারেন। আবু বকর রা. ও ওমর রা. বেতন গ্রহণ করেছেন।

٦٦٦٤ـ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ السَّعْدِيِّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ فِيْ خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَلَمْ اُحَدَّثْ اَنَّكَ تَلِيَ مِنْ اَعْمَالِ النَّاسِ اَعْمَالاً فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلٰى فَقَالَ عُمَرُ مَا تُرِيْدُ اِلٰى ذٰلِكَ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اَفْرَاسًا وَاَعْبُدًا وَاَنَا بِخَيْرٍ وَاُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِيْ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ عُمَرُ لاَ تَفْعَلْ فَاِنِّيْ كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِيْ اَرَدْتَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ، فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً ، فَقُلْتُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَاِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنِّيْ حَتّٰى اَعْطَانِيْ مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

৬৬৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে সা'দী র. থেকে বর্ণিত। তিনি উমর রা.-এর নিকট (তার খেলাফতকালে) আগমন করেন। ওমর রা. তাকে বলেন, আমাকে কি এ মর্মে বলা হয়নি যে, তুমি সরকারী কাজের জন্য লোক নিয়োগ করো? তারপর যখন তোমাকে কাজের পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো তুমি তা গ্রহণ করতে কি অপসন্দ করতে? আমি বললাম, হাঁ। ওমর রা. বলেন, তোমরা কেন এরূপ করতে? আমি বললাম, আমার অনেকগুলো ঘোড়া ও দাস আছে। আর আমিও সচ্ছল অবস্থায় আছি। সুতরাং আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমাদের বেতন মুসলমানদের জন্য সাদকা স্বরূপ সংরক্ষিত থাকুক (অর্থাৎ আমার বেতন মুসলমানদের দান করতে চাই)। ওমর রা. বলেন, না তুমি তা করো না। আমিও এরূপ ইচ্ছা করেছিলাম যেমন তুমি করেছিলে। কেননা নবী স. আমাকে কিছু দান করছিলেন। আমি নবী স.-কে বললাম, আমার চেয়ে যিনি বেশী অভাবী তাদের দান করুন। এমনকি একদা নবী করীম স. আমাকে কিছু মাল দান করলেন। আমি তাকে বলি, আমার চেয়ে যে বেশী অভাবী তাকে দান করুন। নবী করীম স. বলেন, এটা গ্রহণ করো। আর এর সাহায্যে ধনবান হয়ে তা লোকদের মধ্যে দান করো। কেননা এ সম্পদ থেকে যাকিছুই তোমার লোভ-লালসা ও প্রার্থনা ছাড়া তোমার নিকট আসবে তা তুমি গ্রহণ করো। অন্যথায় তুমি তার অন্বেষণে তার পেছনে লেগে যেও না। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, আমি উমর রা.-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী করীম স. তাকে কিছু দান করছিলেন। তিনি তখন বলেন, যে আমার চেয়ে বেশী অভাবী তাকে দান করুন। এমনকি একদা তিনি আমাকে কিছু মাল দান করলেন। আমি তাকে বলি, যে ব্যক্তি আমার চেয়ে বেশী অভাবী তাকে এটা দান করুন। নবী করীম স. বলেন ঃ এ সমস্ত ধন-সম্পদ যা তোমার লোভ-লালসা ও প্রার্থনা ছাড়া আগমন করবে তা তুমি গ্রহণ করো। আর যা তোমাকে দেয়া হবে না, তার পেছনে নিজকে লাগিয়ে দিও না।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করেন এবং মসজিদে লিয়ান করান। ওমর রা. নবী করীম স.-এর মিম্বরের নিকটে লিয়ান করিয়েছিলেন। মারওয়ান যায়েদ বিন সাবেত রা.-এর বিরুদ্ধে নবী স.-এর মিম্বরের নিকটে কসম করার জন্য রায় দিয়েছিলেন। শুরাইহ, শাবী ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামার র. মসজিদে বিচার মীমাংসা করতেন। হাসান বসরী ও যুরারা ইবনে আওফা র. মসজিদের বাইরে খোলা চত্বরে বিচার করতেন।

٦٦٦٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

৬৬৬৫. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক দম্পতির লিয়ানের সময় উপস্থিত ছিলাম। তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করানো হয়েছিল। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর।

٦٦٦٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَخِيْ بَنِيْ سَاعِدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَاَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ.

৬৬৬৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। বনি সায়েদার সদস্য আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি নবী স.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষকে দেখতে পায় তবে কি সে তাকে হত্যা করবে? পরে সেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকটিকে মসজিদে লিয়ান করানো হলো। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে বিচার করেন, অতপর হদ্দ কার্যকর করার সময় উপস্থিত হলে তাকে মসজিদ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। অতপর হদ্দ কার্যকর করা হতো। ওমর রা. দুজন লোককে বলতেন, ওকে মসজিদ থেকে বের করে নিয়ে এসো। আলী রা. থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٦٦٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ زَنَيْتُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعًا قَالَ اَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ لاَ، قَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ .

৬৬৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (মায়েয আসলামী) রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলো। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যেনা করেছি। নবী স. তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে নিজের ব্যাপারে চারবার সাক্ষ্য প্রদান করলে নবী স. বললেন ঃ তুমি কি পাগল? সে বললো, না। নবী স. বলেন ঃ একে নিয়ে যাও এবং রজম (পাথর মেরে হত্যা) করো।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ বিবদমান পক্ষবৃন্দকে শাসকের বা বিচারকের উপদেশ দেয়া।

٦٦٦٨- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِىَ عَلٰى نَحْوِ مَا اَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

৬৬৬৮. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আমি একজন মানুষ। তোমরা মোকদ্দমা নিয়ে আমার নিকট আগমন করো। হয়ত তোমাদের কেউ প্রমাণ উপস্থাপনে প্রতিপক্ষের চেয়ে পটু। সুতরাং আমি যা শ্রবণ করি সেই মোতাবেক বিচার করি। কাজেই আমি যে ব্যক্তির (ভুলবশতঃ) বিচার করে তার ভাইয়ের হক অন্য ভাইকে প্রদান করি, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরা দিলাম।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় বা কর্তৃত্ব পাওয়ার আগে ফরিয়াদীর কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া। এক ব্যক্তি শুরাইয়াহ-এর সাক্ষ্য প্রার্থনা করলে তিনি বলেন, তুমি শাসকের নিকট যাও। আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবো। ওমর রা. আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বলেন, যদি তুমি কোনো লোককে যেনা বা চুরির অপরাধে লিপ্ত হতে দেখো এবং তুমি তখন শাসক হও তাহলে তুমি কি করবে ? আবদুর রহমান বলেন, তোমার সাক্ষ্য একজন সাধারণ মুসলিমের মতই। ওমর রা. বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। ওমর রা. আরো বলেন, যদি লোকে একথা না বলতো যে, ওমর আল্লাহর কিতাবে বৃদ্ধি করেছে, তবে আমি তাতে রজমের আয়াত নিজ হাতে লিখে দিতাম। মায়েজ আসলামী নবী করীম স.-এর নিকট চারবার যেনার অপরাধ স্বীকার করে। নবী স. তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। একথা এখানে উল্লেখ নেই যে, নবী স. এ ব্যাপারে তাকে রজম করার নির্দেশ দেন। একথা এখানে উল্লেখ নেই যে, নবী স. এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষী তলব করেছেন কিনা। হাম্মাদ বলেন, যেনাকারী যদি বিচারকের নিকট যেনার অপরাধ একবার স্বীকার করে তবে তাকে রজম করা যাবে। হাকাম বলেন, চারবার যেনার অপরাধ স্বীকার করলে তাকে রজম করা যাবে, অন্যথায় নয়।

٦٦٦٩- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلٰى قَتِيْلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ، فَقُمْتُ لاَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلٰى قَتِيْلٍ، فَلَمْ اَرَ اَحَدًا يَشْهَدُ لِىْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ

بِدَالِيْ فَذَكَرْتُ اَمْرَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سِلاَحُ هٰذَا الْقَتِيْلِ الَّذِىْ يَذْكُرُ عِنْدِيْ فَاَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَلاَّ لاَ تُعْطِهِ اُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَتَدَعُ اَسَدًا مِنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَدَّاهُ اِلَىَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ اَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَدَّاهُ اِلَىَّ وَقَالَ اَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لاَ يَقْضِىْ بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذٰلِكَ فِىْ وِلاَيَتِهِ اَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ اَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِاٰخَرَ بِحَقٍّ فِىْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَقْضِىْ عَلَيْهِ فِىْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتّٰى يَدْعُوْ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرُهُمَا اِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ اَوْ رَاٰهُ فِىْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضٰى بِهٖ وَمَا كَانَ فِىْ غَيْرِهٖ لَمْ يَقْضِ اِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ يُحْضِرُهُمَا اِقْرَارَهُ، وَقَالَ اٰخَرُوْنَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِىْ بِهٖ لِاَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَاِنَّهُ يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ اَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِىْ بِعِلْمِهٖ فِى الْاَمْوَالِ، وَلاَ يَقْضِىْ فِىْ غَيْرِهَا، وَقَالَ الْقَاسِمُ لاَ يَنْبَغِىْ لِلْحَاكِمِ اَنْ يَقْضِىَ قَضَاءً بِعِلْمِهٖ دُوْنَ عِلْمِ غَيْرِهٖ مَعَ اَنَّ عِلْمَهُ اَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهٖ وَلٰكِنَّ فِيْهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهٖ عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِيْقَاعًا لَهُمْ فِى الظُّنُوْنِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِىُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهٖ صَفِيَّةُ.

৬৬৬৯. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে সে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার নিহত ব্যক্তির প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম, কিন্তু আমার নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করার মত কাউকে পেলাম না। আমি বসে রইলাম। পরে আমি চিন্তা করলাম এবং বিষয়টা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। রসূলের নিকট যারা উপস্থিত ছিল, তাদের একজন বললো, যে নিহত ব্যক্তির আলোচনা করা হলো, তার অস্ত্রাদি তো আমার নিকট আছে। অতএব আপনি আমার পক্ষ থেকে তাকে সন্তুষ্ট করে দিন। আবু বকর রা. তখন বললেন, কখনও না, 'আপনি কুরাইশদের এক সামান্য ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করবেন আর আল্লাহর সিংহদের থেকে এক সিংহকে বঞ্চিত করবেন—যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষে লড়াই করেছেন ? আবু কাতাদা বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাতিয়ার ইত্যাদি আমাকে প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তখন তারা আমাকে হাতিয়ার ও অস্ত্রাদি দিয়ে দিলেন। অতপর আমি এর সাহায্যে একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই আমার প্রথম সম্পত্তি যা আমি মূলধন হিসাবে রক্ষা করেছি। ইমাম বুখারী র. বলেন, লাইস র. থেকে আবদুল্লাহ আমাকে বলেন, নবী স. উঠে দাঁড়িয়ে তা আমাকে সমর্পণ করেন। হিজাযবাসী আলেমগণ বলেন, বিচারক তার বিচারাধীন এলাকায় নিয়োগ লাভের আগে বা পরে কোনো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলে তিনি তার ভিত্তিতে বিচার করতে পারবেন না। বাদী বা বিবাদী কোনো একপক্ষ আদালাতের সামনে অপরপক্ষের অধিকার স্বীকার করে নিলে বিচারক তার ভিত্তিতে রায় দিবেন না, বরং তিনি

স্বীকারোক্তির অনুকূলে দুইজন সাক্ষী তলব করবেন যারা তার সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। ইরাকবাসী কতক আলেম বলেন, বিচারক তার এজলাসে যা শুনবেন বা দেখবেন তদনুযায়ী ফায়সালা করবেন, কিন্তু অন্যত্র দেখলে বা শুনলে দুইজন সাক্ষী ছাড়া রায় দিবেন না। তাদের অপর কতক আলেম বলেন, এক্ষেত্রেও তিনি সাক্ষী ছাড়া রায় দিতে পারেন। কেননা বিচারক হলেন বিশ্বস্ত লোক। আর সাক্ষ্যের দ্বারা সত্য উদঘাটনই লক্ষ্য। অতএব বিচারকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষ্যের তুলনায় অগ্রগণ্য। তাদের অপর কতক আলেম বলেন, তিনি মাল সংক্রান্ত ব্যাপারে তার চাক্ষুস দেখা বা শোনার ভিত্তিতে রায় দিতে পারবেন, অন্য কোনো ব্যাপারে পারবেন না। কাসিম র. বলেন, বিচারকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যদিও অপরের সাক্ষ্যের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য, তবুও তদনুযায়ী তার রায় দেয়া ঠিক নয়। কারণ তাতে তার মুসলমানদের নিকট সমালোচিত ও অপবাদযুক্ত হওয়ার এবং মুসলমানগণের মিথ্যা সন্দেহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে। অথচ মহানবী স. সন্দেহ ও কুধারণা অপসন্দ করেছেন। তাই তিনি (আনসারদ্বয়কে ডেকে) বলেন, এই হচ্ছে (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যা।

٦٦٧٠- عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا فَمَرَّ بِهِ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ .

৬৬৭০. আলী ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর নিকট সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা. আগমন করলেন। তিনি যখন ঘরে ফিরছিলেন, রসূলুল্লাহ স.-ও তাঁর সাথে চললেন। (পথিমধ্যে) দুজন আনসারী তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলো। তিনি তাদের উভয়কে বলেন ঃ সে সাফিয়া। তারা বললো, সুবহানাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের শিরায় রক্তের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্রপ্রধান দুজন আমীরকে এক স্থানে প্রেরণ করলে তারা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং বিবাদ করবে না।

٦٦٧١- عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَبِيْ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اِنَّهُ يُصْنَعُ بِاَرْضِنَا الْبِتْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৬৬৭১. আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, নবী স. আমার পিতাকে ও মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামন প্রেরণকালে বলেন ঃ তোমরা (জনগণের সাথে) সহজ ব্যবহার করবে এবং কঠোরতা অবলম্বন করবে না, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর সহযোগিতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করবে। আবু মূসা রা. বলেন, আমাদের দেশে এক ধরনের পানীয় প্রস্তুত করা হয়, তাকে 'বিত্‌উ' বলা হয়। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক নেশার বস্তুই হারাম।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের দাওয়াত কবুল করা। ওসমান রা. মুগীরা ইবনে শোবার এক গোলামের দাওয়াত কবুল করেন।

٦٦٧٢- عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فُكُّوا الْعَانِيَ، وَاَجِيْبُوا الدَّاعِيَ.

৬৬৭২. আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ বন্দী মুক্তির ব্যবস্থা করো এবং দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করো।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ করা।

٦٦٧٣- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِى اَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتَبِيَّةَ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ لِىْ ، فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِى فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكَ وَهٰذَا لِى فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ اُمِّهِ فَيَنْظُرُ اَيُهْدَى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يَاْتِىْ بِشَىْءٍ اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَتَى اِبْطَيْهِ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا.

৬৬৭৩. আবু হুমাইদ আস-সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। বনী আসাদ গোত্রের ইবনুল লুতাইবিয়্যা নামক এক ব্যক্তিকে নবী করীম স. যাকাত সংগ্রহের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। অতপর সে (যাকাতের মাল নিয়ে) মদীনায় ফিরে এসে বলে, এটা আপনাদের জন্য আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। নবী স. মিম্বরে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুফিয়ান বলেন, নবী স. মিম্বরের ওপরে আরোহণ করলেন ও আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতপর তিনি বলেন ঃ কি হলো সে কর্মচারীর! আমরা তাকে প্রেরণ করি। অতপর সে এসে বলে, এটা তোমাদের জন্য আর এটা আমার জন্য। কিন্তু কেন সে তার পিতা বা মাতার ঘরে বসে থাকছে না ? তারপর সে দেখুক তাকে উপঢৌকন দেয়া হয় কিনা ? সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন ! যে ব্যক্তিই অবৈধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা তার ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। যদি তা উট হয় তবে তা ঘোঁত ঘোঁত করবে অথবা যদি তা গাভী হয় তবে সে হাম্বা হাম্বা করবে অথবা যদি তা ছাগল হয় তবে তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। অতপর নবী করীম স. হস্তদ্বয় ওপরের দিকে উঠালেন, এমনকি আমরা তাঁর বগলদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। শোনো ! আমি কি (আল্লাহর বিধান ঠিক ঠিকভাবে) পৌঁছে দিয়েছি ? এরূপ তিনি তিনবার বলেন।

২৫-মুক্ত দাসদেরকে বিচারক বা কর্মচারী নিয়োগ।

٦٦٧٤- عَنْ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ سَالِمُ مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ وَاَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ فِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَبُوْ سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ.

৬৬৭৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুযাইফা রা.-এর মুক্তদাস সালেম কুফা মসজিদে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের ও নবী স.-এর সাহাবাদের ইমামতি করতেন। এ সকল সাহাবাদের মধ্যে আবু বকর রা., ওমর রা., আবু সালামা রা., যায়েদ রা. ও আমের ইবনে রাবিয়া রা.-ও ছিলেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের নেতৃবৃন্দ।

٦٦٧٥- عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ اَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ اِنِّي لاَ اَدْرِي مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا.

৬৬৭৫. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. তাকে বলেছেন যে, তাদেরকে হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য মুসলিমগণ অনুমতি প্রদান করলে নবী স. বলেন ঃ আমি জানি না তোমাদের কে অনুমতি দিয়েছে আর কে অনুমতি দেয়নি। অতএব তোমরা সকলে ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদের নিকট বিষয়টা পেশ করুক। কাজেই সমস্ত লোক ফিরে গেল। অতপর তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন। তারপর তারা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ফিরে আসলেন এবং তাঁকে অবহিত করলেন যে, জনগণ এতে সন্তুষ্টচিত্তে মত দিয়েছে ও (বন্দীদের মুক্তি দেয়ার) অনুমতি দিয়েছে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের সম্মুখে তার প্রশংসা করা এবং তার অনুপস্থিতিতে বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়।

٦٦٧٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اُنَاسٌ لاِبْنِ عُمَرَ اِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا.

৬৬৭৬. মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক লোক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে বললো, আমরা আমাদের শাসকের নিকট যাই। আমরা তাদেরকে তখন এমন কথা বলি, বের হয়ে আসার পর যার বিপরীত বলি। তিনি বলেন, এটাকে আমরা মুনাফিকী গণ্য করতাম।

٦٦٧٧- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَاْتِى هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.

৬৬৭৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ চোগলখোর হলো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। সে এদের কাছে বলে এক কথা, আর ওদের কাছে বলে আর এক কথা।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ অনুপস্থিত ব্যক্তির বিচার।

٦٦٧٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَاَحْتَاجُ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِى مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

৬৬৭৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। হিন্দ নবী স.-কে বললেন, আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ লোক। আমি তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করতে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ন্যায়সঙ্গতভাবে গ্রহণ করো।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে তার কোনো ভাইয়ের অধিকার থেকে বিচারকের রায়ে কিছু প্রদান করা হলে তা যেন সে গ্রহণ না করে। কেননা বিচারকের রায় হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করতে পারে না।

٦٦٧٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِى الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَاَقْضِىَ لَهُ بِذٰلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاْخُذْهَا اَوْ لِيَتْرُكْهَا.

৬৬৭৯. নবী পত্নী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর ঘরের দরজায় ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বেরিয়ে এসে বলেন ঃ আমি অবশ্যই একজন মানুষ। বিবাদকারীগণ আমার নিকট মোকদ্দমা নিয়ে আসে। তোমাদের কেউ হয়ত অন্যের চেয়ে বেশী বাকপটু হতে পারে। তখন আমি মনে করি, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদী। অতএব আমি তার পক্ষে রায় দেই। কিন্তু অন্য কোনো মুসলিমের হক থেকে কোনো ব্যক্তির পক্ষে যদি আমি রায় প্রদান করি তা হচ্ছে জাহান্নামের একটি টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক কিংবা বর্জন করুক।

٦٦٨٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاَقْبِضْهُ اِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ اِنَّ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَامَ اِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِىْ مِنْهُ لِمَا رَاى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৬৮০. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াককাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাসকে ওসিয়ত করেছিলেন যে, জামআর দাসী-পুত্র আমার থেকে (আমার ঔরসজাত)। অতএব তুমি তাকে তোমার অধিকারে নিয়ে আসবে। সুতরাং মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ রা. তাকে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! আমার ভাই এ ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। তখন আবদ ইবনে জামআ তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন,

সে আমার ভাই, আমার পিতার দাসী-পুত্র ! এবং আমার পিতার বিছানায় (ঘরেই) সে জন্মগ্রহণ করেছে। অতপর তারা উভয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট মোদকদ্দমা দায়ের করলো। সা'দ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ; আমার ভাই এ ব্যাপারে আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন। আবদ ইবনে জাময়া বলেন, এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসী-পুত্র এবং আমার পিতার বিছানায় (ঘরেই) সে জন্মগ্রহণ করেছে। নবী স. বলেন ঃ হে আবদ ইবনে জাময়া! সে তোমারই। তিনি আরো বলেন ঃ সন্তান বিছানার মালিকের। আর ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তর। তারপর তিনি সাওদা বিনতে জাময়া রা.-কে বলেন ঃ তুমি এর থেকে পর্দা করবে। কেননা তিনি উতবার সাথে তার সাদৃশ দেখেছিলেন। সুতরাং সে আমরণ সাওদা রা.-কে দেখতে পায়নি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কূপ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান।

٦٦٨١- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَحْلِفُ اَحَدٌ عَلى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ اِلاَّ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الاية فَجَاءَ الاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِى بِئْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ اِذَنْ يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ: اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ الآية.

৬৬৮১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ কেউ অন্যের মাল আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম করলে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তার ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। অতপর আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও তাদের কসমকে (ক্ষুদ্র স্বার্থে) বিক্রয় করে ----।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭। আশআস ইবনে কায়েস রা. এমন সময় আসলেন, যখন আবদুল্লাহ রা. লোকদের নিকট একথা বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন যে, এ আয়াতটি আমার ও অন্য একটি লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সাথে আমি একটি কূপ নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন ঃ তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ তবে তাকে কসম করতে হবে। আমি বললাম, সে তৎক্ষণাৎ মিথ্যা কসম করবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের কসমকে (ক্ষুদ্র স্বার্থে) বিক্রয় করে ---।"-আলে ইমরান ঃ ৭৭

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ অধিক সম্পদ ও অল্প সম্পদ সম্পর্কে মীমাংসা করা। ইবনে উয়াইনা ইবনে শুবরামা থেকে বর্ণনা করেছেন, অধিক সম্পদ ও অনধিক সম্পদ সম্পর্কে ফায়সালার পদ্ধতি একই।

٦٦٨٢- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاتِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضًا اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ اَقْضِى لَهُ بِذٰلِكَ وَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَاخُذْهَا اَوْ لِيَدَعْهَا.

৬৬৮২. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর ঘরের দরজার নিকট শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি তাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার নিকট

ফরিয়াদীগণ মোকদ্দমা নিয়ে আসে। হয়ত কেউ অন্যের চেয়ে বেশী বাকপটু হয়। কাজেই আমি তার পক্ষে রায় প্রদান করে থাকি এবং আমি মনে করি সে সত্যবাদী। অতএব আমি কোনো মুসলিমের হক থেকে (ভুলবশতঃ) দিয়ে থাকলে তা জাহান্নামের একটি টুকরা মাত্র। অতএব সে তা গ্রহণ করুক কিংবা বর্জন করুক।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক সরকারী বা নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় করা। নবী স. নুআইম ইবনে নাহ্‌হাম-এর একটি মুদাব্‌বার গোলাম বিক্রয় করেন।

٦٦٨٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِهِ اَعْتَقَ غُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اَرْسَلَ بِثَمَنِهِ اِلَيْهِ.

৬৬৮৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জানতে পারলেন যে, তাঁর একজন সাহাবী তার গোলামকে মুদাব্‌বার করেছেন। অথচ এ গোলামটি ছাড়া তার কোনো মাল-সম্পদ ছিলো না। রসূলুল্লাহ স. গোলামটিকে আট শত দিরহামে বিক্রয় করেন এবং বিক্রয়মূল্য তার নিকট পাঠিয়ে দেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি শাসক সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির তিরস্কারকে আমল দেন না।

٦٥٨٤- عَنْ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ فَطُعِنَ فِى اِمَارَتِهِ وَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِى اِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِىْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلاِمْرَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ، وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهُ.

৬৬৮৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে সেই বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। কিন্তু তার নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হলো। তখন রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বলেন ঃ আজ তোমরা তার নেতৃত্বের সমালোচনা করছো, অবশ্য একদিন তোমরা তার পিতার নেতৃত্বেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম! যায়েদ নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল এবং লোকদের মধ্যে সে আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। তারপরে লোকদের মধ্যে উসামা আমার নিকট বেশী প্রিয়।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ আলাদ্দুল খিসাম অর্থাৎ নিকৃষ্ট ঝগড়াটে স্বভাবের লোক। লুদ্দ অর্থ চরম ঝগড়াটে।

٦٦٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ.

৬৬৮৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহর কাছে লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত হলো ঝগড়াটে লোক।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিচারকের অন্যায় ও জুলুমমূলক অথবা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বিপরীত রায় বাতিল গণ্য হবে।

٦٦٨٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى بَنِي جَذِيْمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوْا

اَنْ يَقُوْلُوْا اَسْلَمْنَا فَقَالُوْا صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا اَسِيْرَهُ وَاَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا اَنْ يَقْتُلَ اَسِيْرَهُ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لاَ اَقْتُلُ اَسِيْرِىْ وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِىْ اَسِيْرَهُ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مَرَّتَيْنِ.

৬৬৮৬. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে জাযীমাহ্ গোত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা ভালোভাবে পরিষ্কার করে বলতে পারলো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। বরং তারা বললো, 'সাবা'না' 'সাবা'না' (আমরা পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করেছি)। সুতরাং খালিদ রা. তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করলেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে বন্দী প্রদান করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার সংগীগণের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না। এ ঘটনা আমরা রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি দুবার বলেন ঃ "হে আল্লাহ্। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ যা করেছে তা হতে আমি নিজেকে তোমার নিকট দায়মুক্ত ঘোষণা করছি।"

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের (শাসকের) কোনো গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা।

٦٦٨٧ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرٍو فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ وَاَقَامَ وَاَمَرَ اَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ فِى الصَّلاَةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتّٰى قَامَ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِى الصَّفِّ الَّذِىْ يَلِيْهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَاَى التَّصْفِيْحَ لاَ يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَاَى النَّبِىَّ ﷺ خَلْفَهُ فَاَوْمَا اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ اَنِ امْضِهْ وَاَوْمَا بِيَدِهِ هٰكَذَا وَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ هُنَيَّةً فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرٰى فَلَمَّا رَاَى النَّبِىُّ ﷺ ذٰلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اِذْ اَوْمَاْتُ اِلَيْكَ اَنْ لاَ تَكُوْنَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يَؤُمَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَالَ لِلْقَوْمِ اِذَا نَابَكُمْ اَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّحِ النِّسَاءُ.

৬৬৮৭. সাহল ইবনে সা'দ আস সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনি আমর গোত্রের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত হলো। নবী স. এ সংবাদ পেয়ে যোহরের নামায পড়লেন। অতপর তাদের মধ্যে সন্ধি করার জন্য সেখানে গেলেন। অতপর যখন আসর নামাযের সময় উপনীত হলো বেলাল আযান দিলেন এবং ইকামত দিয়ে আবু বকরকে (নামায পড়ানোর) অনুরোধ করলে তিনি সামনে অগ্রসর

হলেন। আবু বকর রা. নামাযরত এ অবস্থায় নবী স. এসে পৌঁছলেন। লোকদের ইতস্ততঃ বোধ হলো। শেষে তিনি আবু বকর-এর পেছনে প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকজন হাতে তালি দিলেন। রাবী বলেন, আবু বকর যখন নামায আরম্ভ করতেন—নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোনোদিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। আবু বকর যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, হাত তালি আর থামছে না, তখন তিনি পেছনে তাকালেন এবং নবী স.-কে দেখতে পেলেন। তিনি আবু বকরকে হাতের ইশারায় নামায শেষ করতে ও তার জায়গায় অবস্থান করতে বললেন। আবু বকর রা. এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন এবং নবী স.-এর কথার ওপরে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর পেছনে সরে এলেন। নবী স. তা দেখে সামনে অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। তিনি নামায সমাপ্ত করে আবু বকরকে বলেন, হে আবু বকর ! আমি যখন তোমাকে নামায পূর্ণ করার জন্য ইশারা করলাম, তখন তোমাকে কিসে বাঁধা প্রদান করলো ? তিনি আরয করলেন, ইবনে আবু কোহাফার জন্য নবী স.-এর উপস্থিতিতে ইমামতি করা শোভা পায় না। অতপর নবী স. বলেন, তোমাদের (নামাযের মধ্যে) কোনো কিছুর সমস্যা দেখা দিলে, তোমরা তখন তাসবীহ অর্থাৎ 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং স্ত্রী লোকেরা হাতে তালি দেবে।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সচিবদের বিশ্বস্ত ও প্রজ্ঞাবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

٦٦٨٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَعَثَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ لِمَقْتَلِ اَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِى فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ، وَاِنِّى اَخْشٰى اَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ فِى الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا فَيَذْهَبَ قُرْاٰنٌ كَثِيْرٌ، وَاِنِّى اَرٰى اَنْ تَاْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ ، قُلْتُ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِى فِىْ ذٰلِكَ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَاَيْتُ فِىْ ذٰلِكَ الَّذِىْ رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ وَاَجْمَعْهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفَنِى نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِاَثْقَلَ عَلَىَّ مِمَّا كَلَّفَنِى مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُحِثُّ مُرَاجَعَتِى حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِىْ لِلَّذِىْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَرَاَيْتُ فِىْ ذٰلِكَ الَّذِىْ رَاَيَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِىْ اٰخِرِ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اِلَى اٰخِرِهَا مَعَ خُزَيْمَةَ اَوْ اَبِىْ خُزَيْمَةَ فَاَلْحَقْتُهَا فِى سُوْرَتِهَا، وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ اَبِىْ بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ

৬৬৮৮. যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কুরআনের হাফেয শহীদ হওয়ায় আবু বকর রা. আমাকে ডেকে পাঠান। ওমর রা.-ও তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর রা. বলেন, ওমর আমার নিকট এসে বলেছেন, বহুসংখ্যক কুরআনের হাফেয ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সমস্ত জায়গার বহুসংখ্যক কুরআনের হাফেয শহীদ হয়ে কুরআনের বহুলাংশ নষ্ট হয়ে না যায়। এজন্য আমি মনে করি, আপনি কুরআন সংকলন করার নির্দেশ দিবেন। আমি ওমরকে বললাম, আমি কেমন করে এমন কাজ করি যা রসূলুল্লাহ স. করেননি! ওমর বলেন, আল্লাহর কসম! এটা তো সর্বোত্তম কাজ। ওমর এ ব্যাপারে আমাকে বারবার বলতে লাগলো। শেষে আল্লাহ এ বিষয়ে আমার বক্ষ খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আল্লাহ ওমরের বক্ষ খুলে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে ওমর যা (কল্যাণ) দেখতে পেয়েছে আমিও তাই দেখতে পেলাম। যায়েদ রা. বর্ণনা করেন, আবু বকর রা. আমাকে বলেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক, তোমার সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। কেননা তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য ওহী লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআন অনুসন্ধান করো এবং তা একত্র করো। যায়েদ রা. বলেন, আল্লাহর কসম! যদি আবু বকর রা. আমাকে একটি পাহাড়কে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতেন তবে তা কুরআন সংগ্রহ ও একত্র করার চেয়ে আমার নিকট বেশী ভারী হতো না। আমি বললাম, আপনারা এমন কাজ কিভাবে করবেন, যা রসূলুল্লাহ স. করেননি ? আবু বকর রা. বলেন, আল্লাহর কসম ! এতো এক বিরাট কল্যাণকর কাজ ! যায়েদ রা. বলেন, আবু বকর রা. বারবার আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। শেষে আল্লাহ এ বিষয়ে আমার বক্ষ খুলে দিলেন, যে বিষয়ে আল্লাহ আবু বকর ও ওমরের বক্ষ খুলে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যে কল্যাণ দেখতে পেলেন, আমিও তা দেখতে পেলাম। তারপর আমি কুরআন অনুসন্ধান করতে লাগলাম এবং খেজুরের ডাল, পাতলা চামড়া, শ্বেত পাথর ও মানুষের বক্ষ থেকে একত্র করতে লাগলাম। অতপর সূরা তাওবার শেষ আয়াত– "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছেন ---।"–(শেষ পর্যন্ত)। খুযায়মা কিংবা আবু খুযায়মার নিকট প্রাপ্ত হলাম এবং তা সূরা তাওবার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিলাম। কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি আবু বকর রা.-এর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল। অতপর ওমর রা.-এর নিকট তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছিল। তারপর তা হাফসা বিনতে ওমর রা.-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ গভর্নরদের নিকট শাসকের চিঠি এবং কর্মচারীর নিকট বিচারকের চিঠি।

٦٦٨٩ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِى حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ اَصَابَهُمْ فَاُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِىْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتَى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوْهُ، قَالُوْا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللّٰهِ، ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ فَاَقْبَلَ هُوَ وَاَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِى كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَدُوْا صَاحِبَكُمْ، وَاِمَّا اَنْ يُؤْذِنُوْا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمْ بِهِ ، فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ

صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ، قَالَ اَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ، قَالُوْا لَيْسَ بِمُسْلِمِيْنَ، فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتِ الدَّارَ، قَالَ سَهْلُ فَرَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ.

৬৬৮৯. সাহ্‌ল ইবনে আবু হাছমা রা. থেকে বর্ণিত। সাহ্‌ল রা. ও তার গোত্রের কতক সম্মানিত লোক বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল ও মুহাইয়্যাছাহ দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে খায়বরে চলে যায়। অতপর মুহাইয়্যাছা অবগত হন যে, আবদুল্লাহকে হত্যা করে একটি গর্তে কিংবা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তিনি ইহুদীদের নিকট গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। তারপর সে তার গোত্রের নিকট গিয়ে ঘটনাটি তাদের কাছে বললো। তারপর সে ও তার বড় ভাই হুয়াইয়্যাছা এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহ্‌ল [রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট] আসলেন। আবদুর রহমান ইবনে সাহ্‌ল তখন খায়বরে বাস করতেন। মুহাইয়্যাছা কথা বলার জন্য অগ্রসর হলে রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, বড়দের বড়দের (অর্থাৎ বড়দের প্রথমে কথা বলতে দাও)। তখন হুয়াইয়্যাছা প্রথমে কথা বলেন এবং পরে মুহাইয়্যাছা কথা বললেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ ইহুদীরা হয় তোমাদের মৃত সঙ্গীর রক্তপণ আদায় করবে নতুবা তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। রসূলুল্লাহ স. তাদের নিকট একথাই লিখে পাঠালেন। তারা লিখে জানালো যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। তখন রসূলুল্লাহ স. হুয়াইয়্যাছা, মুহাইয়্যাছা ও আবদুর রহমান ইবনে সাহ্‌লকে বলেন ঃ তোমরা কি কসম করে তোমাদের সাথীর রক্তপনের দাবিদার হবে? তারা বললেন, না। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ ইহুদীরা কি তোমাদের সম্মুখে কসম করবে? তারা বলেন ঃ কিন্তু তারা তো মুসলিম নয়। অতপর রসূলুল্লাহ স. নিজের পক্ষ থেকে একশত উষ্ট্রী রক্তপণ হিসেবে তাকে প্রদান করলেন। সাহ্‌ল বর্ণনা করেন, উষ্ট্রীগুলো ঘরে নেয়া হলে, একটি উষ্ট্রী আমাকে লাথি মেরেছিল।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ শাসক কর্তৃক কেবলমাত্র একজন লোককে কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রেরণ করা বৈধ কিনা।

٦٦٩٠- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اَنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ، فَقَالُوْا لِى اِنَّ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَافْتَدَيْتُ ابْنِى مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا اِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

৬৬৯০. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন। তার বিপক্ষের লোকটিও দাঁড়িয়ে বললো, সে সত্য কথাই বলেছে। কাজেই আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন। বেদুঈন বললো, আমার

পুত্র এ লোকের শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রী সাথে যেনা করে। লোকেরা আমাকে বলেছে, তোমার পুত্রকে রজম করা হবে (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে)। আমি আমার পুত্রকে এক শত ছাগল ও এক দাসীর বিনিময়ে তার নিকট হতে মুক্ত করে এনেছি। অতপর আমি জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোকদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা সকলেই বলেন, তোমার পুত্রের একশত বেত্রাঘাতসহ এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করবো। দাসী ও ছাগল তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। তোমার পুত্রের একশত বেত্রদণ্ড সহ এক বছরের নির্বাসন দণ্ড হবে। রসূলুল্লাহ স. এক ব্যক্তিকে বললেন, হে উনাইস ! তুমি ভোরে এ লোকটির স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে রজম করবে। সুতরাং সে পরদিন প্রাতে গিয়ে তাকে রজম করে।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের দোভাষী। একজন দোভাষী রাখা বৈধ কিনা ? যায়েদ ইবনে সাবেত বর্ণনা করেন, নবী স. তাকে ইহুদীদের লেখা (ভাষা) শিক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, আমি নবী স.-এর পক্ষ থেকে তাদের নিকট পত্রাদি লিখতাম এবং ইহুদীরা পত্র লিখলে আমি তা রসূলুল্লাহ স.-কে পাঠ করে শুনাতাম। ওমর রা. আলী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও ওসমান ইবনে আফফান-এর উপস্থিতিতে বলেন, এ স্ত্রী লোকটি কি বলছে ? আবদুর রহমান ইবনে হাতেব বলেন, আমি বললাম, স্ত্রীলোকটি আপনাকে তার সাথী সম্পর্কে বলছে, যে সে তার সাথে যেনা করেছে। আবু হামযা রা. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা. ও জনগণের মাঝে দোভাষীর কাজ করতাম। কেউ কেউ বলেন, বিচারক বা শাসকের জন্য দু'জন দোভাষী আবশ্যক।

٦٦٩١ـ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِى رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ اِنِّى سَائِلٌ هٰذَا، فَاِنْ كَذَبَنِىْ فَكَذِّبُوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ اِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَىَّ هَاتَيْنِ.

৬৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে বলেছেন, হিরাক্লিয়াস তাকে কুরাইশ কাফেলার লোকজনসহ ডেকে পাঠান। তিনি তার দোভাষীকে বলেন, তুমি তাদেরকে বলো, আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই। যদি সে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে চায় তবে তাদেরও তার বিরোধিতা করা কর্তব্য। রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। অতপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলেন, তুমি তাকে বলে দাও, তুমি যা বলেছ, তা যদি সত্য হয় সে (মুহাম্মদ) আমার এ পদদ্বয়ের নীচের যমীনেরও মালিক হবে।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ শাসকের নিকট গভর্নরদের জবাবদিহিতা।

٦٦٩٢ـ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا الَّذِى لَكُمْ، وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِىْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِى بَيْتِ اَبِيْكَ وَبَيْتِ اُمِّكَ حَتّٰى تَاْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ، فَاِنِّى اَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى اُمُوْرٍ مِمَّا وَلاَّنِى اللّٰهُ فَيَاتِى اَحَدُهُمْ

فَيَقُوْلُ هٰذَا الَّذِى لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِى، فَهَلاَّ جَلَسَ فِى بَيْتِ اَبِيْهِ وَبَيْتِ اُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللّٰهِ لاَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ جَاءَ اللّٰهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلاَ فَلاَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللّٰهَ رَجُلٌ بِبَعِيْرٍ لَهُ رُغَاءٌ، اَوْ بِقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، اَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ.

৬৬৯২. আবু হুমাইদ আস সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. সুলাইম গোত্রের (যাকাত সংগ্রহের জন্য) ইবনে লুতাইবিয়াকে কর্মচারী নিয়োগ করেন। পরে সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আগমন করে তাকে হিসেব দিল। সে বললো, এটা হচ্ছে আপনাদের (যাকাত) আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। নবী স. বলেন ঃ তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে কেন বসে রইলে না ? তোমার নিকট কোনো উপঢৌকন আসে কিনা—যদি তুমি সত্যবাদী হও ? অতপর রসূলুল্লাহ স. জনগণের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ান। আল্লাহর প্রশংসা করার পর তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্য থেকে লোকদেরকে সেসব কাজের জন্য নিয়োগ করি—যা আল্লাহ আমাকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তোমাদের কেউ আমার কাছে এসে বলে, 'এটা আপনাদের (যাকাতের মাল) আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার ঘরে কেন বসে রইলো না, তার নিকট উপঢৌকন আসে কিনা, যদি সে সত্যবাদী হয় ? আল্লাহর কসম ! তোমাদের যে কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু অবৈধভাবে গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর নিকট তা ঘাড়ে বহন করে আনবে। সাবধান ! আমি অবশ্যই তা চিনতে পারবো, মানুষ যা নিয়ে আল্লাহর নিকট হাযির হবে। যদি তার সাথে উট হয় তবে তা ঘোঁত ঘোঁত করবে, গাভী হলে হাম্বা হাম্বা, আর ছাগল হলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। অতপর তিনি তাঁর হাত এতো উপরে তুলে বলেন যে, আমরা তাঁর বগলদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য পর্যন্ত দেখতে পেলাম, শোন ! আমি কি পৌছে দিয়েছি ?

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ শাসক ও বিচারকের সভাসদ ও পরামর্শ দাতা। 'বিতানাহ' শব্দের অর্থ ইমাম বুখারী 'আদ-দুখালা' করেছেন। অর্থাৎ এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যিনি শাসনকর্তা অথবা বিচারক প্রমুখের সাথে একান্তে মিলিত হতে পারেন, প্রজাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পরামর্শ ও মতামত বিনিময় করেন এবং সরকার সে মোতাবেক কাজও করেন। 'আল বিতানাহ' অর্থ যিনি অতি গোপনীয় বিষয় অবগত আছেন।

٦٦٩٣ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ.

৬৬৯৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ যাকেই নবী ও খলীফা করে পাঠিয়েছেন, তার জন্য দুজন পরামর্শ দাতা নির্ধারিত করে রেখেছেন। একজন তাকে ন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং সে জন্য তাকে উৎসাহিত করে। অপরজন তাকে অন্যায় কাজের পরামর্শ দেয় এবং এজন্য তাঁকে প্ররোচিত করে। অতএব নিষ্পাপ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে (এমন খারাপ পরামর্শদাতা থেকে) আল্লাহ হেফাযত করেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণ কিভাবে শাসকের নিকট আনুগত্যের শপথ করবে ?

٦٦٩٤- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَاَنْ لاَ نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ، وَاَنْ نَقُوْمَ اَوْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

৬৬৯৪. উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট বাইয়াত হলাম যে, আমরা (উপদেশ) শ্রবণ করবো। সুখে-দুঃখে আনুগত্য করবো। যোগ্য শাসকের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবো না, সৎ পথে অবিচল থাকবো বা সর্বদা সত্য কথা বলবো এবং আল্লাহর পথে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে মোটেই পরোয়া করবো না।

٦٦٩٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَاَجَابُوْا: نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا.

৬৬৯৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. শীত ঋতুতে ভোরবেলা বাইরে বের হলেন। তখন মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছিলেন। নবী স. বলেন ঃ হে আল্লাহ! প্রকৃত কল্যাণ তো আখেরাতের কল্যাণ। অতএব তুমি অনুগ্রহ করে আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করো। জবাবে সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো সেই লোক যারা নবী স.-এর নিকট আজীবন জিহাদ করার জন্য শপথ করেছি।

٦٦٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتَ .

৬৬৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত করতাম তখন তিনি আমাদের বলতেন, 'তোমার সাধ্যমত।'

٦٦٩٧- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ شَهِدتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ اِنِّي اُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَنَّ بَنِيَّ قَدْ اَقَرُّوْا بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

৬৬৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন লোকেরা আবদুল মালেকের খেলাফতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি বলেন, ইবনে ওমর রা. পত্র লিখলেন যে, আল্লাহর বান্দাহ আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেকের কথা শ্রবণ ও আনুগত্য করা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত মোতাবেক তা যথাসাধ্য আমি স্বীকার করছি। আর আমার পুত্রগণও এরূপ স্বীকার করছে।

٦٦٩٨- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

৬৬৯৮. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট শ্রবণ, আনুগত্য ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। নবী স. আমাকে বলেন, 'তোমার যথাসাধ্য'।

٦٥٩٩ـ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّيْ اُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَاِنَّ بَنِيَّ قَدْ اَقَرُّوْا بِذٰلِكَ.

৬৬৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জনগণ আবদুল মালেকের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলো, তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল্লাহর বান্দাহ আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেকের নিকট পত্র লিখলেন, 'আমি আল্লাহর বান্দাহ আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেকের আদেশ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস মোতাবেক যথাশক্তি শ্রবণ ও আনুগত্য করার স্বীকারোক্তি করছি। আমার পুত্রগণও তার স্বীকারোক্তি করছে।

٦٧٠٠ـ عَنْ يَزِيْدَ بْنُ اَبِى عُبَيْدٍ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ

৬৭০০. ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা হোদাইবিয়ার দিনে কোন্ বিষয়ে নবী স.-এর হাতে বাইয়াত করেছিলেন ? তিনি বলেন, 'মৃত্যুর জন্য'।

٦٧٠١ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوْا فَتَشَاوَرُوْا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لَسْتُ بِالَّذِى اُنَافِسُكُمْ عَلَى هٰذَا الْاَمْرِ وَلٰكِنَّكُمْ اِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوْا ذٰلِكَ اِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى مَا اَرَى اَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ اُولٰئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُشَاوِرُوْنَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ اَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ. قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَقَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتّٰى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ اَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللّٰهِ مَا اكْتَحَلْتُ هٰذِهِ الثَّلاَثَ بِكَثِيْرِ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ اُدْعُ لِىْ عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَخْشٰى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ اُدْعُ لِىْ عُثْمَانَ

فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّاسُ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ اِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ، وَاَرْسَلَ اِلَى اُمَرَاءِ الْاَجْنَادِ وَكَانُوْا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ اِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي اَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ اَرَهُمْ يَعْدِلُوْنَ بِعُثْمَانَ فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيْلاً، فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْخَلِيْفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ وَالْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَاُمَرَاءُ الْاَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُوْنَ.

৬৭০১. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. থেকে বর্ণিত। ওমর রা. খলীফা নির্বাচন করার ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির বোর্ড গঠন করেছিলেন, তারা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন। আবদুর রহমান তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে খেলাফতের প্রত্যাশী নয়। কিন্তু তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করতে পারি। তারা আবদুর রহমানকে এ বিষয়ের দায়িত্ব দিলেন। তারা আবদুর রহমানকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিলে লোকেরা তার দিকে ঝুঁকে পড়লো। এমনকি আমি কোনো লোককে তাঁদের দিকে ঝুঁকতে বা তাঁদের পশ্চাদানুসরণ করতে দেখিনি। বরং লোকেরা আবদুর রহমানের দিকেই ঝুঁকে পড়লো এবং প্রতি রাতে তাঁর সাথে পরামর্শ করতে লাগলো। তারপর সেই রাত আগমন করলো, যার সকাল বেলা আমরা ওসমান রা.-এর হাতে বাইয়াত হলাম। মিসওয়ার রা. বলেন, রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবদুর রহমান আমার কাছে আসলেন এবং দরজা খট্ খট্ করলেন। আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখছি। আল্লাহর কসম ! আমি এ তিন রাতে বেশী ঘুমাতে পরিনি। যাও, যুবায়ের ও সা'দকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি তাঁর কাছে তাঁদেরকে ডেকে আনি এবং তিনি তাঁদের সাথে পরামর্শ করেন। তারপর তিনি আমাকে ডেকে বলেন, আলী রা.-কে ডেকে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁর সাথে অর্ধ রাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। তারপর আলী রা. তাঁর নিকট থেকে উঠে চলে যান। তিনি খেলাফতের প্রত্যাশী ছিলেন। সুতরাং আবদুর রহমান আলী রা. সম্পর্কে কিছুটা ভীত ছিলেন। তারপর তিনি ওসমান রা.-কে ডেকে আনতে বললেন। তিনি তার সাথে ফজরের আযান পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। যখন তিনি ফজরের নামায পড়ালেন এবং ঐ দলটি মিম্বরের নিকট সমবেত হলেন, তখন তিনি (মদীনায়) উপস্থিত মুহাজির, আনসার এবং সেনাবাহিনর অধিনায়কদের ডেকে পাঠান। যারা গত হজ্জে ওমর রা.-এর সাথে ছিলেন। তারা সকলে সমবেত হলে আবদুর হরমান রা. সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন এবং বলেন, হে আলী ! আমি এ ব্যাপারে লোকদের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেছি। তারা কাউকে ওসমান রা.-এর সমকক্ষ মনে করে না। কাজেই আপনি মনে কিছু করবেন না। আলী রা. বলেন, হে ওসমান ! আমি আপনার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং পূর্ববর্তী দুই খলীফার সুন্নাতের ওপর বাইয়াত হচ্ছি। অতপর আবদুর রহমান রা. তাঁর হাতে বাইয়াত হন। অতপর উপস্থিত লোকজন, মুহাজির, আনসার, সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণ এবং গণ্যমান্য মুসলিমগণ তার হাতে বাইয়াত হন।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দুইবার বাইয়াত হয়েছে।

٦٧٠٢- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَقْوَعْ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِىَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِى يَا سَلَمَةُ اَلاَ تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ بَايَعْتُ فِى الْاَوَّلِ قَالَ وَفِى الثَّانِىْ.

৬৭০২. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বৃক্ষের নীচে রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে বাইয়াত হলাম। নবী স. আমাকে বলেন ঃ হে সালামা ! তুমি কি বাইয়াত নিবে না ? আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তো প্রথমবারেই বাইয়াত হয়েছি। তিনি বলেন ঃ দ্বিতীয়বারও করো।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ 'বেদুঈনদের' বাইয়াত গ্রহণ।

٦٧٠٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَاَصَابَهُ وَعْكٌ، فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى، ثُمَّ جَاءَهُ فَاَبٰى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى فَخَرَجَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تُنْفِى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبَهَا.

৬৭০৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ইসলামের ওপর বাইয়াত হলো। অতপর সে ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলো। সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, 'আমার বাইয়াত বাতিল করুন। নবী স. তা প্রত্যাখ্যান করলেন। পুনঃ সে নবী স.-এর নিকট আসলে নবী স. তা অস্বীকার করলেন। আবার সে এসে বললো, আমার বাইয়াত বাতিল করুন। এবারেও নবী স. তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর বেদুঈন (মদীনা থেকে) চলে গেলো। তখন নবী স. বলেন ঃ 'মদীনা হলো হাঁপরের ন্যায়'। তা অপবিত্র বস্তুকে বের করে দেয় এবং এর উত্তম বস্তুকে রেখে দেয়।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বাইয়াত গ্রহণ।

٦٧٠٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ اُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتَ حُمَيْدٍ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيْعِ اَهْلِهِ.

৬৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর যমানা পেয়েছিলেন। তার মাতা যয়নাব বিনতে হুমাইদ তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! 'এর বাইয়াত' গ্রহণ করুন। নবী স. বলেন ঃ সে তো এখনো ছোট। অতপর তিনি তার মাথার ওপর হাত ফেরালেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তার সকল পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করতেন।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি বাইয়াত হওয়ার পর তা রদ করলো।

٦٧٠٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِىَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَتَى الْاَعْرَابِىُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طِيْبَهَا

৬৭০৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করলো। মদীনায় তার ভীষণ জ্বর হলো। সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। নবী স. তা অস্বীকার করলেন। পুনঃ সে নবী স.-এর নিকট আসলে নবী স. অস্বীকার করলেন। আবার সে এসে বললো, বাইয়াত বাতিল করে দিন। নবী স. এবারও তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর সে (মদীনা থেকে) চলে গেলো। তখন নবী স. বলেন ঃ মদীনা হাঁপরের ন্যায়। তা এর অপবিত্র বস্তুকে বহিষ্কার করে দেয় এবং এর উত্তম বস্তুকে উজ্জ্বল করে রেখে দেয়।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব স্বার্থে কারো কাছে বাইয়াত হলো।

٦٧٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مَايُرِيْدُ وَفٰى لَهُ وَاِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَاَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا.

৬৭০৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, গুনাহ থেকে তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যে ব্যক্তির নিকট রাস্তার পাশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে, কিন্তু পথিকদের তা পান করতে দেয় না ; যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব স্বার্থে শাসকের নিকট বাইয়াত হয়, যদি শাসক তার চাহিদা মোতাবেক প্রদান করেন তবে তার বাইয়াত পূর্ণ করে, নচেৎ সে পূর্ণ করে না এবং যে ব্যক্তি আসর নামাযের পর তার পণ্য বিক্রয়কালে (মিথ্যা কসম করে) বলে, আল্লাহর কসম! এতো মূল্য তো অন্যান্য খরিদ্দার আমাকে দিতে চেয়েছিলো। অতপর ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে। অথচ অন্যান্য খরিদ্দার তাকে ঐ মূল্য দিতে চায়নি।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের বাইয়াত গ্রহণ। ইবনে আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٧٠٧- عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُوْلُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى مَجْلِسٍ تُبَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذٰلِكَ.

৬৭০৭. উবাদা ইবনুস সামেত রা. বলেন, আমরা এক বৈঠকে থাকাকালে রসূলুল্লাহ্‌ স. আমাদের বলেন ঃ তোমরা আমার নিকট বাইয়াত হও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি যেনার অপবাদ আরোপ করবে না ও ন্যায় কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তাদের পুরষ্কার আল্লাহ্‌র কাছে। আর যে ব্যক্তি এর মধ্যকার কোনো অন্যায় কাজ করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি ভোগ করে থাকে তাহলে সেটা তার জন্য তার কাফ্‌ফারা হবে। আর যে ব্যক্তি এর মধ্য হতে কোনো অন্যায় কাজ করে এবং আল্লাহ্‌ তা গোপন রাখেন, তার ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করবেন। সুতরাং আমরা একথার ওপর তাঁর নিকট বাইয়াত হলাম।

٦٧٠٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ : لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ امْرَاَةٍ اِلَّا امْرَاَةً يَمْلِكُهَا.

৬৭০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ স. "তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না" শীর্ষক আয়াতের ভিত্তিতে মহিলাদের বাইয়াত করতেন। আয়েশা রা. আরো বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ স. নিজ স্ত্রীদের ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেননি।

٦٧٠٩- عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَاَ عَلَيَّ اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَاَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلَانَةُ اَسْعَدَتْنِيْ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَجْزِيَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَمَا وَفَتْ امْرَاَةٌ اِلَّا اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ اَبِيْ سَبْرَةَ امْرَاَةُ مُعَاذٍ اَوِ ابْنَةُ اَبِيْ سَبْرَةَ وَامْرَاَةُ مُعَاذٍ.

৬৭০৯. উম্মে আতিয়্যা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্‌ স.-এর নিকট বাইয়াত নিলাম এবং তিনি আমাদের সামনে "তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না" শীর্ষক আয়াত পাঠ করলেন। তিনি আমাদেরকে বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন। আমাদের মধ্যকার এক মহিলা নিজের হাত চেপে ধরে বললো, অমুক স্ত্রীলোক (বিলাপ করো কেঁদে) আমাকে সহায়তা করায় আমি তার ক্ষতিপূরণ করতে চাই। এতে নবী স. কিছুই বললেন না। সুতরাং উক্ত মেয়েলোকটি চলে গেলো বা ফিরে গেলো। উম্মে সুলাইম, উম্মে আলা, আবু সাবরার কন্যা, মুয়াজ রা.-এর স্ত্রী ছাড়া কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বাইয়াত ভঙ্গ করে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ : الاية

"নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বাইয়াত হলো তারা যেন আল্লাহ্‌র নিকট বাইয়াত হলো।"
–সূরা আল ফাত্‌হ ঃ ১০

٦٧١٠ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَايِعْنِىْ عَلَى الْاِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُوْمًا فَقَالَ اَقِلْنِىْ فَاَبَى فَلَمَّا وَلَّى قَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طِيْبَهَا.

৬৭১০. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী স.-এর নিকট এসে বললো, আমাকে ইসলামের ওপর বাইয়াত করুন। রসূলুল্লাহ স. তাকে বাইয়াত করেন। পরদিন সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এসে রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, আমার বাইয়াত বাতিল করে দিন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। বেদুঈন যখন (মদীনা থেকে) চলে গেলো, রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ মদীনা হাঁপরের ন্যায়। সে তার অপবিত্র বস্তুকে বের করে দেয় এবং উত্তম ও পবিত্র বস্তুকে রেখে দেয়।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ খলীফা (রাষ্ট্র প্রধান) নিযুক্ত করার বর্ণনা।

٦٧١١ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَاَنَا حَىٌّ فَاسْتَغْفِرُ لَكِ وَاَدْعُوْ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةَ وَاثُكْلِيَاهُ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِى وَلَوْ كَانَ ذَالِكَ لَظَلَلْتَ اٰخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ اَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَلْ اَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَوْ اَرَدْتُّ اَنْ اُرْسِلَ اِلَى اَبِى بَكْرٍ وَابْنِهِ فَاَعْهَدَ اَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ اَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ثُمَّ قُلْتُ يَاْبَى اللّٰهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ يَدْفَعُ اللّٰهُ وَيَاْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ.

৬৭১১. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রা. (ভীষণ মাথা ব্যথার কারণে) বলেন, 'হায় আমার মাথা!' রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ 'এতে যদি তোমার মৃত্যু ঘটে—আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করবো।' আয়েশা (রা) বললেন, 'আমার মা আমার জন্য বিলাপ করুক'; আল্লাহর কসম ! আমার মনে হয়, আপনি আমার জন্য মৃত্যু কামনা করছেন। যদি তাই হয় তবে আপনি দিন শেষে আপনার কোনো স্ত্রীর সাথে আমোদ উপভোগে লিপ্ত হতে পারবেন। নবী স. বলেন ঃ না, বরং আমি বলবো ঃ 'হায় আমার মাথা! আমি আবু বকর ও তার পুত্রকে ডেকে পাঠিয়ে খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলাম, যাতে আবু বকরের পরিবর্তে খলীফা নিযুক্তির কথা কেউ বলতে না পারে কিংবা কেউ তার আশা পোষণ না করতে পারে। অতপর আমি (মনে মনে) বললাম ঃ (আবু বকর-এর পরিবর্তে অপর কারো খলীফা নিযুক্ত হওয়া) আল্লাহ অস্বীকার করবেন এবং মুমিনগণও প্রত্যাখ্যান করবেন কিংবা আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করবেন এবং মুমিনগণ তা অস্বীকার করবেন।

٦٧١٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قِيْلَ لِعُمَرَ اَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ اِنْ اَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى اَبُوْ بَكْرٍ وَاِنْ اَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ وَدِدْتُ اَنِّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِىْ وَلَا عَلَىَّ لَا اَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا.

৬৭১২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি খলীফা নিয়োগ করবেন না? তিনি বলেন, যদি আমি খলীফা নিয়োগ করি, তাহলে অবশ্য আমার চেয়ে যিনি উত্তম, তিনিও খলীফা নিয়োগ করেছেন অর্থাৎ আবু বকর। আর যদি আমি (বিষয়টা অমীমাংসিত) ছেড়ে যাই—তবে অবশ্য আমার চেয়ে যিনি উত্তম তিনিও (বিষয়টি অমীমাংসিত) রেখেছেন অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.। এ বক্তব্যে লোকেরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলো। অতপর উমর রা. বলেন, কোনো কোনো লোক (খেলাফতের) প্রত্যাশী এবং কোনো কোনো লোক (খেলাফতের বিরাট দায়িত্বের ভয়ে) ভীত ও সন্ত্রস্ত! আমি (এ দায়িত্ব থেকে) পরিপূর্ণ মুক্তি পেতে চাই এভাবে যে, আমি এর দ্বারা কোনো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ পাবো না। আমি মরণে খেলাফতের দায়িত্ব বহন করতে চাই না যেমন জীবদ্দশায় বহন করেছি।

٦٧١٣- عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذٰلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَشَهَّدَ وَاَبُوْ بَكْرٍ صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَعِيْشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَدْبُرَنَا يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرَهُمْ فَاِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ نُوْرًا تَهْتَدُوْنَ بِهِ بِمَا هَدَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ وَاِنَّهُ اَوْلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِاُمُوْرِكُمْ، فَقُوْمُوْا فَبَايِعُوْهُ ، وَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ لِاَبِيْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتّٰى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً.

৬৭১৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ওমর রা.-এর দ্বিতীয় ভাষণ শুনেছেন। সেদিন ছিল নবী স.-এর ইন্তেকালের দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা। তিনি মিম্বরে উপবেশন করলেন, অতপর তাশাহহুদ পড়লেন। আবু বকর রা. নীরব ছিলেন, কোনো কথা বলছিলেন না। ওমর রা. বলেন, আমার আশা ছিল রসূলুল্লাহ স. আমাদের পরেও বেঁচে থাকবেন। এর উদ্দেশ্য তিনি আমাদের সর্বশেষে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু তিনি যদিও ইন্তেকাল করেছেন তথাপি আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে 'নূর' রেখেছেন, যদ্বারা তোমরা হেদায়াত লাভ করতে পারবে, যে নূর-এর সাহায্যে আল্লাহ মুহাম্মদ স.-কে পরিচালিত করেছেন। নিশ্চয় আবু বকর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর সাথী এবং (ছাওর গিরি গুহায়) দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়জন ছিলেন। তিনি তোমাদের (রাষ্ট্রীয়) কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনায় মুসলমানদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হও। ইতিপূর্বে বনী সায়েদার আঙ্গিনায় কতক ব্যক্তি তার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। যুহরী র. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি সেদিন ওমর রা.-কে আবু বকর রা.-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি ঃ 'আপনি মিম্বরে আরোহণ করুন' তিনি বারবার একথা (আবু বকরকে) বলছিলেন। অবশেষে তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতপর জনগণ তাঁর নিকট বাইয়াত হলো।

٦٧١٤- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَاَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَاَمَرَهَا اَنْ

تَرْجِعَ اَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جِئْتُ وَلَمْ اَجِدْكَ، كَاَنَّهَا تُرِيْدُ الْمَوْتَ ، قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِي فَأْتِي اَبَا بَكْرٍ.

৬৭১৪. যুবায়ের ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী স.-এর নিকট এসে কোনো ব্যাপারে কথা বললো। তিনি তাকে তাঁর নিকট পুনরায় আসতে বলেন। সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি বলেন, আমি যদি ফিরে এসে আপনাকে না পাই। (বর্ণনাকারী বলেন,) তার উদ্দেশ্য ছিল নবী স.-এর ইন্তেকাল করা। নবী স. বললেন ঃ যদি তুমি এসে আমাকে না পাও, তবে আবু বকরের নিকট যাবে।

٦٧١٥- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِى بَكْرٍ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ تَتَّبِعُوْنَ اَذْنَابَ الْاِبِلِ حَتّٰى يُرِيَ اللّٰهُ خَلِيْفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِيْنَ اَمْرًا يَعْذِرُوْنَكُمْ بِهِ.

৬৭১৫. তারিক ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. 'বুজাখা' গোত্রের প্রতিনিধিদের বলেন, তোমরা উটের লেজ ধরে থাকো, (তোমাদের উটের তত্ত্বাবধানে থাকো) যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবীর খলীফা ও মুহাজিরদেরকে এমন একটি উপায় বা পন্থা দেখিয়ে দিবেন, যাতে তারা তোমাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করতে পারে।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ

٦٧١٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ اِثْنَا عَشَرَ اَمِيْرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ اَسْمَعْهَا فَقَالَ اَبِيْ اِنَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

৬৭১৬. জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ বারজন আমীর হবেন (যারা সমগ্র মুসলিম বিশ্ব শাসন করবেন)। অতপর নবী স. আরো একটি কথা বলেছেন, যা আমি শুনতে পাইনি। আমার পিতা বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ তাদের সকলে হবে কুরাইশ বংশোদ্ভূত।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ বিবদমানদেরকে ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা সাপেক্ষে ঘর থেকে বের করে দেয়া। ওমর রা. আবু বকর রা.-এর ভগ্নীকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার কারণে বের করে দিয়েছেন।

٦٧١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ اُخَالِفَ اِلَى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ-

৬৭১৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন। আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করি, অপর ব্যক্তিকে নামাযের আযান দেয়ার আদেশ দেই ও অপর লোককে নামাযের ইমামতী করার নির্দেশ

দেই। আর আমি স্বয়ং এমন লোকদের নিকট গিয়ে তাদের বাড়ি ঘরসহ তাদের জ্বালিয়ে দেই, যারা নামাযে উপস্থিত হয়নি। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ! যদি তোমাদের কেউ এটা অবগত হতো যে, সে মাংসল মোটা হাড় কিংবা বকরীর দুই টুকরো খুরার গোশত লাভ করবে তাহলে সে অবশ্যই এশার নামাযে উপস্থিত হতো।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ রাষ্ট্র প্রধান দুষ্কৃতিকারী ও পাপাচারীকে তার সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে নিষেধ করতে পারেন ?

٦٧١٨- عَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَذَكَرَ حَدِيْثَهُ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلاَمِنَا فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا.

৬৭১৮. কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান না করে পেছনে রয়ে গেলেন অতপর তিনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ স. সমস্ত মুসলিমকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ দিবস অতিবাহিত করি। অতপর রসূলুল্লাহ স. ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৬৭

كِتَابُ التَّمَنِّى

(কামনা-বাসনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ কামনা-বাসনা সম্পর্কে। যে ব্যক্তি শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে।

٦٧١٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا بَعْدِى وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ لَوَدِدْتُ اَنِّى اُقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ، ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا، ثُمَّ اُقْتَلُ.

৬৭১৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ যেই সত্তার হাতে আমার জান, তাঁর কসম ! মানুষ যদি আমার পেছনে (যুদ্ধে অনুপস্থিত) থাকাটা অপসন্দ না করতো, আর আমিও তাদের জন্য যানবাহনের বন্দোবস্ত করতে অপারগ না হতাম, তাহলে আমি কখনো পেছনে থেকে যেতাম না। আমার একান্ত কামনা যে, আল্লাহর রাস্তায় আমি শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, আবার শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, আবার শহীদ হই, পুনরায় জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

٦٧٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ وَدِدْتُ اَنِّىْ اُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا، ثُمَّ اُقْتَلُ.

৬৭২০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান ! আমি ইচ্ছা করি যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করতে থাকি আর শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, পুনরায় শহীদ হই।

২-অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণের আশা করা। নবী স.-এর বাণী ঃ যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকতো।

٦٧٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِى اُحُدٌ ذَهَبًا لاَحْبَبْتُ اَنْ لاَ يَاْتِىَ عَلَىَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ لَيْسَ شَىْءٌ اُرْصِدُهُ فِىْ دَيْنٍ عَلَىَّ اَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ.

৬৭২১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ মওজুদ থাকতো এবং তা গ্রহণ করার মতো মানুষ পাওয়া যেতো, তাহলে আমার ঋণ পরিশোধের সম পরিমাণ রাখা ছাড়া তার একটি দীনারও অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমার তিনটি রাত্র অতিবাহিত হওয়াও আমি পসন্দ করতাম না।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ স্বীয় বিষয় সম্পর্কে যা পরে জেনেছি, তা যদি পূর্বেই জানতাম।

٦٧٢٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِيْنَ حَلُّوْا.

৬৭২২. আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ স্বীয় বিষয় সম্পর্কে আমি যদি পূর্বেই জানতে পারতাম, পরবর্তী সময়ে যা অবগত হয়েছি, তবে আমি হাদী (কুরবানীর পশু) সাথে আনতাম না এবং লোকদের ইহরাম খুলে হালাল হওয়ার সময় আমিও ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যেতাম।

٦٧٢٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لاَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ اِلاَّ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ اَحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا أَنَنْطَلِقُ اِلَى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ اَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ ، قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَنَا هٰذِهِ خَاصَّةً ؟ قَالَ لاَ بَلْ لاَبَدٍ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّي حَتّٰى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِي بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ اَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ اَيَّامِ الْحَجِّ.

৬৭২৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলাম এবং হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম। যিলহাজ্জ মাসের চার দিন গত হওয়ার পর আমরা মক্কায় উপস্থিত হই। নবী স. আমাদেরকে কা'বা ঘর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ করার এবং যারা হাদী (কুরবানীর পশু) সাথে আনেনি তাদের সকলকে হালাল হওয়ার (ইহরাম খুলে ফেলার) নির্দেশ দিয়ে এটাকে ওমরার ইহরাম গণ্য করতে বলেন। রাবী বলেন, নবী স. এবং তালহা রা. ছাড়া আমাদের কারো সাথে হাদী ছিল না। আলী রা. ইয়ামন থেকে হাদী সাথে নিয়ে এসে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, নবী স. যার ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সেই ইহরাম বেঁধেছি। সাহাবাগণ বললেন, আমরা কিভাবে মিনার দিকে যাত্রা করবো অথচ আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্য ঝড়বে? রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ পূর্বাহ্নেই যদি আমি জানতে পারতাম, যে বিষয় পরে অবগত হয়েছি তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। আর যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকতো তবে অবশ্যই আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম। জাবের রা. বলেন, সুরাকা ইবনে মালেক, জামরা আকাবাতে কংকর মারার সময় নবী স.-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এ নির্দেশ কি শুধু আমাদের জন্যই সীমিত? তিনি বলেন ঃ না, বরং সবসময়ের জন্য। আয়েশা রা. হায়েজ অবস্থায় মক্কা পৌঁছলে নবী স. তাঁকে হজ্জের অন্যান্য সমস্ত রোকন আদায় করার হুকুম দিলেন, কিন্তু পাক-পবিত্র হওয়ার পর তাওয়াফ করতে এবং নামায পড়তে বললেন। লোকেরা 'বাতহায়' অবতরণ করলে আয়েশা রা. আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনারা ফিরে যাবেন হজ্জ ও ওমরাহ করে, আর আমি

কি ফিরবো শুধু হজ্জ করে ? জাবের রা. বলেন, নবী স. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে তার সাথে 'তানঈম' যাওয়ার হুকুম দিলেন। সুতরাং হজ্জের দিনসমূহ গত হওয়ার পর জিলহাজ্জ মাসেই আয়েশা রা. ওমরা আদায় করেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ যদি এরূপ এরূপ হতো।

٦٧٢٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَرِقَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ اَصْحَابِى يَحْرُسُنِى اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ ؟ قَالَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَحْرُسُكَ فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى سَمِعْنَا غَطِيْطَهُ.

৬৭২৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক রাতে নবী স.-এর ঘুম আসছিলো না। তিনি বলেন, আমার সাহাবাগণের মধ্যে কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি যদি এ রাতটি আমার পাহারা দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো ! হঠাৎ আমরা অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? বলা হলো, সা'দ, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি। অতপর নবী স. ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমরা তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন (শিক্ষা) এবং (দীনি) জ্ঞান অর্জনের বাসনা করা।

٦٧٢٥ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسُدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ، فَهُوَ يَتْلُوْهُ مِنْ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ هٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً يُنْفِقُهُ فِى حَقِّهِ فَيَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ.

৬৭২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো প্রতি হিংসা পোষণ করা জায়েয নয়। (এক) আল্লাহ তাআলা যাকে কুরআনের এলেম দান করেছেন এবং সে দিন-রাত তেলাওয়াত করে। তখন বাসনাকারী ব্যক্তি (আক্ষেপ করে) বললো, আহা ! আমাকেও যদি তার ন্যায় (এলেম) দান করা হতো, তাহলে আমিও তার অনুরূপ (আমল) করতাম। (দুই) আল্লাহ তাআলা যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সে আল্লাহর পথে যথাযথভাবে তা ব্যয় করে। বাসনাকারী তখন (আক্ষেপ করে) বললো, আহা ! আমাকেও যদি এর মতো (সম্পদ) দান করা হতো তবে এর ন্যায় আমিও (সৎপথে খরচ) করতাম।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের আকাঙ্ক্ষা করা নিষেধ। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ الاية

"আল্লাহ তাআলা যা দ্বারা তোমাদের একের ওপর অন্যকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা করো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩২

٦٧٢٦ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَوْلاَ اَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُ.

৬৭২৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। আমি যদি নবী স.-কে বলতে না শুনতাম যে, "তোমরা মৃত্যু কামনা করো না", তবে নিশ্চয় আমি তা কামনা করতাম।

٦٧٢٧- عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْاَرَتِّ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

৬৭২৭. কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব ইবনে আরাত রা.-কে দেখতে গেলাম। লৌহ শলাকা পুড়ে তিনি নিজ দেহে সাতটি দাগ লাগিয়েছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে যদি নিষেধ না করতেন, তবে অবশ্যই আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

٦٧٢٨- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَمَنَّى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ.

৬৭২৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে যদি সৎলোক হয়, তবে আশা করা যায় যে, তার নেক আমল বেড়ে যাবে। কিংবা যদি সে গুনাহগার হয় তবে আশা করা যায় যে, সে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ করতে পারবে।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তির উক্তি, আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ না দেখালে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না।

٦٧٢٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ وَلَقَدْ رَاَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُوْلُ : لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا، اِنَّ الْاُوْلَى وَرُبَمَا قَالَ الْمَلاَءُ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا اَبَيْنَا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

৬৭২৯. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন নবী স. আমাদের সাথে মাটি সরাচ্ছিলেন। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর পেটের শুভ্রতা ধূলা-মাটি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তিনি বলছিলেন ঃ যদি আপনি দয়া না করতেন, তবে আমরা হেদায়াত লাভ করতাম না। আর সাদকা করতাম না এবং আমরা নামাযও পড়তাম না। সুতরাং আপনি আমাদের ওপর স্থিরতা ও প্রশান্তি নাযিল করুন। কখনো বলতেন, নিশ্চয়ই 'তারা' আমাদের ওপর যুলুম করেছে। যখনই তারা বিশৃঙ্খলা বা অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, আমরা তা নস্যাৎ করে দিয়েছি। বাক্যগুলো তিনি উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করছিলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর সাথে সংঘর্ষের আকাঙ্ক্ষা করা মাকরূহ।

٦٧٣٠- عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفَى فَقَرَاْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ.

৬৭৩০. ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহর সচিব এবং মুক্তদাস আবু নদর সালেম র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর ইবনে ওবায়দুল্লাহর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. একখানা পত্র লিখলেন এবং আমি তা পাঠ করলাম। তাতে লিখা ছিল, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমরা শত্রুর সাথে সংঘর্ষের আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং তোমরা আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ 'লাও' (যদি) শব্দ ব্যবহার করা জায়েয হওয়ার বর্ণনা এবং আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً "তোমাদের ওপর যদি আমার কোনো কর্তৃত্ব থাকতো।"–সূরা হুদ ঃ ৮০

٦٧٣١- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ اَهِىَ الَّتِى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَاَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لاَ تِلْكَ امْرَاَةٌ اَعْلَنَتْ.

৬৭৩১. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. দুই লিয়ানকারীর ঘটনা বর্ণনা করলে আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. বলেন, (জনৈকা নারীর প্রতি ইঙ্গিত করে) এ-কি সেই নারী যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ বিনা প্রমাণে যদি আমি কোনো নারীকে 'রজম' (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করতাম, (তবে একেই করতাম)? ইবনে আব্বাস রা. বলেন, না, বরং উক্ত নারী প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে বেড়াতো।

٦٧٣٢- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَعْتَمَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ يَقُوْلُ : لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ، اَوْ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ سُفْيَانُ اَيْضًا عَلَى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هٰذِهِ السَّاعَةَ.

৬৭৩২. আতা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর এশার নামাযে আসতে দেরী হলো। ওমর রা. তখন বের হলেন এবং (হুজরার নিকটবর্তী হয়ে) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! নামায! মহিলা ও বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেছে। তিনি বাইরে আসলেন আর তাঁর মাথা থেকে তখন পানির ফোঁটা ঝরছিল। তিনি বলতে লাগলেন ঃ যদি আমার উম্মতের জন্য বা মানুষের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে এ সময়ই আমি এশার নামায পড়ার জন্য তাদের নির্দেশ দিতাম।

٦٧٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.

৬৭৩৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে আমি অবশ্যই মেসওয়াক করার হুকুম দিতাম।

٦٧٣٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَاصَلَ النَّبِىُّ ﷺ اٰخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصَلَ اُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدَّبِىَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُوْنَ تَعَمُّقَهُمْ اِنِّىْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّىْ اَظَلُّ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِ.

৬৭৩৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মাসের শেষাংশে একাধারে বিরতিহীনভাবে রোযা রাখলেন। কতিপয় লোকও বিরতিহীন রোযা রাখলো। এ সংবাদ নবী স.-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ মাস যদি দীর্ঘায়িত হতো, তবুও আমি বিরতীহীন রোযা রাখতে থাকতাম। যাতে কষ্টকারীগণ তাদের কষ্ট থেকে নিবৃত্ত থাকতো। নিশ্চয় আমি তোমাদের মত নই। নিশ্চয় আমার রব অনবরত আমাকে পানাহার করান।

٦٧٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ اَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّى وَيَسْقِيْنِىْ، فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَنْتَهُوْا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ.

৬৭৩৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. সওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা) রাখতে নিষেধ করলেন। সাহাবাগণ বলেন, আপনিও তো সওমে বিসাল রেখে থাকেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কে আছে আমার মতো ? আমি তো রাত যাপন করি, আর আমার রব আমাকে পানাহার করান। তারা সওমে বিসাল থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করলে তাদেরকে নিয়ে তিনি ইফতার না করে একদিনের পর আরো একদিন অর্থাৎ ক্রমাগত দু'দিন রোযা রাখলেন। অতপর এক পর্যায়ে তারা নতুন চাঁদ দেখলেন। নবী স. বললেন ঃ চাঁদ যদি আরো দেরীতে উদিত হতো তবে তাদের শাস্তি রোযার মেয়াদ আমি বাড়িয়ে দিতাম।

٦٧٣٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ فَمَالَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِى الْبَيْتِ ؟ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمِ النَّفَقَةُ ، قُلْتُ فَمَا شَاْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُا، وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاؤُا لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اَدْخِلَ الْجَدْرَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اَلْصِقَ بَابَهُ فِى الْاَرْضِ.

৬৭৩৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে (কা'বার বাইরের) দেয়াল (হাতীম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি কা'বা ঘরের অংশ ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, তাহলে এটাকে তারা কা'বা ঘরের শামিল করেনি কেন ? তিনি বলেন ঃ তা নির্মাণে তোমার কওমের (কুরাইশগণ) আর্থিক সংকটের কারণে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর দরজা এত উচ্চে থাকার কারণ কি ? তিনি বলেন ঃ তোমার কওম এটা এজন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা ভেতরে ঢুকতে দেবে আর যাকে ইচ্ছা নিষেধ করবে। তোমার কওম যদি জাহেলিয়াতের যমানার নিকটবর্তী না হতো, (তাহলে আমি তা পূর্বানুরূপ নির্মাণ করতাম)। আমি হাতীমকে কা'বার শামিল করলে এবং দরজাটা মাটির সমান্তরালে আনলে তাহলে তাদের অন্তর বিদ্রোহ করতে পারে বলে আমি আশংকা করি।

٦٧٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَاً مِنَ الاَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَ الْاَنْصَارِ.

৬৭৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যদি হিজরত না হতো, তাহলে আমি নিজেকে আনসারদের সাথে সম্পৃক্ত গণ্য করতাম। লোকজন যদি কোনো উপত্যকা দিয়ে গমন করতে এবং আনসারগণ ভিন্ন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে যেতো তাহলে অবশ্য আমি আনসারগণের উপত্যকা কিংবা গিরিপথ অনুসরণ করতাম।

٦٧٣٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَشِعْبَهَا.

৬৭৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি নিজেকে আনসারদের সাথে সম্পৃক্ত গণ্য করতাম। মানুষ যদি কোনো উপত্যকা কিংবা গিরিপথ দিয়ে গমন করে তাহলে অবশ্য আমি আনসারদের উপত্যকা অথবা গিরিপথেই গমন করতাম।

❏

অধ্যায় ঃ ৬৮

كِتَابُ اَخْبَارِ الْاَحَدِ

(একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

১-অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বস্ত এক ব্যক্তির খবর গ্রহণযোগ্য।

আযান, নামায, রোযা, ফারায়েয (কর্তব্যসমূহ) ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত বিষয়ে একজন বিশ্বস্ত লোকের খবর গ্রহণযোগ্য।[১] মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ـ

"এরূপ কেন হলো না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসতো।"–সূরা তাওবা ঃ ২২ এক ব্যক্তিকেও তায়েফা (দল) বলা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا.

"ঈমানদার লোকদের দু' দল যদি পরস্পর ঝগড়া-লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।"–সূরা হুজুরাত ঃ ৯ অতএব দু ব্যক্তিও যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তাদের ব্যাপারটাও এ আয়াতের ভাবধারার অর্ন্তভুক্ত হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ جَاءَ كُم فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوْا.

"কোনো ফাসেক লোক যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও।"–সূরা হুজুরাত ঃ ৬

٦٧٣٩ـ عَنْ مَالِكِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَقِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ قَدِ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا اَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَالَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا اِلَى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْلاَ اَحْفَظُهَا وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِى اُصَلِّىْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ.

৬৭৩৯. মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী কতক যুবক নবী স.-এর নিকট আসলাম। আমরা বিশ দিন তাঁর সাহচর্যে থাকলাম। রসূলুল্লাহ স. ছিলেন অত্যন্ত সদয়। যখন তিনি অনুমান করতে পারলেন, আমরা পরিজনের আকাঙ্ক্ষা করছি এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাতে আমরা মানসিকভাবে কষ্টবোধ করছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বাড়িতে কাদের রেখে এসেছি, আমরা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিজনদের কাছে ফিরে যাও, তাদের সাথে বসবাস করো, তাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করো এবং

১, আযান, নামায, রোযা এবং অন্যান্য ফরয ইবাদতের ব্যাপারে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির একক সাক্ষ্যকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে। উসূলে হাদীসে এক, দুই বা তিনজন রাবী' (বর্ণনাকারী) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহেদ বলে।

ভালো কাজের নির্দেশ দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরো কিছু বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু আমি তার কিছু মনে রেখেছি আর কিছু ভুলে গেছি। নবী স. বলেন, তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখছো ঠিক সেভাবেই নামায পড়ো। নামাযের সময় হলে তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামতি করে।

٦٧٤٠ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدَكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَانَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ قَالَ يُنَادِىْ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ اَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا، وَجَمَعَ يَحْيٰى كَفَّيْهِ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا، وَمَدَّ يَحْيٰى اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.

৬৭৪০. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা সে আযান দেয় বা ঘোষণা দেয় যাতে তোমাদের নামাযরত ব্যক্তি বিরত হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগরিত হয়। এখান (সুবহে কাযেব) থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় না। ইয়াহইয়া নিজের উভয় হাতের তালু একত্র করে বলেন, ফজর এভাবে হয়। একথা বলে ইয়াহইয়া দুই তর্জনী প্রসারিত করেন।

٦٧٤١ـ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ.

৬৭৪১. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ বিলাল রাতে আযান দেয়। অতএব তোমরা পানাহার করো যাবত না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়।

٦٧٤٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلاَةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ.

৬৭৪২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদেরকে পাঁচ রাকাআত যোহরের নামায পড়ালেন। জিজ্ঞেস করা হলো, নামাযের রাকাআত কি বাড়ানো হয়েছে ? তিনি বলেন ঃ তা কিভাবে ? লোকেরা বললো, আপনি পাঁচ রাকাআত পড়িয়েছেন। অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজদা করলেন।

٦٧٤٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ.

৬৭৪৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. দুই রাকাআত নামায পড়ে অবসর হলেন। যুলইয়াদাইন তাঁকে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুলইয়াদাইন কি সত্য বলেছে ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ স. উঠে আরো দুই রাকাআত নামায পড়লেন, অতপর সালাম ফিরালেন, তারপর আল্লাহু

আকবার বলে সিজদা করলেন পূর্বের সিজদাগুলোর সমান বা তার চেয়ে দীর্ঘ। তারপর মাথা তুললেন। আবার তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার ন্যায় সিজদা করলেন, অতপর মাথা তুললেন।

٦٧٤٤ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ.

৬৭৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা লোকেরা কুবার মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিল। এমন সময় একজন আগন্তুক এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ্ স.-এর ওপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তাতে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, তোমরা কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ো। এ সময় তাদের চেহারা ছিল সিরিয়ার দিকে। তারা কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।

٦٧٤٥ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ، اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَصَلّٰى مَعَهُ رَجُلٌ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوْعٌ فِيْ صَلاَةِ الْعَصْرِ.

৬৭৪৫. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন ষোল কি সতের মাস বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়লেন। তিনি কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ার আগ্রহ পোষণ করতেন। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার বারবার আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকানোকে। তোমার পসন্দনীয় কেবলার দিকে আমি তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি। অতএব মসজিদে হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাকো, কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ো"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৪। অতপর তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে আসরের নামায পড়ার পর বের হয়ে আনসার সম্প্রদায়ের একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সাক্ষ্য দিয়ে বললো যে, সে নবী স.-এর সাথে নামায পড়ছে। তিনি কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অতএব তারা আসরের নামাযে রুকূ অবস্থায় কাবার দিকে ঘুরে গেলেন।

٦٧٤٦ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِي اَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيَّ وَاَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَاُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ وَهُوَ تَمْرٌ فَجَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اَنَسُ قُمْ اِلٰى هٰذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِاَسْفَلِهِ حَتّٰى انْكَسَرَتْ.

৬৭৪৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তালহা আনসারী, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ ও উবাই ইবনে কাব রা.-কে খেজুরের তৈরী শরাব পরিবেশন করছিলাম।

তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো, শরাব অবশ্যই হারাম করা হয়েছে। আবু তালহা রা. বললেন, হে আনাস ! ওঠো এবং ঐ কলসিটা ভেঙ্গে ফেলো। আনাস রা. বলেন, আমি উঠে একটি হাঁতুড়ি নিয়ে কলসির নিচের দিকে আঘাত করলাম। ফলে তা ভেঙ্গে গেল।

٦٧٤٧- عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَهْلِ نَجْرَانَ لاَبْعَثَنَّ اِلَيْكُمْ رَجُلاً اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا اَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ.

৬৭৪৭. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নাজরানের অধিবাসীদের বললেন ঃ আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক পাঠাবো। নবী স.-এর সাহাবাগণ এ মর্যাদা অর্জনের অপেক্ষায় থাকলেন। তিনি আবু ওবায়দা রা.-কে পাঠালেন।

٦٧٤٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

৬৭৪৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃপ্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে। এ উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক হলো আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ।

٦٧٤٩- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ اَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدَهُ وَاَتَانِىْ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৬৭৪৯. ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ছিল। সে যখন রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে অনুপস্থিত থাকতো, আমি তখন তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতাম। রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আমি যা শুনতাম তা ঐ লোকটিকে এসে অবহিত করতাম। আবার আমি যখন রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকতাম তখন ঐ লোকটি তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতো। সে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যা শুনতো আমার কাছে এসে তা বলতো।

٦٧٥٠- عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَاَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا فَقَالَ اٰخَرُوْنَ اِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ اَرَادُوْا اَنْ يَدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ لاَ طَاعَةَ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

৬৭৫০. আলী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদল সৈন্য অভিযানে পাঠালেন। তাদের জন্য এক ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। সে আগুন জ্বালিয়ে বললো, তোমরা এতে প্রবেশ করো। একদল তাতে প্রবেশ করার জন্য তৈরি হলো। অন্য দল বললো, আমরা আগুন থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান হয়েছি। তারা এ ঘটনা নবী স.-এর কাছে বর্ণনা করলো। যারা আগুনে প্রবেশ করতে প্রস্তত হয়েছিল তিনি তাদের বলেন ঃ যদি তারা তাতে ঝাঁপ দিতো, তবে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আগুনের মধ্যে অবস্থান করতো। তিনি অন্য দলকে বলেন ঃ গুনাহের কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য শুধু ন্যায়সঙ্গত কাজে।

٦٧٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ.

৬৭৫১. আবু হুরাইরা রা. ও যায়েদ ইবনে খালেদ রা. বর্ণনা করেন, দুই ব্যক্তি নবী স.-এর সামনে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়।

٦٧٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ لِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَذَنْ لِىْ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ قُلْ فَقَالَ اِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا وَالْعَسِيْفُ الاَجِيْرُ فَزَنَى بِامْرَاَتِهِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى ابْنِىْ الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِى اَنَّ عَلَى امْرَاَتِهِ الرَّجْمَ وَاِنَّمَا عَلَى ابْنِىْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوْهَا، وَاَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

৬৭৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ছিলাম। এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার জন্য আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। অতপর তার প্রতিপক্ষ উঠে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে ঠিক বলেছে, তাকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন এবং আমাকেও কিছু বলার অনুমতি দিন। নবী স. তাকে বললেন ঃ বলো, লোকটি বললো, আমার ছেলে ঐ লোকটির দিনমজুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সাথে যেনায় লিপ্ত হয়। লোকেরা আমাকে বললো, আমার ছেলেকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। আমি তাকে একশত বকরী ও একটি বাঁদী দেয়ার বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে আনলাম। অতপর আমি আলেমদের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তারা বলেন, স্ত্রীলোকটিকে পাথর মারতে হবে এবং আমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। তিনি বলেন ঃ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন। আমি তোমাদের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবো। তুমি বাঁদী এবং বকরী ফেরত নাও এবং তোমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করো আর এক বছরের জন্য নির্বাসনেও পাঠাও। আর তুমি, হে উনাইস ! সকাল বেলা এ লোকটির স্ত্রীর কাছে যাও। যদি সে দোষ স্বীকার করে তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করো। ভোরবেলা উনাইস স্ত্রীলোকটির কাছে গেল। সে তার দোষ স্বীকার করলো। অতএব তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হলো।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. একা যুবায়ের রা.-কে শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠান।

٦٧٥٣- عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَدَبَ النَّبِىُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلٰثًا فَقَالَ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِىٌّ وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ.

৬৭৫৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে ডাকলেন। যুবায়ের তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি আবার লোকদেরকে ডাকলেন। এবারও যুবায়ের সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় তাদেরকে ডাকলেন। এবারও যুবায়ের তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) থাকে। আমার হাওয়ারী হলো যুবায়ের।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَاِذَا اَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ.

"তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না"–সূরা আহযাব ঃ ৫৩। (ঘরের) এক ব্যক্তি অনুমতি দিলেই যথেষ্ট।

٦٧٥٤ـ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا فَاَمَرَنِىْ بِحِفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

৬৭৫৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক বাগানে প্রবেশ করলেন। তিনি আমাকে বাগানের প্রবেশ দ্বারে পাহারায় নিযুক্ত করলেন। একজন লোক এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তিনি ছিলেন আবু বকর রা.। অতপর উমর রা. আসলেন। তিনি বললেন ঃ আসতে অনুমতি দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও। অতপর ওসমান রা. আসলেন। তিনি বললেন ঃ আসতে দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

٦٧٥٥ـ عَنْ عُمَرَ قَالَ جِئْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلاَمٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَذِنَ لِىْ.

৬৭৫৫. ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন আসলাম তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন। রসূলুল্লাহ স.-এর কালো দেহী গোলাম সিঁড়ির কাছে দাঁড়ানো ছিল। আমি তাকে বললাম, গিয়ে বলো, ওমর ইবনুল খাত্তাব এসেছে। তিনি আমাকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. পর্যায়ক্রমে আমীরদের ও দূতদের প্রেরণ করতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী স. রোম সম্রাটের কাছে পৌঁছানোর জন্য দাহিয়া কাল্‌বীকে তাঁর চিঠি নিয়ে বসরার শাসনকর্তার কাছে পাঠালেন।

٦٧٥٦ـ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلَى كِسْرَى فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَاَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

৬৭৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. তাঁর একটি চিঠি পারস্য সম্রাটের কাছে পাঠালেন। তিনি পত্রবাহককে নির্দেশ দিলেন, সে যেন তা বাহরাইনের শাসনকর্তার কাছে পৌঁছে দেয় এবং শাসনকর্তা যেন তা পারস্য সম্রাটের কাছে হস্তান্তর করেন। পারস্য সম্রাট 'কিসরা' চিঠিখানা পড়ে তা টুকরা টুকরা করে ফেললো। যুহুরীর বর্ণনা, আমার মনে হয় ইবনুল মুসাইয়াব একথাও বলছিলেন, রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বদদোআ করছিলেন যেন তাদেরকেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়।

٦٧٥٧- عَنْ سَلَمَةَ بْنُ الْاَكْوَعِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَسْلَمَ اَذِّنْ فِىْ قَوْمِكَ اَوْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ.

৬৭৫৭. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. আশুরার দিন আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ তুমি তোমার কওমের অথবা লোকের মাঝে ঘোষণা করে দাও, যে ব্যক্তি আহার করেছে সে যেন অবশিষ্ট দিনটি রোযা পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি আহার করেনি সে যেন রোযা রাখে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের জন্য নবী স.-এর উপদেশ ছিল যে, তারা যেন (তাঁর বাণী) তাদের পেছনের লোকদের পৌঁছে দেয়। এ হাদীস মালেক ইবনে হুয়াইরিস রা. বর্ণনা করেছে।

٦٧٥٨- عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِىْ عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْوَفْدُ ؟ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَسَاَلُوْا عَنِ الاَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ وَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ، اَمَرَهُمْ بِالاِيْمَانِ بِاللّٰهِ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الاِيْمَانُ بِاللّٰهِ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَظُنُّ فِيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ، وَتُؤْتُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ اَحْفَظُوْهُنَّ وَاَبْلِغُوْهُنَّ مَنْ وَرَاءَ كُمْ.

৬৭৫৮. আবু জামরা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে তক্তার ওপর বসাতেন। তিনি বলেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কারা এ প্রতিনিধিদল ? তারা বললো, রবীআ গোত্রের। তিনি বলেন ঃ সাগতম হে প্রতিনিধিদল, অনুতাপ ও অপমানীত নয়। তারা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্র অন্তরায় হয়ে আছে। আমাদেরকে এমন একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনামা দান করুন যার দ্বারা আমরা জান্নাত লাভ করতে পারবো এবং আমাদের অপর লোকদেরকেও অবহিত করতে পারবো। তারা পান-পাত্র সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে

বিরত থাকতে বললেন এবং চারটি কাজ করতে বললেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ তোমরা কি জানো, আল্লাহর প্রতি ঈমান কি ? তারা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ এ সাক্ষ্য দেয়া—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই ; মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি রমযানের রোযার কথাও বলেছেন। গনীমাতের (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের) এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা। তিনি তাদেরকে 'দুব্বা', 'হানতাম', 'মুযাফ্‌ফাত' ও 'নাকীর' নামক পাত্রগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।[২] 'মোকাইয়ার' শব্দেরও উল্লেখ আছে (কোনো কোনো বর্ণনায়) তিনি বলেন ঃ একথাগুলো মনে রেখো এবং তোমাদের পেছনের লোকদের পৌঁছে দিও।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ একজন স্ত্রীলোকের প্রদত্ত খবর।

٦٧٥٩ـ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوا وَاطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيهِ وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

৬৭৫৯. তাওবা আনবারী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাবী র. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হাসান বসরীর হাদীসটি দেখেছো, যা তিনি নবী স.-এর হাদীস বলে বর্ণনা করেন ? অথচ আমি ইবনে ওমরের কাছে প্রায় দেড়-দুই বছর অবস্থান করেছি। কিন্তু আমি তাকে নবী স.-এর কাছ থেকে এ হাদীসটি ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করতে শুনিনি। তিনি বলেন ঃ নবী স.-এর সাহাবাগণ গোশত খাচ্ছিলেন। তাদের সাথে সাদ রা.-ও ছিলেন। নবী স.-এর এক স্ত্রী তাদেরকে ডেকে বলেন, এটা দব্বের গোশত (গুইসাপ জাতীয় প্রাণী)। তারা খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ খাও, কেননা তা হালাল অথবা তিনি বলেন ঃ এতে কোনো দোষ নেই। তবে এটা আমার খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।

❑

২. হানতাম ঃ মাটির সবুজ পাত্র ; দুব্বা ঃ লাউয়ের খোল দ্বারা তৈরী পাত্র ; নাকীর ঃ কাঠের তৈরী পাত্র এবং মোযাফ্‌ফাত ঃ তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ। তৎকালে এসব পাত্রে শরাব রাখা হতো। শরাব হারাম হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সাময়িকভাবে এসব পাত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

অধ্যায় ঃ ৬৯

كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

(কুরআন-হাদীস দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা)

٦٧٦٠- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا، لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَيُّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ.

৬৭৬০. তারেক ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী উমর রা.-কে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম"—সূরা আল মায়েদা ঃ ৩। যদি আমাদের ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপর এ আয়াত নাযিল হতো, তবে আমরা উক্ত দিনকে ঈদের (আনন্দোৎসব) দিন করে নিতাম। উমর রা. বলেন, এ আয়াতটি কোন্ দিন নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে আমি অবশ্যই অবগত আছি: আরাফাতের দিন শুক্রবার এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

٦٧٦١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ حِيْنَ بَايَعَ الْمُسْلِمُوْنَ اَبَا بَكْرٍ وَاسْتَوٰى عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَشَهَّدَ قَبْلَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ الَّذِيْ عِنْدَهُ عَلَى الَّذِيْ عِنْدَكُمْ، وَهٰذَا الْكِتَابُ الَّذِيْ هَدَى اللّٰهُ بِهِ رَسُوْلَكُمْ فَخُذُوْا بِهِ تَهْتَدُوْا وَبِمَا هَدَى اللّٰهُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

৬৭৬১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। মুসলমানগণ যেদিন আবু বকর রা.-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন তার পরদিন তিনি ওমর রা.-কে রসূলুল্লাহ স.-এর মিম্বরে উপবিষ্ট হয়ে আবু বকর রা.-এর আগেই তাশাহহুদ পড়ে বক্তৃতা দিতে শুনেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য তোমাদের নিকট যা রয়েছে (পৃথিবী) তার তুলনায় সে জিনিসই পসন্দ করেছেন যা তার নিকট সংরক্ষিত রয়েছে (জান্নাত)। আর এ হলো সেই কিতাব যার দ্বারা তিনি তোমাদের রসূলকে হেদায়াত দান করেছেন। কাজেই একে তোমরা আঁকড়ে ধরো, তাহলে হেদায়াত লাভ করবে। অবশ্যই আল্লাহ এর দ্বারা স্বীয় রসূলকে হেদায়াত দান করেছেন।

٦٧٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِيْ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ.

৬৭৬২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করো।

٦٧٦٣- عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُغْنِيْكُمْ اَوْ نَعَشَكُمْ بِالْاِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ.

৬৭৬৩. আবু বারযা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলাম ও মুহাম্মদ স.-এর বদৌলতে মুখাপেক্ষিহীন (সম্পদশালী) ও মর্যাদাবান করেছেন।

٦٧٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ اِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ وَاُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ.

৬৭৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার র. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নিকট বাইআত পত্র পাঠান ঃ আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী সাধ্যমত (আপনার কথা) শ্রবণ করার এবং আনুগত্য করার স্বীকারোক্তি করছি।

১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আমি জাওয়ামিউল কালিম"সহ প্রেরিত হয়েছি।

٦٧٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدِىْ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَلْغَثُوْنَهَا اَوْ تَرْغَثُوْنَهَا اَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.

৬৭৬৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যাপক অর্থবোধক বক্তব্যের অধিকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমাকে ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একদা নিদ্রিত অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম যে, পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বিদায় নিয়েছেন আর তোমরা সে ধন-সম্পদ ব্যবহার (ভোগ) করছো অথবা (মাটি খুঁড়ে) উদ্ধার করছো অথবা তিনি অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٦٧٦٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِىٌّ اِلاَّ اُعْطِىَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنَ اَوْ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْ اِنِّىْ اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬৭৬৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ প্রত্যেক নবীকেই তাঁর (যুগ) উপযোগী মুজিযা (বিশেষ নিদর্শন) প্রদান করা হয়েছে। সে অনুসারে ঈমান আনা হয়েছে অথবা লোকেরা ঈমান এনেছে। আর নিশ্চয় আমাকে ওহী দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা আমার ওপর নাযিল করেছেন। অতএব আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুগামী তাঁদের অনুগামীদের তুলনায় অধিক সংখ্যা হবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাতের অনুসরণ। আল্লাহর বাণী ঃ

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا،

"আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন"–২৫ ঃ ৭৪। মুজাহিদ র. বলেন, যেমন আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের অনুসরণ করি, তেমনি আমাদের এমন ইমাম বানাও যাতে পরবর্তীগণ আমাদের অনুকরণ করে। ইবনে আওন বলেন, আমি নিজের জন্য ও আমার ভাইয়ের

জন্য তিনটি বিষয় পসন্দ করি। নবী স.-এর সুন্নাত (হাদীস) যা তারা শিখবে এবং (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করবে। কুরআন মজীদ যা তারা বুঝবে এবং লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আর লোকদেরকে স্বাধীনতা দিবে কেবল উত্তম কাজে।

٦٧٦٧- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلَى شَيْبَةَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ اِلَىَّ عُمَرُ فِىْ مَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ هَمَمْتُ اَنْ لاَ اَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، قُلْتُ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ لِمَ ؟ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، قَالَ هُمَا الْمَرْاٰنِ يُقْتَدَى بِهِمَا.

৬৭৬৭. আবু ওয়ায়েল র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এ মসজিদে শাইবা র.-এর নিকট বসলাম। তিনি বলেন, উমর রা. এখানে তোমার স্থানে আমার নিকট বসে বলেছিলেন, আমি ইচ্ছা করেছি যে, এ (কা'বা ঘরে রক্ষিত) সমুদয় সোনা ও রূপা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিবো। আমি বললাম, আপনি এমনটি করবেন না। তিনি বলেন, কেন ? আমি বললাম, যেহেতু আপনার পূর্ববর্তী সাথীদ্বয় তা করেননি। তিনি বলেন, তাঁরা (সাথীদ্বয়) অনুকরণযোগ্য দুই মহান ব্যক্তি।

٦٧٦٨- عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ الاَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَقَرَؤُا الْقُرْاٰنَ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ.

৬৭৬৮. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, মানুষের অন্তরমূলে আসমান থেকে আমানত নাযিল করা হয়েছে। অতপর কুরআন নাযিল করা হয়। আর তারা কুরআন অধ্যয়ন করে এবং সুন্নাত থেকে জ্ঞান অর্জন করে।

٦٧٦٩- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَاِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لاَتٍ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ.

৬৭৬৯. আবদুল্লাহ রা. বলেন, আল্লাহর কিতাবই সর্বোত্তম কথা এবং মুহাম্মদ স.-এর পথই সর্বোত্তম পথ। আর (সেপথ থেকে) ভিন্ন বিষয়সমূহ নিকৃষ্টতম বিদআত। তোমাদের যে বিষয়ের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই আসবে। তা তোমরা এড়াতে পারবে না।

٦٧٧٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৭৭০. আবু হুরাইরা রা. ও যায়েদ ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা নবী স.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের উভয়ের মধ্যে ফায়সালা করবো।

٦٧٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبٰى، قَالُوْا وَمَنْ اَبٰى ؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى.

৬৭৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে (তারা ছাড়া)। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, (ইয়া রসূলাল্লাহ) কে অস্বীকার করেছে ? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার (দীনের) আনুগত্য করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো সে অবশ্যই অস্বীকার করলো।

٦٧٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوْا اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلاً ، فَاضْرِبُوْا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ، وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ، فَقَالُوْا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ اَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَقَالُوْا اَوِّلُوْهَا لَهُ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانُ ، فَقَالُوْا الدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِيْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدً ﷺ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللّٰهُ وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

৬৭৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী স. নিদ্রিত ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর নিকট কয়েকজন ফেরেশতা আগমন করলেন। তাদের কেউ বলেন, তিনি নিদ্রিত ; আর কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত, কিন্তু হৃদয় জাগ্রত। তারা বললো, তোমাদের এ সাথীর (নবীর) একটি উদাহরণ আছে। কেউ বলে, তাহলে সে উদাহরণটি বর্ণনা করুন। তাদের কেউ বললেন, তিনি তো নিদ্রিত, আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু নিদ্রিত তার অন্তর জাগ্রত। অতপর তারা বললেন, তাঁর উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গৃহ নির্মাণ করলো, অতপর সেখানে মেহমানদারির আয়োজন করলো এবং একজন আহ্বানকারী প্রেরণ করলো। অতপর যে কেউ সেই আহ্বানকারীর দাওয়াত গ্রহণ করে উপস্থিত হলো, সে ঘরে প্রবেশ করে আহার করলো। আর যে দাওয়াত গ্রহণ করলো না সে ঘরেও প্রবেশ করলো না, খেতেও পারলো না। তারা বললেন, এ উদাহরণের ব্যাখ্যা খুলে বলুন, যেন তিনি বুঝতে পারেন। কেউ বললেন, তিনি তো নিদ্রায় মগ্ন আছেন। আবার কেউ বললেন, তাঁর চক্ষুই নিদ্রিত, তাঁর অন্তর জাগ্রত আছে। তারপর তারা বললেন, ঘর মানে জান্নাত, আর আহ্বানকারী মুহাম্মদ স.। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ স.-এর অনুকরণ করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। আর যে মুহাম্মদ স.-কে অমান্য করলো সে আল্লাহকেই অমান্য করলো। মুহাম্মদ স. লোকদের মাঝে এ ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন।

٦٧٧٣- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيْمُوْا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَاِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلاً بَعِيْدًا.

৬৭৭৩. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে কুরআন বিশেষজ্ঞগণ ! তোমরা দৃঢ় থাকো (হেদায়াতের ওপর)। কেননা তোমরা অনেক পেছনে রয়ে গেছো (নবী ও প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের তুলনায়)। যদি তোমরা ডানে-বামের পথ ধরো তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

٦٧٧٤ـ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَادْلَجُوْا وَانْطَلَقُوْا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

৬৭৭৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার এবং যা (কুরআন) নিয়ে আমাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ হলো ঃ এক ব্যক্তি সম্প্রদায়ের নিকট এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নিজ চোখে শত্রু বাহিনী দেখে এসেছি। আমি উলঙ্গ সতর্ককারী অতএব তোমরা মুক্তি (নিরাপত্তা) লাভের চেষ্টা করো। সম্প্রদায়ের একদল তার কথামত শেষ রাতে নিরাপদ স্থানে চলে গেল এবং সমুদয় বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। আর একদল তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং নিজেদের আবাসে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করলো। ভোরে শত্রু বাহিনী এসে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করলে। এ দৃষ্টান্তই আমার এবং যে ব্যক্তি আমার আনীত দীনের অনুসরণ করলো, আর যে ব্যক্তি আমাকে ও আমার আনীত সত্য দীনের অমান্য ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো।

٦٧٧٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

৬৭৭৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ স. ইন্তেকাল করেন, আর আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হন, তখন আরবের যারা কাফের হবার হলো। উমর রা. আবু বকর রা.-কে বলেন, আপনি কিভাবে এ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন! অথচ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ 'আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দিবে। আর যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঘোষণা দিবে, সে তার জান ও মাল আমার থেকে নিরাপদ করে নিলো। তবে ইসলামী আইনের আওতায় (বিচারে শাস্তি) হলে ভিন্ন কথা। আর তার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহর দায়িত্বে। আবু বকর রা. বলেন ঃ আল্লাহর কসম! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করেছে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত সম্পদের প্রাপ্য অংশ এমনকি আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা যদি বকরির একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে, যা তারা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট প্রেরণ করতো, তাহলে অবশ্যই সেই অস্বীকৃতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। (উমর বলেন) আল্লাহর কসম! আমি উপলব্ধি করলাম যে, যুদ্ধ করার জন্য

আল্লাহ তাআলা আবু বকরের বক্ষকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। অতপর আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম নিশ্চয় যুদ্ধ করাই ঠিক সিদ্ধান্ত।

٦٧٧٦ـ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ ابْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَابًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ اَخِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الاَمِيْرِ فَتَسْتَاْذِنَ لِيْ عَلَيْهِ، قَالَ سَاَسْتَاْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَاسْتَاْذَنَ لِعُيَيْنَةَ : فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِاَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ (خُذِ الْعَفْوَ، وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ، وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ،) وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، فَوَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ.

৬৭৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হুযাইফা ইবনে বদর এসে তার ভাতিজা হুর ইবনে কাইস ইবনে হিছন-এর আবাসে উঠলো। হুর ছিল উমর রা.-এর ঘনিষ্ঠ জনদের একজন। কুরআন বিশেষজ্ঞ আলেমগণই ছিলেন উমরের সভাসদ ও উপদেষ্টা। তারা যুবক বা বৃদ্ধ হোক। উয়াইনা তার ভাতিজাকে বললেন, ভাতিজা! আমীরুল মু'মিনীনের কাছে তোমার তো বেশ কদর আছে। তার সাথে আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাও। হুর বললেন, আমি আপনার জন্য অনুমতি চাইবো। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সে উয়াইনার জন্য অনুমতি চাইলে উমর তাকে অনুমতি দেন। সে উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে ইবনে খাত্তাব ! আল্লাহর কসম! আপনি না আমাদেরকে যথেষ্ট সম্পদ দিচ্ছেন, না ইনসাফ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এতে উমর রা. রাগান্বিত হলেন, এমনকি তার ওপর চড়াও হতে উদ্যত হলেন। হুর বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন—নম্রতা ও ক্ষমাশলীতার নীতি অনুসরণ করো, ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯৯। এ লোকটিও মূর্খ। আল্লাহর কসম ! হুর এ আয়াত উল্লেখ করলে, উমর তা মোটেই লংঘন করলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক অনুগত।

٦٧٧٧ـ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّيْ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ ؟ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ، فَقُلْتُ اٰيَةٌ ؟ قَالَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ نَعَمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (مَا مِنْ شَيْئٍ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ وَقَدْ رَاَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَاُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ،

فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُسْلِمُ، لاَ اَدْرِى اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ فَاَجَبْنَاه وَاٰمَنَّا، فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا اَنَّكَ مُوْقِنٌ، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِى اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ، فَيَقُوْلُ لاَاَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ).

৬৭৭৭. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য গ্রহণ হলে আমি আয়েশার নিকট গেলাম। লোকেরা সেজন্য নামাযে দাঁড়িয়েছিল, আর সে-ও নামাযে দাঁড়িয়েছিল। আমি বললাম, লোকজনের ব্যাপার কি ? সে 'সুবহানাল্লাহ' বলে হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইংগিত করলো। আমি বললাম, এটা কি কোনো আলামত ? সে মাথা নেড়ে ইংগিত করলো। আল্লাহর রসূল স. নামায শেষ করে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতপর বললেন, যা আমি কখনো দেখিনি এমন কিছু আমি এ স্থানেও দেখেছি, এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখেছি। আমার নিকট অহী পাঠানো হয়েছে যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে কবরের মধ্যে প্রায় দাজ্জালের ফেতনার মত ফেতনায় লিপ্ত করা হবে। অতপর যে ব্যক্তি মুমিন বা মুসলিম হবে—সে বলবে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তিনি সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি। এরপর তাকে বলা হবে, তুমি নেক্‌কার বান্দারূপে ঘুমাও। আমরা নিশ্চিতরূপে জানলাম যে, তুমি ইয়াকীনকারী ছিলে। আর যে ব্যক্তি মুনাফিক বা সংশয়বাদী সে শুধু বলবে, আমি বলতে পারছি না। (দুনিয়ায়) আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি এবং আমিও তাই বলেছি।

٦٧٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَعُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهُمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ، وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

৬৭৭৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমরা আমাকে (প্রশ্ন করা থেকে) বিরত থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তোমাদের কোনো বিষয়ে কিছু বলি। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের অধিক প্রশ্ন ও তাদের নবীদের সাথে মতভেদ করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি কোনো বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করলে তা থেকে বিরত থাকবে এবং কোনো বিষয়ে আদেশ করলে তোমরা যথাসাধ্য তা পালন করবে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ অধিক প্রশ্ন করা, অনর্থক কষ্ট স্বীকার করা। আল্লাহর বাণী ঃ

لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ ●

"এমন বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০১

٦٧٧٩- عَنْ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

৬৭৭৯. আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী ঐ ব্যক্তি, যার প্রশ্ন করার কারণে এমন বিষয়সমূহ হারাম হয়েছে, যা পূর্বে হারাম ছিলো না।

٦٧٨٠ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا لَيَالِىَ حَتَّى اجْتَمَعَ اِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَظَنُّوْا اَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتَّى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَاقُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ.

৬৭৮০. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. চাটাই বিছিয়ে মসজিদে একটি কামরা তৈরী করে কয়েক রাত সেখানে নামায পড়েন। শেষে লোকেরা এক রাতে তাঁর কাছে একত্র হলো এবং এক পর্যায়ে তাঁর সাড়া পেলো না। তারা মনে করলো যে, তিনি ঘুমিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ গলা খাঁকারী দিতে লাগলো, যাতে তিনি এদের কাছে বেরিয়ে আসেন। তিনি (বেরিয়ে এসে) বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ (জামায়াতের ব্যাপারে আগ্রহ) আমি লক্ষ্য করেছি, এমনকি আমার ভয় হলো যে, তোমাদের ওপর এ (তারাবী) নামায ফরয করা হয় কিনা। তা ফরয করে দেয়া হলে তোমরা তা কায়েম রাখতে পারবে না। অতএব হে মানুষেরা ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই নামায পড়ো। যে কোনো ব্যক্তির জন্য ফরয নামায বাদে অন্য সব নামায তার বাড়ীতে পড়াই সর্বোত্তম।

٦٧٨١ـ عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُوْنِىْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِىْ ؟ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِىْ ؟ فَقَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ.

৬৭৮১. আবু মূসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-কে এমন কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো যা তিনি অপসন্দ করলেন। লোকজন তাঁকে বেশী বেশী প্রশ্ন করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, ঠিক আছে আমাকে জিজ্ঞেস করো। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ। আমার পিতা কে ? তিনি বলেন, তোমার পিতা হুযাইফা। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার পিতা কে ? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা শায়বার মুক্তদাস সালিম। এ সময়ে উমর রা. তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব দেখে বলেন, আমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করছি।

٦٧٨٢ـ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ اُكْتُبْ اِلَىَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، وَكَتَبَ اِلَيْهِ اِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوْقِ الْاُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ.

৬৭৮২. মুগীরা ইবনে শোবা রা.-র সচিব ওয়াররাদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া রা. মুগীরাকে লিখলেন, তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যাকিছু শুনেছো তা আমার কাছে লিখে পাঠাও। তিনি তাঁর কাছে লিখে পাঠালেন, নবী স. প্রত্যেক নামাযের শেষে বলতেন ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির 'আল্লাহুম্মা লা-মানিয়া লিমা আতাইতা অলা মুতিয়া লিমা মানাতা অলা ইয়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু" ("আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, বাদশাহী তাঁর, প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন, তাতে বাধা দানকারী কেউ নেই, আর যা আটক রাখেন তার দাতাও কেউ নেই। আর ধনীর ধন আপনার নিকট (তার) কোনো উপকারে আসবে না)।

মুগীরা আরো লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. অনর্থক কথা বলতে বা গুজব ছড়াতে, অধিক প্রশ্ন করতে, অনর্থক ধন-সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। মায়েদের অবাধ্য হতে, কন্যা-সন্তানকে জীবিত কবর দিতে, অধিকারীর অধিকার প্রদানে অস্বীকার করতে এবং অনধিকারভাবে অধিকার চাইতেও নিষেধ করেছেন।

٦٧٨٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ.

৬৭৮৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর রা.-এর নিকট ছিলাম। তিনি বলেন, অনর্থক কষ্ট করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

٦٧٨٤- عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْاَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْاَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لاَ تَسْاَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ اِلاَّ اَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَادُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا قَالَ اَنَسٌ فَاَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَاَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِى قَالَ اَنَسٌ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اَيْنَ مَدْخَلِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ النَّارُ، فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ قَالَ ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِىْ سَلُوْنِىْ قَالَ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ عُمَرُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِىْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

৬৭৮৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. সূর্য ঢলে পড়লে বের হয়ে এসে যোহরের নামায পড়লেন। সালাম ফিরিয়ে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে কিয়ামতের বিবরণ দিলেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে বড় বড় কিছু বিষয় আছে। অতপর তিনি বলেন ঃ কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইলে যেন জিজ্ঞেস করে। আল্লাহর কসম ! এখানে আমি যতক্ষণ আছি তোমরা আমাকে যে বিষয়েই জিজ্ঞেস করবে, আমি সে বিষয়ে তোমাদের অবহিত করবো। আনাস রা. বলেন, তখন লোকেরা খুব কান্নাকাটি করলো এবং রসূলুল্লাহ স. বারবার বলতে লাগলেন ঃ আমাকে

জিজ্ঞেস করো, আমাকে জিজ্ঞেস করো। আনাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমার প্রবেশস্থল কোথায়, ইয়া রসূলাল্লাহ? তিনি বলেন ঃ জাহান্নাম। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বলেন ঃ হোযাফা তোমার পিতা। রাবী বলেন, নবী স. পুনরায় বলতে লাগলেন ঃ আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমাকে জিজ্ঞেস করো। উমর রা. দু' হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ স.-কে রসূল হিসেবে গ্রহণ করেছি। উমর রা. একথা বললে রসূলুল্লাহ স. নীরব হলেন। তারপর নবী স. প্রথমে বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন। এই মাত্র এই দেয়ালের পাশে আমার সামনে জান্নাত ও জাহান্নামকে হাজির করা হয়েছে। তখন আমি নামায পড়ছিলাম। আজকের দিনের মতো, ভালো ও মন্দকে আমি আর কখনও (এত স্পষ্টভাবে) দেখিনি।

٦٧٨٥ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ فُلاَنٌ، وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ:يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

৬৭৮৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা কে? তিনি বলেন ঃ অমুক তোমার পিতা। অতপর আয়াত নাযিল হলো ঃ হে মুমিনগণ! এমন বিষয় সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের সামনে প্রকাশিত হলে তোমরা অনুতপ্ত হবে।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০১

٦٧٨٦ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ.

৬৭৮৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ মানুষ পরস্পর জিজ্ঞেস করতে থাকবে, এতো সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তবে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?

٦٧٨٧ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ لاَ يُسْمِعُكُمْ مَاتَكْرَهُوْنَ فَقَامُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَخْبِرْنَا عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَتَاَخَّرْتُ عَنْهُ حَتّٰى صَعِدَ الْوَحْىُ ثُمَّ قَالَ: وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ج قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ.

৬৭৮৭. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার এক শষ্যক্ষেত্রে আমি নবী স.-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একদল ইহুদীকে অতিক্রম করলেন। ওদের কেউ বললো, তাঁকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। আবার কেউ বললো, না, জিজ্ঞেস করো না। না জানি তোমাদেরকে তিনি এমন জিনিস শুনাবেন যা তোমাদের খারাপ লাগবে। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললো, হে আবুল কাসেম! আমাদেরকে রূহ সম্পর্কে খবর দিন। রসূলুল্লাহ স. কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। আমি বুঝলাম যে, তাঁর ওপর অহী নাযিল

হচ্ছে। আমি তাঁর থেকে সরে দাঁড়ালাম। ওহী নাযিল শেষ হলে তিনি বলেন ঃ "তোমাকে ওরা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, রূহ হচ্ছে আমার রবের একটি হুকুম।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫

৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর কার্যাবলীর অনুকরণ করা।

٦٧٨٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ اِنِّيْ لَنْ اَلْبَسَهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ.

৬৭৮৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একটি সোনার আংটি পরলেন। লোকেরাও সোনার আংটি পরলো। নবী স. বলেন ঃ নিশ্চয় আমি সোনার আংটি পরেছি। তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন ঃ আমি আর কখনও তা পরবো না। অতপর লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ফেলে দিলো।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা, এলেম সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, দীনের ব্যাপারে সীমালংঘন এবং বিদআত উদ্ভাবন পরিত্যাজ্য। কেননা আল্লাহর বাণী ঃ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِي دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ.

"হে কিতাবীগণ ! দীনের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করো না, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

٦٧٨٩ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوَاصِلُوْا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَيْنِ اَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَاَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَاَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّيْ لَهُمْ.

৬৭৮৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ ইফতার না করে তোমরা উপর্যুপরি রোযা রেখো না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি তো ইফতার না করে উপর্যুপরি রোযা রাখেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদের মতো নই, আমি রাত যাপন করি, আমার রব আমাকে পানাহার করান। এতদসত্ত্বেও তারা উপর্যুপরি রোযা রাখা থেকে বিরত হননি। রাবী বলেন, অতপর নবী স. তাদের সাথে দু'দিন বা দু' রাত পর্যন্ত উপর্যুপরি রোযা রাখলেন। অতপর তারা নতুন চাঁদ দেখতে পেলো। তখন নবী স. বললেন ঃ নতুন চাঁদ যদি আরো পরে উদিত হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে (রোযা) বৃদ্ধি করতাম, তোমাদের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য।

٦٧٩٠ـ عَنْ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيْهِ صَحِيْفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَنَشَرَهَا فَاِذَا فِيْهَا اَسْنَانُ الاِبِلِ وَاِذَا فِيْهَا الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ

عَيْرٍ اِلَى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ـ

وَاِذَا فِيْهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَاِذَا فِيْهَا مَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً.

৬৭৯০. ইবরাহীম তাইমী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, পাকা ইটের মিম্বরে আলী রা. আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। তার সাথে একটি তরবারি ছিল এবং সেটির সাথে একটি ঝুলন্ত 'সহীফা' ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! আমার নিকট পড়ার মতো আল্লাহর কিতাব ও সহীফা ছাড়া আর কিছু নেই। অতপর তিনি সহীফাটি খুললেন। তাতে লিখিত ছিল উটের আহকাম এবং মদীনা 'আঈ'র' পাহাড় থেকে অমুক (স্থান) পর্যন্ত হারাম (রক্ষিত এলাকা)। যে ব্যক্তি এ এলাকায় বিদআতের প্রচলন করবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ এবং ফেরেশতা ও সকল মানবগোষ্ঠীর অভিশাপ। তার কোনো ফরয ও নফল ইবাদাত কবুল হবে না। তাতে আরো লিখা আছে ঃ মুসলমানদের যিম্মা বা নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব একটি মাত্র (মুসলমানদের যে কেউ যে কোনো লোককে নিরাপত্তা দিতে পারে এবং তা সকলের জন্য পালনীয়)।

সুতরাং কেউ কোনো সাধারণ মুসলমানের প্রদত্ত যিম্মা ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে, তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও গোটা মানবকুলের অভিশাপ। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদাত কবুল হবে না। তাতে আরো লেখা ছিল যে, কেউ নিজের মনিবের সম্মতি ছাড়া অন্য লোকের (কওমের) সাথে অভিভাবকত্বের (বন্ধুত্বের) সম্পর্ক স্থাপন করে, তার প্রতিও আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও গোটা মানবজাতির অভিশাপ। তার কোনো ফরয বা নফল ইবাদাত কবুল হবে না।

٦٧٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيْهِ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اَصْنَعُهُ ؟ فَوَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً.

৬৭৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কিছু কাজ করলেন এবং (লোকদেরকও) অনুমতি দিলেন। কিন্তু কতক লোক তা থেকে বিরত রইলো। বিষয়টি নবী স.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, লোকদের কি হয়েছে যে, আমি যে কাজ করি সে কাজ থেকে তারা বিরত থাকে ? আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি তাদের থেকে আল্লাহ সম্বন্ধে অধিক অবগত এবং তাঁকে তাদের চেয়ে অধিক ভয় করি।

٦٧٩٢ـ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ اَنْ يَهْلِكَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفْدُ بَنِيْ تَمِيْمٍ اَشَارَ اَحَدُهُمَا بِالْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيْمِيِّ الْحَنْظَلِيِّ اَخِيْ

بَنِىْ مُجَاشِعٍ وَاَشَارَ الْاٰخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ اِنَّمَا اَرَدْتَ خِلَافِىْ فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ الى قوله عَظِيْمٌ وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذٰلِكَ عَنْ اَبِيْهِ يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ اِذَا حَدَّثَ النَّبِىَّ ﷺ بِحَدِيْثٍ حَدَّثَهُ كَاَخِى السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتّٰى يَسْتَفْهِمَهُ.

৬৭৯২. ইবনে আবু মুলাইকা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মতের দু'জন সর্বোত্তম ব্যক্তির বিপন্ন হওয়া প্রায় আসন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা হচ্ছেন আবু বকর রা. ও উমর রা.। যখন বনু তামীমের প্রতিনিধিদল নবী স.-এর নিকট আসলেন, (নেতা নির্বাচনে) বনু মজুশেয়ের ভাই আকরা ইবনে হাবেসের নাম তাদের একজন (উমর) প্রস্তাব করেন, আর অন্যজন (আবু বকর) অন্য একজনের নাম প্রস্তাব করলেন। অতপর আবু বকর রা. উমর রা.-কে বললেন, আপনার ইচ্ছা হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উমর রা. বললেন, আপনার বিরোধিতার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। এ ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মধ্যে নবী স.-এর সম্মুখে উচ্চবাচ্য হতে লাগলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বর থেকে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না ---- মহাপুরস্কার"–সূরা হুজুরাত ঃ ২-৩ পর্যন্ত। রাবী বলেন, ইবনে যুবায়ের বলেছেন, অতপর উমর রা. যখন নবী স.-এর সাথে কথা বলতেন, গোপন আলাপকারী সাথীর ন্যায় বলতেন (এত আস্তে বলতেন) যে, নবী স. দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করে না নেয়া পর্যন্ত তার কথা শুনাই যেত না।

٦٧٩٣- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ، قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِىْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِىْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِىْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا.

৬৭৯৩. উম্মুল মুমিন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. তাঁর অসুস্থ অবস্থায় বলেন ঃ তোমরা আবু বকরকে বলো, সে যেনো মানুষদের নিয়ে নামায পড়ে। আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকদেরকে (কিরাআত) শুনাতে পারবেন না। বরং আপনি উমর রা.-কে নামায পড়াতে বলুন। তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বলো। আয়েশা রা. বলেন, অতপর আমি হাফসা রা.-কে বললাম, তুমি বলো, আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার কারণে লোকদেরকে (কিরাআত) শুনাতে পারবে না। বরং উমরকে লোকদের নামায পড়াতে বলুন। হাফসা রা. তাই করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ তোমরাতো ইউসুফ আ.-এর সঙ্গিনীদের ন্যায়। তোমরা আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বলো। তখন হাফসা রা. আয়েশা রা.-কে বললেন, আমি তোমার পক্ষ হতে কোনোদিন ভালো কিছু পাইনি।

٦٧٩٤ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَ عُوَيْمِرُ الْعَجْلاَنِيُّ اِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ اَتَقْتُلُوْنَهُ بِهِ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ خَلْفَ عَاصِمٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْكُمْ قُرْاٰنًا فَدَعَا مَا فَتَقَدَّمَا فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَاْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بِفِرَاقِهَا فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُنْظُرُوْهَا فَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَحْمَرَ قَصِيْرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ اَسْحَمَ اَعْيَنَ ذَا اَلْيَتَيْنِ فَلاَ اَحْسِبُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْاَمْرِ الْمَكْرُوْهِ.

৬৭৯৪. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসেম ইবনে আদীর নিকট উয়াইমির আজলামী এসে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো ব্যক্তিকে পায় এবং তাকে হত্যা করে তাহলে এর পরিবর্তে তোমরা কি ঐ হত্যাকারীকে হত্যা করবে ? হে আসেম, তুমি এ ব্যাপারে আমার জন্য রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করো। সে নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অপসন্দ করলেন এবং দুষণীয় মনে করলেন। অতপর ফিরে এসে আসেম তাকে খবর দিলো যে, নবী স.-এর প্রশ্ন করাতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অতপর উয়াইমির বললো, আল্লাহর কসম ! আমি অবশ্যই নবী স.-এর দরবারে যাবো। আর এদিকে আসেম রা. চলে যাওয়ার পেছনেই আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন। অতপর উয়াইমির নবী স.-এর নিকট আসলেন। নবী স. তাকে বললেন, তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তারপর নবী স. তাদের দুজনকে ডাকলেন, তারা উপস্থিত হলে তারা দু'জন পরস্পরে লেআন করলো (পরস্পরকে অপবাদ দিয়ে কসম করে অভিসম্পাত করলো)। অতপর উয়াইমির বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তাহলে আমি মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণিত হলাম। অতপর সে স্ত্রীকে পৃথক করে দিল (তালাক বা বিচ্ছেদ করলো)। নবী স. কিন্তু তাকে পৃথকের (বিচ্ছেদের) হুকুম করেননি। অতপর ইরশাদ করলেন এ মহিলাটির জন্য অপেক্ষা করো, যদি সে লাল, খাটো ও ওহরা নামক জন্তুর সাদৃশ (শিশু) প্রসব করে, তাহলে আমি মনে করবো যে, সে (উয়াইমির) মিথ্যা বলেছে। আর যদি সে কালো ও বড় চোখ বিশিষ্ট এবং পাছা বড় শিশু প্রসব করে তাহলে আমি মনে করবো, উয়াইমির তার বিরুদ্ধে সত্য বলছে। অতপর সে উক্ত (খারাপ) শিশুই প্রসব করলো (যা তাকে দোষী প্রমাণ করলো)।

٦٧٩٥ـ عَنْ مَالِكُ بْنُ اَوْسِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ ذٰلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى اَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ،اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ قَالَ

نَعَمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا قَالَ هَلْ لَكَ فِى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ ؟ فَاَذِنَ لَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ الظَّالِمِ اسْتَبَّا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانَ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الاٰخَرِ، فَقَالَ اتَّئِدُوْا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ؟ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ فَاِنِّى مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَالِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، قَالَ اللّٰهُ : مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ:الاٰيَةَ ، فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَاثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقِىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ، فَعَمِلَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمَا حِيْنَئِذٍ فَاَقْبَلَ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ فِيْهَا كَذَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيْهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَانِىْ وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاَمْرُ كُمَا جَمِيْعٌ، جِئْتَنِىْ تَسْئَلُنِىْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ، وَاَتَانِىْ هٰذَا يَسْاَلُنِىْ نَصِيْبَ امْرَاَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا عَلَى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ تَعْمَلاَنِ فِيْهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا، وَاِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِىْ فِيْهَا، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا بِذٰلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ، اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ، فَاَقْبَلَ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ،

فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ، قَالَ اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ، فَوَالَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَيَّ فَاَنَا اَكْفِيْكُمَاهَا.

৬৭৯৫. মালেক ইবনে আওস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর রা.-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁর দ্বার রক্ষী "ইয়ারফা" এসে বললো, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যুবায়ের এবং সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. আপনার সাক্ষাতের প্রার্থী। তাদের কি আসতে দেয়া যায়? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি তাদের অনুমতি দিলে তারা সবাই প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। ইয়ারফা আবার এসে বললো, আলী ও আব্বাসের জন্য কি আপনার অনুমতি আছে? অতপর তিনি তাদের দু'জনকেও অনুমতি দিলেন। আব্বাস রা. বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার ও যালেমের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। তখন তারা (আব্বাস ও আলী) পরস্পর অসৌজন্যমূলক বাক-বিতণ্ডা করছিলেন। উসমান ও তার সাথীগণ বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! তাদের ঝগড়া মীমাংসা করে দিয়ে পরস্পরকে শান্তি দিন। তিনি বলেন, আপনারা থামুন (ধৈর্য ধরুন)। আমি আপনাদের আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে আসমান-যমীন সুস্থির আছে! আপনারা কি জানেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমরা নবীগণ কোনো উত্তরাধিকার স্বত্ব রেখে যাই না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। একথা দ্বারা রসূলুল্লাহ স. নিজে -কে বুঝিয়েছেন। সবাই বলেন, হাঁ, নবী স. তাই বলেছেন। এরপর উমর রা. আলী ও আব্বাসের দিকে ফিরে বলেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনরা কি অবগত আছেন, রসূলুল্লাহ স. একথা বলেছেন? তারা বলেন, হাঁ। উমর রা. বলেন, আমি এ বিষয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ এ সম্পদ বিশেষভাবে তাঁর রসূলের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা অপর কাউকে প্রদান করেননি। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "আর আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফাই হিসেবে যাকিছু প্রদান করেছেন, আর এজন্য তোমরা ঘোড়া, উট বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করো নাই, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা, বিজয় দান করেন।" সুতরাং এ সম্পদ ছিল রসূলের জন্য বিশেষভবে নির্দিষ্ট। আল্লাহর কসম! তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে এ মাল গ্রহণ করেননি বা এককভাবে শুধু তোমাদেরও প্রদান করেননি। বরং তা থেকে তোমাদের দিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। তা থেকে এ পরিমাণ (সম্পদ) অবশিষ্ট আছে। এ সম্পদ থেকেই রসূলুল্লাহ স. তাঁর পরিবার-পরিজনদের পুরো এক বছরের জন্য বিতরণ করতেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ আল্লাহর মাল অর্থাৎ সাদকার মতো খরচ করতেন। আর রসূলুল্লাহ স. তাঁর সমগ্র জীবনে এভাবেই আমল করেছেন। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি এসব অবগত আছেন? সবাই বললেন ঃ হাঁ। তারপর তিনি আলী রা. ও আব্বাস রা.-কে লক্ষ করে বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনারা কি তা জানেন? তারা বলেন, হাঁ।

(উমর রা. আরো বলেন,) এরপর আল্লাহ তাঁর নবী স.-কে ওফাত দান করলেন। আবু বকর উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহন করে বলেছেন যে, আমি আল্লাহর রসূলের স্থলাভিষিক্ত, তিনি তদনুরূপ আমল করলেন, যেরূপ রসূল স. করেছিলেন। আপনারা তখন (উপস্থিত) ছিলেন। অতপর তিনি আব্বাস ও আলী রা.-এর দিকে ফিরে বললেন ঃ আপনারা দু'জন বলুন যে, আবু বকর এরূপ ছিল (অর্থাৎ তাঁর সমালোচনা করো)। আল্লাহ জানেন, তিনি (আবু বকর) এ ব্যাপারে সত্যবাদী ও সুপথপ্রাপ্ত এবং হকের অনুসারী ছিলেন। এরপর আল্লাহ আবু বকরকেও ওফাত দান

করলেন। অতপর তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর রা.-এর স্থলাভিষিক্ত। এ ক্ষমতা বলেই উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার খেলাফতের বিগত দু বছর যাবত পালন করে আসছি। আর এ ব্যাপারে রসূল স. ও আবু বকর যেমন করেছেন, আমিও তেমনটিই করে আসছি। আর আজ আপনারা দু'জনেই একই দাবি নিয়ে আমার নিকট আগমন করে সে বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন। আপনাদের উভয়ের উদ্দেশ্য একই। হে আব্বাস! আপনি এসেছেন, আপনারা ভাতিজার সম্পদে আপনার অংশের দাবি নিয়ে আর ইনি এসেছেন তার শশুরের সম্পদে তার স্ত্রীর অংশের দাবি নিয়ে। আমি বললাম, আপনারা চাইলে তা আপনাদের নিকট অর্পণ করতে পারি, এ শর্তে যে, আপনারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করবেন যে, রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর রা. এ সম্পদের যেভাবে ব্যবস্থাপনা করেছেন এবং আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর যেভাবে আমি ব্যবস্থাপনা করেছি আপনারাও অদ্রূপ করবেন। আপনারা বলেছিলেন, হাঁ, এভাবেই আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ঐ শর্তেই আমি আপনাদের দায়িত্বে তা অর্পণ করেছিলাম। (অতপর তিনি সকলকে লক্ষ করে বললেন,) আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি তাদেরকে এ শর্তে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিনি ? সবাই জবাব দিলেন, হাঁ, এ শর্তেই দেয়া হয়েছিল। অতপর তিনি (উমর) আলী ও আব্বাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে বলছি, এ শর্তেই কি আমি আপনাদেরকে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিনি ? তারা উভয়েই বললেন, হাঁ। উমর রা. বলেন, এ মীমাংসিত বিষয়ে পুনর্বার কেন আপনারা আমার নিকট ভিন্নতর মীমাংসা প্রার্থনা করছেন ? যাঁর আদেশ ও ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও উর্ধজগত বহাল রয়েছে। সেই আল্লাহর কসম! কিয়ামত পর্যন্ত এ ব্যাপারে নতুন কোনো মীমাংসা আমি করবো না। তবে যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধান ও দেখাশুনা করতে অপারগ ও অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে তা ফিরিয়ে দিন। আপনাদের পরিবর্তে আমি একাই উক্ত সম্পদ তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিদআতীকে আশ্রয় দানকারীর পাপ। এ সম্পর্কে আলী রা. থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٦٧٩٦ـ عَنْ عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ؟ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا اِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ،

৬৭৯৬. আসেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, মদীনাকে রসূল্লাহ স. কি হারাম ঘোষণা করেছেন ? তিনি বলেন, হাঁ, অমুক স্থান থেকে অমুক স্থানের মধ্যবর্তী এলাকা পর্যন্ত, এখনকার গাছপালা কাটা নিষেধ। যে মদীনায় বিদআতের প্রচলন করবে তার ওপর আল্লাহর ফেরেশতাকুলের ও গোটা মানবজাতির অভিশাপ।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ (দীনের উসূল বহির্ভূত) ব্যক্তিগত মত এবং ভিত্তিহীন কিয়াস সমালোচিত। আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ـ

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।"—সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬

٦٧٩٧ـ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

يَقُوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ اَنْ اَعْطَاكُمُوْهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُوْنَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ.

৬৭৯৭. ওরওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হজ্জ করার সময় নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ইলম দান করার পর ছিনিয়ে নিবেন না, বরং আল্লাহ আলেমদেরকে তাদের ইলমসহ তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তাদের থেকে তুলে নিবেন। তারপর অবশিষ্ট থাকবে শুধু মূর্খ লোক। তাদের নিকট ফতোয়া চাওয়া হলে, তারা নিজ মত অনুযায়ী ফতোয়া দিবে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

٦٧٩٨- عَنْ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا رَأْيَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ لَقَدْ رَاَيْتُنِى يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سُيُوْفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا اِلَى اَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلَى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَذَا الْاَمْرِ قَالَ و قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ شَهِدْتُ صِفِّيْنَ وَبِئْسَتْ صِفِّيْنَ.

৬৭৯৮. সাহল ইবনে হুনাইফ রা. বলেন, হে লোক সকল ! তোমরা দীনর মুকাবিলায় নিজস্ব মতামতকে (সিদ্ধান্তকে) দুষণীয় গণ্য করো। (কেননা) আমি আবু জান্দালের (হুদায়বিয়ার) দিবসের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। সেদিন [রসূল স.-এর] সিদ্ধান্তকে রহিত করার (বা এড়িয়ে যাওয়ার) ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই আমি তা করতাম। শুধুমাত্র এ কাজটি (সিফফীনের যুদ্ধ) ছাড়া আমরা যখনই কোনো ভীতিপ্রদ বা ভয়ানক কাজের জন্য কাঁধে তরবারী নিয়ে বেরিয়েছি, তখনই সে কাজ আমাদের জন্য সহজতর হয়েছে। তিনি বলেন, আবু ওয়ায়েল বলেছেন, আমি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। সিফ্‌ফীন কতই না মন্দ ছিলো।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে বিষয়ে ওহী নাযিল হয়নি সে সম্পর্কে নবী স.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ "আমি জানি না" অথবা ওহী না আসা পর্যন্ত কোনো উত্তর দিতেন না। তিনি কিয়াস করে এবং নিজের মতানুসারে কিছু বলতেন না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ 'আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়েছেন (জানিয়েছেন সে অনুসারে ফায়সালা করুন)। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রূহ (আত্মা) সম্পর্কে নবী স.-কে জিজ্ঞেস করা হলে, ওহী নাযিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরব থাকেন।

٦٦٩٩- عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ فَجَاءَ نِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَا شِيَانِ فَاَتَانِىْ وَقَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَىَّ فَاَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَقْضِى فِىْ مَالِىْ، كَيْفَ اَصْنَعُ فِىْ مَالِىْ، قَالَ فَمَا اَجَابَنِىْ بِشَىْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ.

৬৭৯৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর রা. পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। যখন তাঁরা আমার নিকট আসলেন তখন আমি

বেহুঁশ অবস্থায় ছিলাম। রসূলুল্লাহ স. উযু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তাতে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার সম্পদের ফায়সালা কিভাবে করবো ? আমার সম্পদের ব্যাপারে কি করবো ? তিনি আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না, যাবত না উত্তরাধীকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. আল্লাহর দেয়া শিক্ষা অনুযায়ী তার উম্মতের নারী-পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর নিজের মতামত বা কিয়াস অনুযায়ী শিক্ষা দেননি।

٦٨٠٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاةٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاتِيْكَ فِيْهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ، فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِىْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِىْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَاَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ اِمْرَاةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً اِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، فَقَالَتِ امْرَاةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اثْنَيْنِ قَالَ فَاَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ.

৬৮০০. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার হাদীস দ্বারা পুরুষরাই উপকৃত হচ্ছে। অতএব আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন ঠিক করুন, আমরা সেদিন আপনার নিকট আসবো এবং আপনি আল্লাহর দেয়া শিক্ষা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক স্থানে একত্র হবে। অতপর তারা (সে স্থানে) একত্র হলে নবী স. এসে আল্লাহর শিক্ষা থেকে তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। অতপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে মহিলার জীবদ্দশায় তার তিনটি শিশু সন্তান ইন্তেকাল করেছে তার জন্য তা জাহান্নামের পর্দা (রক্ষা) হবে। তাদের মধ্যে এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! দু'টি শিশু ? সে দু'বার কথাটি বললো। নবী স. বললেন ঃ এবং দু'টি, দু'টি, দু'টি (শিশু মারা গেলেও)।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী থাকবে। তারা হচ্ছে দীনের বিশেষজ্ঞ আলেম।

٦٨٠١- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى يَاتِيَهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ.

৬৮০১. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা (হকের ওপর) প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর হুকুম (কিয়ামত) আসবে এবং তখনও তারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

٦٨٠٢- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللّٰهُ وَلَنْ يَزَالَ اَمْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ مُسْتَقِيْمًا حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ اَوْ حَتَّى يَاتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৮০২. মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার খুতবায় বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি (ইলম) বিতরণকারী, আর আল্লাহ আমাকে তা দান করেন। এ উম্মতের কাজ সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কিয়ামত আসা পর্যন্ত অথবা আল্লাহর হুকুম আসা পযন্ত।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا "অথবা তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করবেন।"–সূরা আল আনআম ঃ ৬৫

٦٨٠٣- عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ هَاتَانِ اَهْوَنُ اَوْ اَيْسَرُ.

৬৮০৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী স.-এর ওপর এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "বলো, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের ওপর থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম"–সূরা আল আনআম ঃ ৬৫। তিনি বলেন ঃ আয় আল্লাহ ! আপনার নিকট আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি। "অথবা নিম্নদেশ থেকে আযাব পাঠাবেন"–সূরা আল আনআম ঃ ৬৫। তিনি বলেন ঃ আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। "অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিবেন এবং তোমাদের একের দ্বারা অপরকে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবেন"–সূরা আল আনআম ঃ ৬৫। তিনি বলেন ঃ এ দু'টি আযাব অপেক্ষাকৃত সহজ (উপরোক্ত আযাবদ্বয় থেকে)।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বুঝানোর জন্য দ্ব্যর্থবোধক পরিচিত জিনিসকে অধিক স্পষ্ট জিনিসের সাথে তুলনা করে, যে দু'টির বিধান নবী স. প্রশ্নকারীকে বুঝাবার জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

٦٨٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ وَاِنِّى اَنْكَرْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ، قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ ؟ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا، قَالَ فَاَنِّى تُرَى ذٰلِكَ جَاءَهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِرْقٌ نَزَعَهَا قَالَ وَلَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِى الْاِنْتِفَاءِ مِنْهُ.

৬৮০৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী স.-এর নিকট এসে বললো, আমার স্ত্রী একটি কালো ছেলে সন্তান প্রসব করেছে। আমি এ সন্তান অস্বীকার করেছি। রসূলুল্লাহ স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি উটের পাল আছে ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন ঃ সেগুলো কি রংয়ের ? সে বললো, লাল। তিনি বলেন ঃ সেগুলোর মধ্যে কি ছাই রংয়েরও (উট) আছে ? সে বললো, হ্যাঁ, সেগুলোতে (ছাই রং) আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ রং কোথা থেকে আসলো বলে তুমি মনে করো ? সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! সম্ভবত পূর্ববংশের কোনো প্রভাবে এমন হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাহলে তোমার (শিশুর বর্ণও) পূর্ববংশের কারো বর্ণের প্রভাবে এমন হয়েছে। শিশুটিকে অস্বীকার করার অনুমতি নবী স. তাকে দিলেন না।

٦٨٠٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ اِمْرَاَةً جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّيْ نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ اَنْ تَحُجَّ ، اَفَاَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا الَّذِيْ لَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

৬৮০৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী স.-এর নিকট এসে বললো, আমার মা হজ্জ করবেন বলে মান্নত করেছিলেন, কিন্তু তিনি হজ্জ করার পূর্বেই মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো ? নবী বলেন ঃ হাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। তুমি কি মনে করো, তার ঋণ থাকলে তোমার জন্য তা আদায় করা জরুরী ? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে কৃত মান্নত পূরণ করার ব্যাপারে বেশী হকদার।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলা যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করার চেষ্টা করা। কেননা আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নাযিলকৃত বিধান মতে ফায়সালা করে না, তারা যালেম।" আর নবী স. প্রশংসা করেছেন যে, কুরআন বিশেষজ্ঞ কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়, আর সে ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে না। তিনি আরো প্রশংসা করছেন সেসব খলীফার, যারা পরামর্শ করে এবং আহলে ইলমদের (কুরআন বিশেষজ্ঞদের)-কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়।

٦٨٠٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَاٰخَرُ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

৬৮০৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ শুধু দু'টি ব্যক্তির সাথে হিংসা করা যায়। এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তাকে বৈধ পথে সে অর্থ ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন। আর এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ ইলম দান করেছেন এবং সে তার মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করে এবং তা অপরকেও শিক্ষা দেয়।

٦٨٠٧- عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَاَلَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ عَنْ اِمْلاَصِ الْمَرْاَةِ وَهِيَ الَّتِيْ يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِيْ جَنِيْنًا فَقَالَ اَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ اَنَا، فَقَالَ مَا هُوَ ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ، فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيْئَنِيْ بِالْمَخْرَجِ فِيْمَا قُلْتُ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِيْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ.

৬৮০৭. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. পেটে আঘাতপ্রাপ্তা মহিলার গর্ভপাতের (মৃত) সন্তান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। অর্থাৎ যে মহিলার পেটে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে গর্ভপাত ঘটে। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ বিষয়ে নবী স.

থেকে কিছু শুনেছে ? (শোবা বলেন,) আমি বললাম, আমি শুনেছি। তিনি বলেন, কি শুনেছো ? আমি বললাম, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি যে, এতে (গর্ভস্থ শিশু হত্যার কারণে) একটি দাস বা দাসী মুক্ত করা। তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার এ হাদীসের সপক্ষে কোনো সাক্ষী না আনতে পারবে, ততক্ষণ তোমার নিস্তার নেই। তারপর আমি বেরুতেই মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে পেলাম। আমি তাকে নিয়ে আসলাম। সে আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলো যে, সে-ও নবী স.-কে বলতে শুনেছে যে, এ (অপরাধের) জন্য একটি গোলাম বা বাঁদী মুক্ত করতে হবে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ তোমরা (মুসলমানরা) অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের (ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের) অনুকরণ করবে।

٦٨٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ اُمَّتِى بِاَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَفَارِسَ وَالرُّوْمِ ، فَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ اِلاَّ اُولٰئِكَ.

৬৮০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে পূর্ববর্তী জাতির অনুকরণ করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! পারসিক (ইরানী) ও রোমানদের মতো ? তিনি বলেন ঃ এরা ছাড়া আর কারা ?

٦٨٠٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ.

৬৮০৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো অনুকরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে। এমনকি, তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢোকে তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! ইয়াহুদ ও নাসারাদের ? তিনি বলেন ঃ তবে আর কাদের ?

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান করে অথবা খারাপ কোনো প্রথা চালু করে, তার অপরাধ সম্পর্কে। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط

"আর ঐ সমস্ত লোকদের পাপের বোঝা (তারা বহন করবে,) যারা লোকদেরকে অজ্ঞতাহেতু পথভ্রষ্ট করেছে।"–সূরা আন নাহল ঃ ২৫

٦٨١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ اَوَّلاً.

৬৮১০. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে তার এ খুনের একটি অংশ আদমের প্রথম ছেলের (কাবীলের) ওপরও বর্তায়। কেননা সে-ই প্রথম হত্যার রীতি চালু করেছে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আলেমদের ঐক্যের প্রতি নবী স.-এর উৎসাহ প্রদান, যে সকল বাণীর ব্যাপারে মক্কা ও মদীনার আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। নবী স., মুহাজির ও আনসারদের মিম্বরের স্থানসমূহ এবং নবী স.-এর নামাযের স্থান, মিম্বর ও কবর প্রসঙ্গে।

٦٨١١ـ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلَمِيِّ اَنَّ اَعْرَابِيًا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَصَابَ الْاَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ الْاَعْرَابِيُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبَى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبُهَا.

৬৮১১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী স.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের 'বাইআত' করলো। মদীনায় (প্রচণ্ড উত্তাপে) বেদুঈনের জ্বর দেখা দিলো। বেদুঈন নবী স.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো, "হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাইয়াত বাতিল করুন।" রসূলুল্লাহ স. অস্বীকৃতি জানালেন। লোকটি আবার উপস্থিত হয়ে 'বাইআত' ভঙ্গ করার আবেদন পেশ করলো। রসূলুল্লাহ স. এবারও অস্বীকৃতি জানালেন, লোকটি পুনরায় উপস্থিত হয়ে বাইআত ভঙ্গ করার আবেদন পেশ করলো। এবারও তিনি অস্বীকৃতি জানালে লোকটি বেরিয়ে গেলো। অতপর রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ মদীনা হচ্ছে কামারের হাঁপড়ের মত, যা ভেজালকে দূর করে দিয়ে খাঁটিটুকুকে উজ্জ্বল করে দেয়।

٦٨١٢ـ عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِمِنًى لَوْ شَهِدْتَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يَقُوْلُ لَوْ مَاتَ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا قَالَ عُمَرُ لَاَقُوْمَنَّ الْعَشِيَّةَ فَاُحَذِّرُ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنَّ يَغْصِبُوْهُمْ، قُلْتُ لَا تَفْعَلْ فَاِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَيَغْلِبُوْنَ عَلَى مَجْلِسِكَ فَاَخَافُ اَلَّا يُنْزِلُوْهَا عَلَى وَجْهِهَا فَيُطَيِّرُ بِهَا كُلُّ مُطَيِّرٍ فَاَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ دَارَ الْهِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَيَحْفَظُوْا مَقَالَتَكَ وَيُنْزِلُوْهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاَقُوْمَنَّ بِهِ فِىْ اَوَّلِ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اٰيَةُ الرَّجْمِ.

৬৮১২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-কে কুরআন পড়াতাম। উমর রা. যখন জীবনের সর্বশেষ হজ্জ অনুষ্ঠান পালন করেন, তখনকার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ইবনে আওফ মিনায় আমাকে বলেন, আফসোস ! যদি তুমি আমীরুল মুমিনীন-এর নিকট উপস্থিত থাকতে। তার নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, অমুক ব্যক্তি বলেছে, যদি আমীরুল

মুমিনীন মারা যেতেন, তাহলে আমরা অমুকের হাতে (খিলাফতের) বাইয়াত হতাম। উমর রা. বল্লেন, আজ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আমি তাদেরকে সাবধান করবো, যারা মুসলমানদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। আমি তাকে বললাম, আপনি তা করবেন না। কেননা এখন হজ্জের মৌসুম, আপনার মজলিসে বেশীর ভাগই সাধারণ লোক উপস্থিত থাকবে। তারা আপনার কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না, এর সত্যিকার মর্যাদা দিতে পারবে না এবং একথাগুলো বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়বে। বরং আপনি দারুল হিজরাত ও দারুসসুন্নাত মদীনায় ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তথায় (মদীনায়) পৌঁছে আপনি শুধু রসূলুল্লাহ স.-এর মুহাজির ও আনসার সাহাবাদেরকে সমবেত করে বলুন, তারা আপনার কথার যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করবেন। উমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম এ কাজই করবো। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমরা মদীনায় পৌঁছলে উমর রা. ভাষণ দিলেন, তাতে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ স.-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। তাতে রজম সম্পর্কিত আয়াতও ছিল।

٦٨١٣ـ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِى هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخْ بَخْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِى الْكَتَّانِ لَقَدْ رَاَيْتُنِى وَاِنِّى لاَخِرُّ فِيْمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَىَّ فَيَجِى الْجَائِى فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِى وَيُرَى اَنِّى مَجْنُوْنٌ وَمَا بِى مِنْ جُنُوْنٍ مَابِى اِلاَّ الْجُوْعُ.

৬৮১৩. মুহাম্মদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরাইরা রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি লাল বর্ণের রঞ্জিত দু'টি কাতান বস্ত্র পরিহিত ছিলেন। তিনি হাঁচি দিয়ে বললেন, বাহ! বাহ! আবু হুরাইরা আজ কাতান দ্বারা নাক পরিষ্কার করছে। অথচ আমি নিজেকে এমন অবস্থায়ও পেয়েছি, রসূলুল্লাহ স.-এর মিম্বর ও আয়েশা রা.-এর হুজরার মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। লোকেরা আমাকে পাগল মনে করে আমার কণ্ঠনালী মাড়িয়ে চলে যেতো, অথচ আমি পাগল ছিলাম না। ক্ষুধার তাড়নায় আমার এ অবস্থা ছিল।

٦٨١٤ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِى مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَاَتَى الْعَلَمَ الَّذِى عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلاَ اِقَامَةً ثُمَّ اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَ النِّسَاءِ يُشِرْنَ اِلَى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ.

৬৮১৪. আবদুর রহমান ইবনে আবেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে কোনো ঈদে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। যদি আমার সাথে তার আত্মীয়তা না থাকতো তবে অল্প বয়সের কারণে আমি তাঁর সাথে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। (এক ঈদে) তিনি কাসীর ইবনুস সালত-এর বসতবাড়ীর নিকটবর্তী পতাকার কাছে উপস্থিত হয়ে (ঈদের) নামায পড়লেন, অতপর খুতবা দিলেন, আযান ও ইকামতের উল্লেখ করলেন না। এরপর তিনি লোকদের দান-সাদকা করার নির্দেশ দিলেন। মহিলারা নিজ নিজ কান ও গলার দিকে হাত উঠালো। রসূলুল্লাহ স. বিলালকে মেয়েদের নিকট যেতে বললেন। তিনি মেয়েদের নিকট হতে (অলংকারাদি নিয়ে) রসূলের নিকট ফিরে গেলেন।

٦٨١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَاْتِى قُبَاءً مَاشِيًا وَرَاكِبًا.

৬৮১৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. কুবার মসজিদে কখনো পদব্রজে আবার কখনো বাহনে সওয়ার হয়ে আসতেন।

٦٨١٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اُدْفِنِّى مَعَ صَوَاحِبِىْ وَلاَ تَدْفِنِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْبَيْتِ فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ اُزَكَّى

وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَى عَائِشَةَ ائْذَنِىْ لِىْ اَنْ اُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَىَّ فَقَالَتْ اَىْ وَاللّٰهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَرْسَلَ اِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اُوْثِرُهُمْ بِاَحَدٍ اَبَدًا.

৬৮১৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে ওসিয়ত করেন, আমার মৃত্যুর পর আমাকে যেন আমার সতীনদের (উম্মেহাতুল মুমেনীন) পাশেই দাফন করা হয়। আমাকে যেন নবী স.-এর হুজরায় দাফন না করা হয়। কেননা মৃত্যুর পর আমার প্রশংসা করা হোক, এটা আমি পসন্দ করি না।

হিশাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর রা. আয়েশা রা.-এর নিকট লোক প্রেরণ করে বলেন, আমাকে আমার দুই সাথীর (রসূলুল্লাহ ও আবু বকর) সাথে কবরস্থ হওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা বলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! বর্ণনাকারী আরও বলেন, আয়েশা রা.-এর নিকট যখনই কোনো সাহাবী রসূলুল্লাহর সাথে দাফনের অনুমতি প্রার্থনা করতেন, তখনই তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! আমি উক্ত দু'জনের সাথে অপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না।

٦٨١٧- عَنْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَيَاْتِي الْعَوَالِىَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ زَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِى اَرْبَعَةُ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلاَثَةٌ.

৬৮১৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. আসরের নামায পড়ে 'আওয়ালী' (মদীনার শহরতলী) পৌঁছতেন, সূর্য তখনও বেশ ওপরে থাকতো। ইউনুসের সূত্রে লাইস আরো বলেন, 'আওয়ালী' মদীনা হতে চার অথবা তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

٦٨١٨- عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيْدَ فِيْهِ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدَ.

৬৮১৮. জুয়াইদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা.-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে 'সা' এক মুদ ও এক মুদের তিন ভাগের এক ভাগ পরিমাপ ছিল, কিন্তু তোমাদের যুগে এসে তা বেড়ে গেছে।

٦٨١٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِىْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِىْ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ.

৬৮১৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহ মদীনাবাসীদের পরিমাপে তাদের 'সা' ও মুদে বরকত দান করুন।

٦٨٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.

৬৮২০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একদল ইহুদী নবী স.-এর নিকট একজোড়া ব্যভিচারী ইহুদী পুরুষ ও নারীকে নিয়ে উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ স. উভয়কে শাস্তি দানের হুকুম দিলেন। তাদের উভয়কে মসজিদে নববীর জানাযা রাখার নিকটবর্তী স্থানে রজম করা হলো।

٦٨٢١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا.

৬৮২১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. উহুদ পাহাড় দেখতে পেয়ে বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে, আমরাও এ পাহাড়কে ভালো বাসি। ইবরাহীম আ. মক্কাকে হারামের ইজ্জত দিয়েছেন, আমি এর (মদীনার) দুই প্রস্তর ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে হারামের মর্যাদা দান করছি।

٦٨٢٢- عَنْ سَهْلٍ اَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

৬৮২২. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। মসজিদে (নববীর) কিবলার দিকের প্রাচীর ও মিম্বরের মধ্যে শুধু একটি ছাগল হেঁটে যাওয়ার মতো দূরত্ব ছিল।

٦٨٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلَى حَوْضِىْ.

৬৮২৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগান এবং আমার মিম্বর আমার হাওযের ওপর অবস্থিত।

٦٨٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَابَقَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ فَاُرْسِلَتِ الَّتِى ضُمِّرَتْ مِنْهَا وَاَمَدُهَا الْحَفْيَاءُ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِىْ لَمْ تُضَمَّرْ اَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ.

৬৮২৪. আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিযোগিতার (সীমা) স্থান ছিল হাফ্য়া হতে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত। আর অপ্রস্তুত (প্রশিক্ষণহীন) ঘোড়াগুলোর প্রতিযোগিতার স্থান (সীমা) ছিল সানিয়াতুল বিদা হতে মসজিদে বনী যুরাইক পর্যন্ত। আর প্রতিযোগী ঘোড়ার আরোহীদের মধ্যে আবদুল্লাহও ছিলেন।

٦٨٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِالنَّبِيِّ ﷺ.

৬৮২৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে উমার রা. প্রদত্ত খুতবা (ভাষণ) আমি শুনেছি।

٦٨٢٦- عَنِ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ سَمِعَ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ خَطِيْبًا عَلَى مِنْبَرِالنَّبِيِّ ﷺ.

৬৮২৬. সায়িব ইবনে ইয়াযিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান রা.-কে রসূলের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে শুনেছেন।

٦٨٢٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يُوْضَعُ لِىْ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيْهِ جَمِيْعًا.

৬৮২৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য পানির পাত্র রাখা হতো। আমরা দু'জন একত্রে এর পানি দিয়ে গোসল করতাম।

٦٨٢٨- عَنْ اَنَسٍ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْاَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِىْ دَارِى الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ.

৬৮২৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. আনসার ও মুহাজিরদেরকে আমার (মদীনার) বাসগৃহে বসে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন এবং এক মাস যাবত বনু সুলাইমের বিরুদ্ধে কুনূতে নাযেলা পড়েছেন।

٦٨٢٩- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ لِىْ انْطَلِقْ اِلَى الْمَنْزِلِ فَاَسْقِيَكَ فِى قَدَحٍ شَرِبَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتُصَلِّىْ فِىْ مَسْجِدٍ صَلَّى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَاَسْقَانِىْ سَوِيْقًا وَاَطْعَمَنِىْ تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِىْ مَسْجِدِهِ.

৬৮২৯. আবু বুরদা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় আগমন করলে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি আমাকে বলেন, চলুন, আমার ঘরে যাই। রসূলুল্লাহ স. যে পাত্রে পান করেছেন, আমি সে পাত্রে আপনাকে পান করাবো। এবং নবী স. যে মসজিদে নামায পড়েছেন, আমরা সেখানে নামায পড়বো। আমি তার সাথে গেলাম। তিনি আাকে ছাতুর শরবত পান করান এবং খেজুর খাওয়ান। অতপর নবী স. যে মসজিদে নামায পড়েছেন আমরা সেখানে গিয়ে নামায পড়লাম।

٦٨٣٠- عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِى النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِنْ رَبِّى وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ اَنْ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ وَقَالَ هَارُوْنُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ عُمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ.

৬৮৩০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। উমর রা. তাকে বললেন, নবী স. তাকে বলেছেন যে, আকীক নামক উপত্যকায় অবস্থানকালে এক রাতে আমার রবের কাছ থেকে একজন আগন্তুক[১]

১. আগন্তুক হযরত জিবরাঈল আ.।

আমার কাছে আসলেন। তিনি বললেন, এ কল্যাণময় প্রান্তরে নামায পড়ুন এবং বলুন, ওমরাহ ও হজ্জের নিয়াত করছি। হারুন ইবনে ইসমাঈল বলেন, আলী আমার কাছে হজ্জের সাথে ওমরাহর নিয়ত করুন শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٦٨٣١.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ قَرْنًا لِاَهْلِ نَجْدٍ، وَالْجُحْفَةَ لِاَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ، قَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَذَكَرَ الْعِرَاقُ ، فَقَالَ لَمْ تَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ.

৬৮৩১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নজদবাসীদের মীকাত[২] 'কারন' সিরিয়াবাসীদের 'জুহ্‌ফা' এবং মদীনাবাসীদের মিকাত 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানকে নির্দিষ্ট করেছেন। ইবনে উমর রা. বলেন, আমি এগুলো নবী স.-এর নিকট শুনেছি। আমি জানতে পেরেছি, নবী স. আরো বলেছেন ঃ ইয়ামানবাসীদের মীকাত হলো ইয়ালামলাম। ইরাকের প্রসংগ উল্লেখ করা হলে ইবনে উমর বলেন, তখন ইরাক ছিলো না।[৩]

٦٨٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اُرِىَ وَهُوَ فِىْ مُعَرَّسِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

৬৮৩২. আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যুল হুলায়ফা নামক স্থানে অবতরণ করলে তাঁকে স্বপ্নে বলা হলো ঃ আপনি কল্যাণময় স্থানে অবস্থান করছেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ **"চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৮**

٦٨٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

৬৮৩৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে ফজরের নামাযে রুকূ' থেকে মাথা তোলার সময় বলতে শুনেছেন ঃ 'হে আমাদের রব ! পরিশেষে সমস্ত প্রশংসাই তোমার জন্য নিবেদিত।' তিনি আরও বললেন ঃ "হে আল্লাহ্ ! তুমি অমুক অমুক ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করো। অতপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "(হে নবী !) চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুর ফায়সালা করার

---

২. যে স্থানে বা তার কাছাকাছি পৌছে হজ্জ যাত্রীগণ নিজেদের স্বাভাবিক পোশাক পরিবর্তন করে যে বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান করে হজ্জের অনুষ্ঠান পালনের জন্য ইহরাম বাঁধেন সে স্থানকে মীকাত বলা হয়। মদীনাবাসীদের মীকাত যুল হুলাইফার বর্তমান নাম আব্ইয়ারু আলী। আল-জুহফা সিরিয়াবাসীদের এবং ঐ রাস্তা দিয়ে যারা আসবে তাদের জন্য মীকাত। জুহফা–'রাবাগ' নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান গ্রামের নাম। নজদবাসীদের মীকাত হলো কারনুল মানাযিল। এর বর্তমান নাম আস-সায়েল। ইয়ামানবাসীদের মীকাত হলো ইয়ালামলাম নামক একটি পাহাড়। ভারতীয় উপমহাদেশের লোকদের মীকাতও এটাই। ইরাকবাসীদের মীকাত হলো যাতু ইর্ক। অন্যান্য এলাকার লোক যারা হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে ঐসব মীকাত দিয়ে অতিক্রম করবেন তাদের জন্যও এটাই মীকাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমুদ্রযানে, বিমানযোগে বা পদব্রজে যেভাবেই যাওয়া হোক, সবার জন্য নির্ধারিত স্থানগুলোই মীকাত। মীকাতের চতুঃসীমায় অবস্থানকারী লোকদের জন্য তাদের আবাস স্থলই মীকাত।

৩. অর্থাৎ, ইরাক তখনও মুসলিম শাসনাধীনে আসেনি। পরবর্তীকালে ইরাক বিজিত হয় (উমরের শাসনামলে ৬৩৫ খৃঃ)।

ক্ষমতা এখতিয়ারে আপনার কোনো হাত নেই। আল্লাহরই এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কেননা তারা যালেম।"

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً.

"মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।"–সূরা কাহ্ফ ঃ ৫৪

وَلاَ تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ.

"আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৪৬

٦٨٣٤- عَنْ عَلِىِّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ اَلاَ تُصَلُّوْنَ قَالَ عَلِىٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنْفُسَنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنَّ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهُ ذَالِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلَ : وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً.

৬৮৩৪. আলী ইবনে আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. আমার (আলীর) ও ফাতেমা বিনতে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসেন। রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি (রাতে নফল) নামায পড়ো ? আলী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জীবন আল্লাহর হাতে। তিনি যখন আমাদেরকে ওঠাতে চান উঠিয়ে দেন। একথা বলার সাথে সাথেই রসূলুল্লাহ স. চলে গেলেন এবং ঐ কথার কোনো প্রতি উত্তর করলেন না। আমি শুনলাম তিনি যেতে যেতে নিজ উরুতে হাত মারছেন আর বলছেন ঃ "মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই ঝগড়াটে।"

٦٨٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلَى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ اُرِيْدُ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا فَقَالُوْا قَدْ بَلَّغْتَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ اُرِيْدُ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ اعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاَنِّى اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا الْاَرْضُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

৬৮৩৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। নবী স. বের হয়ে আমাদেরকে বললেন ঃ চলো ইয়াহুদীদের এলাকায় যাই। আমরা তাঁর সাথে 'বাইতুল মিদরাস' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে নবী স. বললেন ঃ হে ইহুদ সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবুল করো, নিরাপদে থাকবে। তারা বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আমি আশা করি তোমরা

ইসলাম কবুল করে নিরাপত্তা লাভ করবে। তারা আবার বললো, হে আবুল কাসেম! আপনি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বললেন ঃ আমি এটাই আশা করি। তৃতীয়বার তিনি ঐ একই কথা বললেন। এবার তিনি আরো বললেন ঃ জেনে রাখো ! যমীনের মালিক আল্লাহ ও তাঁর রসূল! আমি তোমাদেরকে এ এলাকা থেকে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে তা যেন বিক্রি করে দেয়। অন্যথায় জেনে রাখো, ভূমির মালিক আল্লাহ ও তাঁর রসূল।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ .

"এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি।[৪] যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্য হতে পারো"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩। নবী স. জামায়াতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা অপরিহার্য করেছেন। আর জামায়াত বলতে জ্ঞানীদের (আলেমদের) দলকে বুঝানো হয়েছে।

٦٨٣٦- عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُجَاءُ بِنُوْحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَارَبِّ، فَتُسْئَلُ اُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا جَاءَ نَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَاُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُوْنَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ:وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا، قَالَ عَدْلاً لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

৬৮৩৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন নূহ আ.-কে হাযির করে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছো ? তিনি বলবেন, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক। তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের কাছে (নূহ আ.) দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন কি ? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসেনি। নূহকে বলা হবে, তোমার দাবির স্বপক্ষে সাক্ষী আছে কি ? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ স. ও তাঁর উম্মাতগণ আমার সাক্ষী। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমাদেরকে নিয়ে আসা হবে এবং তোমরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। অতপর রসূলুল্লাহ স. এ আয়াত পাঠ করেন ঃ "এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি করেছেন।" ওয়াসাত অর্থ ভারসাম্যপূর্ণ। তোমরা যেন মানবজাতির জন্য সাক্ষ্য হতে পারো এবং রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষ্য হবে।"[৫]

---

৪. 'উম্মতে ওয়াসাত' (মধ্যমপন্থী জাতি) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা এমন এক উচ্চ, উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানব দল বুঝায়, যারা সুবিচার, ন্যায়নীতি ও মধ্যমপন্থা অনুসরণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ; যারা বিশ্বের জাতিসমূহের নেতা, অগ্রনায়ক ও পরিচালক হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত। সকলের সাথে যার সমান ও সত্য ভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপিত। অন্যায়, অবৈধ ও যুলুমমূলক সম্পর্ক কারো সাথে নেই।

৫. পরকালে যখন সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করে তোমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য নেয়া হবে, তখন নবী স. আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন যে, তিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তদনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করে তার বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। হে মুসলমান! তোমরা যদি এ দাওয়াত অন্যান্য মানুষের কাছে পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়ে থাকো, তবে তোমরাও সাধারণ মানুষের ওপর সাক্ষ্য হবে যে, আমরা তাদেরকে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছি। তখন তারা আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে পারবে না। কিন্তু দীনে হকের আহ্বান তাদের কাছে না পৌঁছলে তোমরা সেদিন করুণ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ইজতেহাদে ভুল করা। কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা কোনো বিচারক সঠিক জ্ঞানের অভাবে তার গবেষণায় ভুল করে রসূলের মতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিলে, তা বাতিল গণ্য হবে। কেননা নবী স. বলেন, "কোনো ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে যার নির্দেশ আমি দেইনি, তা প্রত্যাখ্যাত।"

٦٨٣٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَخَا بَنِي عَدِيِّ الْاَنْصَارِيِّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلُوْا وَلَكِنَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ اَوْ بِيْعُوْا هٰذَا وَاشْتَرُوْا بِثَمَنِهِ مِنْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ الْمِيْزَانُ.

৬৮৩৭. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বনি আদী আনসারী গোত্রের প্রধান ব্যক্তিকে খায়বার অঞ্চলের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। সে উন্নত মানের খেজুর নিয়ে ফিরে আসলে নবী স. তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ খায়বার অঞ্চলের সব খেজুরই কি এ রকম উন্নত মানের ? সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহর কসম ! সব খেজুর এ রকম নয়। আমি দুই সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভালো খেজুর ক্রয় করেছি। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ এরূপ করো না। বরং সমান সমান অদল-বদল করো। অথবা এগুলো বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে ঐগুলো ক্রয় করো। যেসব জিনিস ওজন করে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সেসব ক্ষেত্রেও এ নীতি অনুসরণ করতে হবে।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ইজতিহাদের সঠিক বা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার পুরস্কার।

٦٨٣٨- عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ، وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ.

৬৮৩৮. আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। পক্ষান্তরে কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য একটি পুরস্কার।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে, নবী স.-এর সব কাজ সুপরিচিত ছিল (জনপদ জ্ঞাত) তার বিরুদ্ধে দলীল। কোনো কোনো সাহাবী নবী স.-এর কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকার কারণে ইসলামের কোনো কোনো নির্দেশ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

٦٨٣٩- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اسْتَاْذَنَ اَبُوْ مُوْسَى عَلَى عُمَرَ فَكَاَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ اَلَمْ اَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوْا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ ؟ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا قَالَ فَأْتِنِيْ عَلَى هٰذَا بِبَيِّنَةٍ اَوْ لَاَفْعَلَنَّ بِكَ فَانْطَلَقَ اِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالُوْا لاَ يَشْهَدُ اِلاَّ اَصَاغِرُنَا فَقَامَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ اَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْهَانِيْ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ.

৬৮৩৯. ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমায়ের র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা রা. উমর রা.-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। সম্ভবত তিনি তাকে কোনো কাজে ব্যস্ত মনে করে ফিরে যাচ্ছিলেন। উমর রা. বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের গলার শব্দ শুনিনি ? তাকে আসার অনুমতি দাও। অতপর তাকে ডেকে আনা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে এভাবে চলে যেতে বাধ্য করলো ? আবদুল্লাহ বললেন, আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উমর রা. বললেন, তোমার বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করো নতুবা তোমার সাথে অন্যরূপ ব্যবহার করা হবে। তিনি আনসারদের এক মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারা বললেন, আমাদের কনিষ্ঠজনই সাক্ষ্য দিবে। অতপর আবু সাঈদ খুদরী রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন উমর রা. বললেন, নবী স.-এর এ আদেশটি আমার অজানা ছিল। বাজারের লেনদেন আমাকে ব্যস্ত রেখেছে।

٦٨٤٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّكُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ اِنِّىْ كُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِىْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى اَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتّٰى اَقْضِىَ مَقَالَتِىْ ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّىْ فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَىَّ فَوَ الَّذِىْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

৬৮৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা ধারণা করছো যে, আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করছে। আল্লাহর কাছে একদিন উপস্থিত হতেই হবে। আমি একজন গরীব মানুষ ছিলাম। পেট চেপে সর্বদা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পড়ে থাকতাম। মুহাজিরগণ নিজেদেরকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত রাখতেন। আনসারগণ নিজেদের ধন-সম্পদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকতেন। একদিন আমি রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাজির ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমার আলোচনা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি নিজের চাদর বিছিয়ে রাখবে, অতপর তা গুটিয়ে নিবে, সে কোনো দিন আমার কাছ থেকে শোনা কথা ভুলবে না। আমি আমার গায়ের চাদর বিছিয়ে রাখলাম। কসম সে সত্তার যিনি তাঁকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন ! এরপর থেকে আমি কাছে যা শুনেছি তার কিছুই ভুলিনি।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, নবী স. যা প্রত্যাখ্যান করেননি তাই দলীল। অন্য কারো মৌনতা দলীল নয়।

٦٨٤١ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَالِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِىُّ ﷺ.

৬৮৪১. মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদের র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে আল্লাহর নামে কসম করে বলতে শুনেছি যে, ইবনে যায়েদ অবশ্যই একটা দাজ্জাল। আমি

জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কসম করে বলছেন ? তিনি বলেন, আমি উমর রা.-কে নবী স.-এর সামনে কসম করে একথা বলতে শুনেছি। নবী স. তা প্রত্যাখ্যান করেননি।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ দলীল-প্রমাণের সাহায্যে যেসব নির্দেশ অবগত হওয়া যায়। এসব দলীল-প্রমাণের অর্থ ও এর ব্যাখ্যা কিভাবে করা যায়। নবী স. ঘোড়া ইত্যাদির হুকুম বলে দিয়েছেন। এরপর তাঁকে গাধাঁর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নিম্নের আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ.

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও ভালো কাজ করবে তা সে দেখতে পাবে।"–সূরা যিলযাল ঃ ৭

নবী স.-কে 'দবব' (গুই সাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এটি আমি খাই না এবং এটিকে হারামও বলি না। নবী স.-এর সামনে 'দবব'-এর গোশত খাওয়া হলে তিনি নিষেধ করেননি। তাই ইবনে আব্বাস রা. যুক্তি দেন যে, এটি হারাম নয়।

٦٨٤٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ : فَاَمَّا الَّذِيْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ فِيْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا اَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَاهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ، وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الاٰيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

৬৮৪২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ ঘোড়া তিন ব্যক্তির জন্য। এক ব্যক্তির জন্য এটা পুরস্কারের উৎস, এক ব্যক্তির জন্য এটা আবরণ স্বরূপ এবং এক ব্যক্তির জন্য এটা শাস্তির কারণ হবে। অতএব যার জন্য এ ঘোড়া সওয়াবের কারণ হবে ঃ যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়াকে প্রস্তুত রেখেছে এবং বাগান বা চারণভূমির দিকে এর রশি ঢিলা করে দিয়েছে। রশির দৈর্ঘ্য চারণভূমির বা বাগানের যতোদূর পৌঁছবে সে ততো সওয়াব পাবে। যদি ঘোড়া রশি ছিঁড়ে ফেলে এক অথবা দুই দৌড় দেয় তবে ঘোড়ার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং মলের পরিবর্তে তাকে সওয়াব দেয়া হবে। ঘোড়া যদি কোনো নদী বা নালায় গিয়ে পানি পান করে, অথচ তার পানি পান করানোর নিয়ত ছিলো না, তবুও তাকে সওয়াব দেয়া হবে। এসব লোকের জন্য ঘোড়া পুরস্কারের উৎস হবে। আর যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য এবং অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বাঁচার জন্য ঘোড়া পোষে এবং সাথে সাথে নিজের ঘাড় ও পিঠে চাপানো আল্লাহর অধিকারসমূহ ভুলে না, তার জন্য ঘোড়া আবরণ স্বরূপ। যে ব্যক্তি গর্ব অহংকার প্রকাশ ও প্রদর্শনীর জন্য ঘোড়া পোষে তার জন্য তা শাস্তি ও

দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ স.-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এ সম্পর্কে আমার ওপর নিম্নের পরিপূর্ণ ও অতুলনীয় আয়াত ছাড়া আর কিছুই নাযিল হয়নি ঃ "যে লোক বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে লোক বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে-ও তা দেখতে পাবে।"–সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮

٦٨٤٣ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اِمْرَاَةً سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ، قَالَ تَأْخُذِيْنَ فِرصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِيْنَ بِهَا، قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِ قَالَتْ كَيْفَ اَتَوَضَّأُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَضَّئِيْنَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِىْ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَذَبْتُهَا اِلَىَّ فَعَلَّمْتُهَا–

৬৮৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, হায়েযের গোসল কিভাবে করতে হবে। তিনি বলেন ঃ সুগন্ধী (মেশক) যুক্ত এক টুকরো কাপড় দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করো। সে আবার বললো, হে আল্লাহর রসূল ! এর দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায় ? নবী স. বলেন ঃ পবিত্রতা অর্জন করো। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো ? নবী স. বলেন ঃ এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করো। আয়েশা রা. বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, রসূলুল্লাহ স.-এর দ্বারা কি বুঝতে চেয়েছেন। আমি মেয়েলোকটিকে আমার কাছে টেনে নিলাম এবং তাকে ব্যাপারটা শিখিয়ে দিলাম।

٦٨٤٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ اَهْدَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَّاَقِطًا وَّضَبًّا فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا اُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلاَ اَمَرَ بِاَكْلِهِنَّ.

৬৮৪৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। বিনতে হারেস ইবনে হাযন কন্যা উম্মে হুফায়েদ নবী স.-কে ঘি, পনির এবং দুবব-এর গোশত উপঢৌকন পাঠান। নবী স. এগুলো পরিবেশন করতে বললেন। তাঁরই দস্তরখানে বসে এগুলো খাওয়া হলো। কিন্তু নবী স. এগুলো খেতে অপসন্দ করলেন। যদি এ দ্রব্যগুলো হারাম হতো, তবে তাঁরই খাবার বৈঠকে বসে এগুলো খাওয়া যেতো না এবং তিনিও এগুলো খেতে নির্দেশ দিতেন না।

٦٨٤٥ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَاَنَّهُ اُتِىَ بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِىْ طَبَقًا فِيْهِ خُضْرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَاَلَ عَنْهَا فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلَى بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا وَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ اُنَاجِىْ مَنْ لاَ تُنَاجِىْ.

৬৮৪৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিঁয়াজ খেয়েছে সে যেন আমাদের থেকে পৃথক থাকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে

থাকে এবং সে যেন নিজের ঘরে বসে থাকে। তাঁর কাছে একটি পাত্র আনা হলো। ইবনে ওয়াহাব-এর বর্ণনায় আছে ঃ একটি বড় পাত্র নিয়ে আসা হয়েছিল যার মধ্যে শাক-সবজি ছিল। তিনি এর ঘ্রাণ পেলেন এবং এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তাকে পাত্রের মধ্যকার শাক-সব্জি সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন ঃ এগুলো ওর কাছে নিয়ে যাও। জনৈক সাহাবীকে তা পরিবেশন করা হলো। এ সাহাবী সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন। যখন তিনি দেখলেন, এ সাহাবী তা খেতে অপসন্দ করছেন, তিনি বললেন ঃ খাও। কেননা আমি এমন এক সত্তার সাথে গোপন কথোপকথন করি, যাঁর সাথে তোমরা তা করতে পারো না।

٦٨٤٦- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِىْ شَىْءٍ فَاَمَرَهَا بِاَمْرٍ فَقَالَتْ اَرَاَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ اَجِدْكَ، قَالَ اِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَأْتِىْ اَبَا بَكْرٍ زَادَ الْحُمَيْدِىُّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدٍ، كَاَنَّهَا تَعْنِى الْمَوْتَ.

৬৮৪৬. জুবায়ের ইবনে মুতঈম রা. থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে তাঁর সাথে কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলে। তিনি তাকে কিছু নির্দেশ দেন। মেয়েলোকটি আরয করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনাকে যখন না পাবো তখন কি করবো ? তিনি বলেন ঃ আমাকে না পেলে আবু বকরের কাছে এসো। হুমাইদী ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, একথা দ্বারা মহিলাটি মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করেছে।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. বলেন ঃ আহলে কিতাবদের কাছে কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না। আবুল ইয়ামান বলেন, শুআইব আমাদেরকে ইমাম যুহরী থেকে অবহিত করেছেন। তিনি হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমানের কাছে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়াকে মদীনায় অবস্থানকারী কুরাইশ বংশীয় কিছু লোকের কাছ থেকে কা'ব আহবারের[৬] সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি। যেসব হাদীস বিশারদ আহলে কিতাবদের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করতেন, কা'ব আহবার তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আমরা তার বর্ণনাসমূহের মধ্যে ভুল-ত্রুটি দেখতে পাই।

٦٨٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا، الاية.

৬৮৪৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত কিতাব পাঠ করতো। তারা মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় তার তাফসীর (ব্যাখ্যা) করতো। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আহলে কিতাবদেরকে বিশ্বাসও করো না এবং অবিশ্বাসও করো না এবং বলো, "তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের প্রতি যে জীবন বিধান নাযিল হয়েছে, তার প্রতি -----।" শেষ পর্যন্ত।

٦٨٤٨- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْاَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْءٍ وَكِتَابُكُمْ

৬. কাব আহবার একজন শ্রেষ্ঠ ইহুদী পণ্ডিত ছিলেন। তার উপনাম ছিল আবু ইসহাক। মতান্তরে তিনি মহানবী স., আবু বকর অথবা উমরের যুগে মুসলমান হন। উমরের যুগে মুসলমান হওয়ার বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি হিজরত করে মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। উমরের শাসনামলে তিনি এশিয়া মাইনর চলে যান। উসমানের সময়ে তিনি সেখান থেকে সিরিয়ায় আসেন। বত্রিশ, তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ হিজরীতে তিনি হিমৃস নগরীতে ইনতিকাল করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন।

الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثُ تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَغَيَّرُوْهُ وَكَتَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً، الاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَ كُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْاَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

৬৮৪৮. ওবায়দুল্লাহ র. থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, কোনো ব্যাপারে জানার জন্য তোমরা আহলে কিতাবদের কাছে কেমন করে জিজ্ঞেস করো! অথচ রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর সদ্য নাযিলকৃত কিতাব তোমরা পড়ছো। তা স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য কিতাব। এ কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, কিতাবধারীগণ তাদের কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। তারা নিজেদের হাতে মনগড়া কিতাব রচনা করে তা আল্লাহর কিতাবের নামে চালিয়ে দিয়েছে, সামান্য ও তুচ্ছ পার্থিব সুবিধা লাভ করার জন্যই। যে জ্ঞান ভাণ্ডার তোমাদের কাছে এসেছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোনো সমস্যার সমাধান জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করে না ? না আল্লাহর কসম ! তোমাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তাদের কাউকে আমি কখনও তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মতবিরোধ অপসন্দনীয়।

٦٨٤٩- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

৬৮৪৯. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ কুরআন পড়ো, যতক্ষণ তোমাদের মন তার সাথে লেগে থাকে। যখন তোমরা এখতেলাফ করো অর্থাৎ অমনোযোগী হয়ে যাও তখন তা থেকে উঠে দাঁড়াও।[৭]

٦٨٥٠- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَؤُا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوْبُكُمْ فَاِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ.

৬৮৫০. জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ কুরআনের সাথে যতক্ষণ তোমাদের মন লেগে থাকে ততক্ষণ তা পাঠ করো। যখন তোমরা এখতেলাফ করো অর্থাৎ মনের একাগ্রতা ছুটে যায় তখন তা থেকে উঠে দাঁড়াও।

٦٨٥١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ هَلُمَّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ، وَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا اَكْثَرُوا اللَّغَطَ وَالْاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قُوْمُوْا عَنِّىْ

৭. কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করতে করতে ক্লান্তি, বিরক্তি ও অন্যমনস্কতা এসে গেলে তখন পাঠ বন্ধ রাখা উচিত। পুনরায় একাগ্রতা আসার পর পাঠ শুরু করা উচিত।

قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ.

৬৮৫১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী স.-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন ঘরের মধ্যে অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে ওমরও ছিলেন। নবী স. বললেনঃ লেখার উপকরণ আনো, আমি তোমাদের জন্য এমন একটা জিনিস লিখবো যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। উমর রা. বললেন, নবী স.-এর খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমাদের কাছে কুরআন রয়েছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ঘরের মধ্যে উপস্থিত লোকদের ভেতর মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। কেউ বললো, লেখার উপকরণ নিয়ে আসো। রসূলুল্লাহ স. তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দিবেন, যাতে তোমরা আর পথভ্রষ্ট না হও। আবার কেউ কেউ উমর যা বলছিলেন, তাই বললো। নবী স.-এর সামনে শোরগোল বেড়ে গেলে, তিনি বলেনঃ তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, সমস্ত সমস্যার মূল সেটাই ছিল যা রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর লেখার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। সে জিনিসটি ছিল তাদের মতভেদ ও শোরগোল।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব জিনিসের মুবাহ (আইনানুমোদিত) হওয়াটা সুস্পষ্ট তা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে নবী স.-এর নিষেধ বাণী আরোপ করাটাই তা হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাঁর নির্দেশের ব্যাপারটাও তদ্রূপ। যেমন তাঁর বাণী, লোকেরা যখন হজ্জ থেকে অবসর হবে তখন স্ত্রীদের কাছে যেতে পারে। জাবের রা. বলেন, তিনি এ যাওয়াটা ফরয করেননি, বরং এটা তাদের জন্য হালাল করেছেন। উম্মে আতিয়া রা. বলেন, আমাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।

٦٨٥٢ـ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ فِىْ اُنَاسٍ مَعْهُ قَالَ اَهْلَلْنَا اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نُحِلَّ وَقَالَ اَحِلُّوْا وَاَصِيْبُوْا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ اَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ اَنَّا نَقُوْلُ لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ اِلاَّ خَمْسٌ اَمَرَنَا اَنْ يَحِلَّ اِلَى نِسَائِنَا فَنَاْتِى عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيْرُنَا الْمَذْىَ قَالَ وَيَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هٰكَذَا اَوْ حَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ اِنِّىْ اَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَصْدَقُكُمْ وَاَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْىِ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّوْنَ فَحِلُّوْا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَاَطَعْنَا.

৬৮৫২. আতা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে তার সাথে উপস্থিত লোকদের সামনে বলতে শুনেছি, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবাগণ শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম, তার সাথে ওমরার নিয়াত করলাম না। নবী স. যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখ সকাল বেলা (মক্কায়) পৌঁছলেন। আমরাও এসে পৌঁছলে নবী স. আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার হুকুম দিলেন। তিনি বলেনঃ তোমরা ইহরাম খোল এবং স্ত্রীদের কাছে যাও। জাবের রা. বলেন, স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তাদের জন্য তিনি ফরয করেননি ; বরং তাদের সাথে সহবাস করাটা বৈধ করেছেন। তিনি জানতে

পেরেছেন যে, আমরা বলাবলি করছি, আমাদের ও আরাফাত দিবসের মাঝে পাঁচদিনের বেশী বাকি নেই। অথচ তিনি আমাদেরকে ইহরাম খুলে স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমরা এ অবস্থায় আরাফাতে পৌছবো যে, আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্য ঝরছে। জাবের রা. হাত নেড়ে ইশারা করে কথাগুলো বলছিলেন। নবী স. উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই জানো, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি, তোমাদের চেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালো কাজ সম্পাদনকারী। যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকতো, তবে আমি তোমাদের মতই ইহরাম খুলে ফেলতাম। অতএব, তোমরা ইহরাম খুলে ফেলো। যদি আমি আগে জানতাম যা আমি পরে জেনেছি, তবে আমি কুরবানীর পশু সাথে আনতাম না। আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম, (রসূলের কথা) শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।

٦٨٥٣- عَبْدُ اللّٰهِ الْمَزَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كِرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

৬৮৫৩. আবদুল্লাহ আল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ মাগরিবের নামাযের পূর্বে নামায পড়ো।[৮] লোকেরা এটাকে সুন্নাত হিসেবে ধরে নিক এটা তিনি অপসন্দ করলেন। তাই তৃতীয়বারে তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা সে পড়তে পারে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ .

"তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদন করে।"
–সূরা আশ শূরা ঃ ৩৮

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ .

"কাজকর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো। কোনো বিষয়ে যদি তোমার মত সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করো"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯। মত সুদৃঢ় হওয়া ও প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার পূর্বে পরামর্শ করা হয়। কোনো ব্যাপারে আল্লাহর রসূলের মত সুদৃঢ় হয়ে যাওয়ার পর কোনো পরামর্শদাতার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিপরীতে পরামর্শ দেয়ার অধিকার নেই। মদীনা শহরের ভেতরে থেকে না বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হবে এ সম্পর্কে যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ স. সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন। লোকেরা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করাকে সমীচীন মনে করলো। যখন তিনি সামরিক পোশাক পরিধান করলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন তখন লোকেরা বললো, মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করাই সমীচীন। কিন্তু তিনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার পর তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। তিনি বললেন ঃ কোনো নবীর পক্ষেই এটা সমীচীন নয় যে, সামরিক পোশাক পরিধান করার পর তিনি তা খুলে ফেলবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ না দেন। তিনি আলী ও উসামার সাথে আয়েশার ওপর যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। তাদের কথা তিনি মনোযোগ সহকারে শুনেন। ইতিমধ্যে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো। তিনি অপবাদকারীদের বেত্রাঘাত করালেন। তাদের মতভেদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ফায়সালা করলেন। নবী স.-এর পরে ইমামগণ (খোলাফায়ে রাশেদীন) মুবাহ (অনুমোদিত) ব্যাপারসমূহে ঈমানদার, বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেন

৮. মাগরিবের আযানের পর এবং জামাআতের পূর্বে দু' রাকাআত নফল নামায পড়া যায়।

সহজ পদ্ধতি ও উপায় গ্রহণ করা যায়। যদি কিতাব ও সুন্নাহতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যেতো তবে অন্য কোনোদিকে দৃষ্টিপাত না করে নবী স.-এর-ই অনুসরণ করা হতো। যারা যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, আবু বকর রা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। উমর রা. বললেন, আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমাকে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ বলবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। যখন ঐসব লোক বলবে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' তখন তারা আমাদের কাছ থেকে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা পেয়ে গেল। ইসলামের অধিকারের ব্যাপারে অবশ্য অন্য কথা। আবু বকর বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবোই। কেননা তারা রসূলুল্লাহ স.-এর সুসংগঠিত জিনিসের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করেছে। উমর তাঁর যুক্তির সামনে হার মানলেন। আবু বকর লোকদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেননি। কেননা যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং ইসলাম ও তার নির্দেশাবলী বিকৃত করার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালা তার কাছে বর্তমান ছিল। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দীন পরিবর্তন করলো তাকে হত্যা করো। পরামর্শ পরিষদের বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল সদস্যগণ যুবক হোক বা বৃদ্ধ, তারা আল্লাহর কিতাব ফায়সালার সামনে মাথা নত করে দিতেন।

٦٨٥٤ـ عَنْ عَائِشَةَ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الاِفْكِ قَالَتْ وَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْاَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيْرُ هُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِهِ، فَاَمَّا أُسَامَةُ فَاَشَارَ بِالَّذِىْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ اَهْلِهِ، وَاَمَّا عَلِىٌّ فَقَالَ لَمْ يُضِيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ ، فَقَالَ هَلْ رَاَيْتَ مِنْ شَىْءٍ يَرِيْبُكِ ؟ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَمْرًا اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ فَتَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِىْ فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ

৬৮৫৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তার অপবাদকারীদের অপবাদ ছড়ানোর পর তিনি বলেন, ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল রসূলুল্লাহ স. আলী ইবনে আবু তালেব ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁর পরিবারকে পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামা তাঁর পরিবারের পবিত্রতা ও পুণ্যশীলতা সম্পর্কেই পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আলী রা. বললেন, আল্লাহ আপনার পরিধিকে সংকীর্ণ করে দেননি। তিনি ছাড়া অনেক মেয়েলোক আছে। আপনি আপনার বাঁদীর কাছে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে। রসূলুল্লাহ স. বারীরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সন্দেহজনক কিছু দেখেছো ? সে বললো, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু দেখিনি যে, তিনি ছিলেন অল্প বয়স্কা মহিলা, পরিবারের আটা পিষতে পিষতে ঘুমিয়ে যেতেন। আর বকরি এসে তা খেয়ে নিতো। তিনি মিম্বরে উঠে বললেন ঃ হে মুসলিম জনমণ্ডলী ! যে আমার পরিবারের কুৎসা করে আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে

কে আমাকে সাহায্য করবে ? আল্লাহর কসম ! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। অতপর তিনি আয়েশা রা.-এর সতীত্ব ও নিষ্কলুষতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন।

٦٨٥٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيْرُوْنَ عَلَىَّ فِىْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ اَهْلِىْ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا اُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالْاَمْرِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اَنْطَلِقَ اِلٰى اَهْلِىْ فَاَذِنَ لَهَا فَاَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامُ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ.

৬৮৫৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. লোকদের সামনে খোতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বলেন ঃ যারা আমার পরিবারের কুৎসা রটনা করে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমি পরামর্শ চাই। আমি কখনও আমার পরিবারের মধ্যে কোনোরূপ মন্দ কিছু দেখিনি। আয়েশা রা.-কে যখন ব্যাপারটা (অপবাদ) অবহিত করা হলো, তখন তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাকে কি আমার পিত্রালয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবেন ? তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং তার জন্য তার সাথে একটি গোলামও দিলেন। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি 'সুবহানাকা' বলে কুরআন পাঠ করলেন ঃ "এ ধরনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। পাক-পবিত্র মহান আল্লাহ। এটা তো একটা বিরাট জঘন্য মিথ্যা অপবাদ।"

❐

كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَالتَّوْحِيْدِ

(জাহমিয়া[১] ও অন্যান্য মতবাদের অসারতা প্রমাণ এবং তাওহীদ সম্পর্কিত বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ কল্যাণময় ও সুমহান আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর প্রতি উম্মতকে নবী স.-এর আহ্বান।

٦٨٥٦- عَنْ اَبِىْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ وَحَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ مُعَاذَ بْنُ جَبَلٍ نَحْوَ اَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَى اَنْ يُّوَحِّدُوا اللّٰهَ فَاِذَا عَرَفُوْا ذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاِذَا صَلُّوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِىْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيْرِهِمْ فَاِذَا اَقَرُّوْا بِذٰلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ.

৬৮৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মুক্তদাস আবু মা'বাদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে বলতে শুনেছি, নবী স. মুআয ইবনে জাবালকে ইয়ামনবাসীদের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় বলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবদের একটি কওমের কাছে যাচ্ছো। সুতরাং প্রথমেই তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে আল্লাহর একত্বকে মেনে নিতে। তারা যদি তা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা নামায পড়লে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পদে যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেয়া হবে এবং গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তারা তা মেনে নিলে, তাদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করো। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের সম্পদের উত্তম অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকো।

٦٨٥٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، اَتَدْرِىْ مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ اَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ .

---

১. কুফার অধিবাসী জাহম ইবনে সাফওয়ানের অনুসারীদেরকে জাহমিয়া বলা হয়। তারা ইসলামের মূল বুনিয়াদগুলোকেই অবিশ্বাস করতো। এমনকি তাদের একটি অংশ আল্লাহ তাআলার একত্বেও বিশ্বাস করতো না এবং আল্লাহ তাআলার গুণাবলীকেও অস্বীকার করতো। তারা যেসব বিষয়কে বিশ্বাস করতো না ইমাম বুখারী র. সেগুলোর প্রমাণেই এ অধ্যায়ে হাদীসসমূহ সংকলিত করেছেন এবং সে অনুসারেই অধ্যায়টির নামকরণ করেছেন।

৬৮৫৭. মুআয ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বললেন ঃ হে মুআয ! তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর কি হক আছে ? মুআয রা. বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী স. বললেন ঃ সে তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে না। তিনি আবার বললেন ঃ তুমি কি জানো আল্লাহর ওপর বান্দার কি হক আছে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী স. বললেন ঃ তা এই যে, তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না।

٦٨٥٨- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ.

৬৮৫৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বারবার সূরা 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনে সকাল বেলা নবী স.-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলো। লোকটি যেন সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদের মর্যাদা কম মনে করছিলো। নবী স. বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম ! এ সূরাটি অবশ্যই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

٦٨٥٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِيْ صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ.

৬৮৫৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। সংগীদের নামায সে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে শেষ করতো। (অভিযান শেষে) ফিরে এসে লোকজন ঐ বিষয়টি নবী স.-এর কাছে বললে তিনি বলেন ঃ সে কেন এরূপ করে তা জিজ্ঞেস করো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, এ সূরাতে দয়াময় আল্লাহর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাই তা পাঠ করতে আমি ভালোবাসি। তখন নবী স. বলেন ঃ তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى .

"বলো, তোমরা 'আল্লাহ' বলে ডাকো আর 'রহমান' বলে ডাকো ; যে নামেই ডাকো, তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০

٦٨٦٠- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

৬৮৬০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।

٦٨٦١- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ اِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوْهُ اِلَى ابْنِهَا فِى الْمَوْتِ، فَقَالَ ارْجِعْ فَاَخْبِرْهَا اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَعَادَتِ الرَّسُوْلَ اَنَّهَا اَقْسَمَتْ لَتَاتِيَنَّهَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَدُفِعَ الصَّبِيُّ اِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَاَنَّهَا فِىْ شَنٍّ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ، وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

৬৮৬১. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী স.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর এক কন্যার পক্ষ থেকে একজন সংবাদ বাহক এসে জানালো যে, তাঁর কন্যার পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তাই তিনি তাঁকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। নবী স. বললেন ঃ তুমি গিয়ে তাকে বলো, আল্লাহ যা কেড়ে নিয়েছেন তাও তাঁর আর যা দিয়ে রেখেছেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে। অতএব গিয়ে তাকে ধৈর্য অবলম্বন করতে বলো এবং সওয়াব ও পুরস্কারের আশা করতে বলো। কিন্তু তিনি আবার সংবাদবাহককে পাঠালেন। সে এসে বললো, তিনি কসম দিয়ে আপনাকে তার কাছে যেতে বলেছেন। সুতরাং নবী স. যাওয়ার জন্য উঠলে তাঁর সাথে সাদ ইবনে উবাদাহ এবং মুআয ইবনে জাবালও যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। শিশুকে নবী স.-এর কোলে দেয়া হলো। সে সময় শিশুর প্রাণ এমনভাবে ওষ্ঠাগত হয়ে আসছিলো, যেন মশকের মধ্যকার শব্দ। নবী স.-এর দু' চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সাদ ইবনে উবাদা রা. বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও কাঁদছেন! তিনি বলেন ঃ এটি আল্লাহর মমতা। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে এ মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়া পরবশ আল্লাহ তাদের প্রতিই দয়াপরবশ।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

اِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

"আমিই একমাত্র রিযকদাতা, প্রবল শক্তির অধিকারী।"–সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ৫৮

٦٨٦٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلَى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ.

৬৮৬২. আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ এমন কেউ নেই যে কষ্টদায়ক কথা শুনে আল্লাহর চেয়েও বেশী ধৈর্যধারণ করতে পারে। অনেক লোক তাঁর (আল্লাহর) সন্তান থাকার কথা বলে থাকে। এসব সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে কল্যাণ ও রিযক দান করেন।[২]

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا.

২. কোনো মানুষের প্রতি কোনো প্রকার অমূলক বা ভিত্তিহীন কথা আরোপ করলে সে তা মোটেই বরদাশত করতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহ এতই ধৈর্যশীল যে, তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করার মত একটা জঘন্য মিথ্যাচার তাঁর প্রতি আরোপ করার পরও তিনি ঐসব বান্দাকে রিযক দান করছেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে তাদের রিযক বন্ধ করে দিতে পারেন।

"তিনি (আল্লাহ) গায়েব সম্পর্কে অবহিত। তিনি তাঁর এ গায়েবী জ্ঞান সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না"–৭২ ঃ ২৬। اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ "তিনি নিজ জ্ঞান থেকে তা নাযিল করেছেন"–৩১ ঃ ৩৪। اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ "একমাত্র আল্লাহই জানেন কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে"–৪ ঃ ১৬৬। وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ "আর কোনো নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে এবং যা প্রসব করে তাও তার জানা"–৪১ ঃ ৪৭। اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ "কিয়ামতের জ্ঞান চূড়ান্তভাবে তাঁরই জানা"–৪১ ঃ ৪৭। ইয়াহইয়া বলেন, মহান আল্লাহ সবকিছুর জ্ঞান রাখেন, তা প্রকাশ্য বা গুপ্ত যাই হোক।

٦٨٦٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ، لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتٰى يَأْتِى الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلاَّ اللّٰهُ.

৬৮৬৩. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ পাঁচটি বিষয় গায়েবী ইলমের অন্তর্ভুক্ত, যে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো 'ইলম' নেই। গর্ভস্থ ভ্রূণ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। আগামীকাল (তথা ভবিষ্যতে) কি হতে যাচ্ছে, তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বৃষ্টি কবে হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না কে কোন্ জায়গায় মৃত্যুবরণ করবে। আর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে।

٦٨٦٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَأٰى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৬৮৬৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ স. তাঁর রবকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যা বললো। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, কোনো চোখ তাঁকে দেখতে পায় না। আবার কেউ যদি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ স. গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, তাহলে সে মিথ্যা বললো। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব সম্পর্কে অবহিত নয়।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ اَلسَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ "তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা-দানকারী।"–৫৯ ঃ ২৩

٦٨٦٥- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৬৮৬৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। আমরা নবী স.-এর পেছনে নামায পড়ার সময় বলতাম, আল্লাহর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ তো নিজেই শান্তিদাতা। তোমরা বরং বলো, আমাদের সব সালাম ও শিষ্টতা, আমাদের সব নামায এবং সব রকমের পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম। আপনার ওপর আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের ওপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ مَلِكِ النَّاسِ "মানুষের বাদশাহ"–১১৪ ঃ ৩। ইবনে উমর রা. নবী স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٨٦٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ.

৬৮৬৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও আসমানকে তাঁর ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে বলবেন, আমিই বাদশাহ। পৃথিবীর বাদশাহরা কোথায়?

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ "তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"–১৪ ঃ ৪। سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ "তোমার রব পবিত্র ও মর্যাদার অধিকারী"–৩৭ ঃ ১০০। وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ "সত্যিকার মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই নির্ধারিত"–৬৩ ঃ ১। কেউ আল্লাহর 'ইজ্জত' ও 'সিফাতের' কসম করলে তার হুকুম। আনাস রা. বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ জাহান্নাম বলবে, তোমার ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেনঃ জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে জাহান্নামে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যখানে অবস্থান করবে। সে বলবে, হে রব! জাহান্নামের দিক থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে করে দাও। তোমার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আর কিছুই আমি তোমার কাছে চাইবো না। আবু সাঈদ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তখন ঐ বান্দাকে বলবেন, তোমাকে এসব দেয়া হলো এবং এর আরো দশ গুণ দেয়া হলো। আইয়ুব আ. বলেছেন, তোমার ইজ্জতের শপথ! তোমার অঢেল বরকত ও কল্যাণেও আমার অতৃপ্তি নেই।

٦٨٦٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

৬৮৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলতেন ঃ আমি তোমার ইজ্জতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমার মৃত্যু নেই। অথচ জিন ও ইনসান সবাই মারা যাবে।

٦٨٦٨ـ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقٰى فِى النَّارِ، وَقَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ وَعَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ

اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيْهَا وَهِىَ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُوْلُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلاَ يَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ.

৬৮৬৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ মানুষ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে আর জাহান্নাম বলতে থাকবে আরো কি আছে ? শেষে রব্বুল আলামীন তাঁর পা জাহান্নামের ওপর রাখবেন। তাতে তার এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হবে। জাহান্নাম তখন বলবে (হে রব!) তোমার ইজ্জত ও করমের কসম ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর (সব লোক জান্নাতে যাওয়ার পরও) জান্নাতের কিছু জায়গা খালি থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা কিছু লোক সৃষ্টি করে তাদের বসতি দিয়ে খালি জায়গা ভর্তি করবেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ.

"তিনিই সেই সত্তা যিনি আসমান ও যমীনকে যথার্থই সৃষ্টি করেছেন।"–৬ ঃ ৭৩

٦٨٦٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، قَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا اَخَّرْتُ، وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ، اَنْتَ اِلٰهِىْ لاَ اِلٰهَ لِىْ غَيْرُكَ.

৬৮৬৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রাতের বেলা দোয়া করতেন ঃ হে আল্লাহ ! সব প্রশংসা তোমার। তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের রব। সব প্রশংসা তোমার। তুমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এগুলোর মধ্যকার সবকিছুর প্রতিষ্ঠাতা। সব প্রশংসা তোমার, তুমি আসমানসমূহ ও যমীনের নূর, তোমার বাণী সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার সাথে সাক্ষাত লাভের বিষয় সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার ওপর ভরসা করেছি, তোমার কাছে ফিরে এসেছি, তোমার উদ্দেশ্যেই ঝগড়া করেছি এবং বিবদমান বিষয়ে তোমার কাছে ফায়সালা চেয়েছি। তুমি আমার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রকাশ্য ও গোপন সব গুনাহ মাফ করে দাও। তুমি আমার ইলাহ। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

٦٨٧٠ـ عَنْ سُفْيَانُ بِهٰذَا وَقَالَ اَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ.

৬৮৭০. সুফিয়ান সাওরী র. থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আছে তুমি সত্য এবং তোমার বাণীও সত্য।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا **"আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা"–৪ ঃ ১৩৪। আয়েশা রা. বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহর যাঁর শ্রবণশক্তি সব আওয়াজকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর নিকট এ আয়াত নাযিল করেন ঃ** قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا **"আল্লাহ অবশ্যই সেই স্ত্রীলোকটির কথা শুনেছেন যে নিজের স্বামীর ব্যাপার নিয়ে আপনার সাথে ঝগড়া করছিল।"–৫৮ ঃ ১**

٦٨٧١- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا قَرِيْبًا ثُمَّ اَتَى عَلَيَّ وَاَنَا اَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ، فَقَالَ لِىْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ بِهِ.

৬৮৭১. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা নবী স.-এর সাথে ছিলাম। আমরা যখনই কোনো উঁচু স্থানে উঠতাম তখন উচ্চৈস্বরে তাকবীর বলতাম। নবী স. বললেন ঃ তোমরা নিজের ওপর কিছুটা সদয় হও। তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না, বরং যাকে ডাকছো তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ও অতি নিকটে। তারপর তিনি আমার কাছে আসলেন। আমি তখন মনে মনে পড়ছিলাম, "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস! পড়ো, "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" কেননা এটি জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি। অথবা তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলবো না যা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর একটি ?

٦٨٧٢- عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَمْرٍو اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِى دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِى صَلاَتِىْ قَالَ قُلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

৬৮৭২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক রা. রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি নামাযের মধ্যে দোয়া করবো, এমন একটি দোয়া আমাকে শিক্ষা দিন। নবী স. বলেন ঃ তুমি বলো, "আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।" (হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না। তাই তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমিই তো ক্ষমাকারী ও দয়াবান)।

٦٨٧٣- عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ نَادَانِىْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ.

৬৮৭৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জিবরাঈল আ. আমাকে ডেকে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আপনার কওমের কথা এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে (সত্যের প্রতি আহ্বানে যে সাড়া দিয়েছে) তাও শুনেছেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ "আপনি বলুন, তিনি (আল্লাহ) সর্ব শক্তিমান -------।"–সূরা আল আনআম ঃ ৬৫

٦٨٧٤ـ عَنْ جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلَمِيُّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُ اَصْحَابَهُ الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ، وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ ثُمَّ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِى فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهِ قَالَ اَوْ فِى دِيْنِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهُ شَرٌّلِى فِى دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ فَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ.

৬৮৭৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ সুলামী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর সাহাবাদেরকে যেভাবে কুরআন মজীদের সূরা শিখাতেন, ঠিক সেভাবে সব কাজেই 'ইস্তেখারা' করা শিখাতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করবে সে দুই রাকআত নফল নামায পড়বে। তারপর দোয়া করবে ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলম দ্বারা কল্যাণ প্রার্থনা করছি। তোমার শক্তি দ্বারা শক্তি প্রার্থনা করছি। আর তোমার করুণা প্রার্থনা করছি। কেননা তুমিই শক্তিমান। আমার কোনো শক্তি নেই। তুমিই সব জ্ঞানের অধিকারী। আমার কোনো জ্ঞান নেই। তুমিই বিষয়সমূহ জানো, আমি জানি না। আর তুমিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। হে আল্লাহ ! তুমি যদি জানো যে, এ কাজ"—প্রার্থনাকারী এখানে হুবহু তার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করবে—"আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য ভালো", বর্ণনাকারী বলেন, অথবা রসূলুল্লাহ স. এ স্থানে বলেছিলেন, "আমার দীন ও দুনিয়ার জীবনের জন্য কল্যাণকর, তাহলে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও, তা সম্পাদন করা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জন্য তাতে বরকত দাও। হে আল্লাহ ! আর যদি তুমি জানো যে, তা আমার জন্য আমার দীন, দুনিয়াবী জীবন এবং পরিণামের জন্য অথবা "আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর, তাহলে তা থেকে আমাকে দূরে রাখো। আর এর পরিবর্তে যা ভালো তা যেখানেই হোক আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।"

১১-অনুচ্ছেদ ঃ অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী। আল্লাহর বাণী ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ ـ

"আমি তাদের মন ও চোখকে ঘুরিয়ে দেই।"–সূরা আল আনআম ঃ ১১০

٦٨٧٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَحْلِفُ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ .

৬৮৭৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. অধিকাংশ সময় কসম করতেন ঃ "না, হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারীর শপথ।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার এক কম একশতটি (নিরানব্বই) নামের বর্ণনা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যুল জালাল অর্থ শান-শওকত ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। বাররুন অর্থ সূক্ষ্মদর্শী, পাক-পবিত্র।

٦٨٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، اَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ.

৬৮৭৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি অর্থাৎ এক কম একশতটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (ইমাম বুখারী র. বলেন) 'আহসাইনাহু' অর্থ 'হাফিযনাহু' (আমি মুখস্ত করলাম)।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার নামে প্রার্থনা করা ও আশ্রয় চাওয়া।

٦٨٧٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِى، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِى فَاغْفِرْ لَهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

৬৮৭৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের বিছানায় যাবে তখন যেন নিজের কাপড়ের কোণ দিয়ে তা তিনবার ঝাড়ে, তারপর বলে, "হে আমার রব! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশকে (শরীর) বিছানায় রাখলাম এবং তোমার নাম নিয়েই তা আবার উঠাবো। তুমি যদি আমার প্রাণ বের করে নাও, তাহলে ক্ষমা করে দিও। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমার নেক্কার বান্দাদেরকে যেভাবে হেফাযত করো সেভাবে একেও হেফাযত করো।

٦٨٧٨- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَوى اِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

৬৮৭৮. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন বিছনায় আশ্রয় নিতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিইসমিকা আমূতু ওয়াআহ্ইয়া"–(হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি, আবার তোমার নামেই জীবিত হই)। তিনি ভোর হলে (ঘুম থেকে জেগে উঠে) বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।" –(সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেছেন। অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে)।

٦٨٧٩- عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِاسْمِكَ نَمُوْتُ وَنَحْيَا فَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

৬৮৭৯. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রাতের বেলা বিছানায় গিয়ে বলতেন ঃ "বিইসমিকা নামূতু ওয়া নাহ্ইয়া"–আমরা তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি (অর্থাৎ ঘুমাচ্ছি ও জীবিত হই। জেগে উঠি)। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লযী আহ্ইয়ানা

বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর" (সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে)।

٦٨٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىَ اَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

৬৮৮০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসকালে যদি বলে, "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা" (আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছো তাতে আমাদেরকে শয়তান থেকে আর শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখো), তাহলে এ মিলনে যদি তাদের ভাগ্যে কোনো সন্তান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে শয়তান কখনো তার ক্ষতি করতে পারবে না।

٦٨٨١- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ قُلْتُ اُرْسِلُ كِلاَبِى الْمُعَلَّمَةَ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَاَمْسَكْنَ فَكُلْ وَاِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ.

৬৮৮১. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি শিকারী কুকুরকে শিকার ধরতে ছেড়ে দেই। নবী স. বলেন ঃ তুমি যখন শিকারী কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছাড়বে তখন যদি সে কোনো শিকার ধরে আনে তাহলে তা খাবে। আর পালক বিহীন তীর ছুঁড়ে শিকারের দেহ যদি ফেড়ে ফেল তাও খেতে পারো।

٦٨٨٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هُنَا اَقْوَامًا حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يَاْتُوْنَا بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْرِىْ يَذْكُرُوْنَ عَلَيْهَا اسْمَ اللّٰهِ اَمْ لاَ قَالَ اُذْكُرُوْا اَنْتُمْ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُوْا.

৬৮৮২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! এখানে কিছুসংখ্যক সদ্য শিরক ত্যাগকারী লোক আমাদের জন্য গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না ঐসব জন্তু যবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে কিনা। নবী স. বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তা খাও।[৩]

٦٨٨٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِىُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّىْ وَيُكَبِّرُ.

৬৮৮৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বিসমিল্লাহ পড়ে ও তাকবীর বলে দু'টি ভেড়া কুরবানী করলেন।

---

৩. কোনো জন্তু যবেহ করতে আল্লাহর নাম নিতে হয়, অন্যথায় তা খাওয়া যাবে না। কেননা কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন ঃ وَلاَ تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ 'যে জিনিসে আল্লাহর নাম পড়া হয়নি তা খেয়ো না।' কিন্তু নবী স. এক্ষেত্রে খেতে বললেন কিভাবে ? এর জবাব হলো, মুসলমানের যবেহ করা জন্তুর গোশত খাওয়া যেতে পারে। কারণ মুসলমানের হৃদয়ে আল্লাহর নাম সবসময় বর্তমান থাকে। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে জন্তুকে যবেহ করে না। তাই মুসলমানের যবেহ করা জন্তু হালাল।

٦٨٨٤- عَنْ جُنْدَبَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاِسْمِ اللّٰهِ.

৬৮৮৪. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন নবী স.-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। নবী স. নামায পড়লেন, তারপর খুতবা দিলেন। তিনি বললেন ঃ নামায পড়ার পূর্বে যে যবেহ করেছে সেটির পরিবর্তে সে আরেক পশু যবেহ করবে। আর যে নামাযের পূর্বে যবেহ করেনি সে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করবে।

٦٨٨٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَحْلِفُوا بِاَبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ.

৬৮৮৫. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ তোমাদের বাপ-দাদার নামে তোমরা কমস করো না। কেউ কসম করতে চাইলে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী এবং নামসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা। খুবাইব রা. বলেন, ওয়াযালিকা ফি যাতিল ইলাহ। তিনি যাত বা মূল সত্তাকে নামের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

٦٨٨٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَةً مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْاَنْصَارِىُّ فَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوْا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ قَالَ خُبَيْبُ شِعْرًا

وَلَسْتُ أُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا–عَلٰى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ

وَذٰلِكَ فِى ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَا – يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَاَخْبَرَ النَّبِىَّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ اُصِيْبُوا.

৬৮৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দশজন লোকের একটি দলকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে খুবাইবও ছিলেন। যুহরী র. বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হারিসের কন্যা তাকে জানিয়েছেন, যে সময় খুবাইবকে হত্যা করতে সবাই একত্র হলো তখন তিনি পাকসাফ হওয়ার জন্য তার (হারিসের কন্যার) নিকট একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। যখন তারা তাকে হত্যা করার জন্য হারামের বাইরে নিয়ে গেল তখন খুবাইব কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

"আমি মুসলিম হিসেবে নিহত হচ্ছি, তাই আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে কোন্ পাশে ঢলে পড়বো তার কোনো পরোয়া করি না।"

"এ প্রাণদান আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যেই। তাই তিনি যদি চান তাহলে আমার কর্তিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি টুকরায় বরকত দিবেন।"

অতপর হারিসের পুত্র তাকে হত্যা করলো। যেদিন তারা এভাবে বিপদগ্রস্ত হলো সেদিনই নবী স. সাহাবাদেরকে খবরটি জানালেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ ـ

"আল্লাহ তোমাদের তাঁর নিজ সত্তার ভয় দেখিয়ে সাবধান করেন।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ২৮

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيْ وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ .

"আমার মনে যা আছে, তা তুমি জানো। কিন্তু তোমার মনে যা আছে তা আমি জানি না।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৬

٦٨٨٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ.

৬৮৮৭. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী আর কেউ নেই। এ কারণে তিনি অশ্লীলতা হারাম করেছেন। আর নিজের প্রশংসাকে আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালোবাসেন এমন কেউ নেই।

٦٨٨٨ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ.

৬৮৮৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যে সময় সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি নিজের জন্য তাঁর কাছে আরশে রক্ষিত কিতাবে লিখলেন ঃ আমার রহমত আমার গযবের ওপর সর্বদা বিজয়ী।

٦٨٨٩ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ، فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلاَءٍ، ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلاَءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا، وَاِنْ اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

৬৮৮৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে আমি তার জন্য সেরূপই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে লোকজনের (জামায়াতের) মধ্যে আমাকে স্মরণ করে, আমিও এমন এক জামায়াতের মধ্যে তাকে স্মরণ করি যা তার জামায়াত থেকে উত্তম। আর যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে একগজ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে একগজ অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক বাহু।[৪] পরিমাণ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌঁড়ে অগ্রসর হই।

৪. দুই হাত বিপরীত দিকে লম্বালম্বিভাবে বিস্তার করলে যতখানি প্রসারিত হয় তাকে বাহু বলে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ "তার (অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাআলার) সত্তা ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংসশীল।"–২৮ ঃ ৮৮

٦٨٩٠ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ قَالَ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا اَيْسَرُ.

৬৮৯০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের উপর দিক থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম" এ আয়াত নাযিল হলে নবী স. বললেন ঃ আমি তোমার পবিত্র সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, অথবা তোমাদের পায়ের নীচে থেকে (আযাব প্রেরণ করবেন)।" নবী স. বললেন ঃ আমি তোমার পবিত্র সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারপর আল্লাহ তাআলা বললেন, "অথবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে (একদল দ্বারা অপর দলকে কঠোর শাস্তি) দিবেন।" এবার নবী স. বললেন, এটা অপেক্ষাকৃত সহজ শাস্তি।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ "আর যেন আমার তত্ত্বাবধানে তুমি প্রতিপালিত হও"–২০ ঃ ৩৯। تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا "(জাহাজখানি) আমার দৃষ্টির মধ্যে ভাসছিলো।"–৫৪ ঃ ১৪

٦٧٩١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُخْفٰى عَلَيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ، وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلٰى عَيْنِهِ، وَاِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

৬৮৯১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সামনে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে গোপন থাকবেন না। আল্লাহ তাআলা অন্ধ নন। একথা বলে নবী স. তাঁর হাত দিয়ে চোখের দিকে ইশারা করলেন। আর মসীহ দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখ যেন আঙ্গুরের মতো ফোলা।

٦٨٩٢ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ اَنْذَرَ قَوْمَهُ الْاَعْوَرَ الْكَذَّابَ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ.

৬৮৯২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি তাঁর কওমকে কানা ও মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল) সম্পর্কে সাবধান করেননি। সে (দাজ্জাল) কানা। অথচ তোমাদের রব অন্ধ নন। দাজ্জালের দুই চোখের মধ্যখানে 'কাফের' লিখিত থাকবে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ "সেই মহান আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রাণদাতা ও আকৃতি দানকারী।"–৫৯ ঃ ২৪

٦٨٩٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ فِىْ غَزْوَةِ بَنِىْ الْمُصْطَلَقِ اَنَّهُمْ اَصَابُوْا سَبَايًا فَاَرَادُوْا اَنْ يَسْتَمْتِعُوْا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ فَسَاَلُوا النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِقُهَا.

৬৮৯৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বনী মুসতালিক যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত। লোকজন গনীমত হিসেবে নারী যুদ্ধ বন্দীদেরকে লাভ করায় তাদেরকে উপভোগ করতে চাইলো। কিন্তু তাদের গর্ভধারণ পসন্দ করলো না। তাই তারা 'আযল'[৫] সম্পর্কে নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো। নবী স. বলেন ঃ তোমরা এরূপ (আযল) না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত যত রূহ সৃষ্টি করবেন তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আবু সাঈদ রা. বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ যে মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার তা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করবেনই।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ "যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম।"—৩৮ ঃ ৭৫

٦٨٩٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلَى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَىْءٍ اِشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا، فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ، وَلٰكِنْ اِئْتُوْا نُوْحًا ، فَاِنَّهُ اَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ، وَلٰكِنْ اِئْتُوْ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِىْ اَصَابَهَا، وَلٰكِنِ اِئْتُوْا مُوْسَى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيْمًا، فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ، وَلٰكِنِ اِئْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوْحَهُ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلٰكِنِ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ

فَيَاْتُوْنِنِىْ فَانْطَلِقُ فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّىْ وَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّىْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يُقَالُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاَشْفَعْ

৫. আযল হলো স্ত্রী সহবাসকালে বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে যোনিদেশ থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো যাতে গর্ভসঞ্চার না হয়।

تُشَفَّعْ، فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّىْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ اَرْجِعُ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّىْ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِى، ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ وَ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَاَحْمَدُ رَبِّىْ بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيْهَا رَبِّىْ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَرْجِعُ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ

فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَكَانَ فِىْ قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

৬৮৯৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ (আজকে আমরা যেমন একত্র হয়েছি) আল্লাহ এভাবে কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে একত্র করবেন। তারা বলবে, যদি আমরা আমাদের রবের কাছে সুপারিশ পেশ করতাম, যাতে আমাদেরকে এখান থেকে বের করে আরামদানের ব্যবস্থা করেন। অতএব তারা আদম আ.-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে আদম ! আপনি কি লোকদের দুরাবস্থা দেখছেন না ? আল্লাহ তো আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তার ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়েছেন এবং সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফাআত করুন যাতে তিনি আমাদের এ অবস্থা দূর করে আরাম দান করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। সাথে সাথে তাদের কাছে তিনি তার কৃত গুনাহর কথা উল্লেখ করে বলবেন, তোমরা বরং নূহের কাছে যাও। কেননা তিনিই আল্লাহর সর্বপ্রথম রসূল। তাঁকে আল্লাহ পৃথিবীবাসীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখন সবাই নূহ আ.-এর কাছে যাবে। তিনি বললেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাদের কাছে তাঁর কৃত গুনাহর কথা উল্লেখ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং "খলীলুর রহমান"–'পরম দয়ালু আল্লাহর বন্ধু' ইবরাহীমের কাছে যাও। সবাই তখন ইবরাহীম আ.-এর কাছে যাবে। তিনি তাদের কাছে তাঁর নিজের কৃত গুনাহসমূহের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং ঈসার কাছে যাও। তিনি আল্লাহর বান্দা, রসূল, কালেমা ও রূহ। তারা সবাই ঈসা আ.-এর কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাঁর পূর্বের ও পরের সব গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।

অতপর তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি চলে যাবো এবং আমার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে তাঁর সম্মুখে হাযির হওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। অতপর আমি যখন আমার রবকে দেখতে পাবো তখন তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ ! মাথা উঠাও। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। প্রার্থনা করো, দেয়া হবে এবং শাফায়াত করো, কবুল করা হবে। তখন আমি আমার রবের এমন সব প্রশংসা করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি

শাফাআত করবো। আমার জন্য এ ব্যাপারে একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আমি তখন (শাফাআত করে) তাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দিবো। তারপর আবার ফিরে আসবো এবং যখনই আমি আমার রবকে দেখবো সাথে সাথে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমাকে ঐ অবস্থায় রাখবেন। তারপর আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও। বলো, শোনা হবে। প্রার্থনা করো, দেয়া হবে। শাফায়াত করো, কবুল করা হবে। তখন আমার রব আমাকে যেভাবে শিখিয়ে দিবেন সেভাবে তাঁর প্রশংসা করবো, তারপর সুপারিশ করবো। সুপারিশ পেশ করার জন্য আমাকে একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দিবো। তারপর আবার ফিরে আসবো। এবারও আমি আমার রবকে দেখামাত্র সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তাআলা তার ইচ্ছানুসারে যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমাকে ঐ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলা হবে, হে মুহাম্মদ, মাথা উঠাও। বলো, শোনা হবে। শাফাআত করো কবুল করা হবে, প্রার্থনা করো, দেয়া হবে। তখন আমার রব আমাকে যেভাবে শিখিয়ে দিবেন সেভাবে আমি তাঁর প্রশংসা করবো, তারপর সুপারিশ করবো। এবারও শাফাআত করার জন্য আমাকে একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আমি তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবো। তারপর আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে বলবো, হে রব! এখন একমাত্র তারাই জাহান্নামে আছে যাদেরকে কুরআন আবদ্ধ করে রেখেছে এবং যাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামেবাস ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।

নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং হৃদয়ে এক যবের ওজন পরিমাণ ঈমান আছে তাকেই জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। এর পরেরবার জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং হৃদয়ে একটি গমের দানা পরিমাণ ঈমান আছে। সর্বশেষে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়েছে এবং হৃদয়ে একবিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে।

٦٨٩٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَدُ اللّٰهِ مَلْئُ لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرٰى الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

৬৮৯৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ। দিন-রাত খরচ করলেও তা কমে না। তিনি আরো বলেন ঃ তোমরা কি দেখেছ আসমান ও যমীন সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে তিনি কতো (বিপুল পরিমাণে) খরচ করেছেন তবুও তাঁর হাতে যা আছে তার কিছুমাত্র কমেনি। তিনি আরও বলেন ঃ সে সময় তার আরশ পানির ওপর অবস্থিত ছিল। তাঁর অপর হাতে রয়েছে মিযান বা দাঁড়িপাল্লা। তিনি কারো জন্য তা নিম্নগামী করেন, আবার কারো জন্য তা উর্ধগামী করেন।

٦٨٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَقْبِضُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمٰوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا الْمَلِكُ.

৬৮৯৬. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে এবং আকাশমণ্ডলীকে তাঁর ডান হাতে গুটিয়ে নিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ।

٦٨٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ يَهُوْدِيًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

৬৮৯৭. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। এক ইহুদ নবী স.-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মদ! (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, যমীনসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, পাহাড়সমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, গাছপালাকে এক আঙ্গুলের ওপর এবং সমস্ত মখলুকাতকে এক আঙ্গুলের ওপর উঠিয়ে বলবেন, আমিই একমাত্র বাদশাহ। (একথায়) রসূলুল্লাহ স. বিস্ময়ে ও তার সত্যতার সমর্থনে হাসলেন, এমনকি তাঁর দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়লো। অতপর তিনি পাঠ করলেন ঃ "তারা আল্লাহর যথাযোগ্য কদর করেনি।"–সূরা তাওবা ঃ ৯১

٦٨٩٨- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالثَّرٰى عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَرَا وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

৬৮৯৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। আহলে কিতাবদের এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, হে আবুল কাসেম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, যমীনসমূহকে এক আঙ্গুলে, গাছ ও কাঁদামাটিকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে ধারণ করে বলবেন, একমাত্র আমিই বাদশাহ ! একমাত্র আমিই বাদশাহ! আমি নবী স.-কে হাসতে দেখলাম, এমনকি তাঁর দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়লো। তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পড়লেন ঃ "তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি।"–সূরা তাওবা ঃ ৯১

২০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ 'আল্লাহর চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কেউ নেই।'

٦٨٩٩- عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَاَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَاَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللّٰهِ لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ اَجْلِ غَيْرَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِيْنَ وَالْمُبَشِّرِيْنَ ، وَلَا اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ، وَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ.

৬৮৯৯. মুগীরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদা রা. বললেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে দেখি তাহলে তাকে অবশ্যই তরবারির ধারালো অংশের আঘাতে হত্যা করবো। একথা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তোমরা কি সাদের

আত্মমর্যাদাবোধে অবাক হচ্ছো ? আল্লাহর কসম ! আমি তার চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আর আল্লাহ তাআলা আমার চেয়েও বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আর আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধের দরুন তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব রকমের অশ্লীলতা হারাম করেছেন। আর কেউ-ই অক্ষমতা ও ওযরকে আল্লাহর চেয়ে বেশী পসন্দ করে না। এ কারণে তিনি সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা রসূল পাঠিয়েছেন। আর নিজের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো কাছেই বেশী পসন্দনীয় নয়। এ কারণে তিনি (বান্দার জন্য) জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ.

"আপনি বলুন, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কোন্ বস্তু, আপনি বলুন, আল্লাহ"–৬ ঃ ১৯। এখানে আল্লাহ তাআলা নিজেকে "শাইয়ুন' বা বস্তু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নবী স. কুরআনকে বস্তু আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এটি আল্লাহর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত একটি গুণ। আল্লাহ বলেছেন ঃ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ **"তাঁর সত্তা ছাড়া আর সবকিছু ধ্বংসশীল।"–২৮ ঃ ৮৮**

٦٩٠٠ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِرَجُلٍ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئٌ ؟ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا.

৬৯০০. সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ তোমার কাছে কি কুরআনের কিছু আছে ? সে কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করে বললো, অমুক অমুক সূরা (মুখস্ত) আছে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ـ

"তখন তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থিত ছিল।"–১১ ঃ ৭

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

"তিনি মহান আরশের অধিপতি।"–২৭ ঃ ২৬

আবুল আলিয়া বলেন, 'ইসতাওয়া ইলাস সামাঈ' অর্থ, তিনি (আসমানকে) উচ্চে স্থাপন করলেন। 'ফা-সাওয়া' অর্থ 'সৃষ্টি করলেন'। মুজাহিদ বলেন, 'ইসতাওয়া আলাল আরশ' অর্থ, আরশের ওপর আসীন হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'মাজীদ' অর্থ, সম্মানিত। 'ওয়াদুদ' অর্থ, প্রিয়। যেমন বলা হয়, 'হামীদুম মাজীদ' ফাঈলুন-এর ওযনে 'মাজেদ' শব্দ থেকে। 'হামেদা' থেকে 'মাহমুদুন'-এর উৎপত্তি।

٦٩٠١ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اَقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا بَنِىْ تَمِيْمٍ قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَقْبَلُوا الْبُشْرٰى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ ، قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِى الدِّيْنِ، وَلِنَسْاَلَكَ عَنْ اَوَّلِ هٰذَا الْاَمْرِ مَا كَانَ، قَالَ : كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ

شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ اَتَانِيْ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ اَدْرِكْ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ اَطْلُبُهَا فَاِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُوْنَهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ اَقُمْ.

৬৯০১. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট ছিলাম। তখন তামীম গোত্রের একদল লোক আসলো। নবী স. তাদেরকে বললেন ঃ হে বনী তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো, আপনি আমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, সেই সাথে কিছু দান করুন। ইতিমধ্যে ইয়ামনবাসী কিছুসংখ্যক লোক সেখানে আসলো। নবী স. তাদেরকে বললেন ঃ হে ইয়ামানবাসীগণ। তামীম গোত্র তো সুসংবাদ গ্রহণ করলো না। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা সুসংবাদ গ্রহণ করলাম। আমরা দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য আপনার নিকট হাযির হয়েছি। আমরা আপনার নিকট জানতে চাই যে, এ (দুনিয়ার) ব্যাপারটা প্রথমাবস্থায় কি রূপ ছিল ? নবী স. বলেন ঃ সর্বপ্রথম শুধু আল্লাহ ছিলেন, আর কিছুই ছিলো না। তখন তার আরশ পানির ওপর স্থাপিত ছিল। তারপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন এবং লওহে মাহফুযে সবকিছু লিখে রাখলেন। রাবী বলেন, এরপর আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে ইমরান! তোমার উষ্ট্রী পালিয়ে গেছে, তা ধরে আনো। আমি উষ্ট্রী তালাশে চললাম। গিয়ে দেখলাম, উষ্ট্রী মরীচিকার আড়ালে চলে গেছে। আল্লাহর কসম ! আমি চাইলাম যে, উষ্ট্রী চলে যাক, কিন্তু আমি রসূলের সান্নিধ্য ছেড়ে উঠবো না।

٦٩٠٢ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ يَمِيْنَ اللّٰهِ مَلاَئ لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِيْ يَمِيْنِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ الْاُخْرٰى الْفَيْضُ اَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ.

৬৯০২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহর ডান হাত ভরা। রাত ও দিনভর খরচেও তা কমে না। তোমরা কি দেখো না, আসমান ও যমীন সৃষ্টির সূচনা থেকে তিনি কত খরচ করেছেন। তবুও তাঁর ডান হাতের কিছুই কমেনি। আর তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর অবস্থিত। তাঁর অন্য হাতে রয়েছে ফয়েয[৬] ও কবয। তিনি কখনো তা উত্তোলিত করেন আবার কখনো তা নিম্নমুখী করেন।

٦٩٠٣ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُوْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ وَاَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ، قَالَ وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ زَوَّجَكُنَّ اَهَالِيْكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللّٰهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ وَعَنْ ثَابِتٍ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلَتْ فِيْ شَاْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

---

৬. "ফয়েয' অর্থ কোনো কিছুদানের মাধ্যমে ইহসান করা। আর 'কবয' অর্থ মৃত্যুর দ্বারা রূহ কবয করা। আল্লাহর ডান হাত অর্থ তার কুদরতের হাত।

৬৯০৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা রা. (তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে) অভিযোগ নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলেন। নবী স. তাকে বারবার বলছিলেন ঃ "আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার স্ত্রীকে তোমার বন্ধনে রেখে দাও।" আয়েশা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যদি কোনো জিনিস গোপন করতেন, তাহলে এ আয়াতটি অবশ্যই গোপন করতেন। আনাস রা. বলেন, যয়নাব নবী স.-এর সব স্ত্রীদের কাছে এসব ফখর করতেন যে, তোমাদের পরিবার-পরিজন তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছে। আর আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন। সাবেত আল বুনানী থেকে বর্ণিত। "তুমি তোমার মনের মধ্যে যা গোপন রেখেছিল, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিতে চাচ্ছিলেন। আর তুমি মানুষকে ভয় পাচ্ছিলে"–৩৩ ঃ ৩৭। আয়াতটি যয়নাব ও যায়েদ ইবনে হারিসার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।[৭]

٦٩٠٤- عَنْ اَنَسَ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ نَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ فِىْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَاَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَنْكَحَنِىْ فِى السَّمَاءِ.

৬৯০৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে জাহশের উপলক্ষ্যে পর্দার আয়াত নাযিল-হয়েছে। তার বিয়ের ওলীমা উপলক্ষ্যে নবী স. লোকজনকে রুটি ও গোশত খাইয়েছিলেন। যয়নাব রা. নবী স.-এর অন্য স্ত্রীদের সামনে গর্ব করে বলতেন, আল্লাহ তাআলা আসমানের উপর থেকে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

٦٩٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ.

৬৯০৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ যে সময় সমগ্র মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন নিজের কাছে আরশের ওপরে লিখে রাখলেন, আমার রহমত আমার গযবকে অতিক্রম করে গেল।

٦٩٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، فَاِنَّ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذٰلِكَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ

---

৭. উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ রা. ছিলেন রসূলুল্লাহ স.-এর ফুফাতো বোন। নবী স. নিজের উপহার পাওয়া ক্রীতদাস ও পালক পুত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারিসার সাথে যয়নাবের বিয়ে দেন। কিন্তু যয়নাব ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কুরাইশ বংশের মেয়ে এবং যায়েদ ছিলেন মুক্তদাস। এ কারণে যয়নাব রা. এ অসম বিয়েতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না। তাই যায়েদ রা. অভিযোগ নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসলে তিনি যয়নাবকে তালাক না দিতে তাকে উপদেশ দিলেন। এদিকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, যায়েদ যয়নাবকে তালাক দিলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যয়নাবকে বিয়ে করে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে না করার জাহিলী রসম উৎখাত করার আদেশ দিতে পারেন। অথচ এক্ষেত্রে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মদ স. তার পুত্রবধুকে বিয়ে করেছে। তাই তিনি এ ব্যাপারে অপপ্রচারের ভয় করছিলেন। তখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে আদেশ দিলেন, যয়নাবকে যায়েদ তালাক দিলে আপনি তাকে বিয়ে করুন। অতপর যায়েদ যায়নাবকে তালাক দিলে রসূলুল্লাহ স. আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাকে বিয়ে করেন। হাদীসে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَالْاَرْضِ، فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهُ فَاسْئَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلٰى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفْجَرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

৬৯০৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনলো, নামায কায়েম করলো এবং রমযানের রোযা রাখলো, সে আল্লাহর পথে হিজরত করুক কিংবা তার জন্মভূমিতেই অবস্থান করুক তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর কাছে তার অধিকার হিসেবে গণ্য হলো। উপস্থিত সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি লোকদেরকে এ বিষয়টি জানাবো না ? রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ জান্নাতের একশটি স্তর আছে। প্রতি দুই স্তরের মধ্যে আসমানের ও যমীনের মধ্যকার সমান দূরত্ব বর্তমান। এসবগুলোই আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারী বান্দার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা ফিরদাউসই হলো উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর ওপরে মহান দয়ালু আল্লাহর আরশ অবস্থিত। আর এ ফিরদাউস থেকে জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়।

٦٩٠٧- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ ؟ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَاْذِنُ فِى السُّجُوْدِ فَيُؤْذَنُ لَهَا فِى السُّجُوْدِ وَكَاَنَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا ارْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَاَ : ذٰلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا فِىْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ.

৬৯০৭. আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলাম। রসূলুল্লাহ স. সেখানে বসাছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি বলেন ঃ হে আবু যর ! তুমি কি জানো এ সূর্য কোথায় যায় ? আবু যর রা. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সূর্য গিয়ে সিজদার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। তাকে সিজদার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। একদিন তাকে বলা হবে, যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিগন্ত থেকে উদিত হবে। তারপর রসূলুল্লাহ স. পাঠ করলেন ঃ "এটি তার অবস্থান স্থল"–৩৬ ঃ ৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরাআত অনুসারে।

٦٩٠٨- عَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ اَرْسَلَ اِلَى اَبُوْ بَكْرٍ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ لَمْ اَجِدْهَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ.

৬৯০৮. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. আমাকে ডেকে পাঠালেন। (তাঁর নির্দেশে) আমি কুরআনের বিভিন্ন অংশ তালাশ করতে শুরু করলাম। কিন্তু সূরা তাওবার শেষাংশ আবু খুযাইমা আনসারী রা. ছাড়া আর কারো কাছে পেলাম না। অংশটুকু হলো 'লাকাদ্ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম" থেকে সূরা বারায়াতের শেষ পর্যন্ত।

٦٩٠٩- عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا، وَقَالَ مَعَ اَبِىْ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِىِّ.

৬৯০৯. ইউনুস র. থেকেও পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তাতেও আবু খুযাইমা আনসারীর কথা বলা হয়েছে।

٦٩١٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ، لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

৬৯১০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিপদের সময় নবী স. বলতেন ঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আলীমুল হালীম, লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া রব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া রাব্বুল সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদে ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম"-(আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি মহাজ্ঞানী ও ধৈর্যশীল। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের মালিক এবং মহান আরশের রব)।

٦٩١١ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ. وَقَالَ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَاِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ.

৬৯১১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। সংজ্ঞা ফিরে পেলে আমি দেখবো, মূসা আ. আরশের একটি পায়া ধরে আছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবো। তখন দেখবো মূসা আ. আরশের পায়া ধরে আছেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ.

"ফেরেশতাগণ এবং রূহ তাঁর নিকট উঠে যায়।"-৭০ ঃ ৪

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ .

"পবিত্র কথাগুলোই তাঁর দরবারে উঠে যায়"-৩৫ ঃ ১০। আবু জামরা র. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু যর রা. নবী স.-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর শুনে তার ভাইকে বললেন, যে ব্যক্তি দাবি করছে যে, তাঁর কাছে আসমান থেকে খবর আসে, আমার জন্য তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবিহত হও। মুজাহিদ র. বলেন, নেক আমল (সৎকাজ) পবিত্র কথাকে উন্নীত করে। কথিত আছে, 'যুল-মাআরিজ' অর্থ ফেরেশতা, যাঁরা আল্লাহর কাছে উঠে যায়।

٦٩١٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ

فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

وَقَالَ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلاَّ الطَّيِّبُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ

وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَا يَصْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلاَّ الطَّيِّبُ.

৬৯১২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমাদের কাছে রাত ও দিনের ফেরেশতারা পালাক্রমে আসেন এবং আসর ও ফজর নামাযের সময় তারা একত্রে মিলিত হন। তারপর যারা তোমাদের সাথে রাত কাটিয়েছেন তারা উঠে যান। তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী অবগত, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কেমন অবস্থায় ছেড়ে আসলে ? তাঁরা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং গিয়ে নামাযরত অবস্থায় পেয়েছি।

অপর একটি সনদে খালেদ ইবনে মাখলাদ, সুলাইমান, আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ও আবু সালেহের মাধ্যমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার পবিত্র ও হালাল রুজি থেকে একটি খেজুর পরিমাণও দান করে তা আল্লাহ তাআলা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। তারপর সেটিকে তার মালিকের জন্য লালন-পালন করতে থাকেন। যেমন তোমরা কেউ ঘোড়ার বাচ্চা লালন করো। এমনকি তা পাহাড়ের মতো বিশাল সম্পদে পরিণত হয়।

ওয়ারাকা র. .... আবু হুরাইরা রা. সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু আল্লাহর দরবারে উন্নীত হতে পারে না।

٦٩١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

৬৯১৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। বিপদের সময় আল্লাহর নবী স. একথাগুলো দ্বারা দোয়া করতেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আজীমুল হালিম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আজীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতে ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম" (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি মহান ও সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি বিশাল আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি আসমানসমূহের মালিক ও মহান আরশের মালিক)।

٦٩١٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ بَعَثَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةٍ.

৬৯১৪. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কাছে সামান্য পরিমাণ সোনা পাঠানো হলে তিনি চার ব্যক্তির মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।

٦٩١٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِىٌّ وَهُوَ فِى الْيَمَنِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فِىْ تُرْبَتِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَقْرَعِ بِنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ مُجَاشِعٍ وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ حُصَنِ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِىِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ الْعَامِرِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ نَبْهَانَ فَتَغَضَّبَتْ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ فَقَالُوْا يُعْطِيْهِ صَنَادِيْدَ اَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ اِنَّمَا اَتَاَلَّفُهُمْ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ ﷺ فَمَنْ يُطِيْعُ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُهُ فَيَاْمَنُنِىْ عَلَى اَهْلِ الْاَرْضِ وَلَا تَاْمَنُوْنِىْ فَسَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ اَرَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدْعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

৬৯১৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী রা. ইয়ামনে থাকাকালে নবী স.-এর কাছে সামান্য পরিমাণ সোনা পাঠান। নবী স. তা মুজাশে গোত্রের আকরা ইবনে হাবেস হানযালী, উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে বদর ফাযারী, কিলাব গোত্রের আলকামা ইবনে উলাসা আমেরী এবং নাবহান গোত্রের যায়েদ আল-খাইল তায়ীর মধ্যে বন্টন করেন। এতে কুরাইশগণ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, আমাদেরকে না দিয়ে তিনি নজদবাসী নেতাদেরকে দিলেন। নবী স. বলেন ঃ আমি তাদের মনস্তুষ্টি সাধন করেছি। তখন কোটরাহৃদ চোখ, উন্নত কপাল, ঘন দাড়ি, উঁচু চোয়াল ও ন্যাড়া মাথা সম্পন্ন এক ব্যক্তি সামনে এসে বললো, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় করো। নবী স. বলেন ঃ আমিই যদি আল্লাহর অবাধ্য হই, তাহলে তাঁর অনুগত হবে কে? তিনি আমাকে পৃথিবীবাসীর জন্য আমানতদার করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছো না। তখন দলের মধ্য থেকে একটি লোক, (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার মনে হয় তিনি খালেদ ইবনে ওয়ালীদ উঠে তাকে হত্যা করার জন্য নবী স.-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ করলেন। অতপর লোকটি ঘুরে চলে গেলে তিনি বলেন ঃ এ ব্যক্তির বংশে কিছু লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায় তারাও ঠিক তেমনি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে কিন্তু মূর্তি পূজকদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তাহলে আদ জাতির মতো তাদেরকে হত্যা করবো।

٦٩١٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا، قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ.

৬৯১৬. আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহান আল্লাহর বাণী ঃ "আর সূর্য সে তো নিজের নির্দিষ্ট কক্ষ পথে চলমান আছে।"–৩৬ ঃ ২৮ সম্পর্কে নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ "মুসতাকার" বা সূর্যের নির্দিষ্ট স্থানটি আরশের নীচে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

"সেদিন (কিয়ামতের দিন) কিছুসংখ্যক চেহারা তরতাজা ও উৎফুল্ল থাকবে। তারা তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।"–৭৫ ঃ ২২-২৩

٦٩١٧- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِه فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوْا.

৬৯১৭. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর কাছে বসাছিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। এ চাঁদকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না। সুতরাং যতক্ষণ পারো উদয়ের পূর্বের নামায সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায সূর্যাস্তের পূর্বে পড়তে যেন ব্যর্থ না হও।

٦٩١٨.عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا.

৬৯১৮. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে সচক্ষে দেখতে পাবে।

٦٩١٩- عَنْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةُ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِه.

৬৯১৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক পূর্ণিমার রাতে রসূলুল্লাহ স. বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তিনি বলেন ঃ অচিরেই কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে, যেমন এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের মোটেই কষ্ট হবে না।

٦٩٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِى الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا

فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ اَلشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيْتَ الطَّوَاغِيْتَ، وَتَبْقٰى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا شَافِعُوْهَا، اَوْ مُنَافِقُوْهَا شَاكَّ اِبْرَاهِيْمُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَاِذَا جَاءَ نَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ

فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُوْنَهُ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ، فَاَكُوْنُ اَنَا وَاُمَّتِىْ اَوَّلَ مَنْ يُجِيْرُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِىْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلَ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَاَيْتُمُ السَّعْدَانَ ؟ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِىَ بِعِلْمِهِ وَالْمُوْبَقُ، بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ اَوِ الْمُجَازٰى اَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلّٰى حَتّٰى اِذَا فَرَغَ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَاَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ اَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا مِمَّنْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ فِى النَّارِ بِاَثَرِ السُّجُوْدِ تَاْكُلُ النَّارُ ابْنُ اٰدَمَ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ اَنْ تَاْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقٰى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِىْ عَنِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِىْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِىْ ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللّٰهَ بِمَا شَاءَ اَنْ يَدْعُوْهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ هَلْ عَسَيْتَ اَنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَنِىْ غَيْرَهُ، فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْاَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِىْ رَبَّهُ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَاِذَا اَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ ، وَرَاٰهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ قَدِّمْنِىْ اِلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ اَنْ لاَ تَسْاَلَنِىْ غَيْرَ الَّذِىْ اُعْطِيْتَ اَبَدًا وَيْلَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ، فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ، يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَتّٰى يَقُوْلَ هَلْ عَسَيْتَ اَنْ اُعْطِيْتَ ذٰلِكَ اَنْ تَسْاَلَ غَيْرَهُ، فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ

لاَ اَسْأَلَكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُوْدٍ وَمَوَاثِيْقَ فَيُقَدِّمُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَاِذَا قَامَ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةَ فَرَاى مَا فِيْهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُوْرِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلَسْتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُوْدَكَ وَمَوَاثِيْقَكَ اَنْ لاَ تَسْاَلُ غَيْرَ مَا اُعْطِيْتُكَ وَيْلَكَ يَا اِبْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ ، فَيَقُوْلُ اَىُّ رَبِّ لاَ اَكُوْنَنَّ اَشْقٰى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللّٰهَ حَتّٰى يَضْحَكَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاِذَا ضَحِكَ اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَاِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللّٰهُ لَهُ تَمَنَّهُ.فَسَالَ رَبَّهُ وَتَمَنّٰى حَتّٰى اِنَّ اللّٰهَ لَيُذَكِّرُهُ وَيَقُوْلُ وَكَذَا وَكَذَا حَتّٰى انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِىُّ قَالَ اللّٰهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءِ بْنُ يَزِيْدَ وَاَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئًا حَتّٰى اِذَا حَدَّثَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اللّٰهَ قَالَ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ اِلاَّ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ اَشْهَدُ اَنِّىْ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْلَهُ ذٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَذٰلِكَ الرَّجُلُ اٰخِرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ.

৬৯২০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো ? রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমরা কি পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কষ্ট পাও ? সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল ! না। তিনি বলেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয় ? সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল ! না। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমরা ঐরূপ স্পষ্টভাবে আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে একত্র করে বলবেন, যারা যে জিনিসের ইবাদত করতো তারা সেই জিনিসের অনুগমন করুক। সুতরাং যারা সূর্যের পূজা করতো, তারা সূর্যের সাথে থাকবে, যারা চাঁদের পূজা করতো তারা চাঁদের সাথে থাকবে। আর যারা খোদাদ্রোহীদের পূজা করতো তারা খোদাদ্রোহীদের সাথে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে শুধু আমার এ উম্মত। তাদের মধ্যে তাদের শাফায়াতকারীরা অথবা বর্ণনাকারী ইব্রাহিমের সন্দেহ মোনাফেকরাও থাকবে। এরপর আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন, আমি তোমাদের রব। সবাই বলবে, যতক্ষণ আমাদের রব আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ আমরা এ স্থানেই অবস্থান করবো। আমাদের রব যখন আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারবো।

অতপর আল্লাহ তাদের কাছে তাঁর এমন অবয়বে আসবেন যে, তারা তাকে চিনতে পারবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব। তারা বলবে, হাঁ। আপনি আমাদের রব। এরপর সবাই তাঁকে অনুসরণ করবে। জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত পাতা হবে। আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করবো। সেদিন রসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রসূলগণও শুধু বলতে থাকবেন, আল্লাহুম্মা সাল্লেম, সাল্লেম (হে আল্লাহ ! নিরাপদ রাখো, বাঁচাও)। আর জাহান্নামে সাদান গাছের কাঁটার মতো আংটা থাকবে। তোমরা কি সাদান গাছ দেখেছো ? সবাই বললো, হাঁ, হে আল্লাহর

রসূল ! তিনি বলেন, সেগুলো সাদান বৃক্ষের কাঁটার মতো। তবে তার বিরাটত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। ঐ আংটাগুলো লোকদেরকে তাদের আমল অনুপাতে ছোবল মারবে। তাদের মধ্যে কতক থাকবে ঈমানদার, যারা তাদের নেক আমলের কারণে রক্ষা পেয়ে যাবে, কতক বদ-আমলের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কতককে টুকরা টুকরা করে দেয়া হবে এবং কতককে পুরস্কার দেয়া হবে অথবা অনুরূপ কিছু।

এরপর মহান আল্লাহ্ প্রতীয়মান হবেন। শেষে যখন তিনি বান্দাদের বিচারকার্য শেষ করবেন এবং নিজের রহমতে কিছুসংখ্যক জাহান্নামবাসীকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক করেনি, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিবেন। তারা হবে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত এমন সব লোক যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতারা জাহান্নামের মধ্যে সিজদার চিহ্ন দেখে তাদের সনাক্ত করবেন। একমাত্র সিজদার স্থান ছাড়া এসব বনী আদমের দেহের সবকিছুই আগুনে পুড়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা সিজদার চিহ্নসমূহ দগ্ধ করা আগুনের জন্য হারাম করে দিবেন। সুতরাং তারা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তাদের ওপর সঞ্জীবনী পানি ঢালা হবে। এর নিচে তারা এমনভাবে তরতাজা হয়ে উঠবে, যেমন বীজ প্লাবনের পলি মাটিতে অংকুরিত হয়। এরপর আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের বিচারকার্য শেষ করবেন। সবশেষে জান্নাত লাভকারী এক জাহান্নামবাসী অবশিষ্ট থেকে যাবে যার মুখ থাকবে জাহান্নামের দিকে। সে বলবে, হে আমার রব ! জাহান্নামের দিক থেকে আমার মুখটাকে ফিরিয়ে দাও। কেননা জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে, আর অগ্নিশিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলেছে। সে আল্লাহ্ তাআলার মর্জি মাফিক তার কাছে দোয়া করবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তা যদি তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে, না, তোমার ইজ্জতের কসম ! আমি এছাড়া আর কিছু চাইবো না। তখন সে তার 'রব' আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর ইচ্ছানুসারে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দান করবে। আল্লাহ্ তাআলা তার মুখ জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং জান্নাত দেখবে তখন নিশ্চুপ থাকবে। এভাবে আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন সে নীরব থাকবে। তারপর বলবে, হে আমার রব ! আমাকে জান্নাতের দরযা পর্যন্ত এগিয়ে দাও। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, তুমি কি প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেয়া হবে তাছাড়া কখনো আর কিছু চাইবে না ? হে আদম সন্তান ! তোমার অকল্যাণ হোক। কি সাংঘাতিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী তুমি ! সে তখন 'হে আমার রব' বলে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, এসব যদি তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে আর কিছু চাইবে না তো ? সে বলবে, তোমার ইজ্জতের কসম ! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইবো না। সে আল্লাহ্ তাআলাকে এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিবে। তারপর আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতের দরযার কাছে এগিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দরযায় দাঁড়াবে তখন তার দরযা খুলে যাবে এবং সে তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইবেন সে চুপ থাকবে। তারপর বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাত দান করো। আল্লাহ্ বলবেন, তুমি কি এ মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা দিব তাছাড়া আর কিছু চাইবে না ? হে আদম সন্তান! তোমার অকল্যাণ হোক। কিসে তোমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে ? সে বলবে, হে প্রভু ! আমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা হতে চাই না। সে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। শেষে তার এ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ হাসবেন। আল্লাহ্ যখন তার আচরণে হাসবেন, তখন বলবেন, ঠিক আছে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ্ তাকে বলবেন, এবার চাও। সে তখন প্রভুর কাছে চাইবে ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

করবে। আল্লাহও তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, এটা চাও, এটা চাও। এমনকি আকাঙ্ক্ষাও যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, এসবই তোমাকে দেয়া হলো এবং তার সাথে অনুরূপ আরো দেয়া হলো।

বর্ণনাকারী আতা ইবনে ইয়াযীদ র. বলেন, আবু হুরাইরা রা. যখন এ হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন আবু সাঈদ খুদরী রা.-ও তার কাছে ছিলেন। কিন্তু তিনি আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসের কোনো অংশের প্রতিবাদ করেননি। অবশেষে আবু হুরাইরা রা. যখন বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহ তাআলা লোকটিকে বলবেন, এসবই তোমাকে দেয়া হলো এবং এর সাথে অনুরূপ আরো দেয়া হলো, তখন আবু সাঈদ খুদরী রা. বললেন, হে আবু হুরাইরা! এর সাথে আরো দশ গুণ দিলাম' কথাটি রসূলুল্লাহ স. বলেছেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি তো রসূলুল্লাহ স.-এর কথা এসবই তোমাকে দিলাম এবং তার সাথে অনুরূপ আরো দিলাম স্মরণ রেখেছি। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে। এসবই তোমাকে দিলাম এবং অনুরূপ আরো দশ গুণ দিলাম, কথা শুনে মনে রেখেছি। আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, সে জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি।

٦٩٢١- عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ اِذَا كَانَتْ صَحْوًا ؟ قُلْنَا لاَ، قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ كَمَا تُضَارُّوْنَ فِى رُؤْيَتِهَا، ثُمَّ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ اِلَى مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فَيَذْهَبُ اَصْحَابُ الصَّلِيْبِ مَعَ صَلِيْبِهِمْ، وَاَصْحَابُ الْاَوْثَانِ مَعَ اَوْثَانِهِمْ، وَاَصْحَابُ كُلِّ اٰلِهَةٍ مَعَ اٰلِهَتِهِمْ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ وَغُبَّرَاتٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ يُؤْتٰى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَاَنَّهَا سَرَابٌ ، فَيُقَالُ لِلْيَهُوْدِ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ ؟ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِى جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللّٰهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ فَمَا تُرِيْدُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ نُرِيْدُ اَنْ تَسْقِيَنَا فَيُقَالُ اشْرَبُوْا فَيَتَسَاقَطُوْنَ حَتّٰى يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ مِنْ بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يُجْلِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فَيَقُوْلُوْنَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ اَحْوَجُ مِنَّا اِلَيْهِ الْيَوْمَ وَاِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِىْ لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ وَاِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا

قَالَ فَيَاْتِيْهِمُ الْجَبَّارُ فِى صُوْرَةٍ غَيْرَ صُوْرَتِهِ الَّتِى رَاَوْهُ فِيْهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا وَلاَ يُكَلِّمُهُ اِلاَّ الْاَنْبِيَاءُ فَيَقُوْلُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ اٰيَةٌ تَعْرِفُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلّٰهِ

رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجِسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْجِسْرُ ؟ قَالَ مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيْفُ وَكَلاَلِيْبُ وَحَسَكَةٌ مُفَاطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عَقِيْفَةٌ تَكُوْنُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ يَمُرُّ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيْحِ وَكَاَ جَاوِيْدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوْشٌ مَكْدُوْشٌ فِى نَارِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَمُرَّ اٰخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا اَنْتُمْ بِاَشَدَّلِى مُنَاشَدَةً فِى الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَاِذَا رَاَوْ اَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِى اِخْوَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَعْمَلُوْنَ مَعَنَا ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِيْنَارٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ، وَيُحَرِّمُ اللّٰهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ بَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِى النَّارِ اِلَى قَدَمِهِ وَاِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ، فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِيْنَارٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ، فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجُوْهُ فَيُخْرِجُوْنَ مَنْ عَرَفُوْا، وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاِنْ لَمْ تُصَدِّقُوْنِى فَاقْرَؤُا : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا: فَيَشْفَعُ النَّبِيُّوْنَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، فَيَقُوْلُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِى فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ اَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِى نَهْرٍ بِاَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ فَيَنْبُتُوْنَ فِى حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِى حَمِيْلِ السَّيْلِ قَدْ رَاَيْتُمُوْهَا اِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَاِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ اِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ اَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا اِلَى الظِّلِّ كَانَ اَبْيَضَ فَيُخْرَجُوْنَ كَاَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِى رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيْمُ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ هٰؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمٰنِ اَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوْهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوْهُ فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَاَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ.

৬৯২১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাবো ? তিনি বলেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও ? আমরা বললাম, না। তিনি বলেন ঃ মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে তোমাদের যতটুকু কষ্ট হয় তোমাদের রবকে দেখতেও তোমাদের ততটুকু কষ্ট হবে মাত্র। তারপর তিনি বলেন ঃ সেদিন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে ঃ যারা যে জিনিসের ইবাদত করতো,

তারা সেই জিনিসের সাথে এক হয়ে যাও। সুতরাং ক্রুশধারীরা ক্রুশের সাথে চলে যাবে, মূর্তিপূজকরা মূর্তির সাথে যাবে। এভাবে প্রতি ইলাহর অনুসারীরা তাদের ইলাহদের কাছে যাবে। তারপর যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতো শুধু তারাই অবশিষ্ট থাকবে, তারা গুনাহ্গার বা নেককার যাই হোক। আহলে কিতাবদের কিছু লোকও অবশিষ্ট থাকবে। এরপর জাহান্নামকে সামনে আনা হবে। তা মরীচিকার মতো মনে হবে। তখন ইহুদীদের বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে ? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর বেটা উযায়েরের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহর তো স্ত্রী বা সন্তান ছিলো না। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে, আমরা চাই যে, আপনি আমাদের পানি পান করান। বলা হবে, পানি পান করো। তারপর তারা জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। এরপর নাসারা (খৃস্টান)দেরকে বলা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করতে ? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর বেটা (ঈসা) মসীহর 'ইবাদত' করতাম। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বললে। আল্লাহর তো স্ত্রী বা সন্তান ছিলো না। তোমরা কি চাও ? তারা বলবে, আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে পানি পান করান। তাদেরকে বলা হবে, পান করো। তারপর তারাও জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারীরা। তাদের মধ্যে নেককারও থাকবে, গুনাহ্গারও থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, সব লোক তো চলে গেছে। কিন্তু তোমাদেরকে কিসে আটক রেখেছে ? তারা বলবে, আমরা তো তখনই তাদেরকে বর্জন করেছিলাম যখন আজকের চেয়ে তাদের বেশী প্রয়োজন ছিল। আমরা একজন ঘোষকের ঘোষণা শুনেছি যে, যে কওম যে জিনিসের ইবাদত করতো সেই কওম তার সাথে যাও। আমরা (সেই ঘোষণা অনুসারে) আমাদের রবের জন্য অপেক্ষা করছি।

রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ এরপর মহা প্রতাপশালী আল্লাহ তাদের কাছে আসবেন। কিন্তু প্রথমবার ঈমানদারগণ যে আকৃতিতে তাঁকে দেখেছিলেন তিনি সেই আকৃতিতে আসবেন না। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব ! সবাই বলবে, আপনিই আমাদের রব। নবীগণ ছাড়া আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলবে না। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি তার কোনো চিহ্ন জানো ? তারা বলবে, পায়ের নলার তাজাল্লী। তখন নলা খুলে দেয়া হবে। তখন সব ঈমানদারই সিজদায় পড়ে যাবে। তবে যারা প্রদর্শনীর জন্য আল্লাহকে সিজদা করতো তারা থেকে যাবে। তারা সেই সময় সিজদা করতে চাইলে, তাদের মেরুদণ্ডের হাড় শক্ত হয়ে একটি তক্তার ন্যায় হয়ে যাবে। তারপর পুলসিরাত এনে জাহান্নামের ওপরে স্থাপন করা হবে। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল। পুলসিরাত কি ? তিনি বলেন ঃ পিচ্ছিল জায়গা যার ওপর লোহার আংটা এবং চওড়া ও বাঁকা কাঁটা থাকবে যা নজদের সাদান গাছের কাঁটার মতো। মুমিনগণ এ পুলসিরাতের ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ সালামতে বেঁচে যাবে, আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ জাহান্নামের আগুনে ঝলসে যাবে। এমনকি সর্বশেষ ব্যক্তি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোনো রকমে অতিক্রম করবে। আজ তোমরা হকের দাবিতে আমার তুলনায় ততখানি কঠোর নও, যতখানি কঠোর সেদিন ঈমানদারগণ প্রতাপশালী আল্লাহর কাছে হবে। (আর তোমরা যে হকের দাবিতে আমার চেয়ে বেশী কঠোর নও তা তো) তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। যখন তারা (ঈমানদারগণ) দেখবে যে, তাদের ভাইদের মধ্যে তারাই শুধু নাজাত পেয়েছে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের সেই ভাইয়েরা কোথায় যারা আমাদের সাথে নামায পড়তো, রোযা রাখতো ও নেক আমল করতো ? আল্লাহ বলবেন, যাও, তাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে, তাদের (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত করে আনো। আল্লাহর তাদের আকৃতিকে জাহান্নামের জন্য

হারাম করে দিবেন। তাদের কারো দু'পা ও পায়ের নলা পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে ডুবে থাকবে। তারা (ঈমানদারগণ) যাদেরকে চিনতে পারবে, তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আনবে। তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে তাদেরকেও বের করে আনো। সুতরাং তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে মুক্ত করবে। তারপর ফিরে আসলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বলবেন, যাও, যাদের হৃদয়ে একবিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে বের করে আনো। সুতরাং এবারও তারা যাদেরকে চিনবে তাদেরকে মুক্ত করে আনবে। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো তাহলে ইচ্ছা করলে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করো ঃ "আল্লাহ্ (কারো প্রতি) একবিন্দু পরিমাণ যুলুমও করেন না। বরং কোনো নেকীর কাজ হলে তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন।"–৪ ঃ ৪০। এভাবে নবীগণ, ফেরেশতা এবং ঈমানদারগণ শাফাআত করবেন। তারপর পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, এখন মাত্র আমার শাফায়াতই অবশিষ্ট আছে। তিনি এক মুষ্ঠি ভরে জাহান্নাম থেকে একদল লোককে বের করবেন, যাদের গায়ের চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তারপর তাদেরকে জান্নাতের সম্মুখভাগে অবস্থিত 'হায়াত' নামক একটি নহরে নামানো হবে। তারা এর দুই তীরে এমনভাবে তরতাজা হয়ে উঠবে যেমন তোমরা প্লাবনবাহিত পলি মাটিতে বীজকে অঙ্কুরোদ্গম করতে দেখো। এর মধ্যে যেটা রোদে থাকে সেটা সবুজ হয় আর যেটা ছায়ায় থাকে সেটা সাদা হয়। তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে। তখন তাদেরকে মোতির দানার মতো মনে হবে। তাদের গলায় সীলমোহর লাগানো হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করলে জান্নাতবাসীরা বলবে, এরা পরম দয়ালু আল্লাহর মুক্ত করা লোক। আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাত দিয়েছেন, অথচ (এজন্য) তারা কোনো কল্যাণের কাজ করেনি। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা দেখছো তা তোমাদেরকে দেয়া হলো এবং অনুরূপ পরিমাণ আরো দেয়া হলো।

٦٩٢٢ـ عَنْ اَنَسِ ابْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهِمُّوْا بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَاتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُوْ النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَاَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَاَسْجَدَلَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْئٍ لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ، قَالَ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ اَصَابَ اَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِي اَصَابَ سُوَالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ، قَالَ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ، وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ وَرُوْحَ اللّٰهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ

وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَاتُوْنِى فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّىْ فِى دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَدَعَنِىْ، فَيَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ، قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِى فَاُثْنِى عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِى حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

قَالَ قَتَادَةُ وَسمِعْتُهُ اَيضًا يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّىْ فِى دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِى عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يدَعَنِى، ثُمَّ يَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَ، قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِى، فَاُثْنِى عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ يُعَلِّمُنِيْهِ، قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّلِى حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ،

قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاَسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّىْ فِى دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِى عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ دعَنِىْ، ثُمَّ تَقُوْلُ ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ تُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِى، فَاُثْنِى عَلَى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ، قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِى حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، قَالَ قَتَادَةَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدِ، قَالَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا، قَالَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الَّذِى وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ.

৬৯২২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে (হাশরের ময়দানে) আটকে রাখা হবে। ফলে তারা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়বে এবং বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে সুপারিশ করাই তাহলে হয়তো তিনি আমাদের এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিবেন। তাই তারা আদম আ.-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সব মানুষের পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেন ও জান্নাতে বসবাস করিয়েছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করান এবং সব জিনিসের নাম আপনাকে শিক্ষা দেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। যাতে তিনি আমাদেরকে এ কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্তি দেন। আদম আ. বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। নবী স. বলেন, তিনি গাছ থেকে (ফল) খাওয়ার গুনাহর কথা উল্লেখ করবেন, যা তাকে নিষেধ করা হয়েছিল। (তিনি বলবেন) বরং তোমরা

পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত সর্বপ্রথম নবী নূহ আ.-এর কাছে যাও। সুতরাং তারা নূহ আ.-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। সংগে সংগে তিনি তার গুনাহর কথা উল্লেখ করবেন, যা তিনি করেছিলেন অর্থাৎ অজ্ঞাতে তাঁর রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। (তিনি বলবেন,) বরং তোমরা আল্লাহর খলীল ইবরাহীম আ.-এর কাছে যাও। সুতরাং তারা ইবরাহীম আ.-এর কাছে আসলে তিনি যে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন তার কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা মূসা আ.-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত কিতাব দান করেছিলেন, তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে একান্তে কথা বলে নৈকট্য দান করেছিলেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তারা মূসা আ.-এর কাছে আসলে তিনি একজনকে হত্যা করে করে যে গুনাহ করেছিলেন তা উল্লেখ করবেন (এবং বলবেন ঃ) তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও রসূল এবং তাঁর কালেমা ও রূহ ঈসার কাছে যাও। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তারা ঈসা আ.-এর কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ স.-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা, আল্লাহ যাঁর আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তারা আমার কাছে আসলে আমি আমার রবের কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখবো তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। সুপারিশ করো, কবুল করা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন প্রশংসা করবো যা তিনি সে সময়ে আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি শাফায়াত করবো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করবো। কাতাদা রা. বলেন, আমি আনাস রা.-কে একথাও বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহর দরবার থেকে বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করবো। তারপর আমি ফিরে আসবো এবং আমার রবের ঘরে (জান্নাতে) তাঁর কাছে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখবো, তখন তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন এ অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ ! মাথা উঠাও। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। শাফায়াত করো কবুল করা হবে। তুমি প্রার্থনা করো দেয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন প্রশংসা করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। এরপর আমি শাফায়াত করবো। এ ব্যাপারে তিনি আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিবেন। আমি তখন (জান্নাত থেকে) বের হবো এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

কাতাদা রা. বলেন, আমি আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি যে, [নবী স. বলেন,] তখন আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার রবের দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইবো। আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখবো সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ ! মাথা উঠাও। বলো, শোনা হবে, শাফায়াত করো কবুল করা হবে। প্রার্থনা করো, যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তখন আমি মাথা উঠাবো এবং আমার রবের এমন হামদ ও সানা করবো, যা তিনি আমাকে সেই সময় শিখিয়ে দিবেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তারপর আমি শাফায়াত করবো। আল্লাহ তাআলা আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিবেন। তখন আমি গিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।

কাতাদা রা. বলেন, আমি আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি যে, [নবী স. বলেছেন,] আমি সেখান থেকে বের হবো, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো। অবশেষে কুরআন যাদেরকে আকটিয়ে রাখবে অর্থাৎ যাদের জন্য (কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী) চিরস্থায়ী জাহান্নামবাস নির্ধারিত হয়ে গেছে, তারা ছাড়া। অতপর এ আয়াত "আশা করা যায়, আপনার রব শীঘ্রই আপনাকে 'মাকামে মাহমূদে' পৌঁছে দিবেন"–১৭ঃ৭৯। তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন ঃ এটিই সেই 'মাকামে মাহমূদ' তোমাদের নবীকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

٦٩٢٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِى قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمْ اصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنِّىْ عَلَى الْحَوْضِ.

৬৯২৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. আনসারদের ডেকে একটি গোলাকার তাঁবুর মধ্যে একত্র করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। আর আমি হাওযের কাছেই থাকবো।

٦٩٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

৬৯২৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে নবী স. যখন তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন তখন বলতেন, "হে আল্লাহ, আমাদের রব! তোমার জন্যই সব প্রশংসা। তুমিই আসমান ও যমীনকে কায়েম রেখেছো। তোমার জন্যই সব প্রশংসা, তুমিই আসমান-যমীন এবং এসবের মধ্যকার সবকিছুর পরিচালনাকারী। তোমার জন্যই সব প্রশংসা। তুমিই আসমান, যমীন ও এ সবের মধ্যকার সবকিছুর 'নূর'। তুমি সত্য, তোমার বাণীও সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য. তোমার সাক্ষাতের বিষয় সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং কিয়ামতও সত্য। হে আল্লাহ! তোমার উদ্দেশ্যেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমার প্রতি ঈমান এনেছি। তোমার উপর ভরসা তাওয়াক্কুল করেছি। তোমার কাছে আমার বিবাদের বিষয় নিয়ে হাযির হয়েছি। তোমার কাছে ফায়সালা চেয়েছি। তুমি আমার আগের ও পরের, গোপন ও প্রকাশ্য এবং আমার যে গোনাহ তুমি আমার চেয়েও বেশী জানো, তা সবই আমাকে ক্ষমা করে দাও। একমাত্র তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

٦٩٢٥- عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ.

৬৯২৫. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্‌ স. বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই তার রব কথা বলবেন না। সে সময় তাঁর ও বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী কিংবা প্রতিবন্ধক পর্দা থাকবে না।[৮]

٦٩٢٦- عَنْ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلَى رَبِّهِمْ اِلاَّ رِدَاءَ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ.

৬৯২৬. কায়েস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ দু'টি জান্নাত হবে রূপার, যার পান পাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছু হবে রূপার। অপর দু'টি জান্নাত হবে সোনার তৈরী, যার পান পাত্র ও অভ্যন্তরস্থ সবকিছু হবে সোনার। লোকজন আদন জান্নাতে যখন তাদের রবকে দেখবে তখন তাঁর চেহারার ওপর কেবল মহাত্বের চাদর থাকবে।

٦٩٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ : اَلْاٰيَةِ.

৬৯২৭. আবদুল্লাহ্‌ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোনো মুসলমানের সম্পদ গ্রাস করবে, সে (কিয়ামতের দিন) এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী স. তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ 'যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের ওয়াদা এবং কসমকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই, আল্লাহ্‌ তাদের সাথে কথা বলবেন না ---------।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭

٦٩٢٨- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ لَقَدْ اُعْطِيَ بِهَا اَكْثَرُ مِمَّا اُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ. وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِى كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.

৬৯২৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। যে ব্যক্তি তার পণ্য সামগ্রী বিক্রি করার সময় কসম করে বলে যে, যে মূল্যে তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার চেয়ে

---

৮. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাআলা তার মু'মিন বান্দার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। এতে কোনো দোভাষীর সাহায্যেরও প্রয়োজন হবে না কিংবা মাঝখানে কোনো পর্দার আবরণও থাকবে না।

বেশী মূল্যের প্রস্তাব সে পাচ্ছিল। অথচ সে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের মাল গ্রাস করার জন্য আসরের পর মিথ্যা কসম করে। যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ঠেকিয়ে রাখে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে বলবেন, আজ আমি আমার অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবো। কেননা তুমি এমন জিনিসের অতিরিক্ত অংশ নিতে বাধা দিয়েছিলে যা তোমার হাত দু'টি তৈরি করেনি।

٦٩٢٩- عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِاسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَلسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوْالْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى، قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، اَلَا لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ اِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

৬৯২৯. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আসমান ও যমীনকে যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন কাল (সন বা বছর) যে অবস্থানে ছিল, আবার ঘুরে সে অবস্থানে আসলে বার মাস বা এক বছর হয়। এর মধ্যে চারটি মাস হারাম (বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন) এর মধ্যে যুলকাদা, যুল হাজ্জাহ্ ও মুহাররম এ তিনটি মাস ক্রমাগত এসে থাকে আর মুদার গোত্রের রজব মাস জমাদিউসসানী ও শাবানের মাঝে। এটি কোন্ মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ করে থাকলেন। এমনকি আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এর নাম পরিবর্তন করে অন্য কিছু রাখবেন। তিনি বলেন ঃ এটা কি জিলহাজ্জ মাস নয় ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এটা কোন্ শহর ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এ শহরের নাম পরিবর্তন করে অন্য কিছু রাখবেন। তিনি বলেন ঃ এটি কি সেই (পবিত্র মক্কা) শহর নয় ? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি আবার বলেন ঃ এ দিনটি কোন্ দিন ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এর নাম পরিবর্তন করে অন্য কিছু রাখবেন। তিনি বলেন ঃ এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয় ? আমরা বললাম, হাঁ। নবী স. বলেন ঃ তোমাদের রক্ত

এবং তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের মান-সম্ভ্রম এ পবিত্র মাসে এ পবিত্র শহরে এ পবিত্র দিনটির মতই হারাম (মর্যাদা সম্পন্ন)। অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার তিরোধানের পর তোমরা গোমরাহ হয়ে একে অপরের ঘাড় মকটাতে শুরু করো না। সাবধান! উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে (একথাগুলো) পৌছিয়ে দেয়। কেননা যার কাছে পৌছানো হবে তাদের মধ্যে হয়ত যার নিকট থেকে সে শুনেছে, তার চেয়ে সে অধিক স্মরণ শক্তির অধিকারী হবে। মুহাম্মদ ইবনে শীরীন যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, নবী স. সত্যই বলেছেন। তারপর নবী স. বললেন ঃ আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি ? আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি ?

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ .

"নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেক্‌কারদের অতি নিকটে।"–৭ ঃ ৫৬

٦٩٣٠ـ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْضِى، فَارْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنْ يَاتِيَهَا، فَارْسَلَ اَنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ، وَلَهُ مَا اَعْطَى، وَكُلٌّ اِلَى اَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، فَارْسَلَتْ اِلَيْهِ، فَاَقْسَمَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّبِىَّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ فِى صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ كَاَنَّهَا شَنَّةٌ، فَبَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اَتَبْكِىْ، فَقَالَ اِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

৬৯৩০. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর এক কন্যার একটি ছেলের মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হলে তিনি তাঁকে লোক মারফত ডেকে পাঠালেন। নবী স. তাকে বলে পাঠান যে, যা আল্লাহ ছিনিয়ে নিলেন তাও তাঁর, আর যা তিনি দিয়ে রেখেছেন তাও তাঁর। আর প্রতিটি বস্তুর জন্যই মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং এটাকেই তার জন্য কল্যাণকর মনে করে। পুনরায় তিনি নবী স.-কে আল্লাহর কসম দিয়ে ডেকে পাঠালে তিনি যাওয়ার জন্য উঠলেন। উসামা ইবনে যায়েদ রা. বলেন, আমি, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব এবং উবাদা ইবনে সামেত রা.-ও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালাম। আমরা সেখানে গিয়ে প্রবেশ করলে তারা বাচ্চাকে এনে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে দিলেন। তখন বাচ্চার শেষ নিঃশ্বাস বের হচ্ছে এবং বুকের মধ্যে অস্বস্তিজনিত আওয়াজ হচ্ছে। যেন মশকের মধ্যকার শব্দ। রসূলুল্লাহ স. কেঁদে ফেললেন। সাদ ইবনে উবাদা রা. বললেন, আপনি কাঁদছেন ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তো তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় বান্দাদের ওপরই রহমত বর্ষণ করেন।

٦٩٣١ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اخْتَصَمَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَا رَبِّ مَالَهَا لاَ يَدْخُلُهَا اِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ، اُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ فَقَالَ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِىْ، وَقَالَ لِلنَّارِ اَنْتِ عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ

وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا ، قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ ثَلَاثًا حَتّٰى يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا فَتَمْتَلِئُ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ وَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ.

৬৯৩১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের কাছে অভিযোগ করলো। জান্নাত বললো, হে রব! তার (জান্নাত) ব্যাপারটা কিরূপ যে, তাতে শুধু দুর্বল ও নিম্ন মর্যাদার লোকেরাই প্রবেশ করবে? জাহান্নাম বললো, তার ব্যাপারটা কিরূপ যে, সেখানে শুধু বড় ও প্রভাবশালী লোকেরা প্রবেশ করবে? আল্লাহ জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত। আর জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার আযাব। আমি যাকে চাইবো তোমার দ্বারা শাস্তি দিবো। আর তোমাদের দু'জনের প্রত্যেককে পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কারো ওপর যুলুম করেন না। তিনি যাদেরকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? তারপর আবার তার মধ্যে তাদের (আরেক দলকে) নিক্ষেপ করা হবে। তখনও জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? এরূপ তিনবার বলবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর পা জাহান্নামের ওপর রাখবেন। তখন তা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এক অংশ আরেক অংশের দিকে সংকুচিত হয়ে বলবে, যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে!!

٦٩٣٢- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيُصِيْبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوْبٍ أَصَابُوْهَا عُقُوْبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّوْنَ.

৬৯৩২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কিছু লোক তাদের কৃত গোনাহর কারণে, শাস্তি পাবে এবং জাহান্নামের আগুনে ঝলসে যাবে। তারপর আল্লাহ তাঁর রহমতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাদেরকে সেখানে জাহান্নামী বলে ডাকা হবে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا **"আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে সংরক্ষণ করেন যাতে তা কক্ষচ্যুত না হতে পারে।"–৩৫ ঃ ৪১**

٦٩٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يَضَعُ السَّمَاءَ عَلٰى اِصْبَعٍ، وَالْاَرْضَ عَلٰى اِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالْاَنْهَارَ عَلٰى اِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى اِصْبَعٍ ، ثُمَّ يَقُوْلُ بِيَدِهِ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ : وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

৬৯৩৩. আবদুল্লাহ স. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদ আলেম রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, হে মুহাম্মদ, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আসমানকে এক আঙুলের ওপর, পৃথিবীকে এক আঙুলের ওপর, পাহাড়সমূহকে এক আঙুলের ওপর, গাছ ও নদী-নালাকে এক আঙুলের উপর এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এক আঙুলের ওপর রাখবেন এবং হাত দ্বারা ইশারা করে বলবেন, একমাত্র আমিই বাদশাহ। একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. হেসে ফেললেন অতপর বললেন ঃ "তারা আল্লাহকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দিলো না।"–৩৯ ঃ ৬৭

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ আসমান, যমীন ইত্যাদি সৃষ্টির বর্ণনা। সৃষ্টি হলো প্রভুর কাজ ও আদেশ। সুতরাং প্রভু তাঁর সব গুণাবলী, কাজ, আদেশ ও কথাসহ সৃষ্টিকর্তা। স্রষ্টা কখনো সৃষ্টি নয়। আর তাঁর কাজ, আদেশ ও সৃষ্টিকর্ম দ্বারা যা হয় তা-ই সৃষ্টি। তা সর্বাবস্থায়ই সৃষ্টি।

٦٩٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِى بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا لاَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ اَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَاَ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلٰى قَوْلِهِ لاُوْلِى الْاَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى اِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ.

৬৯৩৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন মায়মুনার বাড়ীতে রাত কাটালাম। নবী স.-ও তাঁর কাছে ছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিলো, নবী স. রাতের নামায কিভাবে পড়েন তা দেখা। রসূলুল্লাহ স. তাঁর স্ত্রীর সাথে কিছু সময় কথা বললেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। অতপর রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা তারও কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে তিনি উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পড়লেন "আসমান ও যমীন আর দিন ও রাতের পার্থক্যের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০। তারপর তিনি ওঠে গিয়ে উযু ও মিসওয়াক করলেন এবং এগার রাকআত নামায পড়লেন। এরপর বিলাল রা. ফজরের নামাযের আযান দিলে তিনি আবার দুই রাকআত নামায পড়লেন। তারপর বের হয়ে গেলেন এবং লোকদেরকে ফজরের দুই রাকআত নামায পড়ালেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ **"আমার প্রেরিত বান্দাদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত পূর্বেই হয়েছে।"–৩৭ ঃ ১৭১**

٦٩٣٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِى سَبَقَتْ غَضَبِى.

৬৯৩৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টিকরে তাঁর কাছে আরশের ওপর লিখলেন, আমার রহমত আমার গযবের ওপর বিজয়ী।

٦٩٣٦- عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ خَلْقَ اَحَدُكُمْ يُجْمَعُ فِى بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُؤْذَنُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ لاَ يَكُوْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ، حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

৬৯৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত—আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের বীর্য চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত পর্যন্ত মায়ের পেটে অবস্থান করে। পরে অনুরূপ সময় পর্যন্ত জমাট রক্তবিন্দু হয়। তারপর মাংসপিণ্ড হয়ে অনুরূপ পরিমাণ সময় পর্যন্ত থাকে। এরপর আল্লাহ তার কাছে ফেরেশতা পাঠান। তাকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়। সুতরাং তদানুযায়ী ফেরেশতা তার রিযক, আমল, আয়ুষ্কাল এবং ভাগ্যবান অথবা হতভাগা হওয়া সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেন।[৯] এরপর তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করা হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো জান্নাতবাসী হওয়ার উপযুক্ত আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থাকতে তার তাকদীরলিপি তার ওপর বিজয়ী হয় এবং সে জাহান্নামবাসীর আমল করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ হয়তো জাহান্নামবাসীর আমল করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থাকতে তার তাকদীরলিপি তার ওপর বিজয়ী হয় এবং সে জান্নাতবাসীর ন্যায় আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

٦٩٣٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا جِبْرِيْلُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ. وَمَا نَتَنَزَّلُ الاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا : قَالَ هٰذَا كَانَ الْجَوَابُ لِمُحَمَّدٍ ﷺ.

৬৯৩৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. জিবরাঈলকে বললেন ঃ হে জিবরাঈল ! তুমি আমার কাছে যেভাবে এসে থাকো, তার চেয়ে বেশী আসতে তোমার কি বাধা আছে ? তখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "আমি আপনার রবের হুকুম ছাড়া আসি না। আমাদের সামনে, পেছনে ও এতদুভয়ের মধ্যখানে যা আছে সবই তাঁর। আর আপনার রব ভুল করবার নয়"–১৯ ঃ ৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুহাম্মদ স.-এর জন্য এটিই তাঁর কথার জবাব।

٦٩٣٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرْثٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُتَكِئٌ عَلَى عَسِيْبٍ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ فَسَاَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَامَ مُتَوَكِّيًا عَلَى الْعَسِيْبِ وَاَنَا خَلْفَهُ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَقَالَ: وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الاَّ قَلِيْلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لاَ تَسْاَلُوْهُ.

৬৯৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মদীনার একটি কৃষিক্ষেত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি একটি খেজুর ডালে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একদল ইহুদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করাকালে তারা একে অপরকে বললো, তাকে রূহ (প্রাণ)

---

৯. তাকদীরের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। এ ব্যাপারে সঠিক ধারণা পেতে হলে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। তাহলো, আল্লাহ তাআলা মহা জ্ঞানী একক সত্তা। গোটা বিশ্বজাহান তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এর কোথায় কি আছে তার বিস্তারিত জ্ঞানের অধিকারী তিনিই। প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে তিনি পূর্ণাঙ্গরূপে ওয়াকেফহাল। তিনি স্থান-কাল ও পাত্রের উর্ধে। তাঁর কাছে অতীত ও ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই, সবই বর্তমান। তাই মানুষ সম্পর্কেও তিনি জানেন, তাদের কে কি করবে। মানুষের চরম পরিণতিকেই তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর এটাই তাকদীর। এর অর্থ এ নয় যে, যা লেখা আছে তা করতে তিনি মানুষকে বাধ্য করেন। বরং এর অর্থ হলো, মানুষ যা করবে তা তিনি জানেন। মানুষ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দ্বারা সারা জীবনভর যা কিছু করবে এবং তার যে ফলাফল হবে, তিনি নিজের অসীম ও সর্বব্যাপী ইলম দ্বারা তা জানেন। একথাই আল্লাহ তাআলা লিখে রেখেছেন। একেই এক কথায় বলা হয় তাকদীর।

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। আবার কেউ বললো, তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রসূলুল্লাহ স. খেজুর শাখার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তার পেছনে ছিলাম। আমার মনে হলো তাঁর কাছে ওহী নাযিল হচ্ছে। পরে তিনি এ আয়াত শুনালেন, "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, রূহ তো আল্লাহর হুকুমমাত্র। তোমাদের খুব কম জ্ঞানই দেয়া হয়েছে"–১৭ ঃ ৮৫। তখন তারা একজন অন্যজনকে বললো, আমরা তো তোমাদের বললাম যে, তাকে প্রশ্ন করো না।

٦٩٣٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ.

৬৯৩৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স, বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর কালেমার সত্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই তাকে বের করে না, এমন ব্যক্তিকে জান্নাত দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা যামিন হয়ে যান অথবা যে বাসস্থান থেকে সে বের হয়েছে গনীমাত ও পুরুস্কারসহ তাকে সেখানে ফিরিয়ে আনার যামিন হয়ে যান।

٦٩٤٠ـ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَاَىُّ ذٰلِكَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ.

৬৯৪০. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, কোনো লোক সাম্প্রদায়িক জাত্যাভিমানে লড়াই করে, কেউ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, কেউ লোক দেখানোর জন্য লড়াই করে। এদের মধ্যে কার লড়াই আল্লাহর পথে? নবী স. বলেন ঃ যে আল্লাহর বাণীকে উন্নত করার জন্য লড়াই করেছে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করেছে।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّمَا اَمْرُنَا لِشَىْءٍ **"অবশ্যই জিনিসকে অস্তিত্বে আনার জন্য আমাদের আদেশই যথেষ্ট।"**

٦٩٤١ـ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمٌ ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَاتِيَهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ.

৬৯৪১. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, সর্বাবস্থায় আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক বিদ্যমান থাকে যারা আল্লাহর (কিয়ামতের চূড়ান্ত) ফায়সালা আসা অবধি লোকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী থাকবে।[১০]

٦٩٤٢ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ مِنْ اُمَّتِىْ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ

১০. এখানে বিজয়ী থাকার অর্থ যুক্তি-প্রমাণ, নৈতিকতা ও আদর্শের দিক থেকে বিজয়ী থাকা। অর্থাৎ তাদের যুক্তি-প্রমাণ হবে নির্ভরযোগ্য, তাদের নৈতিকতা ও চরিত্র হবে সবার চেয়ে উন্নত এবং তাদের আদর্শ হবে সর্বোত্তম আদর্শ অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা।

لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِىَ اَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكٌ بْنُ يُخَامِرُ يَزْعَمُ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ.

৬৯৪২. মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের একদল লোক সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করবে কিংবা বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এ অবস্থায় থাকতেই কিয়ামত এসে যাবে। মালেক ইবনে ইউখামের বলেছেন, আমি মুআয ইবনে জাবাল আনসারীকে বলতে শুনেছি, তাদের এলাকা হবে শাম (সিরিয়া)। মুআবিয়া রা. বলেন, মালেক ইবনে ইউখামের বলেছেন যে, তিনি মুআয ইবনে জাবাল আনসারীকে বলতে শুনেছেন, তাদের এলাকা হবে শাম।

٦٩٤٣ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِى اَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِى هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا اَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوْ اَمْرَ اللهِ فِيْكَ وَلَئِنْ اَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ.

৬৯৪৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মুসাইলিমা কায্যাবের[১১] কাছে দাঁড়ালেন। সে সময় সে তার সাঙ্গপাঙ্গ পরিবেষ্টিত ছিলো। নবী স. বলেন ঃ তুমি যদি আমার কাছে এ সামান্য টুকরোটিও চাও তাহলে আমি তাও তোমাকে দিবো না। তুমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ফায়সালার অধিক কিছু লাভ করবে না। আর তুমি যদি ইসলাম থেকে পিঠ ফিরিয়ে চলে যাও, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে ধ্বংস করবেন।

٦٩٤٤ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى بَعْضِ حَرْثٍ اَوْ خَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوْهُ اَنْ يَجِىْءَ فِيْهِ بِشَىْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ، فَقَالَ وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

৬৯৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী স.-এর সাথে মদীনার কোনো এক কৃষি ক্ষেতে অথবা বিরান এলাকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। নবী স.-এর সাথে

১১. মুসাইলিমা ইসলামের ইতিহাসে 'মুসাইলিমা কায্যাব' নামে পরিচিত। রসূলুল্লাহ স.-এর ইনতিকালের পরে সে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করেছিলো এবং রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের ঠিক পূর্বে তাঁর কাছে একখানা পত্রও লিখেছিলো। হযরত আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তার মিথ্যা নবুওয়াত দাবির কারণে তার বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। যুদ্ধে মুসাইলিমা পরাজিত ও নিহত হয়। সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা রা.-এর হন্তা ওয়াহশী তাকে হত্যা করে।

একটি খেজুরের শাখা ছিলো। তিনি তার ওপর ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা একদল ইহুদীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তারা একে অপরকে বললো, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তাদের কেউ বললো, তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না। হয়তো তিনি এমন কথা বলবেন, যা তোমাদের ভালো লাগবে না। তবুও কেউ বললো, আমরা অবশ্যই তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। তাই তাদের এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আবুল কাসেম! রূহ কি? তার কথায় নবী স. চুপ থাকলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে। পরে তিনি বললেনঃ "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, রূহ আমার রবের হুকুম মাত্র। আর তাদেরকে অত্যন্ত কম জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ.

"আপনি বলুন, মহাসাগর যদি লেখার কালিতে পরিণত হয়, আর তা দিয়ে যদি আমার পালনকর্তার বাণীসমূহ লিখতে শুরু করা হয় ----"–১৮ ঃ ১০৯ শেষ পর্যন্ত।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"আর পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা যদি কলমে পরিণত হয় এবং মহাসাগর কালিতে পরিণত হয়, এরপর আরও সাতটি মহাসাগর এনে তার সাথে যোগ করা হয়, তবুও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না। আল্লাহ অবশ্যই পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়।"–৩১ ঃ ২৭

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الى قوله تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

"তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হয়েছে ---- সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ বড়ই বরকতময়।"–৭ ঃ ৫৪

٦٩٤٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ اِلَّا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَتِهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ اِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ.

৬৯৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর কালেমার সত্যতা প্রতিপাদন ছাড়া আর কিছুই তাকে বাড়ী থেকে বের হতে উদ্বুদ্ধ করে না, এমন ব্যক্তিকে জান্নাত দেয়ার জন্য আল্লাহ যামিন হয়ে যান অথবা সে যে গনীমাত ও পুরস্কার লাভ করেছে তা সহ তাকে তার বাসস্থানে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ যামিন হয়ে যান।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ইচ্ছা ও সংকল্প। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا تَشَاؤُنَ اِلَّا اَنْ। ২৬ ঃ ৩–**"যাকে ইচ্ছা তুমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করো"** تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ

وَلاَ تَقُوْلَنَّ । **"আল্লাহ না চাইলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হবে না।"-৮১ ঃ ২৯।** يَشَاءَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ **"আর তুমি কোনো জিনিস সম্পর্কেই এভাবে বলবে না, আমি এটা আগামীকাল করবো। হাঁ, সাথে সাথে বলো, যদি আল্লাহ চান।"-১৮ ঃ ২৩-২৪।** اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ । **"তুমি যাকে পসন্দ করো তাকেই হেদায়াত দিতে পারবে না। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দান করেন।"-২৮ ঃ ৫৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব তার পিতা মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো।**

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের কষ্টকর তা চান না।"-২ ঃ ১৮৫

٦٩٤٦ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَوْتُمُ اللّٰهَ فَاَعْزِمُوْا فِىْ الدُّعَاءِ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِىْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ.

৬৯৪৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তখন দৃঢ়তার সাথে দোয়া করবে। তোমাদের কেউ যেন না বলে, "তুমি যদি চাও তাহলে আমাকে দান করো।" কেননা আল্লাহকে বাধ্য করতে পারে এমন কেউ নেই।

٦٩٤٧ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُمْ اَلاَ تُصَلُّوْنَ ، قَالَ عَلِىٌّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُوْلُ وَكَانَ الاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً.

৬৯৪৭. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। এক রাতে রসূলুল্লাহ স. তার ও ফাতেমার কাছে গেলেন। তিনি তাদেরকে বলেন ঃ তোমরা (রাতে নফল) নামায পড়ছো না কেন ? আলী রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে ওঠাতে চাইলে উঠিয়ে দেন। আমি একথা বললে রসূলুল্লাহ স. ফিরে চলে গেলেন এবং আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না। আমি শুনলাম, তিনি ফিরে যেতে যেতে নিজ উরুতে আঘাত করে বলেছিলেন ঃ "মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়াটে।"

٦٩٤٨ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرْعِ يَفِىْءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ تُكَفِّئُهَا فَاِذَا سَكَنَتْ اعْتَدَلَتْ وَكَذٰلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَفَّا بِالْبَلاَءِ ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ.

৬৯৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ মু'মিনের উদাহরণ নরম ক্ষেত। জোরে হাওয়া আসলেই তার পাতা এদিক ওদিক ঝুঁকে পড়ে। বাতাস থেমে গেলে তা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মু'মিন ব্যক্তিকে ঠিক এভাবেই বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা হয়। আর কাফেরের উদাহরণ পাইন বৃক্ষের মত, যা সোজা এবং শক্ত হয়। আল্লাহ তাকে সমূলে উৎপাটিত করেন।

٦٩٤٩ـ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ انَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ الَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ أُعْطِيَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتّٰى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيَ اَهْلَ الانْجِيْلِ الانْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتّٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيْتُمُ الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتّٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا هٰؤُلاَءِ اَقَلُّ عَمَلاً وَاَكْثَرُ اَجْرًا قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ اَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لاَ قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِي أُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ.

৬৯৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় (এ পৃথিবীতে) তোমাদের অবস্থানকাল যেন আসর ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়। তাওরাতের অনুসারীদেরকে তাওরাত দেয়ার পর তারা তদনুযায়ী আমল করেছে। তারপর দুপুর হলে তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের সবাইকে এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। এরপর ইনজীলের অনুসারীদেরকে ইনজীল দেয়া হলে তারা আসর পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করেছে এবং তারপর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদেরকেও এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। অবশেষে তোমাদেরকে কুরআন দেয়া হয়েছে। তদনুযায়ী তোমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমল করেছো। আর এজন্য তোমাদেরকে দুই 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। তাওরাতের অনুসারীরা বললো, হে আমাদের রব, এরা তো আমলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম, অথচ পারিশ্রমিকের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাপ্ত! আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি কি তোমাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে অন্যায় করেছি ? তারা বললো, না। আল্লাহ বললেন, তাহলে এটা (কম-বেশী দেয়া) তো আমার করুণা। আমি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে থাকি।

٦٩٥٠ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى رَهْطٍ قَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَاْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْنِيْ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَاُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُوْرٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

৬৯৫০. উবাদা ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কতক লোকের সাথে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে বাইআত হলাম। তিনি বলেন ঃ আমি এ মর্মে তোমাদের বাইআত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, করো প্রতি যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং নেক কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এসব ঠিক ঠিক পালন করবে আল্লাহর কাছে তার পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা

এগুলো লংঘন করে গুনাহে লিপ্ত হবে, তাকে যদি দুনিয়াতে এ ব্যাপারে শাস্তি প্রদান করা হয় তাহলে তা তার গুনাহর 'কাফফারা' হবে এবং সে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যদি কারো গুনাহ গোপন রাখেন, তাহলে তা হবে আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা ইচ্ছা করলে মাফ করবেন।

٦٩٥١ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ سُلَيْمَانَ كَانَ لَهُ سِتُّوْنَ اَمْرَاةً فَقَالَ لَاطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِى فَلَتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلْتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَاَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ .

৬৯৫১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সুলাইমান আ.-এর ষাটজন স্ত্রী ছিল। তিনি বললেন, আজ রাতে আমি আমার সকল স্ত্রীর কাছে যাবো। তারা গর্ভবতী হয়ে একজন করে অশ্বারোহী (যোদ্ধা) সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে। তাই তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে গেলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ গর্ভবতী হলো না। সে-ও একটি অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করলো। নবী স. বলেন ঃ যদি সুলাইমান আ. ইনশাআল্লাহ বলতেন তাহলে সকল স্ত্রীই গর্ভবতী হতো এবং প্রত্যেকেই একজন করে অশ্বারোহী যোদ্ধা প্রসব করতো, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করতো।

٦٩٥٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى اَعْرَابِىٍّ يَعُوْدُهُ، فَقَالَ لاَ بَاسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ طَهُوْرٌ بَلْ هِىَ حُمَّى تَفُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا.

৬৯৫২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. রোগাক্রান্ত এক বেদুইনকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কোনো ভয় নেই। ইনশাআল্লাহ ! তুমি রোগমুক্ত হবে ও গোনাহ থেকে পবিত্র হবে। সে বললো, আমি পবিত্র হবো ? না, বরং এ বুড়োকে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রমণ করেছে যা তাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে ছাড়বে। নবী স. বললেন ঃ হাঁ, তাহলে তাই।

٦٩٥٣ـ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ حِيْنَ نَامُوْا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِيْنَ شَاءَ فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُا اِلَى اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى.

৬৯৫৩. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তারা যখন ফজরের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন, নবী স. বললেন, আল্লাহ তাআলা যখন চেয়েছেন তোমাদের রূহকে কবয করে নিয়েছিলেন, আবার যখন চেয়েছেন ফেরত দিয়েছেন। সুতরাং তারা (ঘুম থেকে জাগার পর) প্রাতঃকালীন প্রয়োজন সারলেন এবং উযু করলেন। সূর্য উদিত হলো এবং উপরে উঠলে (চার দিকে) ফর্সা হয়ে গেলো। তখন নবী স. দাঁড়িয়ে (কাযা) নামায পড়লেন।

٦٩٥٤ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ، فَقَالَ

الْمُسْلِمُ وَالَّذِى اصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِى قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهٖ، فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِى اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ، فَلَطَمَ الْيَهُوْدِىَّ، فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِى كَانَ مِنْ اَمْرِهٖ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُخَيِّرُوْنِى عَلٰى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ، فَلَا اَدْرِىْ اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ.

৬৯৫৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলমান ও এক ইহুদী একে অপরকে গালমন্দ করলো। মুসলমান বললো, সেই মহান সত্তার কসম, যিনি সারাজাহানের মধ্যে মুহাম্মদ স.-কে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। ইহুদী বললো, সেই মহান সত্তার কসম যিনি সারা জাহানের মধ্যে মূসাকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। একথা শুনে মুসলমান ব্যক্তি হাত উঠিয়ে ইহুদীকে চপেটাঘাত করলো। ইহুদী রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গিয়ে তার ও মুসলমান ব্যক্তির মধ্যে যা ঘটছে তা তাঁকে জানালো। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ তোমরা আমাকে মূসার চেয়ে উত্তম বলো না। কেননা শিংগার ফুৎকারে যেসব লোক বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়বে। তখন আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবো। দেখবো, মূসা আ. আরশের এক কোণ মযবুত করে ধরে আছেন। আমি জানি না তিনি বেহুঁশ হওয়ার পরে আবার আমার আগে হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, নাকি তিনি তাদের অন্তর্ভূক্ত আল্লাহ যাদেরকে (বেহুঁশ হওয়া থেকে) বাদ রেখেছেন।

٦٩٥٥ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ يَاْتِيْهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُوْنَهَا فَلَا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلَا الطَّاعُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

৬৯৫৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ দাজ্জাল মদীনায় এসে ফেরেশতাদেরকে এর পাহারায় নিযুক্ত দেখতে পাবে। ইনশাআল্লাহ দাজ্জাল এবং মহামারী তার (মদীনার) নিকটবর্তীও হতে সক্ষম হবে না।

٦٩٥٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ فَاُرِيْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَخْتَبِىَ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৬৯৫৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর কবুলযোগ্য একটি বিশেষ দোয়া থাকে। ইনশাআল্লাহ আমার দোয়াটি আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য সংরক্ষিত রাখতে চাই।

٦٩٥٧ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ عَلٰى قَلِيْبٍ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَنْزِعَ ، ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى

نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ اَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِىْ فَرِيَّهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنٍ.

৬৯৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে নিজেকে একটি কূপের পাশে দেখতে পেলাম। আল্লাহর মর্জিমত আমি তা থেকে পানি উঠালাম। তারপর ইবনে আবু কুহাফা অর্থাৎ আবু বকর তা নিলেন এবং এক বা দুই বালতি পানি উঠালেন। তবে তার পানি উঠানোতে দুর্বলতা ছিলো। আল্লাহ তাকে মাফ করুন। এরপর উমর তা গ্রহণ করলেন। সংগে সংগে তা বড় একটি বালতিতে রূপান্তরিত হলো। আমি কোনো শক্তিশালী লোককেও তার মত পানি উঠাতে দেখিনি। এমনকি লোকজন কূপের আশেপাশে গবাদী পশুর খোয়াড় প্রস্তুত করে নিলো।

٦٩٥٨- عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ، وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ اَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهِ بِمَا شَاءَ.

৬৯৫৮. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কাছে কোনো অভাবী লোক আসলে তিনি সাহাবাদেরকে বলতেন, তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের মুখে তাই বলাবেন যা তিনি চাইবেন।[১২]

٦٩٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِى اِنْ شِئْتَ، اُرْزُقْنِى اِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ.

৬৯৫৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করে দাও। তুমি যদি চাও আমার ওপর রহমত বর্ষণ করো। তুমি যদি চাও আমাকে রিযিক দান করো। বরং তার উচিত দৃঢ়তা সহকারে প্রার্থনা করা। কেননা তিনি যা ইচ্ছা তাই করবেন। তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।

٦٩٦٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِىُّ فِى صَاحِبِ مُوْسٰى اَهُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّى تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِى هٰذَا فِى صَاحِبِ مُوْسٰى الَّذِى سَالَ السَّبِيْلَ اِلٰى لَقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ، اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُوْلُ بَيْنَا مُوْسٰى فِى مَلَاءٍ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لاَ، فَاُوْحِىَ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَالَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوْسٰى يَتْبَعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتٰى مُوْسٰى لِمُوْسٰى : اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى

১২. অর্থাৎ আল্লাহর রসূল যা বলেন, তা ওহীর ভিত্তিতে বলেন। সুতরাং তোমরা সুপারিশ করলে যে সওয়াব পাবে একথাও তিনি ওহীর ভিত্তিতেই বলছেন।

الصَّخْرَةِ فَانِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ الاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ، قَالَ مُوْسٰى : ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِى فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا: فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ.

৬৯৬০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিস্‌ল ফাযারী মূসার সঙ্গী সম্পর্কে মতানৈক্য করেছিলেন যে, তিনিই খিযির না অন্য কেউ ছিলেন ? এমন সময় উবাই ইবনে কাব আনসারী রা. তাদের কাছে এসে উপস্থিত হলে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাকে ডেকে বললেন, আমি এবং আমার এ বন্ধু মূসার সংগীর পরিচয় সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি। মূসা আ. যার সাথে সাক্ষাতের পথ জানতে চেয়েছিলেন আপনি তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-কে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে তার কথা উল্লেখ করে বলতে শুনেছি ঃ একদা মূসা আ. বনী ইসরাঈলের একদল লোকের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী এমন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কি আপনি জানেন ? মূসা আ. বলেন, না। তখন মূসার কাছে ওহী পাঠানো হলো যে, হাঁ, আমার বান্দা খিযির। তখন মূসা তাঁর সাথে সাক্ষাতের পথ জানতে চাইলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সেজন্য একটি মাছকে নিদর্শন করে দিলেন। তাঁকে বলা হলো, যেখানে মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে তুমি সেখানে ফিরে যাবে। সেখানেই তোমার সংগে তার সাক্ষাত হবে। সুতরাং মূসা সমুদ্রে মাছে চিহ্ন অনুসন্ধান করতে থাকলে তাঁর সংগের যুবকটি বললো, ব্যাপার কি হয়েছে তা দেখেছেন ? যখন আমরা সেই পাথরের পাশে অবস্থান করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে গাফেল করে দিয়েছে যে, আমি তা আপনার কাছে উল্লেখ করতেও ভুলে গিয়েছি। মূসা আ. বললেন, আমরা এরই তালাশে ব্যস্ত। সুতরাং তাঁরা উভয়ে আবার পদচিহ্ন ধরে ফিরে আসলেন এবং সেখানে খিযিরের সাক্ষাত পেলেন। তারপর তাদের উভয়ের ঘটনা যা ঘটলো তা আল্লাহ তাআলা (কুরআন মজীদে) বর্ণনা করেছেন।

٦٩٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَنْزِلُ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يُرِيْدُ الْمُحَصَّبَ.

৬৯৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল সকালে আমরা বনী কিনানা গোত্রের এলাকায় (উপত্যকায়) উপনীত হবো, যেখানে মক্কার কাফেররা কুফরীর ওপর পরস্পর কসম করেছিলো। এ দ্বারা নবী স. মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী মুহাসসাব উপত্যকার কথা বুঝিয়েছেন।[১৩]

٦٩٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ اَنَّا قَافِلُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ نَقْفُلُ وَلَمْ تُفْتَحْ قَالَ فَاغْدُوْا عَلَى

১৩. নবী স.-এর ইসলামী আন্দোলনের কাজকে ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য মক্কার কুরাইশ ও কাফের গোত্রসমূহ মুহাস্‌সাব নামক উপত্যকায় সমবেত হয়ে সর্বসম্মতভাবে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাহলো, যতদিন পর্যন্ত বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব নবী স.-কে তাদের হাতে তুলে না দিবে ততদিন পর্যন্ত তারা উক্ত গোত্রদ্বয়ের সাথে সব রকমের সম্পর্ক স্থগিত রাখবে। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না, তাদের কাছে কোনো দ্রব্য বিক্রি করবে না এবং তাদেরকে মক্কায় বসবাস করতে দিবে না। এ মর্মে তারা একটি দলীলে স্বাক্ষর করে এবং তা কাবা ঘরের দেয়ালে লকটিয়ে রাখে।

الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَاَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَكَانَّ ذٰلِكَ اَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

৬৯৬২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তায়েফবাসীদেরকে অবরোধ করলেন, কিন্তু তা দখল করতে পারলেন না। তিনি বললেনঃ ইনশাআল্লাহ ! (আগামীকাল) আমরা ফিরে যাচ্ছি। মুসলমানরা বললো, বিজয়ী না হয়েই আমরা ফিরে যাবো ? নবী স. বললেন ঃ তাহলে আগামীকাল সকালে আবার লড়াই করো। সুতরাং পরদিন সকালে তারা আবার যুদ্ধ করলো। তাতে বহু লোক আহত হলো। নবী স. আবার বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল সকালে ফিরে যাচ্ছি। এবার এ বিষয়টি যেন মুসলমানদের খুব পসন্দ হলো। তাই রসূলুল্লাহ স. মুচকি হাসলেন।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ.

"তাঁর দরবারে একমাত্র তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কারো শাফাআত কিছুমাত্র উপকারে আসবে না। এমনকি যখন লোকদের মন থেকে দ্বিধা ও শংকা দূরীভূত হবে তখন সে (সুপারিশকারীকে) বলবে, তোমার রব কি জবাব দিয়েছেন ! তিনি বলবেন, সঠিক জবাব পাওয়া গিয়েছে। তিনি সুমহান ও মহামহিম"–সূরা সাবা ঃ ২৩। এখানে বলা হয়নি যে, তোমাদের রব কি সৃষ্টি করেছেন ?

مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

"আর কে এমন আছে যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫। মাসরূক র. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে যখন কথা বলেন, তখন আসমানের অধিবাসীগণ কিছু একটা শুনতে পান। তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর হয়ে গেলে এবং আওয়াজ থেমে গেলে তারা জানতে পারেন যে, আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, তা সত্য। তারা পরস্পরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের রব কি বলেছেন ? তারা বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। জাবের রা.-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে হাশরের মাঠে একত্র করে সশব্দে ডাকবেন। দূরের ও কাছের সবাই তা সমানভাবে শুনতে পাবে। তিনি বলবেন ঃ আমিই বাদশাহ! আমিই ন্যায় বিচারকারী।

٦٩٦٣- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَاَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، قَالَ عَلِىٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٌ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ، فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا لِلَّذِى قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ.

৬৯৬৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ্ যখন আসমানে কোনো নির্দেশ জারি করেন তখন ফেরেশতারা সেই নির্দেশ পালনার্থে নত ও বিনম্র হয়ে পাখা ঝাপটাতে থাকেন। তাতে এমন একটি শব্দ উত্থিত হয় যেন পাথরের ওপর শিকলের আঘাতের শব্দ। এরপর ফেরেশতাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর হলে তারা পরস্পরকে বলেন, তোমাদের রব কি নির্দেশ জারি করেছেন। বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। তিনি সুমহান ও মহামহিম।

٦٩٦٤ـ عَنْ اَبِى هُـرَيْرَةَ اَنَّـهُ كَانَ يَـقُوْلُ قَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَـا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَـا اَذِنَ نَّبِىٍ يَتَـغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُ بِهِ.

৬৯৬৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর উত্তম স্বরে কুরআন পাঠ যেভাবে শুনেছেন সেভাবে আর কিছুই শোনেননি। আবু হুরাইরা রা.-এর এক সঙ্গী বলেছেন যে, আবু হুরাইরা 'ইয়াতাগান্না বিল কুরআন'–এর অর্থ স্পষ্ট স্বরে পড়া বুঝাতেন।

٦٩٦٥ـ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِىْ بِصَوْتٍ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا اِلَى النَّارِ.

৬৯৬৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম ! আদম বলবেন, হে আল্লাহ ! আমি হাযির। তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাযির আছি। আল্লাহ তাআলা সশব্দে বলবেন, আল্লাহ পাক তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামে পাঠানোর জন্য এক দলকে বেছে বের করো।

٦٩٦٦ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَاَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ.

৬৯৬৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাদীজা রা.-এর প্রতি যতোটা ঈর্ষা পোষণ করতাম ততোটা অন্য কোনো নারীর প্রতি করিনি। কেননা মহান রব নবী স.-কে নির্দেশ দেন যে, তাঁকে জান্নাতের মধ্যে একখানা ঘরের সুসংবাদ প্রদান করো।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিবরাঈলের সাথে মহান প্রভুর কথোপকথন এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁর আহ্বান। মা'মার বলেন, ইন্নাকা ল–তুলাককাল কুরআন–"নিশ্চয় তোমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে"–সূরা নামল ঃ৬-এর অর্থ হলো, তোমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হয়। আর 'তালাককাহু আনতা' অর্থ তুমি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকো। যেমন বলা হয়েছে, 'ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন' (আদম তাঁর রবের নিকট থেকে কয়েকটি কথা গ্রহণ করেছিলেন)।

٦٩٦٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِى السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى اَهْلِ الْاَرْضِ.

৬৯৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাঈলকে ডেকে বলেন যে, আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন।

সুতরাং তুমিও তাঁকে ভালোবাস। তাই জিবরাঈলও তাঁকে ভালোবাসতে থাকেন। তারপর জিবরাঈল আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুককে ভালোবেসেছেন। তোমরাও তাঁকে ভালোবাস। সুতরাং আসমানের অধিবাসী ফেরেশতাগণও তাকে ভালোবাসতে থাকেন। অতপর পৃথিবীবাসীর মধ্যেও তাকে জনপ্রিয় করে দেয়া হয়।

٦٩٦٨- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِى صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ، فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِى فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

৬৯৬৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তোমাদের কাছে রাতের বেলা ও দিনের বেলা পালাক্রমে ফেরেশতারা আসেন। তারা আসর ও ফজরের নামাযের সময় একত্র হন। তারপর যারা তোমাদের সাথে রাতযাপন করেছে তারা (আসমানে) উঠে যায়। যদিও আল্লাহ তাআলা সব জানেন, তবুও তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে আসলে ? ফেরেশতারা বলেন, আমরা যখন তাঁদেরকে ছেড়ে আসি তখন তাঁরা নামাযরত ছিলেন। আবার যখন আমরা তাঁদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তাঁরা নামাযরত ছিলেন।

٦٩٦٩- عَنْ اَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ سَرَقَ وَاِنْ زَنٰى، قَالَ وَاِنْ سَرَقَ وَزَنٰى.

৬৯৬৯. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জিবরাঈল আ. এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর সাথে কিছু শরীক না করে যে ব্যক্তি মারা যায় সে জান্নাত লাভ করবে। আবু যার রা. বলেন, আমি বললাম, যদি সে চুরি করে এবং ব্যভিচার করে ? নবী স. বলেন ঃ যদিও সে চুরি ও ব্যভিচার করে তবুও (জান্নাত লাভ করবে)।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ.

"তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে এবং সাক্ষী আছেন ফেরেশতারা"–সূরা নিসা ঃ ১৬৬। মুজাহিদ র. বলেন ঃ يَتَنَزَّلُ الاَمْرُ بَيْنَهُنَّ "তাদের মাঝে আল্লাহর হুকুম নেমে আসে"–সূরা ত্বালাক ঃ ১২। অর্থ সপ্তম আসমান ও সপ্তম যমীনের মধ্যে হুকুম নাযিল হয়।

٦٩٧٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا فُلاَنُ اِذَا اَوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِى اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلَيْكَ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ، اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى اَرْسَلْتَ، فَاِنَّكَ اِنْ مُتَّ فِى لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ اَجْرًا.

৬৯৭০. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাকে বলেন ঃ হে অমুক ! যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ যাহতু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়া ফাওয়াদতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা-মালজায়া ওয়ালা মানজা' মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বি-কিতাবিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়া বিনাবিইকাল্লাযী আরসালতা" (হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করেছি, আমার মুখকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, আমি আমার সব কাজ তোমার ওপর সোপর্দ করেছি, তোমার ভয় ও আশা সহকারে আমার পিঠ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। কেননা তোমার নিকটে ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় বা নাযাত নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং নবী পাঠিয়েছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি)। এ দোয়া পড়ার পর তুমি যদি ঐ রাতে মৃত্যুবরণ করো তাহলে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করলে। আর যদি জীবিত থেকে সকালে জেগে ওঠো তাহলে পুরস্কার লাভ করবে।

٦٩٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ وَزَلْزِلْهُمْ.

৬৯৭১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ "আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাবি, সারীআল হিসাবি, আহযিমিল আহযাবা ওয়া যালযিলহুম" (হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী ও দ্রুত বিচার সম্পাদনকারী ! তুমি সেনাদলগুলোকে পরাস্ত করো এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করে দাও)।

٦٩٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ، قَالَ اُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ اِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُوْنَ فَسَبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ حَتّٰى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعْهُمْ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً، اَسْمِعْهُمْ وَلاَ تَجْهَرْ حَتّٰى يَاْخُذُوْا عَنْكَ الْقُرْاٰنَ.

৬৯৭২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআন মজীদের আয়াত "তুমি উচ্চস্বরে নামায পড়ো না, আবার নীরবেও পড়ো না"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০। এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিলো, রসূলুল্লাহ স. যখন মক্কায় আত্মগোপন করেছিলেন। সুতরাং তিনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করলে মুশরিকরা তা শুনতে পেতো এবং তারা কুরআন, কুরআন নাযিলকারী ও তার বাহককে গালি দিতো। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি মুশরিকদের শোনার মতো করে উচ্চস্বরে নামায (কিরাআত) পড়ো না। আবার তোমার সঙ্গীগণ শুনতে না পায় এমন অনুচ্চ আওয়াযেও পড়ো না, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পন্থা অনুসরণ করো। অর্থাৎ উচ্চ স্বরে পাঠ করো না, কিন্তু তাদের শোনার মতো করে পাঠ করো যাতে তারা তোমার নিকট থেকে কুরআন শুনে শিখতে পারে।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُبَدِّلُوْا كَلاَمَ اللّٰهِ.

"তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন সাধন করতে চায়"—সূরা ফাত্‌হ ঃ ১৫। কুরআনের 'কওলে ফছল' বা পার্থক্য বিধানকারী বাণী হওয়ার অর্থ হলো তা ন্যায় ও সত্য। আর তা খেল-তামাশার বস্তু নয়।

٦٩٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اللّٰهُ : يُؤْذِيْنِى ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

৬৯৭৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কালপ্রবাহের গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ আমিই কালপ্রবাহের স্রষ্টা। আমিই রাত আর দিনকে আবর্তন করাই।[১৪]

٦٩٧٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ : اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِى بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَاَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ اَجْلِى وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

৬৯৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা খাস করে আমার জন্যই এবং আমিই এর পুরস্কার দিবো। সে আমার জন্যই তার প্রবৃত্তির চাহিদা এবং খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করে। রোযা হলো (গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার) ঢাল। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ। একটি হলো যখন সে ইফতার করে এবং আরেকটি হলো যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে। আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ মেশকের সুগন্ধি থেকেও উত্তম।

٦٩٧٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِى فِى ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ بَلٰى يَارَبِّ، وَلٰكِنْ لاَ غِنَى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ.

৬৯৭৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ একদা আইয়ুব আ. বিবস্ত্র হয়ে গোসল করছিলেন। তখন একদল সোনালী পঙ্গপাল তার শীরের ওপর পড়লো। তিনি তা ধরে তাঁর কাপড়ের মধ্যে ভরতে লাগালেন। তাঁর রব তাঁকে ডেকে বলেন, হে আইয়ুব ! তুমি যা দেখছো আমি সে ক্ষেত্রে কি তোমাকে অভাব শূন্য করিনি ? আইয়ুব আ. বললেন, হাঁ, হে প্রভু। কিন্তু তোমার বরকত লাভের ব্যাপারে আমি অভাব শূন্য নই।

٦٩٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِى فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ.

৬৯৭৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, যে আমার কাছে দোয়া

১৪. যুগ বা কাল নিজে কিছুই না। যুগ বা কালকে তার ভালো-মন্দসহ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। তাই যুগকে গালি দিলে মহান আল্লাহকেই গালি দেয়া হয়।

করবে আমি তার দোয়া কবুল করবো, যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করবো এবং যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করবো।

٦٩٧٧ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ.

৬৯৭৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ উম্মত কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই থাকবো সবার অগ্রভাগে। একই সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তুমি (আমার বান্দাদের জন্য) খরচ করো, আমিও তোমার জন্য খরচ (দান) করবো।

٦٩٧٨ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ اَتَتْكَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ طَعَامٌ اَوْ اِنَاءٍ اَوْ شَرَابٌ فَاَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

৬৯৭৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। [জিবরাঈল আ.] নবী স.-কে বললেন, এই তো খাদীজা আপনার জন্য পাত্র ভর্তি খাবার নিয়ে এসেছেন অথবা বললেন, পাত্র নিয়ে এসেছেন অথবা বললেন, পানীয় নিয়ে এসেছেন। তাকে তার রবের পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং জান্নাতে মোতির এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন যেখানে হৈ চৈ বা কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

٦٩٧٩ـ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

৬৯৭৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের হৃদয় (কল্পনা দ্বারা)-ও তা উপলব্ধি করতে পারেনি।

٦٩٨٠ـ عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

৬৯৮০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার পর দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া লাকাল হামদু আনতা কাইয়েমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া লাকাল হামদু আনতা রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া মান ফীহিন্না, আনতাল হাককু, ওয়া ওয়াদুকাল হাককু, ওয়া কাওলুকাল হাক্কু, ওয়া লিকাউকাল্ হাক্কু ওয়াল্ জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান্নারু হাক্কুন, ওয়ান্নাবিউনা হাক্কুন, ওয়াস্

সাআতু হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খাসামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু। ফাগফিরলি মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু, ওয়ামা আস্‌রারতু, ওয়ামা আ'লানতু, আনতা ইলাহী, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা" (হে আল্লাহ ! সব প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমিই আসমান ও যমীনের নূর। সব প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমিই আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সব প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমিই আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সমুদয় বস্তুর রব। তুমি সত্য। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার সাক্ষাত সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার ওপরে তাওয়াক্কুল করেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমার জন্য ঝগড়া করেছি এবং তোমার কাছেই ফায়সালা চেয়েছি। আমার পূর্বের ও পরের, গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবরকমের গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই আমার ইলাহ। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

٦٩٨١- عَنْ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكُلٌّ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِى حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يُنْزِلُ فِى بَرَاءَتِىْ وَحْيًا يُتْلٰى وَلَشَأْنِىْ فِىْ نَفْسِىْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِى بِاَمْرٍ يُتْلٰى وَلٰكِنِّىْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِىْ اللّٰهُ بِهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ الْعَشْرِ الْاٰيَاتِ.

৬৯৮১. যুহরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে তার নিজের সম্পর্কে অপবাদ রটনাকারীরা যা রটনা করেছিলো সে সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপবাদ রচনাকারীরা যা রটনা করেছিলো আল্লাহ সে সম্পর্কে আয়েশা রা.-কে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। আয়েশা রা. বলেছেন, আল্লাহর কসম ! আমি কিন্তু ভাবি নাই যে, আল্লাহ তাআলা আমার নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে ওহী নাযিল করবেন যা তিলাওয়াত করা হবে। আমার এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ওহী আকারে নিজে কিছু বলবেন, যা তিলাওয়াত করা হবে আমি নিজেকে এর চেয়ে অনেক নিম্ন মর্যাদার অধিকারী মনে করেছি। আমি বরং আশা করছিলাম যে, রসূলুল্লাহ স. স্বপ্নযোগে এমন কিছু দেখবেন যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, "যারা এ অপবাদ আরোপ করেছে, তারা তোমাদের মধ্যকার একটি দল ------।" থেকে দশ আয়াত ঃ সূরা আন নূর ঃ ১১-২০।

٦٩٨٢- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ اِذَا اَرَادَ عَبْدِى اَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ حَتّٰى يَعْمَلَهَا فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا بِمِثْلِهَا، وَاِنْ تَرَكَهَا مِنْ اَجْلِى فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً، وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِائَةٍ.

৬৯৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তার ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা কোনো গুনাহর কাজ করার ইচ্ছা করলে তা না করা পর্যন্ত তার জন্য কোনো গুনাহ লিখো না। তবে সে যদি উক্ত গুনাহর কাজটি করে ফেলে, তাহলে কাজটির অনুপাতে তার গুনাহ লিখো। আর যদি আমার কারণে সে তা ত্যাগ করে, তাহলে তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর সে যদি কোনো নেকীর কাজ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু তা করেনি, তবুও তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করো। আর যদি সে তা করে তাহলে কাজটি অনুপাতে তার জন্য দশগুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত নেকী লিপিবদ্ধ করো।

٦٩٨٣- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَهٖ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ فَقَالَ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَذٰلِكِ لَكِ، ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ.

৬৯৮৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করে অবসর হলে 'রাহেম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়ালো। আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, থামো! সে বললো, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী হতে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান আপনিই। আল্লাহ বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমার বন্ধনকে যুক্ত রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার বন্ধনকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো? সে বললো, হাঁ, হে রব! আল্লাহ তাআলা বললেন, এটাই তোমার স্থান। একথাগুলো বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরা রা. তিলাওয়াত করলেন, "এখন কি তোমাদের নিকট এ ছাড়া আর কিছু আশা করা যায় যে, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তোমরা হয়ত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ২২

٦٩٨٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ مُطِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِى كَافِرٌ بِىْ وَمُؤْمِنٌ بِىْ.

৬৯৮৪. যায়েদ ইবনে খালিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর দোআয় বৃষ্টি হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, এ বৃষ্টির কারণে আমার কতক বান্দা আমার সাথে কুফরী করেছে এবং কতক বান্দা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে।[১৫]

٦٩٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِى لِقَائِى اَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ : وَاِذَا كَرِهَ لِقَائِى كَرِهْتُ لِقَاءَهُ.

৬৯৮৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার সাক্ষাত পসন্দ করে, আমিও তখন তার সাক্ষাত পসন্দ করি। আর যখন সে আমার সাক্ষাত অপসন্দ করে আমিও তার সাক্ষাত অপসন্দ করি।

---

১৫. যারা কাফের হয়ে গিয়েছে তাদের কাফের হওয়ার কারণ হলো, তারা বলেছে যে, অমুক তারকা বা গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে। আর যারা ঈমানদার রয়েছে, তাদের ঈমান টিকে থাকার কারণ হলো তারা বলেছে, আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি হয়েছে।

٦٩٨٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِى.

৬৯৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেরূপ ধারণা করে আমি আমার বান্দার জন্য তাই।

٦٩٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ وَاذْرُوْا نِصْفَهُ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِى الْبَحْرِ، فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ، وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ.

৬৯৮৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ (বনী ইসরাঈলের) একটি লোক যে কখনো কোনো নেক কাজ করেনি, (মৃত্যুর সময়) ওসিয়ত করলো যে, সে মারা গেলে যেন তার দেহ জ্বালিয়ে ফেলা হয় এবং দেহ ভস্মের অর্ধেক স্থল ভাগে এবং অর্ধেক সমুদ্রে ছড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম ! তিনি তার নাগাল পেলে তাকে এমন আযাব দিবেন যা বিশ্বজাহানের আর কাউকে দিবেন না। আল্লাহ সমুদ্রকে নির্দেশ দিলে সমুদ্র তার মধ্যকার অংশ একত্র করে দিলো এবং ভূ-ভাগকে নির্দেশ দিলে ভূ-ভাগ তার মধ্যকার অংশ একত্র করে দিলো। এরপর আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি এরূপ করলে কেন ? সে বললো, তোমার ভয়ে। আর তুমি সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

٦٩٨٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ اَصَبْتُ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ رَبُّهُ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ، ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا اَوْ اَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ اَوْ اَصَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ اَصَابَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ اَصَبْتُ اَوْ قَالَ اَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْهُ لِى فَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثَلاَثًا.

৬৯৮৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহর এক বান্দাহ গুনাহ করলো। সে বললো, প্রভু ! আমি গুনাহ করেছি। তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। তার রব বললেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন রব আছেন যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং (গুনাহর কারণে) পাকড়াও করেন ? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরপর যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা সে এ অবস্থায় থাকলো এবং আবার গুনাহ করলো। এবার সে বললো, প্রভু ! আমি গুনাহ করেছি। তুমি তা মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং পাকড়াও করেন ? আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। এরপর সে আল্লাহর ইচ্ছা কিছু দিন এ অবস্থায় থাকলো এবং পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হলো।

এবার সে বললো, প্রভু ! আমি আরেকটি গুনাহ্ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহ্ তুমি মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাহ কি জানে যে, তার একজন রব আছেন যিনি গুনাহ মাফ করেন আবার শাস্তিও দেন ? আচ্ছা আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। তিনবার এরূপ উল্লেখ আছে। সে যা ইচ্ছা তাই করুক।

٦٩٨٩ـ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيْمَنْ سَلَفَ اَوْ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَعْنِى اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالاً وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتِ قَالَ لِبَنِيْهِ اَىَّ اَبٍ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرَ اَبٍ قَالَ فَاِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ اَوْ لَمْ يَبْتَئِزْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرًا وَاِنْ يَقْدِرِ اللّٰهُ يُعَذِّبْهُ فَانْظُرُوْا اِذَا مُتُّ فَاَحْرِقُوْنِى حَتّٰى اِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُوْنِى اَوْ قَالَ فَاسْحَكُوْنِىْ فَاِذَا كَانَ يَوْمَ رِيْحٍ عَاصِفٍ فَاَذْرُوْنِى فِيْهَا قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ مَوَاثِيْقَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ وَرَبِّى فَفَعَلُوْا ثُمَّ اَذْرَوْهُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى كُنْ فَاِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ قَالَ اللّٰهُ اَىْ عَبْدِى مَا حَمَلَكَ عَلَى اَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ اَوْ فَرَقٌ مِنْكَ قَالَ فَمَا تَلاَفَاهُ اَنْ رَحِمَهُ، وَقَالَ مَرَّةً اُخْرَى فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا فَحَدَّثْتُ بِهِ اَبَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ اَنَّهُ زَادَ فِيْهِ اَذْرُوْنِى فِى الْبَحْرِ اَوْ كَمَا حَدَّثَ.

৬৯৮৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. অতীত যুগের এক ব্যক্তির কথা বর্ণনা করলেন। তোমাদের পূর্ব যুগে একজন লোক ছিল। আল্লাহ তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করেছিলেন। তার মৃত্যুর সময় সে তার সন্তানদের ডেকে জিজ্ঞেস করলো, আমি তোমাদের কেমন বাপ ? তারা বললো, উত্তম বাপ। সে বললো, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো নেকীর কাজই করিনি। তাই আল্লাহ যদি আমাকে বাগে পান তাহলে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। তাই আমি মরে গেলে তোমরা আমাকে আগুনে জ্বালাবে। পুড়ে কয়লায় পরিণত হলে আমাকে পিষে (গুঁড়ো করে) ফেলবে। তারপর যেদিন ঝড়ো বাতাস বইবে সেদিন আমাকে (দেহভস্ম) বাতাসে ছড়িয়ে দিবে। আল্লাহর নবী স. বলেন ঃ এ ব্যাপারে সে তাদের নিকট থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলো। আমার রবের কসম ! তার সন্তানেরা তার কথামত কাজ করলো এবং এক ঝড়ো বাতাসের দিনে তাকে (দেহভস্ম) বাতাসে ছড়িয়ে দিলো। এরপর মহান আল্লাহ্ তাকে আদেশ করলেন, হয়ে যাও। তৎক্ষণাৎ দেখা গেল আস্ত সেই মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার বান্দা ! তুমি যা করেছো তা করতে কিসে তোমাকে উৎসাহিত করেছে ! সে বললো, হে আল্লাহ ! তোমার ভয়ে আমি এরূপ করেছি। নবী স. বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা রহমত দান করে এর বিনিময় দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন নবী ও অন্য লোকদের সাথে মহান রবের কথাবার্তা।

٦٩٩٠ـ عَنْ اَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ فَقُلْتُ يَا رَبِّ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ ثُمَّ اَقُوْلُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ اَدْنٰى شَىْءٍ فَقَالَ اَنَسٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৬৯৯০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত কবুল করা হবে। আমি বলবো, হে প্রভু ! যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ ঈমানও আছে তাকেও জান্নাত দান করো, সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এরপর আমি আবার বললো, যাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমানও আছে তাদেরকেও জান্নাত দান করো। আনাস্ র. বলেন, আমি যেন এখনও রসূলুল্লাহ স.-এর হাতের আঙুলগুলো দেখতে পাচ্ছি।

٦٩٩١ـ عَنْ مَعْبَدُ بْنُ هِلاَلِ الْعَنَزِىُّ قَالَ اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا اِلَى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ اِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَاِذَا هُوَ فِى قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّى الضُّحٰى فَاسْتَأْذَنَّا فَاَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لاَ تَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ اَوَّلَ مِنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰؤُلاَءِ اِخْوَانُكَ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاؤُكَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ حَدِيْثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِاِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوْسٰى فَاِنَّهُ كَلِيْمُ اللّٰهِ فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيْسٰى فَاِنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ لَهَا وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَيَأْتُوْنِّىْ فَاَقُوْلُ اَنَا لَهَا فَاَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّىْ فَيُؤْذَنُ لِى وَيُلْهِمُنِى مَحَامِدَ اَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِى الْاٰنَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَاَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ،

فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِى فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْخَرْدَلَةٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ ثُمَّ اَعُوْدُ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِى فَيَقُوْلُ انْطَلِقْ فَاَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ اَدْنٰى اَدْنٰى اَدْنٰى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَاَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَاَنْطَلِقُ فَاَفْعَلُ،

فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ اَنَسٍ، قُلْتُ لِبَعْضِ اَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ اَبِي خَلِيْفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَاَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَاَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ اَخِيْكَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيْهِ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيْثِ فَانْتَهٰى اِلَى هٰذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيْهِ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيْعٌ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَلاَ اَدْرِي اَنَسِيَ اَمْ كَرِهَ اَنْ تَتَّكِلُوْا، قُلْنَا يَا اَبَا سَعِيْدٍ، فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ : خُلِقَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً : مَا ذَكَرْتُهُ اِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِيْ كَمَا حَدَّثَكُمْ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَاَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ اَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَاْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيْمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِيْ وَجَلاَلِيْ وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِ لَاُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৬৯৯১. মা'বাদ ইবনে হেলাল আনাযী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বসরার অধিবাসী কতক লোক একত্র হয়ে আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কাছে গেলাম। সাবেত ইবনে আসলাম বসরীকেও সাথে নিয়ে গেলাম, যাতে তিনি আমাদের পক্ষ থেকে তাকে শাফাআতের হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তার মহলেই ছিলেন। আমরা তাকে চাশতের নামাযে রত পেলাম। আমরা তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলেন। তিনি বিছানায় বসাছিলেন। আমরা সাবেত আসলামীকে বললাম, শাফাআতের হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাকে আর কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করবেন না। সাবেত বললেন, হে আবু হামযা ! বসরার অধিবাসী আপনার এসব ভাই আপনার নিকট শাফাআতের হাদীসটি সম্পর্কে জানতে এসেছে। আনাস ইবনে মালেক রা. বললেন, আমাদের কাছে মুহাম্মদ স. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ তরঙ্গের মত পরস্পর উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হতে থাকবে। তারা সবাই আদমের কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফাআত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই তারা ইবরাহীমের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা মূসার কাছে যাও। কারণ তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। তারা তখন মূসার কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসার কাছে যাও। কারণ, তিনি আল্লাহর রূহ ও কালেমা। তারা ঈসার কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদের কাছে যাও। তখন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। আমি বলবো, হাঁ, এ কাজের (শাফাআতের) জন্যই তো আমি। আমি তখন আমার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আর আমাকে প্রশংসার এমন কিছু কথা শেখানো হবে যা এখন আমার স্মরণ নেই। আমি ঐসব প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ ! মাথা উঠাও। বলো, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে দেয়া হবে। আর শাফাআত করো, কবুল করা হবে। তখন আমি বলবো, হে রব, আমার

উম্মত ! বলা হবে, যাও যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। তখন আমি গিয়ে তাই করবো। তারপর ফিরে আসবো এবং ঐসব প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো, তারপর সিজদায় পড়ে যাবো। বলা হবে, হে মুহাম্মদ ! মাথা উঠাও। বলো, তোমার বক্তব্য শোনা হবে। চাও, যা চাইবে দেয়া হবে। আর শাফাআত করো কবুল করা হবে।

তখন আমি বলবো, হে রব, আমার উম্মত ! আমার উম্মত ! বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনো। সুতরাং আমি গিয়ে তাই করবো। পরে আবার ফিরে আসবো এবং উক্ত প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং সিজদায় পড়ে যাবো। আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। প্রার্থনা করো, যা চাইবে দেয়া হবে এবং শাফাআত করো, কবুল করা হবে। আমি বলবো, আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, যাও, যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে আনো। সুতরাং আমি গিয়ে তাই করবো।

(মা'বাদ বলেন) আমরা আনাস ইবনে মালেকের নিকট থেকে বের হলে আমি আমার সঙ্গীদের কোনো একজনকে বললাম, আনাস ইবনে মালেক রা. আমাদেরকে যে হাদীস শোনালেন, আমরা যদি হাসান বসরীর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করতাম তাহলে কতই না উত্তম হতো। হাসান বসরী র. (হাজ্জাজের ভয়ে) আবু খলীফার বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন। আমরা তার কাছে গেলাম এবং সালাম দিলাম। তিনি আমাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। অতপর আমরা তাঁকে বললাম, হে আবু সাঈদ ! আমরা আপনার ভাই আনাস ইবনে মালেকের নিকট থেকে আপনার কাছে এসেছি। শাফাআত সম্পর্কে তিনি যা বর্ণনা করলেন, অনুরূপ বর্ণনা করতে আর কাউকেই দেখিনি। হাসান বসরী র. বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করো। আমরা তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালাম। [ক্ষুদ্রাণু পরিমাণ ঈমানদার লোকদেরকেও শাফাআত করে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করবেন পর্যন্ত] এ স্থানে এসে আমরা শেষ করলে তিনি বলেন, আরো বর্ণনা করো। আমরা বললাম, তিনি এর বেশী বর্ণনা করেননি। তিনি বলেন, জানি না তিনি ভুলে গিয়েছেন না তোমরা নির্ভর করে বসবে সেই জন্য বর্ণনা করতে অপসন্দ করেছেন। বিশ বছর পূর্বে যখন তিনি শক্তি-সামর্থ ও পূর্ণ হুঁশ-জ্ঞানে ছিলেন তখন আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন। আমরা বললাম, হে আবু সাঈদ! আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করুন। তিনি হাসলেন এবং বললেন, তাড়াহুড়া করা মানুষের জন্মগত স্বভাব। আমি তো তোমাদের কাছে বর্ণনা করার জন্যই বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি তোমাদের কাছে যা বর্ণনা করেছেন, আমার নিকটও তাই বর্ণনা করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, আমি চতুর্থবার ফিরে আসবো এবং ঐসব প্রশংসা বাণী দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং সিজদায় পড়ে যাবো। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা উঠাও। বলো, তোমার কথা শোনা হবে। প্রার্থনা করো যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে। শাফাআত করো, তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। আমি বলবো, হে রব ! যারা শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহর ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) বলেছে (বিশ্বাস করেছে) আমাকে তাদের জন্যও শাফাআত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার ইয্যত জালাল, কিবরিয়া ও মহত্বের কসম! যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) স্বীকার করেছে আমি তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করবো।

٦٩٩٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ، وَاٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا، فَيَقُوْلُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُ رَبِّ

الْجَنَّةُ مَلاَئُ فَيَقُوْلُ لَهُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ: الْجَنَّةُ مَلاَئُ فَيَقُوْلُ اِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ.

৬৯৯২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এবং সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হেঁচড়িয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তার রব তাকে বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে রব! জান্নাত তো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাকে এরূপ তিনবার বলবেন। আর প্রতিবারেই সে জবাব দিবে, জান্নাত তো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। শেষে আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমাকে দুনিয়ার সমান দশগুণ দেয়া হলো।

٦٩٩٣- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى اِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى اِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

৬৯৯৩. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তার রব কথা বলবেন। তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে তার ডাইনে তাকিয়ে তার কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার বাঁয়ে তাকিয়েও তার কৃতকর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনে তাকিয়ে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমরা এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো।

٦٩٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَنَّهُ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلَى اِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرٰى عَلَى اِصْبَعٍ وَالْخَلاَئِقَ عَلَى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَالِكُ اَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَضْحَكُ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيْقًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

৬৯৯৪. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী আলেম নবী স.-এর কাছে এসে বললো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে এক আঙুলে, যমীনসমূহকে এক আঙুলে, পানি ও কাদা-মাটি এক আঙুলে এবং সব সৃষ্টিকে এক আঙুলে উঠিয়ে সেগুলোকে জোরে ঝাঁকুনি দিবেন এবং বলবেন, আমিই একচ্ছত্র বাদশাহ! আমিই একচ্ছত্র বাদশাহ। আমি দেখলাম, নবী স. তার কথার সত্যতায় বিস্মিত হয়ে হাসলেন। অতপর নবী স. কুরআনের আয়াত—"তারা আল্লাহকে আদৌ যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ সারা পৃথিবী তাঁরই মুঠোর মধ্যে রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন আকাশমণ্ডলীও তাঁরই ডান হাতের মধ্যে গুটানো থাকবে। তারা যেসব শরীক স্থাপন করছে তিনি সেসব হতে পবিত্র ও উন্নত।"

٦٩٩٥- عَنْ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُوْا اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ اَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنِّيْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ.

৬৯৯৫. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয র. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর সাথে তাঁর ঈমানদার বান্দার নির্জনে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ স.-কে কি বলতে শুনেছেন ? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ তার রবের কাছে গেলে তিনি তাঁর ওপর পর্দা দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এসব (পাপ) কাজ কি তুমি করেছো ? সে বলবে হাঁ, করেছি। আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ কাজ আর এ কাজ করেছো ? সে বলবে, হাঁ। আল্লাহ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নিবেন, তারপর বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এসব কাজ গোপন করে রেখেছিলাম আর আজকেও তা মাফ করে দিলাম।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا **"আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৬৪**

٦٩٩٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِيْ اَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى الَّذِيْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالاَتِهِ وَكَلاَمِهِ تَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ اَخْلَقَ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى.

৬৯৯৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আদম ও মূসা আ. বিতর্ক করলেন। মূসা আ. বললেন, আপনি তো সেই আদম যিনি তাঁর সন্তানদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। আদম আ. বললেন, আপনি তো সেই মূসা যাঁকে আল্লাহ রিসালতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং যাঁর সাথে কথা বলে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি এমন একটি বিষয়ে কেন আমাকে অভিযুক্ত করছেন যা আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো। [রসূলুল্লাহ স. বলেন,] এভাবে আদম মূসার ওপর বিজয়ী হলেন।

٦٩٩٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِاسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيُرِيْحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ، وَاَسْجَدَ لَكَ الْمَلاَئِكَةَ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّنَا حَتّٰى يُرِيْحَنَا، فَيَقُوْلُ لَهُمْ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيْئَتَهُ الَّتِيْ اَصَابَ.

৬৯৯৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে একত্র করা হলে তারা বলবে, আমরা যদি আমাদের রবের কাছে সুপারিশকারী পাঠাই তাহলে তিনি আমাদেরকে এ (কষ্টের) অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তারা আদমের কাছে গিয়ে তাঁকে বলবে, আপনি মানবজাতির পিতা আদম! আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং সব জিনিসের নাম আপনাকে

শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য শাফাআত করুন। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। একথা বলে তিনি যে গুনাহ করেছিলেন তা তাদের কাছে উল্লেখ করবেন।

٦٩٩٨ـ عَنْ اَنَسَ ابْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ اَنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً اُخْرَى فِيْمَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذٰلِكَ الْاَنْبِيَاءُ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ حَتّٰى اَحْتَمَلُوْهُ فَوَضَعُوْهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلاَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيْلُ فَشَقَّ جِبْرِيْلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ اِلَى لَبَّتِهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتّٰى اَنْقٰى جَوْفَهُ ثُمَّ اُتِىَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيْهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا اِيْمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيْدَهُ يَعْنِى عُرُوْقَ حَلْقِهِ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَضَرَبَ بَابًا مِنْ اَبْوَابِهَا فَنَادَاهُ اَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ جِبْرِيْلُ، قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مَعِىَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالُوْا فَمَرْحَبًا بِهِ وَاَهْلاً فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ اَهْلُ السَّمَاءِ لاَ يَعْلَمُ اَهْلُ السَّمَاءُ بِمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِهِ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى يُعَلِّمُهُمْ فَوَجَدَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا اٰدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ هٰذَا اَبُوْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ اٰدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَاَهْلاً يَابُنَىَّ نِعْمَ الْاِبْنُ اَنْتَ فَاِذَا هُوَ فِى االسَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ مَا هٰذَانِ النَّهْرَانِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا النِّيْلُ وَلْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضٰى بِهِ فِى السَّمَاءِ فَاِذَا هُوَ بِنَهْرٍ اٰخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُوءٍ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ فَاِذَا هُوَ مِسْكٌ اَذْفَرُ قَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرِ الَّذِىْ قَدْ خَبَّالَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَتْ لَهُ الاُوْلٰى مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ، قَالُوْا وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالُوْا وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالُوْا مَرْحَبًا بِهِ وَاَهْلاً، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ وَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الاُوْلٰى وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةَ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَقَالُوْا لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ

كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا اَنْبِيَاءٍ قَدْ سَمَّاهُمْ فَاَوْعَيْتُ مِنْهُمْ اِدْرِيْسُ فِى الثَّانِيَةِ وَهَارُوْنَ فِى الرَّابِعَةِ وَاٰخَرُ فِى الْخَامِسَةِ لَمْ اَحْفَظِ اِسْمَهُ وَاِبْرَاهِيْمُ فِى السَّادِسَةِ وَمُوْسٰى فِى السَّابِعَةِ بِفَضْلِ كَلاَمَ اللّٰهِ

فَقَالَ مُوْسٰى رَبِّ لَمْ اَظُنُّ اَنْ يُرْفَعَ عَلَىَّ اَحَدٌ ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذٰلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ اِلاَّ اللّٰهُ حَتّٰى جَاءَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى وَدَنَا الْجُبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلَيْهِ فِيْمَا يُوْحٰى اللّٰهُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً عَلٰى اُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتّٰى بَلَغَ مُوْسٰى فَاَحْتَبَسَهُ مُوْسٰى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهِدَ اِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ اِلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى جِبْرِيْلَ كَاَنَّهُ يَسْتَشِيْرُهُ فِى ذٰلِكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ جِبْرِيْلُ اَنْ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَعَلاَ بِهِ اِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا فَاِنَّ اُمَّتِىْ لاَ تَسْتَطِيْعُ هٰذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى مُوْسٰى فَاَحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوْسٰى اِلَى رَبِّهِ حَتّٰى صَارَتْ اِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوْسٰى عِنْدَ الْخَمْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَوْمِى عَلٰى اَدْنٰى مِنْ هٰذَا فَضَعُفُوْا فَتَرَكُوْهُ فَاُمَّتُكَ اَضْعَفُ اَجْسَادًا وَقُلُوْبًا وَاَبْدَانًا وَاَبْصَارًا وَاَسْمَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذٰلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى جِبْرِيْلَ لِيُشِيْرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ اُمَّتِىْ ضُعَفَاءُ اَجْسَادُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ وَاَسْمَاعُهُمْ وَاَبْدَانُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا فَقَالَ الْجَبَّارُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ اِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْكَ فِى اُمِّ الْكِتَابِ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا فَهِىَ خَمْسُوْنَ فِى اُمِّ الْكِتَابِ وَهِىَ خَمْسٌ عَلَيْكَ فَرَجَعَ اِلَى مُوْسٰى كَيْفَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا اَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا قَالَ مُوْسٰى قَدْ وَاللّٰهِ رَاوَدْتُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ عَلٰى اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ فَتَرَكُوْهُ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ اَيْضًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مُوْسٰى قَدْ وَاللّٰهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ مِمَّا اَخْتَلَفَ اِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى مَسْجِدِ الْحَرَامِ.

৬৯৯৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স.-কে কা'বার মসজিদ থেকে সফর করানো হলো। ঘটনাটা হলো, নবী স.-এর কাছে ওহী প্রেরণের আগে তাঁর কাছে তিনজন ফেরেশতা আসলেন। তখন তিনি মসজিদে হারামে ঘুমাচ্ছিলেন। তাদের প্রথমজন বলেন, তিনি কে ? মাঝেরজন বলেন, তিনিই এদের সবার মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি। সর্বশেষজন বলেন, তাহলে তাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকেই নিয়ে চলো। ঐ রাতের ঘটনা এতোটুকুই। সে রাতে তিনি আর তাদেরকে দেখতে পেলেন না। শেষে তারা অন্য এক রাতে আসলেন। নবী স. হৃদয় দিয়ে তা দেখলেন। নবী স.-এর চোখ ঘুমিয়ে পড়তো, কিন্তু হৃদয় ঘুমাতো না। এভাবে সব নবীরই চোখ ঘুমায়, কিন্তু হৃদয় ঘুমায় না, জেগে থাকে। এ রাতে তারা কোনো কথা বললেন না। বরং নবী স.-কে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে যমযম কূপের পাশে রাখলেন। এবার জিবরাঈল তার কাজ বুঝে নিলেন। জিবরাঈল তাঁর গলা থেকে বক্ষস্থল পর্যন্ত চিরে ফেললেন এবং তাঁর বক্ষ ও পেট থেকে সমুদয় বস্তু বের করলেন। তারপর নিজ হাতে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে তাঁর পেট পবিত্র করলেন। এরপর সোনার একটি তশতরী আনা হলো, যাতে ঈমান ও হিকমতপূর্ণ সোনার একটি পাত্র ছিলো। তা দ্বারা তাঁর বক্ষ ও কণ্ঠের ধমনিগুলো পূর্ণ করলেন এবং জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এরপর তাঁকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে আরোহণ করলেন এবং একটি দরজাতে নাড়া দিলেন। আসমানবাসীরা ডেকে জিজ্ঞেস করলো, কে ? তিনি বলেন, জিবরাঈল। তারা বললো, আপনার সাথে কে ? তিনি বলেন, আমার সাথে 'মুহাম্মাদ'। তারা বললো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? জিবরাঈল বলেন, হাঁ। আসমানবাসীরা বললো, মারহাবা! স্বাগতম। তাঁর আগমনে আসমানবাসীরা খুব আনন্দ অনুভব করলো। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে কি করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তাঁরা জানতে পারে না। দুনিয়ার আসমানে তিনি আদম আ.-কে দেখতে পেলেন। জিবরাঈল (আ) তাঁকে বললেন, তিনি আপনার (আদি) পিতা। তাঁকে সালাম দিন। নবী স. তাঁকে সালাম দিলেন। আদম তাঁর সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, মারহাবা! স্বাগতম, হে বেটা। কতো উত্তম বেটা তুমি! নবী স. দুনিয়ার আসমানে দু'টি নহর প্রবাহিত দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল! এ দুটি নহর কি ? জিবরাঈল বললেন, এ দুটি নহর নীল ও ফোরাতের উৎস ধারা। এরপর জিবরাঈল নবী স.-কে সাথে করে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি আরো একটি নহর দেখতে পেলেন। এর ওপরে ছিল মোতি এবং পান্নার তৈরী একটি মহল। নবী স. নহরে হাত ডুবিয়ে দেখলেন। তা ছিল অতি উত্তম মিশক। তিনি বলেন, হে জিবরাঈল! এটি কি ? জিবরাঈল বললেন, এটি হাওযে কাউসার, যা আপনার রব আপনার জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। এরপর তিনি নবী স.-কে সাথে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে গেলেন। প্রথম আসমানের ফেরেশতারা তাঁকে (জিবরাঈল) যা যা বলেছিল এবারও তা-ই বললো। তারা জিজ্ঞেস করলো, কে ? তিনি বললেন, জিবরাঈল। তারা বললো, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ। তাঁরা বললো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তারা বললো, তাঁকে মোবারকবাদ ও স্বাগতম। এরপর নবী স.-কে সাথে নিয়ে তিনি তৃতীয় আসমানে গেলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতারা যা যা বলেছিলো তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারাও তাই বললো। তারপর তাঁকে সাথে নিয়ে তিনি চতুর্থ আসমানে গেলেন। তাঁরাও তাঁকে পূর্বের মতোই বললো। অতপর তাঁকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে গেলেন। তাঁরাও পূর্বের মতো বললো। এবার তিনি তাঁকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে গেলেন। সেখানেও ফেরেশতারা তাঁকে পূর্বের মতো বললো। সর্বশেষে তিনি তাঁকে নিয়ে সপ্তম আসমানে গেলেন। সেখানেও ফেরেশতারা তাঁকে পূর্বের ফেরেশতাদের মতো বললো। বর্ণনাকারী বলেন, প্রত্যেক আসমানেই নবী আছেন। নবী স. তাঁদের নাম উল্লেখ করলেন। এর মধ্যে আমি যা মনে রাখতে সক্ষম হয়েছি তাহলো, দ্বিতীয় আসমানে ইদরীস, চতুর্থ আসমানে হারুন এবং পঞ্চম

আসমানে অন্য একজন নবী আছেন আমি যাঁর নাম মনে রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে আছেন ইবরাহীম আ. এবং আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলার বিশেষ মর্যাদার কারণে মূসা আ. আছেন সপ্তম আসমানে।

সেই সময় মূসা আ. বললেন, হে রব! আমি চিন্তাও করিনি যে, আমার চাইতে উর্ধেও অন্য কাউকে উঠানো হবে। অতপর নবী স.-কে আরো উর্ধে নিয়ে যাওয়া হলো। এ স্থান সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অবশেষে তিনি "সিদরাতুল মুনতাহায়" উপনীত হলেন। এখানেই মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। এতো নিকটবর্তী হলেন যেমন মুখোমুখী রাখা দুটি ধনুকের রশি অথবা তার চেয়ে অধিক নিকটে। আল্লাহ নবী স.-কে ওহী দিলেন যাতে তাঁর উম্মতের প্রতি রাত ও দিনে পঞ্চাশবার নামায পড়ার নির্দেশ ছিলো। পরে নবী স. অবতরণ করে মূসার কাছে পৌছলে মূসা তাঁকে থামিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আপনার রব আপনাকে কি আদেশ করলেন ? নবী স. বললেন, রাত ও দিনে পঞ্চাশবার নামায পড়ার আদেশ করেছেন। মূসা আ. বললেন, আপনার উম্মত এটা পালন করতে সক্ষম হবে না। তাই আপনি ফিরে যান যাতে আপনার রব আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য এ আদেশকে হালকা করে দেন। তখন নবী স. জিবরাঈলের প্রতি তাকালেন যেন তিনি এ ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ চাচ্ছেন। জিবরাঈল তাঁকে ইশারা করে বলেন, হাঁ, আপনি যদি চান তবে যেতে পারেন। তিনি নবী স.-কে নিয়ে আবার মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে গেলেন। নবী স. তাঁর পূর্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে বললেন, হে রব ! আমাদের জন্য নামাযের নির্দেশ হালকা করে দিন। কেননা আমার উম্মত এ নির্দেশ পালন করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং আল্লাহ তাআলা দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। এরপর মূসা আ.-এর কাছে ফিরে আসলে তিনি তাকে থামালেন। এভাবে মূসা তাঁকে তাঁর রবের কাছে ফেরত পাঠাতে থাকলেন। এভাবে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট থাকলো। পাঁচ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকতেও মূসা তাঁকে থামিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম ! আমি আমার কওম বনী ইসরাঈলের কাছে এর চেয়েও কম পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা দুর্বল হয়ে তাও পরিত্যাগ করেছিলো। আপনার উম্মত তো শারীরিক, মানসিক, দৈহিক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ-শক্তির দিক দিয়ে আরো দুর্বল। তাই আপনি ফিরে যান এবং আপনার রবের নিকট থেকে আরো কম করে আনুন। প্রতিবারই নবী স. পরামর্শের জন্য জিবরাঈলের প্রতি তাকাতেন। পঞ্চমবারেও জিবরাঈল তাঁকে নিয়ে গেলেন। নবী স. বললেন, হে রব ! আমার উম্মতের শরীর, মন, শ্রবণ-শক্তি ও দেহ খুব দুর্বল। সুতরাং আমাদের প্রতি (নামাযের) এ নির্দেশকে আরো হালকা করে দিন। তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মদ! নবী স. জবাব দিলেন, হে রব ! আমি হাযির ! আমি তোমার দরবারে পুনঃ পুনঃ হাযির। আল্লাহ বললেন, আমার নিকট বাণীর কোন রদ-বদল হয় না। আমি তোমাদের প্রতি যা ফরয করেছিলাম তা উম্মুল কিতাব অর্থাৎ 'লাওহে মাহফুযে' লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক সৎকাজের নেকী দশগুণ। উম্মুল কিতাব বা 'লাওহে মাহফুযে' লিপিবদ্ধ থাকলো। শুধু তোমার ও তোমার উম্মতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত করা হলো। অতপর নবী স. মূসার কাছে ফিরে আসলে মূসা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেছেন ? নবী স. বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে হালকা করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে প্রতি নেক কাজের বিনিময়ে দশটি করে সওয়াব দিয়েছেন। মূসা বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি বনী ইসরাঈলের নিকট এর চেয়েও কম পেতে চেয়েছি। কিন্তু তারা তাও পরিত্যাগ করেছিলো। আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান, যাতে তিনি আবারও আপনার জন্য হ্রাস করেন। এবার নবী স. বললেন, হে মূসা, আল্লাহর কসম ! আমি আমার রবের কাছে বার বার গিয়েছি। তাই এখন আবার যেতে লজ্জাবোধ করছি। এবার মূসা আ. বলেন, তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে এখন অবতরণ করুন। এ সময় নী স. জাগ্রত হলেন। দেখলেন, তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করছেন।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের সাথে মহান প্রভুর কথোপকথন।

٦٩٩٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ اَلاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَاَىُّ شَىْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا.

৬৯৯৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে ডাকবেন, হে জান্নাতবাসীগণ। তারা বলবে, হে আমাদের রব ! আমরা হাযির। সব কল্যাণ আপনারই হাতে। তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো ? তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না ? আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কাউকে তা দেননি। তিনি বলবেন, আমি কি এর চেয়েও উত্তম বস্তু তোমাদের দিবো না ? জান্নাতবাসীরা বলবে, হে রব ! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আবার কি ? তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি দান করবো। এরপরে আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।

٧٠٠٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَاْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَوَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ فَاَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيْرُهُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَاِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَىْءٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَجِدُ هٰذَا اِلاَّ قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ فَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

৭০০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একদিন নবী স. কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা করছিলেন। তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য বেদুইনও উপস্থিত ছিলো। নবী স. বলেন ঃ এক জান্নাতবাসী তার প্রভুর কাছে কৃষি কাজ করার অনুমতি চাইবে। তিনি তাকে বলবেন, তোমার যা প্রয়োজন তা কি তোমার কাছে নাই ? সে বলবে, হাঁ। কিন্তু আমি কৃষি কাজ করতে চাই। সে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে এবং বীজ বপন করবে। চোখের পলকেই গাছ অঙ্কুরিত হবে, বৃদ্ধি পাবে, কাটা হবে এবং পাহাড়ের মত গাদা হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, হে ইবনে আদম ! তুমি এগুলো নাও। কোনো কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য বেদুইন বললো, হে আল্লাহর রসূল! দেখবেন সে হয়তো কোনো আনসারী অথবা কুরাইশ গোত্রীয় লোক হবে। কেননা তারাই কৃষি কাজ করে। আর আমরা তো কৃষি কাজ করি না। একথায় রসূলুল্লাহ স. হাসলেন।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে হুকুম দানের মাধ্যমে স্মরণ করেন আর বান্দা দোয়া, কাকুতি-মিনতি এবং রিসালাত ও (তার) বাণী (মানুষের কাছে) পৌছানোর মাধ্যমে আল্লাহকে

স্মরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করবো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫২

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

الى قوله مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"(হে নবী!) তাদেরকে নূহের সংবাদ শোনান, যখন তিনি তার কওমকে বললেন, হে আমার কওমের ভাইয়েরা! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনিয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দান যদি তোমাদের জন্য অসহনীয় হয়ে থাকে, তাহলে আমি একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করছি। তোমরা তোমাদের বানানো শরীকদের সাথে নিয়ে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নাও। আর তোমাদের পরিকল্পিত কাজ খুব ভালো করে বুঝে শুনে করো, যাতে তার কোনো দিকই অজ্ঞাত না থাকে। ---- নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অনুগত বান্দাহদের মধ্যে গণ্য হতে" –সূরা ইউনুস ঃ ৭১-৭২। পর্যন্ত। মুজাহিদ র. বলেন ঃ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ "আর মুশরিকদের কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে ----"–সূরা তাওবা ঃ ৬। এর অর্থ নবী স.-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি যা বলেন, যদি কোনো মুশরিক এসে তা শুনতে চায়, তাহলে যতক্ষণ সে আল্লাহর বাণী শুনবে ততক্ষণ এবং তার নিরাপদ স্থানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সে নিরাপত্তা বা আশ্রয়প্রাপ্ত। اَلنَّبَاءِ الْعَظِيْمِ "মহাসংবাদ"–সূরা নাবা ঃ ২। অর্থ কুরআন মজীদ। صَوَابًا "সত্য, সঠিক"–সূরা নাবা ঃ ৩৮। অর্থ হক বা ন্যায়ানুগ।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا "তোমরা আল্লাহর শরীক স্থির করো না"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২। وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ "আর তোমরা তাঁর শরীক স্থির করো। অথচ তিনিই হলেন বিশ্ব জাহানের রব"–সূরা হা-মীম সাজদাহ্ ঃ ৯। وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না"–সূরা ফোরকান ঃ ৬৮।

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ.

"তোমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তী সব নবীর কাছেও ওহী পাঠানো হয়েছিলো যে, যদি তোমরা শিরকে লিপ্ত হও তাহলে তোমাদের আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তোমরা নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাঁর শোকর-গোজার বান্দা হয়ে থাকো।"–সূরা যুমার ঃ ৬৫-৬৬

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ .

"আর তাদের অনেকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে শিরকও করে"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমা র. বলেন, যদি তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, তাদেরকে এবং আসমান ও যমীনকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে জবাবে তারা বলবে, আল্লাহ। অথচ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের দাসত্ব করে। বান্দার কাজ-কর্ম এবং তার অর্জিত সবকিছুই সৃষ্টি।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا **"তিনি (আল্লাহ) সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন"–সূরা ফোরকান ঃ ২। মুজাহিদ র. বলেন,** مَا تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِلاَّ بِالْحَقِّ **আয়াতাংশের মধ্যেকার 'হক' শব্দের অর্থ রিসালাত ও 'আযাব'।** لِيَسْأَلَ الصَّادِقِيْنَ **আয়াতাংশের 'সাদিকীনা' শব্দের অর্থ 'রসূলগণ' যাঁরা মানুষের কাছে আল্লাহর হুকুম পৌছান।** اِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ **অর্থ আমার কাছে তা (সংরক্ষিত) আছে।** وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ**-এর 'সিদক' শব্দের অর্থ কুরআন এবং 'সাদ্দাকা বিহি' অর্থ ঈমানদারগণ। ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন বলবেন, এ জিনিসই আপনি আমাদের দিয়েছিলেন আর এর নির্দেশ মোতাবেক আমরা আমল করেছিলাম।**

٧٠٠١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ، قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ تَزَانِيْ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ.

৭০০১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটি অবশ্যই বড় গুনাহ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বলেন ঃ এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো তোমার খাদ্যে ভাগ বসানোর ভয়ে তোমার সন্তান হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বলেন ঃ এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনা করা।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ বান্দার কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ .

"আর তোমরা এ ভয়ে তোমদের গুনাহগুলোকে গোপন করে রাখ না যে, তোমাদের কান, চোখ এবং চামড়াসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ; বরং তোমরা ভেবেছো যে, তোমাদের বহু কাজ সম্পর্কেই আল্লাহ অবহিত নন।"–সূরা হা-মীম সাজদাহ্ ঃ ২২

٧٠٠٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ اَوْ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِي ـ كَثِيْرٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ ؟ قَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِنْ جَهَرْنَا، وَلاَ يَسْمَعُ اِنْ اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ . الاية

৭০০২. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়তুল্লাহর নিকটে দুজন সাকাফী ও একজন কুরাইশী অথবা দুজন কুরাইশী ও একজন সাকাফী একত্র হলো। তাদের পেটে চর্বি ছিল অনেক,

কিন্তু অন্তরে অনুধাবন ক্ষমতা ছিল খুবই কম। তাদের একজন বললো, তোমরা কি বলো, আমরা যা বলি, আল্লাহ কি সবই শুনতে পান ? দ্বিতীয়জন বললো, যদি আমরা প্রকাশ্যে কিছু বলি, তবে শুনতে পান ; কিন্তু গোপনে (চুপে চুপে) বললে শুনতে পান না। তৃতীয়জন বললো, তিনি প্রকাশ্য কথা যদি শুনতে পান, তবে গোপনীয় কথাও শুনতে পান। অতপর মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা তোমাদের গুনাহগুলোকে শুধু এ জন্য গোপন করে রাখো না যে, তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ------।" শেষ পর্যন্ত।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَـأْنٍ "প্রতিদিন তিনি কোনো না কোনো কাজে রত থাকেন।"–সূরা তূর ঃ ২৯

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ .

"এবং তাদের রবের নিকট থেকে (এমন) কোনো নতুন কথা আসে না যা থেকে তারা বিমুখ না হয়।"–সূরা আম্বিয়া ঃ ২

لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا .

"আশা করা যায় আল্লাহ এরপরে কোনো নতুন পথ বের করে দিবেন।"–সূরা তালাক ঃ ১

তাঁর নতুন কথা বা কাজ কোনো মাখলুকের নতুন কথা বা কাজের মতো নয়।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"তাঁর সাদৃশ্য ও সমকক্ষ কোনো কিছু নেই, তিনি সব শুনেন ও সব দেখেন।"–সূরা শূরা ঃ ১১

ইবনে মাসউদ রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ নতুন যে কোনো আদেশের ইচ্ছা করেন, তা প্রদান করেন। আর সে নতুনের মাঝে এটাও একটা আদেশ যে, তোমরা নামাযরত অবস্থায় কথা বলবে না।

٧٠٠٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ اَقْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللّٰهِ تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ.

৭০০৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদের তাদের কিতাবসমূহ সম্পর্কে কিরূপে প্রশ্ন করো ? অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব (কুরআন) বিদ্যমান, যা সমস্ত কিতাবের চেয়ে আল্লাহর নিকটবর্তী ; তোমরা তা পাঠ করছো এবং তা সম্পূর্ণ খাঁটি, যাতে কোনো মিশ্রণ নেই।

٧٠٠٤- عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ اَحْدَثُ الْاَخْبَارِ بِاللّٰهِ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوْا مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ وَغَيَّرُوْا فَكَتَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكُتُبَ قَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِذٰلِكَ ثَمَنًا قَلِيْلاً اَوْ لاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

৭০০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ ! তোমরা কোনো ব্যাপারে আহলে কিতাবদের কিরূপে জিজ্ঞেস করতে পারো ? অথচ তোমাদের কিতাব যা আল্লাহ তোমাদের নবী স.-এর ওপর নাযিল করেছেন আল্লাহর নিকট থেকে, তা সবচেয়ে নতুন, খাঁটি এবং তাতে কোনো মিশ্রণ নেই। আল্লাহ তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আহলে কিতাবীগণ আল্লাহর কিতাবসমূহ পরিবর্তন করেছে এবং মনগড়া রচনা করে বলেছে যে, এগুলো আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। উদ্দেশ্য এর বিনিময়ে কিছু সাময়িক সুবিধা লাভ করা। তোমাদের কাছে যে জ্ঞান এসেছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করে না ? না, আল্লাহর কসম ! আমি তাদের কাউকে কখনো তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ .

"(হে রসূল!) কুরআনের ব্যাপারে আপনার জিহ্বা নাড়াচাড়া করবেন না, তা তাড়াতাড়ি আয়ত্ব করার উদ্দেশ্যে"–সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৬। ওহী নাযিল হওয়ার সময় নবী স. এরূপ করেছিলেন। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি ততক্ষণ বান্দার সাথেই থাকি, যতক্ষণ সে তার দু'টি ঠোঁট আমার স্মরণে নাড়াচাড়া করে।

٧٠٠٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ قَالَ جَمْعَهُ لَكَ فِىْ صَدْرِكَ ثُمَّ نَقْرَؤُهُ فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَاَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَاَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَمَا اَقْرَاَهُ.

৭০০৫. সাঈদ ইবনে যুবায়ের র. থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহর বাণী ঃ "এর সাথে আপনার জিহ্বা নাড়াচাড়া করবেন না", এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওহী নাযিল হলে নবী স.-এর কাছে খুবই কঠিন ও ভয়াবহ মনে হতো। তাই তিনি তাড়াহুড়া করে তা আয়ত্ব করার জন্য তাঁর দু' ঠোঁট নাড়াচাড়া করতেন। ইবনে আব্বাস রা. আমাকে বলেন, রসূলুল্লাহ স. যেভাবে ঠোঁট দু'টো নাড়াচাড়া করতেন, আমি তোমাকে সেভাবে নাড়াচাড়া করে দেখাচ্ছি। সাঈদ বলেন, ইবনে আব্বাস যেভাবে নাড়াচাড়া করতেন, আমিও সেরূপে নাড়াচাড়া করছি। এ বলে তিনি তাঁর দু'টো ঠোঁট নাড়ালেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অতপর আল্লাহ নাযিল করেন, "তাড়াহুড়া করে আয়ত্ব করার জন্য এর (কুরআনের) সাথে আপনার জিহ্বা নাড়াচাড়া করবেন না; নিশ্চয়ই এর একত্র করা ও পাঠ করার দায়িত্ব আমাদের।" তিনি বলেন, 'যামায়াহ' শব্দের অর্থ আপনার সিনার মধ্যে হেফাযত করা, যেন পরে তা পাঠ করতে পারেন। অতপর যখন আমরা তা পাঠ করি, আপনি এর অনুসরণ করুন। তিনি বলেন, তা শ্রবণ করুন এবং চুপ থাকুন। অতপর আমাদের দায়িত্ব আপনি যেন

তা পড়তে পারেন। তিনি বলেন, অতপর জিবরাঈল যখন রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসতেন, তিনি শুধু শ্রবণ করতেন। জিবরাঈল চলে গেলে তিনি যেভাবে পাঠ করে গেলেন সেভাবে পাঠ করতেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهِ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۔ اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"তোমাদের কথা চুপে চুপেই বলো কিংবা স্পষ্ট করেই বলো, তিনি অন্তরের কথাও জানেন। তিনি যা সৃষ্টি করলেন তা কি তিনি জানেন না? তিনি তো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খবরও রাখেন।"–সূরা মুল্‌ক ঃ ১৪

৭০০৬- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ اِذَا صَلَّى بِاَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَاِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ اَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوْا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ اَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً.

৭০০৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। "আর আপনার নামাযে উচ্চস্বরেও পড়বেন না এবং খুব চুপিচুপিও পড়বেন না, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করুন"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০। এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. মক্কা শরীফে চুপে চুপে নামায পড়তেন, আর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ার সময় উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন। মুশরিকরা তা শুনে কুরআন ও এর নাযিলকারী এবং যিনি তা নিয়ে এসেছেন তাঁকে গালিগালাজ করতো। তখন আল্লাহ তাঁর নবী স.-কে বলেন, আপনি নামাযে এমন উচ্চস্বরে কুরআন পড়বেন না, যাতে মুশরিকরা শুনতে পায় আর গালি দেয়, আর এতো চুপে চুপেও পড়বেন না যে, আপনার সাহাবীরা তা শুনতে না পায় ; বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করুন।"

৭০০৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ:وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ:بِهَا فِى الدُّعَاءِ.

৭০০৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত "আপনার নামাযে বেশী উচ্চস্বরেও পড়বেন না আর বেশী চুপে চুপেও পড়বেন না, বরং এর মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করুন" দো'আর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

৭০০৮- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ.

৭০০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিষ্ট সুরে সশব্দে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে রাত-দিন তা পাঠ করে, অপর এক ব্যক্তি তা দেখে বলে, এ লোকটিকে যা দেয়া হয়েছে আমাকে যদি সেরূপ

দেয়া হতো, তাহলে সে যা করে আমিও তাই করতাম ! তখন নবী স. স্পষ্ট করে বলেছেন, নামাযে কিতাব পাঠ করা তার কাজ। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ.

"আসমান-যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের ব্যবধান তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে"–সূরা আর রূম ঃ ২২। এবং আল্লাহ বলেন ঃ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. **"তোমরা ভাল কাজ করো, যেন সফল হতে পারো।"–সূরা হজ্জ ঃ ৭৭**

৭০০৯- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحَاسُدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَاٰنَاءِ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ هٰذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِىْ حَقِّهٖ فَيَقُوْلُ لَوْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ عَمِلْتُ فِيْهِ مِثْلَ مَا عَمِلَ.

৭০০৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ দু' ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে রাত-দিন তা তিলাওয়াত করে। ঈর্ষাকারী বলে, এ লোকটিকে যা দেয়া হয়েছে আমাকেও যদি তা দেয়া হতো, তাহলে সে যা করে আমিও তাই করতাম। অপর ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে তা সঠিক পথে খরচ করে। ঈর্ষাকারী বলে, তাকে যা দেয়া হয়েছে আমাকেও যদি তা দেয়া হতো, তাহলে সে যা করে আমিও তাই করতাম।

৭০১০- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ.

৭০১০. সালেম র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ কেবলমাত্র দু'জন লোকের ওপর ঈর্ষা (গিব্‌তা) করা যায়। একজন হলো, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাত-দিন তিলাওয়াত করে। অপরজন হলো, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে রাত-দিন তা থেকে খরচ করে।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ...

"হে রসূল! আপনার রবের নিকট থেকে আপনার ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করুন। আর আপনি যদি তা না করেন, তবে তাঁর পয়গাম পৌঁছাতে পারলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে সংরক্ষিত রাখবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদের পথ দেখাবেন না।"–সূরা মায়িদাহ ঃ ৬৭। যুহরী র. বলেন, আল্লাহর কাজ হলো পয়গাম পাঠিয়ে দেয়া, আর রসূলুল্লাহ স.-এর কাজ হলো, তা প্রচার করা, আর আমাদের কাজ হলো তা মেনে নেয়া, অনুসরণ করা।

لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَلٰتِ رَبِّهِمْ -

"যেন আল্লাহ্ জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের পয়গাম পৌঁছিয়েছে।"–সূরা জ্বিন ঃ ২৮

اُبَلِّغُكُمْ رِسَلٰتِ رَبِّىْ -

"তোমাদের কাছে আমার রবের পয়গাম প্রচার করছি"–সূরা আরাফ ঃ ৬২। কা'ব ইবনে মালেক রা. নবী স.-এর সাথে (তাবুক যুদ্ধে) অংশগ্রহণ না করে পেছনে রয়ে গেলে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ .

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অবিলম্বে তোমাদের কাজ পর্যবেক্ষন করবেন"–সূরা তাওবা ঃ ১০৫। আয়েশা রা. বলেন, তুমি যদি কারো ভালো কাজ দেখে খুশী হও, তবে তাকে বলো, "কাজ করতে থাকো, অবিলম্বে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনগণ তোমাদের কাজ দেখবেন, আর কেউ যেন তোমায় প্রতারণায় না ফেলে।" মা'মার বলেন, 'ঐ বইটি' অর্থ এ কুরআন যা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত, বর্ণনা ও দলীল-প্রমাণ। যেমন মহান আল্লাহর বাণী ঃ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ সূরা আনআম ঃ ১০ এর অর্থ হলো هٰذَا حُكْمُ اللّٰهِ অর্থাৎ এটা আল্লাহর হুকুম। 'লা-রাইবা অর্থ 'লা-শাক্কা' অর্থাৎ কোনো সন্দেহ নেই। 'তিলকা আয়াত' অর্থ এগুলো কুরআনের নিদর্শন। এর সাদৃশ্য আয়াত ঃ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ "এমনকি যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করলে এবং তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকলে।"–সূরা ইউনুস ঃ ২২

এ আয়াতে 'জারাইনা বিহিম' অর্থ 'জারাইনা বিকুম' অর্থাৎ তোমাদের নিয়ে চলতে থাকে। আনাস রা. বলেন, নবী স. তাঁর মামা হারামকে তার গোত্রে পাঠান। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো যে, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর পয়গাম প্রচার করছি। এই বলে তিনি তাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন।

٧٠١١- عَنِ الْمُغِيْرَةُ اَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ.

৭০১১. মুগীরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. আমাদের রবের পয়গাম আমাদের অবহিত করে বলেন, আমাদের মধ্যে যে নিহিত (শহীদ) হবে সে জান্নাতী।

٧٠١٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْىِ فَلاَ تُصَدِّقْهُ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الاية.

৭০১২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে লোক তোমাকে বলে, মুহাম্মদ স. কিছু গোপন করেছেন, অন্য বর্ণনায় আছে, যে লোক তোমাকে বলে, নবী স. ওহী থেকে কিছু গোপন করেছেন, তা কখনও বিশ্বাস করো না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "হে রসূল ! তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যাকিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের কাছে পৌঁছে দাও। তুমি যদি তা না করো, তবে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তুমি পালন করলে না। মানুষের ক্ষতি থেকে আল্লাহ-ই তোমাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়, আল্লাহ কাফেরদেরকে কখনও সাফল্যের পথ দেখান না।"–সূরা মায়িদাহ ঃ ৬৭

٧٠١٣- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ؟ قَالَ اَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ اَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ

ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ اَنْ تُزَانِىَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَهَا : وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا.

৭০১৩. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কোন্ অপরাধটি আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে মারাত্মক ? তিনি বলেন ঃ তোমার কোনো কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নেয়া, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বললো, অতপর কোন্টি ? তিনি বলেন ঃ তোমার সন্তানকে এ ভয়ে তোমার হত্যা করা যে, সে জীবিত থাকলে তোমার খাদ্যে ভাগ বসাবে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, এরপর কোন্টি ? তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনা করা। একথার সত্যতার স্বপক্ষে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "(পরম করুণাময়ের প্রিয় বান্দাহ তারা) যারা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহর হারাম করা কোনো প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করে না এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় না। এ কাজ যারা করে, তারা নিজেদের গুনাহের প্রতিফল পাবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে বরাবর শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতেই তারা চিরকাল লাঞ্ছনা সহকারে অবস্থান করবে।"–সূরা ফোরকান ঃ ৫৮

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

"তাদেরকে বলুন, তোমরা যদি বাস্তবিকই সত্যবাদী হও, তবে 'তাওরাত' নিয়ে আসো এবং তার কোনো ভাষণ পেশ করো।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৩

নবী স.-এর বাণী ঃ তাওরাতধারীদের (ইহুদী) তাওরাত দেয়া হলো, তারা সেই অনুসারে কাজ করলো। ইঞ্জীলের অধিকারীদের (খৃষ্টান) ইঞ্জীল কিতাব দেয়া হলো, তারাও সেই অনুসারে কাজ করলো। তোমাদেরকে কুরআন দেয়া হয়েছে, তোমরাও তদনুযায়ী কাজ করো। আবু রাযীন বলেন, 'ইয়াতলুনাহু-এর অর্থ অনুসরণ করা এবং যেভাবে, যে পদ্ধতিতে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঠিক সেভাবেই কাজ করা। কথিত আছে, 'ইউতলা' দ্বারা কুরআন মজীদকে সুন্দরভাবে পাঠ করা বুঝানো হয়েছে। 'লা ইয়ামাসসুহু' শব্দের অর্থ কুরআনের পেশকৃত মতাদর্শের প্রতি ঈমান পোষণ ছাড়া কুরআনের স্বাদ বা এর থেকে উপকারিতা লাভ করা যাবে না। কুরআনের প্রতি যার গভীর ইয়াকিন ও আস্থা রয়েছে, কেবল সে-ই তা সঠিকভাবে বহন করতে সক্ষম হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

"যেসব লোককে তাওরাতের ধারক বানানো হয়েছিলো, কিন্তু তারা তার বোঝা বহন করে নাই, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার ন্যায় যার পিঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো যেসব লোক, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহ যালেমদের হেদায়াতের পথ দেখান না"–সূরা জুমুআ ঃ ৫। নবী স. ইসলাম, ঈমান ও নামাযকে আমল (কাজ) আখ্যায়িত করেছেন।

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবী স. বিলাল রা.-কে বললেন, আমাকে তোমার সেই কাজ (আমল) সম্পর্কে অবহিত করো, মুসলমান থাকা অবস্থায় যে কাজটি করার জন্য তুমি সবচেয়ে বেশী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো। বিলাল রা. বলেন, পাক-পবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করা অপেক্ষা অন্য কোনো কাজের প্রতি আমি অধিক আকাঙ্ক্ষী হইনি। নবী স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজটি সর্বাপেক্ষা উত্তম। তিনি পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান, অতপর জিহাদ, অতপর কবুল হওয়া হজ্জের কথা বললেন।

٧٠١٤- عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَنْ سَلَفَ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ اُوْتِىَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، ثُمَّ اُوْتِىَ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، ثُمَّ اُوْتِيْتُمُ الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاُعْطِيْتُمْ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ اَهْلُ الْكِتَابِ هٰؤُلاَءِ اَقَلُّ عَمَلاً مِنَّا وَاَكْثَرُ خَيْرًا، قَالَ اللّٰهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهُوَ فَضْلِى اُوْتِيْهِ مِنْ اَشَاءُ.

৭০১৪. ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ তোমাদের স্থায়িত্ব বিগত উম্মতদের তুলনায় এরূপ যেমন, 'আসর নামায থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়। তাওরাতের ধারকদের তাওরাত দেয়া হলো। তারা তদনুযায়ী কাজ করলো। এভাবে দুপুর হলে তারা দুর্বল হয়ে পড়লো। তাদেরকে এক 'কিরাত' করে সওয়াব দেয়া হলো। অতপর ইঞ্জীল কিতাবের ধারকদেরকে ইঞ্জীল দেয়া হলো। তারা সেই অনুযায়ী কাজ করলো, যাবত না আসরের নামায পড়া হলো। তারাও দুর্বল হয়ে পড়লো। তাদেরকেও এক 'কিরাত' করে সওয়াব দেয়া হলো। অতপর তোমাদেরকে কুরআন দেয়া হলো। তোমরা তদনুযায়ী কাজ করলে। এভাবে সূর্য ডুবে গেল। তোমাদেরকে দুই 'কিরাত' করে সওয়াব দেয়া হলো। এতে আহলে কিতাবগণ বললো, এরা আমাদের চেয়ে কম কাজ করে অধিক পারিশ্রমিক পেলো। আল্লাহ্ বলেন, "আমি কি তোমাদের প্রাপ্য দেয়ার ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনোরূপ যুলুম করেছি? তারা বললো, না। আল্লাহ্ বলেন, এটাই আমার অনুগ্রহ, যাকে খুশি দান করি।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. নামাযকে 'আমল' আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি।

٧٠١٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ.

৭০১৫. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ কাজটি অপেক্ষাকৃত উত্তম। তিনি বলেন ঃ নামায তার ওয়াক্তমত আদায় করা ও পিতা-মাতার সেবা করা, অতপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ضَجُوْرًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا

"মানুষ খুবই সংকীর্ণমনা (ছোট আত্মার) সৃষ্টি হয়েছে। তার ওপর যখন বিপদ আসে ঘাবড়িয়ে যায় এবং যখন স্বাচ্ছন্দ-সচ্ছলতা আসে তখন কার্পণ্য করে।"–সূরা মা'আরিজ ঃ ১৯-২১

٧٠١٦ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ مَالٌ فَاَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ اٰخَرِيْنَ فَبَلَغَهُ اَنَّهُمْ عَتَبُوْا فَقَالَ اِنِّيْ اُعْطِى الرَّجُلَ وَاَدَعُ الرَّجُلَ الَّذِى اَدَعُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الَّذِى اُعْطِى، اُعْطِى اَقْوَامًا لِمَا فِى قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلَى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِى قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ : مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو مَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ.

৭০১৬. আমর ইবনে তাগলিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কাছে কিছু অর্থ-সম্পদ আসলো। তিনি কতক লোককে তা থেকে দিলেন এবং কতক লোককে দেননি। তিনি জানতে পারলেন, বঞ্চিত ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি কাউকে দান করি আবার কাউকে বাদ রাখি। যাকে আমি দেই না সে-ই আমার কাছে অধিক প্রিয়, যাকে আমি দান করি তার চেয়ে। যাদের মধ্যে এখনও ভীতি ও অস্থিরতা রয়েছে আমি তাদেরকে দান করি। আর যাদেরকে আমি দান করি না তাদেরকে তাদের অন্তরে আল্লাহ প্রদত্ত মুখাপেক্ষিহীনতা ও কল্যাণের যিম্মায় ছেড়ে দেই। আমর ইবনে তাগলিব তাদের মধ্যে একজন। আমর বলেন, গৌর বর্ণের উটের মালি হওয়ার চেয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর (আমার সম্পর্কে) এ উক্তি আমার অধিক পসন্দনীয়।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিপালক আল্লাহর কাছ থেকে নবী স.-এর বর্ণনা (হাদীসে কুদসী)।

٧٠١٧ـ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا قَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِيْ مَشْيًا اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

৭০১৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাঁর রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ বলেন, বান্দাহ আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। সে আমার দিকে এক বাহু পরিমাণ আসলে আমি তার দিকে দুই বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। বান্দাহ আমার কাছে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই।

٧٠١٨ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا اَوْ بُوْعًا وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ اَبِيْ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ.

৭০১৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কয়েকবারই তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, (আল্লাহ বলেছেন,) বান্দাহ যখন আমার দিকে বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। যখন বান্দাহ আমার দিকে এক বাহু পরিমাণ অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে দুই বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। আনাস রা. বলেন, নবী স. তাঁর মহামহিম রবের কাছ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٧٠١٩ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

৭০১৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তোমাদের রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, মহান রব ইরশাদ করেন, প্রতিটি কাজের সওয়াবের পরিমাণ নির্ধারিত আছে। কিন্তু 'রোযা' আমার জন্য এবং আমি নিজ হাতে বান্দাহকে এর পারিশ্রমিক দান করবো। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধের চেয়েও অধিক পসন্দনীয় ও পবিত্র।

٧٠٢٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لاَ يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهُ اِلٰى اَبِيْهِ.

৭০২০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাঁর রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ দাবি করা সমীচীন নয় যে, সে ইউনুস আ. ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। তাঁকে তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

٧٠٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلٰى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَاُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ اَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قَالَ فَرَجَعَ فِيْهَا قَالَ ثُمَّ قَرَاَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِيْ قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِيْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَ كَانَ تَرْجِيْعُهُ قَالَ ءَا ءَا ءَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৭০২১. আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফ্ফাল আল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ স.-কে নিজের মাদি উটের পিঠে বসা অবস্থায় সূরা ফাতাহ অথবা সূরা ফাতাহর অংশবিশেষ পাঠ করতে দেখেছি। তিনি পুনঃ পুনঃ তা পাঠ করলেন। শোবা বর্ণনা করেন, অতপর মুআবিয়া ইবনে মোগাফ্ফালের কিরায়াত নকল করে পড়লেন। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কাছে লোকেরা ভীড় না জমাতো, তবে আমি তা বারবার ঠিক সেভাবে পাঠ করতাম, যেভাবে ইবনে মোগাফ্ফাল নবী স.-এর কিরায়াত অনুকরণ করে বারবার পাঠ করেছেন। শোবা বলেন, আমি মুআবিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে মোগাফ্ফাল কিভাবে কিরায়াত 'তারজী'[১৬] দিতেন। তিনি আ, আ, আ, (তিনবার) বললেন।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের ব্যাখ্যার অনুমতি দান।

এ অনুচ্ছেদে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের 'আরবী অথবা অন্য কোনো ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা জায়েয হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ "তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত নিয়ে আসো এবং তা থেকে পাঠ করো"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৩। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব আমাকে অবহিত করলেন, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে ডাকলেন। অতপর তিনি নবী স.-এর প্রেরিত পত্রখানা আনালেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলো, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (আল্লাহর নামে আরম্ভ, তিনি অতীব দয়ালু ও করুণাময়)। মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে এ পত্রখানা হিরাক্লিয়াসের প্রতি প্রেরিত। (কুরআনের আয়াত) ঃ

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

১৬. তাজবীদ অনুযায়ী কুরআন পাঠের টানে (tone) যে উচ্চ ও নিম্ন গতি হয় তাকে তারজী বলে।

"বলো, হে আহলে কিতাব ! এসো একটা কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সম্পূর্ণ সমান ----"সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪ শেষ পর্যন্ত।

٧٠٢٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرٰىةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَتُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الاية.

৭০২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ তাওরাত কিতাব হিবরু ভাষায় পাঠ করতো এবং মুসলমানদের জন্য আরবী ভাষায় তার ব্যাখ্যা করতো। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আহলে কিতাবদের তোমরা বিশ্বাসও করো না, অবিশ্বাসও করো না। বরং তোমরা বলো ঃ 'আমরা ঈমান এনেছি, আল্লাহর প্রতি, আমাদের জন্য যে জীবন বিধান নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, যা মূসা, ঈসা ও অন্য সব নবীকে তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করি না। আমরা একমাত্র আল্লাহরই অনুগত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৪

٧٠٢٣ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَامْرَاَةٍ مِنَ الْيَهُوْدِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُوْدِ ما تَصْنَعُوْنَ بِهِمَا ؟ قَالُوْا نُسَخِّمُ وَجُوْهَهُمَا وَنُخْزِيْهِمَا قَالَ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ، فَجَاؤُا فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ يَا اَعْوَرُ اقْرَا فَقَرَا حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى مَوْضَعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ فَاِذَا اٰيَةُ الرَّجْمِ تَلُوْحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ بَيْنَهُمَا الرَّجْمَ، وَلٰكِنَّا نُكَاتِمُهُ بَيْنَنَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ، فَرَاَيْتُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ.

৭০২৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজোড়া ইহুদী নারী-পুরুষকে নবী স.-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। তারা যেনা করেছিলো। তিনি ইহুদীদের বলেন ঃ এদের উভয়ের ব্যাপারে তোমরা কি করো ? তারা বললো, আমরা এদের মুখে কালি মেখে অপমান ও লাঞ্ছিত করে থাকি। তিনি বলেন ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তাওরাত নিয়ে আসো এবং তা থেকে পাঠ কর। তারা তাওরাত নিয়ে এসে তাদের পসন্দসই ব্যক্তিকে বললো, হে আওয়ার! তুমি পাঠ করো। সে পাঠ করতে লাগলো এবং এক জায়গায় পৌঁছে সেখানে তার হাত রাখলো। নবী স. বলেন ঃ তোমার হাত সরিয়ে নাও। সে তার হাত সরিয়ে নিলো। এখানেই যেনার শাস্তি 'রজম' (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) সম্পর্কিত স্পষ্ট আয়াত ছিলো। আওয়ার (এক চোখ অন্ধ) বললো, হে মুহাম্মদ! এদের প্রতি 'রজম' করারই নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু আমরা তা আপসে গোপন রেখেছিলাম। তিনি উভয়কে 'রজম' করার নির্দেশ দিলেন। অতপর তাদেরকে 'রজম' করা হলো। ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি দেখলাম, লোকটি মেয়েলোকটিকে পাথর থেকে আড়াল করছে।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ কুরআনে বিশেষ দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী ব্যক্তি জান্নাতে সম্মানিত ও নেক্কার লোকদের (ফেরেশতাদের) সাথে বসবাস করবে। সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে তোমরা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করো।

٧٠٢٤ـ عَنْ ابِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ .

৭০২৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ কোনো বিষয় (কান লাগিয়ে) শুনেন না। কিন্তু নবীর উচ্চস্বরে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ তিনি শুনেন।

٧٠٢٥ـ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ حِيْنَ قَالَ لَهُ اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا وَكُلٌّ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِىْ وَاَنَا حِيْنَئِذٍ اَعْلَمُ اَنِّىْ بَرِيْئَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ يُبَرِّئُنِىْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يُنَزِّلُ فِى شَاْنِىْ وَحْيًا يُتْلٰى وَلَشَاْنِى فِى نَفْسِىْ كَانَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِىَّ بِاَمْرٍ يُتْلٰى، وَاَنْزَلَ اللّٰهُ : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ : الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ كُلَّهَا.

৭০২৫. ইবনে শিহাব র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উরওয়াহ ইবনে যোবায়ের সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ র. আমাকে আয়েশা রা. সম্পর্কিত ইফকের হাদীসটি অবহিত করেছেন। তাদের প্রত্যেক হাদীসটির এক একটি অংশ আমাকে অবহিত করেছেন। আয়েশা রা.-কে যখন অপবাদ দানকারীদের সম্পর্কে বলা হলো, তিনি বললেন, আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমি জানতাম, আমি অপবাদ থেকে মুক্ত পবিত্র। আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! আমি কিন্তু এ রকম কল্পনা কখনও করিনি যে, আল্লাহ আমার স্বপক্ষে ওহী নাযিল করবেন, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করা হবে। আমার মূল্যায়নে আমি ছিলাম এতই নগণ্য যে, আল্লাহ নিজে আমার সম্পর্কে কথা বলবেন এবং তা যুগ যুগ ধরে পাঠ করা হবে তা আমি কখনও ধারণাই করতে পারিনি। মহামহিম আল্লাহ সূরা নূরের "যেসব লোক এ মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করেছে" থেকে দশটি আয়াত নাযিল করেন।

٧٠٢٦ـ عَنِ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا اَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

৭০২৬. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এশার নামাযে আমি নবী স.-কে সূরা 'ওয়াততীন ওয়াযযাইতুন' পাঠ করতে শুনলাম। তাঁর চেয়ে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী আওয়াযে আমি আর কাউকে কিরায়াত পড়তে শুনিনি।

٧٠٢٧ـ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مُتَوَارِيًا بِمَكَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَاِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا.

৭০২৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মক্কাতে আত্মগোপন করে থাকতেন। তিনি তাঁর আওয়ায বড় করতেন। মুশরিকরা যখন (কুরআনের বাণী) শুনতে পেতো, তখন তারা কুরআন ও তার বহনকারীকে গালি দিতো। মহান আল্লাহ তাঁর নবী স.-কে বলেন, "নিজের নামায

না খুব উচ্চস্বরে পড়বে আর না খুব নিম্ন স্বরে। তুমি এ দুইয়ের মাঝামাঝি মাত্রার আওয়াজে কিরায়াত পড়বে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০

٧٠٢٨ـ عَنْ اَبِى صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ اِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِى غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৭০২৮. আবু সা'সা'আ র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, আবু সাঈদ খুদরী রা. তার পিতাকে বলেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি বকরী ও জংগল খুবই ভালোবাসো। অতএব যখন তুমি বকরীর সাথে অথবা বনভূমিতে থাকবে তখন নামাযের জন্যে উচ্চস্বরে আযান দিও। কেননা মুয়ায্যিনের আযানের শব্দ যতদূর পৌঁছবে, ততদূর পর্যন্তকার জিন, মানুষ ও অন্যান্য জিনিস কিয়ামতের দিন আযানদানকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবু সাঈদ রা. বলেন, আমি একথা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে শুনেছি।

٧٠٢٩ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَرَاْسُهُ فِىْ حَجْرِىْ وَاَنَا حَائِضٌ.

৭০২৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমার মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করতেন।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ **"কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমার জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি করো।"–সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০**

٧٠٣٠ـ عَنِ الْمِسْوَرَ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ حَدَّثَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ اُسَاوِرُهُ فِى الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ مَنْ اَقْرَاكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِى سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ اَقْرَاَنِيْهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ اَقُوْدُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّى سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا فَقَالَ اَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَاْتُ الَّتِىْ اَقْرَاَنِىْ فَقَالَ كَذٰلِكَ اُنْزِلَتْ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

৭০৩০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী রা. থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর

জীবদ্দশায় আমি হিশাম ইবনে হাকীমকে 'সূরা ফুরকান' থেকে পাঠ করতে শুনলাম। আমি তার পাঠ শুনতে থাকলাম। সে এমন বহু অক্ষরের সমন্বয়ে কেরাত পাঠ করলো, যা রসূলুল্লাহ স. আমাকে শিখাননি। আমি নামাযরত অবস্থায়ই তাঁর ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলাম। আমি ধৈর্য ধরলাম, সে সালাম ফিরালো। আমি তাঁর গলায় তার চাদর জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি তোমাকে যে সূরা পড়তে শুনলাম তা তোমাকে কে শিখিয়েছে ? সে বললো, রসূলুল্লাহ স. আমাকে তা শিখিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি যেভাবে পড়েছ আমাকে তো তিনি সেভাবে পড়াননি। আমি তাকে টানতে টানতে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে নিয়ে আসলাম। আমি তাঁকে বললাম, এ লোকটিকে আমি সূরা ফুরকান এমন সব অক্ষরের সমন্বয়ে পড়তে শুনলাম, যা আপনি আমাকে শিখাননি। তিনি বলেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! তুমি পড়ে শুনাও। অতএব, আমি তাকে যে কেরাত পাঠ করতে শুনেছি, সে সেখান থেকেই পাঠ করলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ হে ওমর ! তুমি পাঠ করো। আমি সেভাবেই পাঠ করলাম, যেভাবে তিনি আমাকে পড়িয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এভাবেই নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত রকমের পাঠ-পদ্ধতিতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কাজেই এর যতটা সহজে পড়া যায় তা পড়ে নাও।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ.

"আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ বানিয়েছি"–সূরা ক্বামার ঃ ১৭। নবী স. বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সম্পাদন করা সহজ করে দেয়া হয়েছে। 'মুইয়াসসির'-এর অর্থ 'মুহিইয়্যা' করা হয়েছে, অর্থাৎ তৈরীকৃত। মুজাহিদ বলেন, يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ بِلِسَانِكَ কুরআনের পাঠ তোমার জন্য সহজ করে দিয়েছি। মাতারুল ওয়াররাক বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

"আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ বানিয়ে দিয়েছি। এর থেকে উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত কেউ আছে কি ?"–সূরা ক্বামার ঃ ১৭। এর অর্থ, কোনো জ্ঞান আহরণকারী আছে কি, তার সাহায্য করা যেতে পারে ?

٧٠٣١ـ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.

৭০৩১. ইমরান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার্য সম্পাদনকারীরা কেন কাজ করে ? তিনি বলেন ঃ প্রত্যেকের জন্য সেটাই সহজ, যে কাজ করার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

٧٠٣٢ـ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ فِيْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ عُوْدًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الْاَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا اَلاَ نَتَّكِلُ ؟ قَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى : الاية.

৭০৩২. আলী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক 'জানাযায়' উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখণ্ড কাঠ হাতে নিয়ে যমীনের ওপর দাগ কাটতে কাটতে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার

ঠিকানা 'জান্নাতে অথবা জাহান্নামে' লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়নি। লোকেরা বললো, তবে আমরা কেন এ কথার ওপর ভরসা করে থাকবো না ? তিনি বলেন ঃ কাজ করতে থাকো। প্রত্যেকের কাজ সহজ সাধ্য করে দেয়া হয়েছে। অতপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন ঃ 'যে লোক ধন-মাল দিলো, (আল্লাহর নাফরমানী থেকে) আত্মরক্ষা করলো এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে সত্য বলে মেনে নিলো, তাকে আমি সরল পথে চলার সহজতা দান করবো। আর যে কার্পণ্য করলো (আল্লাহর প্রতি) বিমুখ হলো এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করলো, তার জন্য আমি শক্ত ও কঠিন পথের সহজতা বিধান করবো।"—সূরা আল লাইল ঃ ৫

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ○ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ○

"বরং এ কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ; সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ"—সূরা বুরূজ ঃ ২১-২২

وَالطُّوْرِ ○ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ○ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ○

"তুর পাহাড়ের কসম ! আর এমন একখানা কিতাবেরও কসম ! যা পাতলা চামড়ায় লিপিবদ্ধ আছে"—সূরা আল লাইল ঃ ১-৩। কাতাদা র. বলেন, 'মাসতুর' শব্দের অর্থ 'লিপিবদ্ধ'; আর 'ইয়াসতুরুন' শব্দের অর্থ 'লিখছে'; 'উম্মুল কিতাব' শব্দের দ্বারা আসল, খাঁটী ও সংকলিত কিতাবকে বুঝানো হয়েছে ; 'মা ইয়ালফাযু' অর্থ যে কথাই বলা হোক তা লিখে রাখা হয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ভালো-মন্দ সবই লিখে রাখা হয়। 'ইউহাররিফুন' অর্থ স্থানচ্যুত করা। এমন কোনো লোক নেই যে মহান আল্লাহর কিতাবের কোনো শব্দ বিলুপ্ত করতে পারে। যার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা আল্লাহর কিতাবের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, কেবল সে-ই তার পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যা করতে পারে। 'দিরাসাতুহুম' অর্থ তা পাঠ করা। ওয়াইয়াহ অর্থ তার হেফাযতকারী। 'তায়ীয়াহা' অর্থ তাকে নিরাপদে রাখে।

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ .

"এ কুরআন আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এর মাধ্যমে সতর্ক করি"—সূরা আনআম ঃ ১৯। অর্থাৎ মক্কাবাসী এবং অন্য যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছবে তাদের জন্য রসূলুল্লাহ স. সতর্ককারী, ভয় প্রদর্শনকারী। আমাকে আবু রাকে ও আবু হুরাইরা রা.-এর সূত্রে নবী স.-এর একটি বাণী ঃ আল্লাহ যখন তাঁর মাখলুকাত সৃষ্টি করলেন, তিনি নিজের কাছে একটি বই লিখে রাখলেন। তাতে লেখা আছে, আমার রহমত ও করুণা আমার গযব ও ক্রোধের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। এটা 'আরশের ওপর আল্লাহর কাছে রক্ষিত আছে।

٧٠٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ.

৭০৩৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর মাখলুকাত সৃষ্টির পূর্বেই একটি দলীল রচনা করেছেন। তাতে লেখা আছে, "আমার দয়া ও করুণা, আমার অভিমান ও ক্রোধের ওপর প্রাধান্য লাভ করছে।" এ বাক্যটি আল্লাহর কাছে তাঁর আরশের ওপর লেখা রয়েছে।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ .

"আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সে জিনিসগুলোও যা তোমরা করো।"
–সূরা আছ্ ছাফ্‌ফাত ঃ ৯৬

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ .

"আমরা প্রতিটি জিনিস একটা পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করেছি"–সূরা আল ক্বামার ঃ ৪৯। চিত্র অঙ্কনকারীদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার করো (কিন্তু তারা তা করতে কখনও সক্ষম হবে না)।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ.

"বস্তুত তোমাদের রব সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; অতপর নিজ সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন ; ফলে দিন রাতের পেছনে ছুটতে থাকে। তিনি চাঁদ, সুরুজ ও তারকারাজীও সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইনের অধীনে বাঁধা। সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁর। সারা জাহানের মালিক ও লালন-পালনকারী আল্লাহ অপরিসীম বরকতময়"–সূরা আরাফ ঃ ৫৪। ইবনে উআইনা বলেন, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি ও সর্বময় কর্তৃত্বকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ "সৃষ্টি তাঁর, সর্বময় কর্তৃত্বও তাঁর।" নবী স. বিশ্বাসকে (ঈমান) কাজরূপে (আমল) আখ্যায়িত করেছেন। আবু যার ও আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবী স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম ?' তিনি বলেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর পথে জিহাদ। আল্লাহ বলেন, جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ "এটা তাদের কাজের প্রতিদান"–সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৪। আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল নবী স.-এর কাছে আরয করলো, আমাদের এমন কয়েকটি পূর্ণতা দানকারী কাজের কথা বলে দিন, যেগুলো করলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো। তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান, রসূলের নবুয়াতের সাক্ষ্যদান, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। এসব কিছুকে তিনি আমল বা কাজরূপে আখ্যায়িত করেন।

٧٠٣٤- عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَاِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِىْ فَدَعَاهُ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا اٰكُلُهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلْاُحَدِّثْكَ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَمَرَ بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ وَاللّٰهِ لَا نُفْلِحُ اَبَدًا فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ اَنَا اَحْمِلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَا اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا.

৭০৩৪. যাহদাম র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুরম গোত্রের সাথে আশআরীদের গভীর বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আমরা আবু মূসা আশআরী রা.-এর কাছে বসাছিলাম। তাঁকে খাদ্য পরিবেশন করা হলো ; সাথে মুরগীর গোশত ছিল। তাঁর কাছে তাইমিল্লাহ গোত্রের এক ব্যক্তিও বসা ছিল। তাকে তাদের মুক্তদাস বলে মনে হচ্ছিল। তাকেও খেতে ডাকা হলো। সে বললো, আমি এ মুরগীকে এমন কিছু (বিষ্ঠা) খেতে দেখেছি যাতে আমার গোশতের প্রতি অরুচি এসে গেছে। কাজেই আমি কসম করেছি, আমি কখনও এর গোশত খাবো না। আবু মূসা রা. বলেন, এসো, আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে একটি হাদীস শুনাবো। আমি আশআরী গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে নবী স.-এর কাছে হাযির হলাম। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর কাছে সওয়ারী চাইবো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদেরকে সওয়ারী দিবো না। আমার কাছে তোমাদের দেয়ার মতো সওয়ারীও নেই। অতপর নবী স.-এর কাছে গনীমাতের কিছু উট নিয়ে আসা হলো। তিনি আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন ঃ আশআরীদের দল কোথায় ? তিনি আমাদেরকে পাঁচটি মোটা-তাজা ও উত্তম উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমরা এগুলো নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে বলাবলি করলাম, আমরা এটা কি করলাম ! নবী স. কসম করে বলেছিলেন, আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না, আর তাঁর কাছে সওয়ারী দেয়ার মতো কিছু ছিলও না। এরপরও তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন। হয়ত তিনি তাঁর শপথের কথা ভুলে গেছেন। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও কৃতকার্য হতে পারবো না। আমরা তাঁর কাছে পুনরায় ফিরে গেলাম এবং তাঁকে একথা বললাম। তিনি বলেন ঃ আমি কখনও তোমাদেরকে সওয়ারী দেইনি, বরং আল্লাহ-ই দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যদি কখনও শপথ করি, অতপর তার চেয়ে কল্যাণকর কিছু দেখতে পাই, তবে কল্যাণকর কাজটি করি এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করি।

٧٠٣٥- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ مُضَرَ، وَاِنَّا لاَ نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِىْ اَشْهُرٍ حُرُمٍ، فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الاَمْرِ اِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْا اِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اٰمُرُكُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَهَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ، شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَتُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ لاَ تَشْرَبُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالظُّرُوْفِ الْمُزَفَّتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ.

৭০৩৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো, আমাদের ও আপনার মাঝখানে মুদার গোত্রের মুশরিকদের অবস্থান। এজন্য আমরা হারাম মাসসমূহ ছাড়া অন্য সময়ে আপনার সাথে মিলিত হতে পারি না। আমাদেরকে মোটামুটি কতকগুলো কাজের নির্দেশ দিন, যেগুলো করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পেছনে রেখে আসা লোকদেরও সেদিকে আহ্বান জানাতে পারবো। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার নির্দেশ দিচ্ছি এবং চারটি জিনিস নিষিদ্ধ করছি। তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জানো আল্লাহর ওপর ঈমান আনার অর্থ কি ? তাহলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এ সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং গনীমাত লব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (সরকারী তহবিলে) জমা দেয়া। যে চারটি বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করছি তাহলো, লাউয়ের খোল দ্বারা নির্মিত পাত্রে, কাঠের পাত্রে বা বারকসে, তৈলাক্ত পাত্রে ও মাটি দ্বারা তৈরী সবুজ পাত্রে পান করবে না।

٧٠٣٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

৭০৩৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ এসব ছবির নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছো তা জীবিত করো (তা তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না)।

٧٠٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

৭০৩৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ এসব প্রতিকৃতি নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে (এই বলে) চাপ দেয়া হবে যে, যা তোমরা তৈরি করেছো তা জীবিত করো।

٧٠٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ شَعِيْرَةً.

৭০৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন, সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির সদৃশ সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে! যদি এতোই পারে, তবে সে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সৃষ্টি করে দেখাক অথবা সে একটা শস্য বীজ বা একটি বার্লি সৃষ্টি করে নিয়ে আসুক।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ দুশ্চরিত্র, পাপী ও মোনাফেক প্রভৃতি খারাপ লোকের কিরায়াত পাঠ, তাদের কণ্ঠস্বর ও কুরআন তেলাওয়াত তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যায় না।

٧٠٣٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالاَتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِىْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرُ الَّذِىْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرِّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرُ الَّذِىْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيْحَ لَهَا.

৭০৩৯. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে মুমিন কুরআন পাঠ করে তার দৃষ্টান্ত কমলা লেবুর ন্যায়। কমলা লেবু খেতেও সুস্বাদু এবং ঘ্রাণও পসন্দনীয়। যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত খেজুরের ন্যায়। তা খাদ্য হিসেবে সুস্বাদু কিন্তু এর কোনো ঘ্রাণ নেই। যে দুশ্চরিত্র লোক কুরআন পাঠ করে সে ফুল অথবা সুগন্ধী ঘাসের সমতুল্য। এর ঘ্রাণ থাকলেও স্বাদ তিক্ত। যে পাপীষ্ঠ কুরআন পাঠ করে না সে মাকাল ফলের সমতুল্য যা অত্যন্ত তিক্ত এবং যার কোনো ঘ্রাণও নেই।

٧٠٤٠- عَنْ عَائِشَةَ سَالَ اُنَاسُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِشَىْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّىْءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ

مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِىْ اُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهِ اَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ.

৭০৪০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী স.-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ এরা কিছুই নয় (এদের ওপর নির্ভর করা যায় না)। তারা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো কোনো সময় তারা এমন কথা বলে যা সত্য প্রমাণিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, নবী স. বলেন ঃ এসব সত্য কথা। এগুলো শয়তানেরা শুনে মনে রাখে, পরে এদের বন্ধুদের কানে মুরগীর ন্যায় কর কর শব্দ করে নিক্ষেপ করে। অতপর তারা এর সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে।

٧٠٤١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتّٰى يَعُوْدَ السَّهْمُ اِلٰى فُوْقِهِ قِيْلَ مَا سِيْمَا هُمْ قَالَ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ اَوْ قَالَ التَّسْبِيْدُ.

৭০৪১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ প্রাচ্য থেকে একদল লোক আত্মপ্রকাশ করবে। তারা কুরআন পড়বে। কিন্তু তাদের পাঠ তাদের গলার নিচে নামবে না। তারা তাদের ধর্ম এমনভাবে উপেক্ষা করবে, যেভাবে তীর শিকার অতিক্রম করে যায়। তারা কখনো তাদের ধর্মে ফিরে আসবে না যাবত না তীর নিজ স্থানে ফিরে আসবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তাদের চেনার মতো চিহ্ন কি হবে ? তিনি বলেন ঃ তাদের চিহ্ন হলো তাদের মাথা ন্যাড়া হবে।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

"কিয়ামতের দিন আমরা সঠিক নির্ভুল ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো"–সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭। আদম সন্তানদের কথা এবং কাজ পরিমাপ করা হবে। মুজাহিদ বলেন, তুর্কি ভাষায় 'কিসতাস' শব্দের অর্থ আদল ও ইনসাফ। কথিত আছে, 'কিসত' শব্দটি 'মুকসিত' শব্দের মূল, এর অর্থ ইনসাফকারী। 'কাসিত' শব্দের অর্থ যালেম।

٧٠٤٢- عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

৭০৪২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন ঃ দু'টি বাক্য, যা করুণাময়ের কাছে খুবই প্রিয়, উচ্চারণ করতে খুবই সহজ এবং ওজন দণ্ডে ওজনে খুবই ভারী। "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম"–(মহাপবিত্র আল্লাহ, তাঁর জন্যে সমস্ত প্রশংসা। মহাপবিত্র আল্লাহ, তিনি মহামহিম)।

আলহামদুলিল্লাহ তাম্মাত বিল খায়ের